Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/42

# উপনিষদ পরিচয়

## শ্রুতিসংগ্রহ

PRESENTED
by a German Devotee of Ma

LIBRARY
No. 1/42
Shri Shri ...
BANARAS ... Ashram

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/42

# উপনিষদ পরিচয়

## শ্রুতিসংগ্রহ

PRESENTED
by a German Devotee
of Ma

LIBRARY
No. 1/42
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/42

PRESENTED
by
a German Devotee of
Mā

LIBRARY
No. 1/42
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/42

# উপনিষদ পরিচয়

## শ্রুতিসংগ্রহ

PRESENTED
by
a German Devotee
of the

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

LIBRARY
No. 1/42
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং ( প্রাইভেট ) লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীহিমাংশু ভূষণ মৌলিক
আমপুলাপাড়া, নবদ্বীপ

মূল্য ছয় টাকা

গ্রন্থকারের আর একখানা বই

অগ্নিযুগের পথচারী

আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

উপন্যাস অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর অথচ বাস্তব ঘটনা।

মূল্য ৫৲ টাকা।

'অগ্নিযুগের পথচারী'র
পরবর্তী কাহিনী
'ফেরারী পথচারী' ( যন্ত্রস্থ )

মুদ্রাকর
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS

# উপনিষদ পরিচয়

## শ্রুতিসংগ্রহ

LIBRARY
No. 142
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

 PRESENTED

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

ভারতীয় আর্যহিন্দুর মূল ধর্মগ্রন্থ—বেদ। পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রগুলি বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বেদ-বিরুদ্ধ কোনো সিদ্ধান্ত এ যাবৎকাল হিন্দু মনীষিগণ স্বীকার করেন নাই।

বেদ শব্দের অর্থ—জ্ঞান। বেদ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানমূলক। বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিবার উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন। অন্ধবিশ্বাসের দাবী বেদ করেন না। কেনো কোনো স্থলে শ্রদ্ধা করার উপদেশ আছে, তাহার কারণ—বেদোক্ত বিষয় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অপ্রাকৃত বিষয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গোচর নহে, সাধক সাধন বলে অপ্রাকৃত যোগ্যতা লাভ করিয়া, অপ্রাকৃত বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন। সেই সাধনের প্রথমাবস্থায় সাধককে বেদাদি শাস্ত্র ও অচার্যের বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন মাত্র।

বেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য—উদারতা।—'সমুদ্র হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া দুর্গম পর্বতে বৃষ্টি বর্ষণ করে। সেই বৃষ্টির ধারা বিভিন্ন খাতে, বিভিন্ন নামে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই সমুদ্রেই মিশিয়া যায়। ঐ জলধারার যে কেনো একটি অবলম্বন করিয়া মানব যেমন তাহার জলের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে সমুদ্রেও পৌছাইতে পারে, এই প্রকারেই পৃথিবীতে যত বিভিন্ন ধর্ম দেখা যায়, উহা সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর হইতেই মানব সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। উহার যে কোনো ধর্মাবলম্বনেই মানব তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া সেই আনন্দ ব্রহ্মে পৌছাইতে পারে।' ( কঠ উঃ। ১।১।১৪ ॥ )

বেদের এই উদার বাণী বেদানুগত হিন্দু সমাজ তাহার মজ্জাগত করিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্যই হিন্দুর ব্যবস্থাশাস্ত্র স্মৃতিতে ভিন্নধর্মাবলম্বীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্মান্তরিত করণের কোনো ব্যবস্থা নাই। ধার্মিক হিন্দু যে কোনো ধর্মাবলম্বী সাধুসজ্জনকে শ্রদ্ধা করেন, যে কোনো ধর্মের উপাসনা-মন্দিরকে নিজের উপাস্য দেবমন্দিরের সমতুল্য মনে করেন।

বেদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—ধর্মাচরণে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন যোগ্যতা বর্তমান। বেদ এই রুচি ও যোগ্যতার অসংখ্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তদুপযোগী ধর্মাচরণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কাহারও রুচি ও প্রবৃত্তির উপরে জোর করিয়া কোনো ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া বেদের নীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নহে। দেশ কালের পার্থক্যানুযায়ী তদুপযুক্ত আচার-ব্যবস্থাও বেদ দিয়াছেন। বেদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য যে কোনো ব্যক্তি তাঁহার যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী ধর্মাচরণ-বিধি বেদের মধ্যেই পাইতে পারেন।

এই যে বিভিন্ন রুচি ও যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা,—ইহার চরম পরিণতি কিন্তু এক অদ্বয় ব্রহ্মে মহাসমন্বয়। ইহাই বেদের চমৎকারিতা।

বেদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—নির্ভীকত্ব। যাহার জন্য হিন্দু-ভারত যে কোনো ধর্মমত প্রচারে বাধা প্রদান করে না। সে জানে—কোনো ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষের যুক্তিসঙ্গত প্রমাণসিদ্ধ বাণী বেদবহির্ভূত নহে। এই কারণে সুপ্রাচীনকাল হইতে বেদানুগত হিন্দুসমাজ হিন্দু-ধর্মের প্রতি সমস্ত প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা ও আক্রমণ হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে।

বেদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—এই দুই ভাগে আলোচ্য বিষয়-বিভাগ। অথর্ববেদান্তর্গত মুণ্ডকোপনিষৎ এই দুইটি বিভাগকে 'অপরা-বিদ্যা' ও 'পরা-বিদ্যা' নামে পরিচয় দিয়াছেন ( ১৬, ১৭ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। এই জগতের জাগতিক যাবতীয় জ্ঞান-ব্যাপার—অপরাবিদ্যা। ইহার মূলে যে এক অদ্বিতীয় অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব বিদ্যমান,—তদ্বিষয়ক জ্ঞান-ব্যাপার—পরাবিদ্যা।

রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষাবিদ্যা, জ্যোতিষ, পদার্থ বিজ্ঞান, প্রভৃতি ( ২২৪ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ) অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। এই অপরাবিদ্যার অন্তর্গত রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রভৃতির ন্যায় কতকগুলি বেদোক্ত বিভাগের দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিগ্রহণ সম্পর্কে বেদ স্বীকৃতি দিয়াছেন, যাহার জন্য এ যাবৎকাল হিন্দুমনীষিগণ সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া, বিপক্ষের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করত, হিন্দু সমাজকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস করেন,—বেদ অনাদি সিদ্ধ ভগবদ্ বাণী। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,—'শ্রীভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিপুরুষ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেন।' মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম দুইটি শ্রুতি বলিয়াছেন,—'সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া বেদবিদ্যা লাভ করেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে বেদবিদ্যা প্রদান করেন। ঋষি অথর্বা তাঁহার শিষ্য অঙ্গিরা ঋষিকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই প্রকারে পৃথিবীতে বেদ-বিদ্যা প্রচারিত হইয়াছে'।

বেদ-উপনিষদে বহু বক্তা বা উপদেষ্টা ঋষির নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, বেদ ঐ সমস্ত ঋষিগণের রচিত প্রবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থ। বর্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের অনেকেই এই ধারণার বশবর্তী হইয়া বেদ রচনার কাল নির্ণয়ের জন্য গবেষণা করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের যাঁহারা আচার্য, তাঁহারা বলেন ও বিশ্বাস করেন,—

"ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্তারঃ।
ন কশ্চিদ্বেদকর্তা চ বেদস্মর্তা চতুর্ভুজঃ॥
যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥" প্রাচীন কৃত শ্লোক।

বেদ-উপনিষদে যে সমস্ত ঋষির নাম উল্লেখ আছে, তাঁহারা বেদের রচয়িতা নহেন, বেদ বাণীর দ্রষ্টা মাত্র। অর্থাৎ—বেদ নামক জ্ঞানরাশি নিত্য পদার্থ। ভগবদিচ্ছায় ঐ নিত্য জ্ঞানের এক একটি দিক এক এক ঋষির হৃদয়ে প্রকটিত হইয়াছিল। বেদের আদিবক্তা ব্রহ্মাও বেদ স্মরণ করিয়াছিলেন মাত্র। একটি সৃষ্টি ধ্বংস হইলে বেদ অন্তর্হিত হন। নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইলে সেই সৃষ্টিতে জাত ব্রহ্মা ও ঋষিগণের তপোশুদ্ধ চিত্তে বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, প্রভৃতি সৎশাস্ত্র আবির্ভূত হন। বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদির কোনো রচয়িতা নাই, এইগুলি স্বতঃসিদ্ধ শাশ্বত পদার্থ।"

এই সিদ্ধান্তের উপরে বহু প্রশ্ন ও সংশয় উঠিতে পারে। সেই সংশয় ও প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্বজ্ঞ আচার্যগণ যাহা বলেন, তাহার সারসংক্ষেপ,—

রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় হয়, উহার মূলে একখানা গ্রন্থ থাকে। অভিনেতারা সেই গ্রন্থে লিখিত ব্যাপারই অভিনয় করেন, গ্রন্থের বাহিরের কিছু অভিনয়কালে ঘটে না। একই গ্রন্থ অবলম্বনে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন অভিনেতা একই প্রকার সাজসজ্জা করিয়া, একই প্রকার অভিনয় করেন। সেই প্রকারেই এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইতেছে। যে অভিনয় চলিতেছে, ইহার শেষে এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চ ধ্বংস হইলে, আবার নূতন বিশ্বরঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইয়া ঐ একই অভিনয় আরম্ভ হইবে। সেই নূতন রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহারা নূতন অভিনেতা হইলেও অভিনয়ের নাম, ভূমিকা, সাজসজ্জা, ক্রিয়াকলাপ, সব একই প্রকার হইবে, কারণ অভিনয়ের গ্রন্থখানার কোনো পরিবর্তন হয় না।

এই অপূর্ব রহস্য সাধন বলে অবগত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি অভিনয়ের গ্রন্থখানা পড়িয়াছেন, তিনি যেমন অভিনয়কালে বলিতে পারেন—কোন ঘটনার পর কি অভিনয় হইবে, বা কি হইয়া গিয়াছে, তেমনি সাধন বলে মানুষ জানিতে পারে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, বা গতকালে কি ঘটিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কল্পে কল্পে নূতন সৃষ্টিতে নূতন নূতন যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস, রাজা দশরথ রাজা রাবণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া একইপ্রকার নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, প্রভৃতি স্থানে একই প্রকার অভিনয় করিয়া থাকেন। ( এই বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে প্রথম দিকে বশিষ্টের উক্তি দ্রষ্টব্য )।

এই কল্পে বেদের আদি বক্তা ব্রহ্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে সর্বপ্রথম বেদবিদ্যা শিক্ষাপ্রদান করেন। এই জন্য বেদের একটি নাম 'আথর্বণ'।

পরবর্তীকালে ব্যাসদেব অধ্যাপনার সুবিধার জন্য বেদের 'ঋক্' ও তদনুগত 'ব্রাহ্মণ'গুলি একত্র করিয়া 'ঋগ্বেদ', 'যজুঃ' মন্ত্র ও 'নিবীৎ'গুলি একত্র করিয়া 'যজুর্বেদ', 'সাম' গান ও 'উদ্গীথ' গুলি একত্র করিয়া 'সামবেদ', বিভাগ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অথর্ববেদ নামে নামকরণ করিলেন। বেদের অন্তভাগ উপনিষদ্ গুলিকেও—যে উপনিষদ্ যে বেদের পরিপোষক, সেই বেদের সহিত সংযুক্ত করিলেন।

এই বিভাগের ফলে বেদের অঙ্গীভূত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র-গণিতবিদ্যা, বস্তুবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, প্রভৃতি অপরাপর সমস্তই অথর্ববেদে থাকিয়া গেল। বিশেষ করিয়া বেদের উপাসনাকাণ্ড—ভক্তি, এবং রহস্য-বিদ্যা ও তাহার সাধন পদ্ধতি—সমস্তই অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বেদোক্ত এই রহস্যবিদ্যার কিছু কিছু পরিচয় তন্ত্রশাস্ত্রগুলির মধ্যে আছে। উহার যে কোনো একটি বিদ্যা অধিগত করিতে পারিলে, বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জড়বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিয়া দেওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধের পরে প্রায় এক হাজার বৎসর ব্যাপী একটা অদ্ভুত জড়তা ও অজ্ঞানান্ধকার ভারতের বুকে নামিয়া আসিয়াছিল। সেই ঘোরান্ধকারে বেদের অনেক কিছুই চর্চার অভাবে হারাইয়া গিয়াছে।

তাহারপর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতে যে বৈদেশিক আক্রমণ চলিতে থাকে, সেই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু দেবমন্দির গুলির ধনরত্ন লুণ্ঠন করা ও হিন্দুর জাতীয় গ্রন্থাগার গুলি ধ্বংস করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্নত হিন্দু জাতীকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পঙ্গু করা। ইহার ফলে যে অপরিমিত ধনরত্ন ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে তত দুঃখ হয় না, যত দুঃখ হয়—ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার গ্রন্থাগারগুলির ধ্বংস ব্যাপারে।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর উপযুক্ত ছাত্রের অভাবে বেদের বহু বিভাগের অধ্যাপক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আচার্যের অভাব ঘটে। তাহার ফলে জনসমাজে ঐ সমস্ত বেদান্তর্গত বিষয়ের চর্চা না থাকায়, সাধারণ গৃহস্থগৃহের গ্রন্থগুলি লোপ পায়। তৎসত্ত্বেও সম্ভবত গ্রন্থগুলি তক্ষশীলা, শ্রীনগর, বারানসী, নালান্দা, প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলিতে সংরক্ষিত ছিল। বিদেশী আক্রমণকারীদের বিজয়বহ্ন্যুৎসবে সেগুলি চিরতরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত কারণে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে বেদের অপরা বিদ্যা বিভাগের। পরাবিদ্যা আধ্যাত্মিক-সাধক সমাজে প্রচলিত থাকায় কিছু কিছু রক্ষা পাইয়াছে। যাহা রক্ষা পাইয়াছে, তাহারই গৌরবে আজ পৃথিবীর যুক্তিবাদী মনীষী সমাজে ভারত গৌরবান্বিত।

বর্তমান স্বাধীন ভারত অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রের তুলনায় বহু বিষয়ে নগণ্য হইলেও সে তার বেদ-উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, মহাভারত, হাতে করিয়া, যে কোনো দেশের শিক্ষিত সমাজে দাঁড়াইয়া উন্নত মস্তকে অনেক কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদ বিতরণ করিতে সক্ষম। বিদেশী মহাপুরুষ ও মনীষিগণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও জনহিতকর যাহা কিছু এ কাল পর্যন্ত বলিয়াছেন, তাহা তো বেদে আছেই, তাহা ছাড়া এমন বহু বিষয় বেদ ও বেদানুগত পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে আছে, যাহার তাৎপর্য এখনও কোনো বিদেশীর চিন্তার বাহিরে।

বেদের যে অংশে অপ্রাকৃত পরাবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে, সেই অংশই উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ। উপনিষৎ বেদের শেষ দিকে সন্নিবিষ্ট বলিয়া ইহার আর একটি নাম 'বেদান্ত'।

প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজে যখন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমধর্ম পালন করা হইত, তখন ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অধ্যয়ন ও জীবিকাবৃত্তি শিক্ষা করিয়া, গার্হস্থ্য আশ্রমে কর্মকাণ্ড যাজন করা হইত। তাহার পর জ্যেষ্ঠপুত্র উপযুক্ত হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিলে পিতা-মাতা গার্হস্থ্য-আশ্রম ত্যাগ করিয়া গুরুকুল বা ঋষিকুলে যাইয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতেন। তৎকালে গুরুকুল ও ঋষিকুলগুলি জনকোলাহল-মুখর নগর ও গ্রাম হইতে দূরে ঘন ফলবান বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কারণে ঐ স্থানগুলিকে 'অরণ্য' বলা হইত। এই অরণ্যে বাস করিয়া উপনিষদ্ আলোচনা করা হইত বলিয়া উহার আর একটি নাম 'আরণ্যক'। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে সংসার-মায়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে 'প্রস্থান' হয় বলিয়া উপনিষৎ 'প্রস্থান শাস্ত্র' নামেও বিখ্যাত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উপনিষদ্ শব্দটির ব্যুৎপত্তি—'উপ' + 'নি পূর্বক 'সদ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয়। ইহার তাৎপর্য—'উপ' = সামীপ্য + 'নি' = নিশ্চয় + 'সদ্' = গতি বা প্রাপ্তি,—অর্থাৎ, যে শাস্ত্রজ্ঞান বেদবাচ্য ব্রহ্মতত্ত্বের সমীপবর্তী করে—তাহাই উপনিষদ্।

এই উপনিষদ্ বহু খণ্ডে বহু নামে প্রচলিত। উপনিষদের বাণীগুলি শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ। এই উপনিষদ্ শ্রুতির যাহাতে বিকৃত ব্যাখ্যা না হয়, তাহার জন্য মহর্ষি ব্যাসদেব 'বেদান্ত সূত্র' প্রণয়ন করেন। বেদান্ত সূত্রই 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'বেদান্ত দর্শন' নামে পণ্ডিত সমাজে পরিচিত।

মহর্ষি ব্যাসকৃত বেদান্ত সূত্রের বহু ভাষ্য আছে। এক একটি ভাষ্যের মতবাদ অবলম্বনে টীকা, টিপ্পনী, প্রকরণগ্রন্থও বহু। ভাষ্যকার আচার্যগণের মধ্যে উপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয়ে বেদান্ত সূত্রের প্রয়োগেও বহু মত ভেদ বর্তমান।

একই উপনিষদ ও বেদান্ত-সূত্র ব্যাখ্যায় আচার্যগণের মধ্যে গুরুতর মতভেদের হেতু সম্পর্কে শ্রীব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীগোবর্ধন পর্বতের সানুদেশে পুছ্‌রী-গ্রামে ভজনরত ষড়দর্শনাচার্য শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের সিদ্ধান্ত বাণী শুনিয়াছিলাম,—

"উপনিষদ্‌বাচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব আকাশবৎ সর্বব্যাপী অনন্ত। কেহই উহার সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। এই অনাদি অনন্ত ভূমার যে দিক যে আচার্যের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি সেইদিকের উপলব্ধি লইয়াই বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভূমার বাচক উপনিষদ্‌গুলিও ভূমা। সেই জন্য একই শ্রুতি অবলম্বনে বিভিন্ন ভাবধারায় ব্যাখ্যা সম্ভব। এই বিভিন্নতা সত্বেও আচার্যগণের ভাষ্য কিন্তু অভ্রান্ত। তোমরা তোমাদের রুচি অনুযায়ী যে কোনো ভাষ্যকার আচার্যের মত গ্রহণ করিয়া বেদান্ত আলোচনা করিতে পার, তাহাতেই উপনিষদ্ বোধগম্য হইবে। কখনও কোনো আচার্যের ভাষ্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিও না। যদি কর, তবে তোমার অবলম্বিত ভাষ্যও সমালোচনায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না।"

( এই বাণী শুনিয়াছিলাম ১৯২৭-১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে। এখন আর সেই মহাত্মার সমগ্র উপদেশ মনে নাই। যাহা মনে পড়িতেছে তাহাই লিখিলাম। )

আমার মনে হয় এই মহাত্মার বাণীই যথার্থ।

উপনিষৎ-শ্রুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মতবাদ বর্ত্তমান, সেই মতবাদগুলির মধ্যে চারিটি প্রধান। এই মতবাদগুলির সম্যক পরিচয় স্বল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নহে। তথাপি নিতান্ত প্রয়োজন বোধে দিগ্দর্শন লিখিতেছি মাত্র।

দ্বৈতবাদ—এইবাদের আচার্য শ্রীমৎ মধ্বাচার্য স্বামী। ভাষ্যের নাম—মাধ্বভাষ্য। মতবাদ—ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর ভেদ অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান, অতএব স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্ম-পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয়। তিনি সাকার নারায়ণ, প্রকৃতি তাঁহার শক্তি। জীবের মোক্ষ অর্থে সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তি। পরমার্থ—সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে ভগবদ্-পার্ষদত্ব লাভ।

অদ্বৈত বাদ বা মায়াবাদ—এই বাদের আচার্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য। ভাষ্যের নাম—শারীরক ভাষ্য। মতবাদ—ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নাই। এই যাহা কিছু ভেদ দেখা যায়, ইহা অজ্ঞান বা মায়া, অতএব ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। মায়া 'সদসদ্‌ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধীভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি।'—মায়ার ব্যাপারটিকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না; মায়ার উপাদান সত্ত্ব, রজ, তম,—এই তিনটি গুণ। মায়া যে কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে, কারণ মায়া জ্ঞানবিরোধী। মায়ার এই জ্ঞানবিরোধিতা অপগত হইলে জ্ঞানী অদ্বয়ব্রহ্মেই পর্যবসিত হন বলিয়া তখন মায়ার পরিচয় কে আর জানিবে? যতকাল জীব মায়াগ্রস্ত থাকে, ততকাল মায়া পদার্থটিকে 'একটা কিছু' বলিয়াই মনে হয়। বস্তুত ব্রহ্মই সত্য, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা। জীবের মোক্ষ অর্থে—অজ্ঞান-মায়া-মুক্তি। জীব অদ্বয়ব্রহ্মই, অজ্ঞান তাহাকে জীব-অভিমানী করিয়াছে। এই অজ্ঞান দূর হইলেই জীব অদ্বয়ব্রহ্ম। ব্রহ্ম তত্ত্বটি নির্বিশেষ, অতএব অব্যক্ত। পরমেশ্বর তত্ত্বটিতে—যে হেতু সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া আছে, সে হেতু সবিশেষ। সবিশেষ অর্থে মায়াগ্রস্ত। ঈশ্বর শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা মায়াগ্রস্ত, আর জীব মলিন সত্ত্ব প্রধানা মায়াগ্রস্ত, অতএব দুইটিই বিনাশী। মহাপ্রলয়ে বৈকুণ্ঠ সমেত নারায়ণও নির্বিশেষ ব্রহ্মে লয় হইবেন। সবিশেষ পদার্থমাত্রেই সসীম ও বিনাশী।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এই বাদের আচার্য শ্রীমৎ রামানুজ স্বামী। বেদান্ত ভাষ্যের নাম 'শ্রীভাষ্য'। এই মতবাদে ব্রহ্মতত্ত্বটি সবিশেষ, কারণ ব্রহ্মের পরিণাম এই বিশ্ব সবিশেষ। সবিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে মায়িক বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও এতদতিরিক্ত নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আনন্দব্রহ্মরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বর্তমান আছেন। ঈশ্বরতত্ত্বটি চিন্ময় ব্রহ্মই। মানব সাধনবলে মায়ামুক্ত আনন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দী হন।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—এই বাদের প্রবর্তক শ্রীশ্রীমন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। এই মতবাদ সমর্থন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ। ভাষ্যের নাম—শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভাষ্য। এই বাদের সারকথা—ব্রহ্মতত্ত্বটি যে হেতু 'অবাঙ্মনসোগোচরঃ' সে হেতু তৎসম্পর্কে 'তিনি ইহাই' এবং 'তিনি ইহা নহেন' এই প্রকার উক্তি বা সিদ্ধান্ত অচল। শ্রুতি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার 'লক্ষণা ব্যাখ্যা' চলিবে না। ব্রহ্মে কোনো বিধি বা নিষেধের ব্যাপ্তি নাই। বিধি-নিষেধের বিষয় মাত্রেই সসীম ও বিনাশী। ব্রহ্ম অনন্ত অব্যয় অবিনাশী ও সর্বসমর্থ। জীব ও ব্রহ্মে তত্ত্বত অভেদ হইলেও বস্তুত ভেদ। এই ভেদাভেদ কি করিয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহা অচিন্ত্য। যুক্তি তর্কের দ্বারা ইহার কোনো মীমাংসা হয় না। ব্রহ্মতত্ত্বটি নির্বিশেষ ও সবিশেষ —এই দুই ভাবেই বর্তমান। মানব সাধন করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মে মোক্ষলাভ করিতে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার নির্বাণ-মোক্ষ জীবের স্বরূপগত ভাব বিরুদ্ধ। আনন্দ-ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দকে উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার স্বাভাবিক। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত স্বরাটত্ব লাভ করিয়া আনন্দ ভোগ করাই চরম পুরুষার্থ।

এই গ্রন্থে শ্রুতিব্যাখ্যায় আমি তাৎপর্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদই গ্রহণ করিয়াছি। বর্তমানকালে যাঁহারা জনসমাজের ধর্মোপদেষ্টা ও গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বক্তৃতায়, উপদেশে, ও আচরণে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ, অথবা অন্যকোনো বাদের উল্লেখ বড় একটা দেখা যায় না। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সকলেই অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ অবলম্বনেই জনসমাজের সম্মুখে কথা বলেন, বক্তৃতা করেন ও সাধনোপদেশ প্রদান করেন।

একমাত্র শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ভিন্ন, দশোপনিষদের অপর কোনো আচার্যকৃত ভাষ্য আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উপনিষদ্—শ্রুতি ব্যাখ্যায় আচার্য শ্রীমৎ শঙ্করের ভাষ্যই অধিক ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়াছি। যে সমস্ত শ্রুতি ব্যাখ্যায় মায়াবাদী শ্রীমৎশঙ্করাচার্যের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী আচার্যগণের গুরুতর মতভেদ বর্তমান, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্থল বিশেষে উভয় বাদী ব্যাখ্যাও দিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ও উপনিষদ-শ্রুতির তাৎপর্য নির্ণয়ে মায়াবাদী আচার্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গোস্বামীগণের শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকা ও শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য অধ্যয়ন করিলে মনে হয়, উপনিষদ্-শ্রুতি ব্যাখায় উভয় বাদের আচার্য অধিকাংশ স্থলেই একমত।

শ্রুতির বঙ্গানুবাদে শাব্দিক অনুবাদ অপেক্ষা তাৎপর্যানুবাদের দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখিয়াছি। কারণ শাব্দিক অনুবাদ করিলে শব্দের তাৎপর্য বুঝাইতে 'পরিভাষা' দিতে হইত। তাহাতে পাঠকের অসুবিধা এবং গ্রন্থের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইত।

শ্রুতির অন্বয় করিতে কঠোর ভাবে ব্যাকরণের নিয়ম প্রতিপালন করিনাই, তাহার কারণ—এই গ্রন্থ যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি, তাঁহাদের অধিকাংশই সাধারণ পাঠক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা যাহাতে উচ্চারণ করিয়া বুঝিতে পারেন, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছি।

শ্রুতিগুলির পারম্পর্য ব্যাপারে—যে শ্রুতির তাৎপর্য যে শ্রুতির দ্বারা পূরণ ও পরিপুষ্ট হয় বলিয়া মনে করিয়াছি, সেই শ্রুতি সেই স্থানে উপস্থিত করিয়াছি। তাৎপর্যে পদ্য-শ্রুতি পাইলে আর গদ্য-শ্রুতি উপস্থিত করিনাই।

বর্তমানকালে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপনিষদ্ পড়িতে আগ্রহশীল। তাঁহাদের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে শুনিয়াছি, অনেকেই উপনিষদ্ পড়িতে যাইয়া প্রধানত পাঁচটি অসুবিধার সম্মুখীন্ হন।

প্রথম অসুবিধা—বর্তমানকালে অনেকেই সব কিছু অল্পের মধ্যে সহজ সরল করিয়া বুঝিতে ও জানিতে ইচ্ছুক। উপনিষদ্ বহু, তাহার মধ্যে প্রধান এগারখানা উপনিষদ্ সামগ্রিক অধ্যয়ন করিয়া কোথায় কি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার মত অবকাশ ও ধৈর্য অনেকেরই নাই।

দ্বিতীয় অসুবিধা—যে শ্রুতিতে প্রশ্ন বা সংশয় উত্থাপন করা হইয়াছে, সেই শ্রুতির পরবর্তী শ্রুতি বা সেই প্রকরণে,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই উপনিষদেই প্রশ্নের বা সংশয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা নাই; মীমাংসা আছে অন্য প্রকরণে বা অন্য উপনিষদে।

তৃতীয় অসুবিধা—এ পর্যন্ত যে সমস্ত উপনিষদ্ ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছে, তাহার লেখক বা সম্পাদক বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রুতিগুলির বঙ্গানুবাদের ভাষাপ্রয়োগে যে প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ভাষানুবাদ পড়িয়া শ্রুতির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থ অসুবিধা—শ্রুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতবর্গের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইলে, সাধারণ পাঠকের যে সমস্ত প্রকরণ-গ্রন্থ-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাহার অভাব।

পঞ্চম অসুবিধা—ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রুতি নানা প্রকার কথা বলিয়াছেন। এই বিভিন্নতার সমন্বয় সাধন সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সাধারণ পাঠক বর্গের এই পাঁচটি অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থখানা সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কেহ কেহ একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, যাহাতে শ্রুতির তাৎপর্য বুঝিতে সুবিধা হয়। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য—আমি যাহা কিছু অধ্যাপকের শ্রীমুখে শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি, তাহা শ্রুতি ব্যাখ্যায় তৎ তৎ স্থলেই লিপিবদ্ধ করিলাম, পৃথক বিস্তৃত ভূমিকা লিখিলাম না।

পথপার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষ। বৃক্ষের সুউচ্চ-শাখায় মধুচক্র। পরিপূর্ণ মধুচক্র হইতে মধুবিন্দু পড়ে পথে। পথে পতিত মধুবিন্দু দেখিয়া সন্ধান পায় পথের পথিক মধুচক্রের। তাহারপর মধুলুব্ধ পথিক যত্ন করে মধুচক্রের মধু আহরণ করিতে।

আমার এই 'উপনিষদ্ পরিচয়-শ্রুতি সংগ্রহ' গ্রন্থখানাও পথে পতিত মধুবিন্দু। এই মধুবিন্দু দৃষ্টে যদি কোনো অধ্যাত্মপথযাত্রী পথিক বেদান্তের অধ্যাপক আচার্য-চরণ সমীপে গমন করিয়া বেদান্ত-চক্রের পরিপূর্ণ জ্ঞানমধু আহরণে যত্নবান হন, তবে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। ইতি।

নবদ্বীপ।
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।
১৩৬৯।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

# বিষয় সূচী

( বিষয়ের পার্শ্বের অঙ্ক শ্রুতি-সংখ্যা জ্ঞাপক। )

**বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতি ঃ** পৃষ্ঠা ১—৭

শান্তিমন্ত্র ১—২। সমাবর্তনকালে শিষ্যের প্রতি আচার্যের উপদেশ ৩—১০

**কর্মকাণ্ড ঃ** পৃষ্ঠা ৮—৩৯

সর্বজীবে ঈশ্বর অবস্থান করিতেছেন বোধে কর্মোপদেশ ১১—১৫। পরা ও অপরা বিদ্যা ১৬—২৫। কর্মোপদেশ ও তাহার ফলশ্রুতি ২২—২৪। দেবযান, পিতৃযান ও হীনযান ২৫—২৮। সত্য-ব্রহ্ম ২৯। বিদ্যা ও অবিদ্যার ক্রিয়া ৩০—৩৫। ব্রহ্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় ৩৬। ধর্ম-কর্মের তিনটি বিভাগ ও তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য সদ্‌গুরু আশ্রয়ে বেদান্ত-বিজ্ঞানলাভ ৩৬—৪২। দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা কর্তব্য ৪৩—৪৫। সাধনের উচ্চ স্তরভেদে বিভিন্ন গুরুলাভ ৪৬।

**ব্রহ্ম বিবিদিষা ও তাহার উত্তর ঃ** পৃষ্ঠা ৪০—১০৭

ব্রহ্মবিজ্ঞান ভিন্ন সংসারবন্ধন-মুক্তির অন্য উপায় নাই ৪৭। ব্রহ্ম সম্পর্কে বেদ-বাদীর সংশয় ও প্রশ্ন ৪৮ক—৪৮খ। উত্তর ৪৯—৫২। সৃষ্টিরহস্য ৫৩—৭৭। জীবের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়গুলি স্রষ্টা পরমেশ্বরের সম্পত্তি, শুদ্ধাত্মায় প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় সংযোগ ও তাহার পরিচালন-কর্তা পরমেশ্বর ৭৮—৭৯। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কেন ব্রহ্মোপলব্ধি করিতে পারে না ৮০—৮২। পঞ্চকোষ বিজ্ঞান ৮৩—৯২। হৃদয়পদ্মকোষে পরমাত্মজ্যোতি দ্রষ্টব্য ৯৩—৯৭। প্রথম সৃষ্ট আত্মার সুখাভিলাষ হইতে স্ত্রী ও বহু জীব সৃষ্টি ৯৮—১০৩। বিশ্বস্রষ্টা অক্ষরব্রহ্ম হইতেও পরমশ্রেষ্ঠ একটি পুরুষ আছেন, তিনিই সর্বমূল ১০৪—১১৩। যাহাকিছু সমস্তই ব্রহ্ম ১১৪—১১৫।

**ব্রহ্ম বিজ্ঞান ঃ** পৃষ্ঠা ১০৮—১৫০

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ক্রম—তপস্যা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়—ভৃগু-বরুণ সংবাদ ১১৬—১২১। ব্রহ্ম স্বয়ং-প্রকাশ ১২২। ব্রহ্ম সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই দুই ভাবেই জ্ঞাতব্য ১২৩—১২৫। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে কেহ জানিতে পারেন না ১২৬—১৩০। ব্রহ্ম অনাদি-অনন্ত ও সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৩১—১৪৫। কেন উপনিষদের প্রশ্ন ১৪৬। জীবের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে তাহার আত্ম-স্বরূপ-নিষ্ঠ ইন্দ্রিয় বর্তমান আছে, সেই স্বরূপনিষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয়, প্রাকৃত মনাদি ইন্দ্রিয়ে যাহা উপলব্ধি হয় উহা শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব নহে ১৪৭—১৫৩। যুক্তি, তর্ক ও বিচারের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করা যায় না, বা তদ্বিষয়ে কাহারও আগ্রহ হয় না ১৫৪—১৫৫। অনিত্য কর্মের দ্বারা নিত্য ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না ১৫৬—১৫৭। পরাভক্তি-প্রজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, অসৎ কর্মীর প্রজ্ঞান লাভ হয় না ১৫৮—১৫৯। নিষ্কাম কর্ম ও বেদান্ত বিচারের ফলে ব্রহ্মবিবিদিষা লাভ হয় ১৬০। শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপ ১৬১—১৬৩। স্রষ্টা পরমেশ্বর, সৃষ্ট জীবজগৎ ও মূল প্রকৃতি—এই তিনটিই ব্রহ্ম ১৬৪—১৬৫। স্রষ্টা পরমেশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষকে সংযুক্ত করিয়া এই বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয় ১৬৬—১৭০। শব্দব্রহ্ম ওঁ-কার, আত্মা ও শুদ্ধব্রহ্ম একই তত্ত্ব, উহার চতুষ্পাদ ব্যাখ্যা ১৭১—১৮২। ব্রহ্মে সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয় ১৮৩। অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে জগদ্ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে ১৮৪।

**জীবাত্মার স্বরূপ ঃ** পৃষ্ঠা ১৫০—১৬৭

জীবের আত্মা স্ত্রী পুরুষাদি লিঙ্গ বর্জিত, সূক্ষ্ম এবং সংখ্যায় অনন্ত ১৮৫—১৮৬। লিঙ্গ বর্জিত আত্মার প্রাকৃত লিঙ্গলাভের হেতু ১৮৭—১৮৯। ব্রহ্মই সকলের আশ্রয়, সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইয়া অবস্থান করে ১৯০—১৯১। যাবতীয় বস্তু 'সৎ' পদবাচ্য পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত ১৯২। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য ১৯৪। সুষুপ্তি বা সমাধি অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যান বলিয়া জীবাত্মার পৃথক স্বরূপ জ্ঞান থাকে না ১৯৫। মহাপ্রলয়ে, সুষুপ্তিতে ও সমাধি অবস্থায় জীবাত্মার পৃথক স্বরূপ-জ্ঞান না থাকিলেও মহাপ্রলয়ের পরবর্তী সৃষ্টিপ্রকাশে, এবং সুষুপ্তি ও সমাধি ভঙ্গে জীবাত্মার পূর্বদেহ ও দেহাভিমান প্রাপ্তি হয় ১৯৬। জীবদেহে আত্মা দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত, কোনও অঙ্গ হইতে আত্মা অপসৃত হইলে সেই অঙ্গটি অকার্যকর হয়, দেহে অবস্থান করিয়া আত্মা সুখী হইতে চেষ্টান্বিত ১৯৭—১৯৮। দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মা অতি সূক্ষ্ম সেজন্য দৃষ্টিগোচর হন না ১৯৯—২০৫। জীবদেহে যে শক্তি-সামর্থ্য দেখা যায় উহা সেই ব্রহ্মেরই শক্তি-সামর্থ্য, জীবের নহে। অসুর বিজয়ী দেবতা ও যক্ষ উপাখ্যান ২০৬—২১১। দেবী উমাই ব্রহ্মবিদ্যা, উমা-দেবীর কৃপা হইলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় ২১২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সম্প্রতিষ্ঠা ঃ** পৃষ্ঠা ১৬৮—২০৮

অদ্বৈত সম্প্রতিষ্ঠা—অদ্বৈত অবস্থায় জ্ঞেয় ও জ্ঞান নাই, দ্বৈত অবস্থায়ই বিভিন্ন বস্তু-জ্ঞান হয় ২১৩ক—২১৪। অদ্বৈত জ্ঞানীর সমাধিভঙ্গে বা জীবন্মুক্ত অবস্থায় "আমি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম" চিন্তা—ঋষিবামদেব ২১৫।

অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্প্রতিষ্ঠা—যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ ২১৬—২১৯। সকলেই আত্মসুখের জন্য বস্তু কামনা করে, অপরের সুখের জন্য নহে ২২০। আত্মা সর্বদোষ বর্জিত, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানীর সবকিছু লাভ সম্ভব হয় ২২১। প্রজ্ঞা বা পরাভক্তি লাভের নির্দেশ, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দোষ ২২২। সনৎকুমার-নারদ সংবাদ, বেদের বিশালত্ব ২২৩—২২৪। কেবল মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে দুঃখ দূর হয় না, উহাতে মূর্খ-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় মাত্র ২২৫—২২৬। অধ্যয়ন অপেক্ষা অধ্যাপন শ্রেষ্ঠ, এই প্রকারে মনন, বিচার শক্তি, স্মরণ শক্তি, ধ্যান, বিজ্ঞান—পরপর শ্রেষ্ঠ ২২৭। বিজ্ঞান অপেক্ষা শারীরিক বল শ্রেষ্ঠ। বল হইতে অন্নব্রহ্ম, জলব্রহ্ম, তেজব্রহ্ম, আকাশব্রহ্ম, স্মৃতিব্রহ্ম, আশাব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম—পরপর শ্রেষ্ঠ ২২৮। প্রাণতত্ত্বজ্ঞ অতিবাদী, অতিবাদের তাৎপর্য ২২৯। সত্য কথন ২৩০। সবিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান ২৩১—২৩৪। সুখের জন্যই জীব কর্ম করে ২৩৫। সুখের বিষয়টি ভূমা না হইলে সুখ হয় না ২৩৬; ভূমার স্বরূপ-স্বরাটত্ব ২৩৭—২৪০। স্বরাটের অপ্রাকৃত আত্মস্বরূপ ২৪১। স্বরাটের যোগ্যতা ২৪২—২৪৩।

**ঔপনিষদিক সাধন ঃ** পৃষ্ঠা ২০৯—২৪৭

জ্ঞান ও পরাভক্তি—যাজ্ঞবল্ক্য-অশ্বল সংবাদ—মুক্তির উপায় বাক্‌ব্রহ্মযজ্ঞ, ২৪৪। বাক্‌-ব্রহ্ম ওঁ-কার ও তাহার সর্বার্থ সিদ্ধিপ্রদান সামর্থ্য ২৪৫—২৪৭। জীবাত্মার দেহত্যাগ-ক্ষণে কোনো ইন্দ্রিয়ই কার্যকর থাকে না ২৪৮। অক্ষর ব্রহ্মই শব্দব্রহ্ম ওঁ-কার রূপে অভিব্যক্ত ২৪৯। শব্দব্রহ্ম ওঁ-কারে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত ২৫০। ওঁ-কারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম ২৫১। ওঁ-কারের তিনটি মাত্রার পৃথক উপাসনার ফল ২৫২—২৫৭। ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ ও ওঁ-কারের অর্থ এক ২৫৮—২৫৯। গায়ত্রীমন্ত্রের তিনটি মাত্রার পৃথক উপাসনার ফল ২৫৯—২৬২। গায়ত্রীমন্ত্রের চতুর্থ মাত্রা ও ওঁ-কারের চতুর্থমাত্রা তুরীয়ব্রহ্ম ২৬৩—২৬৪। অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষ গায়ত্রীর তত্ত্ব ৩৬৫। কোনো কর্মকাণ্ডে বা আধ্যাত্মিক সাধনে ওঁ-কারের একক প্রয়োগ হয় না ২৬৬—২৬৭। বলহীন ও প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিতে পারে না ২৬৮। 'রথন্তর শ্রুতি ২৬৯—২৭৩। জীবহৃদয়স্থিত পরমাত্মাই দেহনিষ্পন্ন সর্বকর্মাধ্যক্ষ ২৭৪। পরমাত্মার কর্মবোধে কর্ম করিয়া জীব তাহার ফলভোগ ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্ম সাধন বলে ব্রহ্মে প্রস্থান করিতে পারে ২৭৫—২৭৬। কর্মকাণ্ড মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে না, সে জন্য দেবগণ ওঁ-কার অবলম্বনে অমৃত হইয়াছিলেন ২৭৭—২৭৭।

যোগ সাধন—যোগারম্ভে ভগবদ্ আরাধনা ২৭৯—২৮৩। আসন, প্রণায়ামাদি যোগাঙ্গ ২৮৪—২৮৫। যোগ সাধনের স্থান ২৮৬। যোগারম্ভের প্রথম ফল ২৮৭। যোগে সিদ্ধিলাভের পূর্বাভাস ২৮৮। যোগীর দৈহিক লাভ ২৭৮। যোগীর সিদ্ধি ২৯০। সামান্যত যোগের তাৎপর্য ২৯১। যোগীর দেহত্যাগ ২৯২।

সামান্যত সাধন ২৯৩। সত্যাশ্রয়, ব্রহ্মচর্য ও শাস্ত্রজ্ঞান অধ্যাত্ম সাধনে প্রধান সহায় ২৯৫—২৯৫। সাধনে প্রধান কর্তব্য গুরু-আশ্রয়, গুরুলক্ষণ ২৯৬। উপনিষদ্ বাচ্য ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অঙ্গ ও অবস্থিতি ২৯৭। বেদোক্ত বিধি-নিষেধ ও উপদেশের তাৎপর্য ও সার্থকতা অবিদ্যা নাশ করিয়া বিদ্যালাভ পর্যন্ত ২৯৮।

**বিবিধ বিষয়ক শ্রুতি :** পৃষ্ঠা ৩৪৮—২৮১

বেদের প্রচার ২৯৯—৩০০। সমস্ত সদ্ধর্মই ভগবদ্ধর্ম ৩০১। আপদ্ধর্ম-উষস্তি উপখ্যান ৩০২। কর্মকাণ্ডে দেবতাজ্ঞান না থাকিলে কর্মকাণ্ড নিষ্ফল হয় ৩০৩—৩০৫। অধ্যাত্ম যোগবলে সর্বত্রাবস্থিত ব্রহ্ম দৃষ্ট হন ৩০৬—৩১৬। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ও উত্তর ৩১৭—৩২০। নচিকেতার দ্বিতীয় প্রশ্ন ও উত্তর ৩২১—৩২৭। পরমেশ্বরই মানব হৃদয়ে জ্ঞানের প্রবর্তক ৩২৮। পরমেশ্বরই সৃষ্টি ও সংহার কর্তা ৩২৯। কর্মানুযায়ী ভোগের জন্য দেহলাভ ৩৩০। খাদ্য ও পানীয়ের পরিণতি ৩৩১—৩৩৩। যজ্ঞ হইতে অন্নের উৎপত্তি ৩৪৪—৩৪৭। গত জন্ম ও আগামী জন্মের ভোগাভাস স্বপ্ন ৩৩৮—৩৪৪। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ও জ্ঞানের ফল ৩৪৫—৩৪৯। ব্রহ্মজ্ঞানের পথ দুর্গম ৩৫০। কে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ৩৫১—৩৫২।

**প্রার্থনা ও নমস্কার :** পৃষ্ঠা ২৮১—২৭৭

প্রার্থনা ও নমস্কার ৩৫৩—৩৬৩। শান্তি মন্ত্র ৩৬৪—৩৬৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/42

PRESENTED

# বর্ণানুক্রমে শ্রুতির সূচী


| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | **অ আ** | |
| ৮ | অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা | ৬ |
| ৯ | অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র | ৬ |
| ১৩ | অসুর্যা নাম তে লোকা | ৮ |
| ১৮ | অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি | ১২ |
| ১৯ | অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া | ১২ |
| ২৬ | অথ যে যজ্ঞেন দানেন | ১৭ |
| ২৮ | অথ এতয়োঃ পথোর্ন | ১৯ |
| ৩০ | অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয় | ২২ |
| ৩২ | অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানাঃ | ২৩ |
| ৩৩ | অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ | ২৩ |
| ৬৭ | অগ্নির্বাগভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ | ৬০ |
| ৭১ | অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ | ৬৫ |
| ৮৪ | অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে | ৭৬ |
| ৯২ | অসন্নেব স ভবতি | ৮৩ |
| ৯৪ | অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষো জ্যোতিরিব | ৮৫ |
| ১০৬ | অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ | ১০১ |
| ১১০ | অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে | ১০৪ |
| ১২৫ | অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য | ১১৫ |
| ১৩১ | অনেজদেকং মনসো জবীয়ো | ১১৮ |
| ১৩২ | অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা | ১১৮ |
| ১৩৩ | অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ | ১১৯ |
| ১৪৫ | অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ | ১২৬ |
| ১৪৯ | অন্যদেব তদ্বিদিতাদ | ১২৮ |
| ১৬৮ | অজামেকাং লোহিত শুক্ল | ১৩৭ |
| ১৮২ | অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ | ১৪৬ |
| ১৮৯ | অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ | ১৫২ |
| ১৯৭ | অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য | ১৫৭ |
| ১৯৮ | অস্য যদেকাং শাখাং | ১৫৭ |
| ২০৯ | অথ বায়ুমব্রুবন্ | ১৬৪ |
| ২১১ | অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্ | ১৬৫ |
| ২২৩ | অধীহি ভগব ইতি | ১৮১ |
| ২৪০ | অথাত আত্মাদেশ | ২০৩ |
| ২৪৮ | অথ যদাঽস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে | ২১৪ |
| ২৫১ | অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ | ২১৬ |
| ২৫৪ | অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি | ২১৭ |
| ২৬৫ | অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ | ২২৭ |
| ৩০০ | অথর্বণে যাং প্রবদেত | ২৪৮ |
| ৩০৪ | অথ হৈনং যজমান উবাচ | ২৫৩ |
| ৩০৭ | অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো | ২৫৫ |
| ৩১৬ | অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান | ২৬০ |
| ৩২১ | অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদ্ | ২৬৩ |
| ৩৩১ | অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে | ২৬৭ |
| ৩৩৪ | অসৌ বাবলোকো গৌতমাগ্নিঃ | ২৭০ |
| ৩৩৮ | অত্রৈষ দেবঃ সপ্নেমহিমানম্ | ২৭২ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৩৫৫ | অহং বৃক্ষস্য রেরিবা | ২৮২ |
| ৩৬৩ | অগ্নে নয় সুপথা রায়ে | ২৮৬ |
| ২৯ | আপ এব ইদমগ্র আসুঃ | ২০ |
| ৬১ | আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ | ৫৩ |
| ৮৯ | আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ | ৮৭ |
| ১৩০ | আকাশ শরীরং ব্রহ্ম | ১১৭ |
| ২৬৯ | আত্মানং রথিনং বিদ্ধি | ২৩০ |
| ২৭৬ | আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি | ২৩৪ |
| ৩৩৩ | আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ | ২৬৮ |
| ৩৬৪ | আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি | ২৮৬ |

ই ঈ

| | | |
|---|---|---|
| ৩৪ | ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং | ২৪ |
| ৪৩ | ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং | ৩৪ |
| ৯৬ | ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ | ৮৫ |
| ৪৪ | ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি | ৩৪ |
| ১১ | ঈশা বাস্যমিদং সর্বং | ৮ |

উ ঊ

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০ | উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং | ১৫২ |
| ২৯৭ | উপনিষদং ভো ব্রুহীতি | ২৪৬ |
| ৩৫০ | উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ | ২৮০ |
| ৭৪ | ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্ শাখ | ৬৮ |

ঋ

| | | |
|---|---|---|
| ১৬৭ | ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য | ১৩৭ |
| ২২৪ | ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি | ১৮১ |

| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ২৫০ | ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং | ২১৯ |
| ২৬১ | ঋচো যজুংষি সামানীত্যষ্টাক্ষরং | ২২২ |

এ ও

| | | |
|---|---|---|
| ১০ | এষঃ আদেশঃ | ৬ |
| ২৩ | এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু | ১০ |
| ২৪ | এহেহীতি তমাহুতয়ঃ | ১৫ |
| ৭৭ | একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় | ৭১ |
| ৯৫ | এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা | ৮৫ |
| ১০৫ | এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ | ১০১ |
| ১৩৪ | একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে | ১১৯ |
| ১৬৫ | এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্ম | ১৩৫ |
| ১৭৬ | এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ | ১৪১ |
| ১৮৪ | এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে | ১৪৮ |
| ১৯৯ | এবমেব খলু সোম্য | ১৫৮ |
| ২২৯ | এষ তু বা অতিবদতি | ১৮৯ |
| ২৪৬ | এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম | ২১২ |
| ২৪৭ | এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং | ২১৩ |
| ২৭৪ | একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ | ২৩২ |
| ৩১০ | একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা | ২৫৭ |
| ৩২৯ | একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্ | ২৬৬ |
| ৩৩৯ | এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্য | ২৭৩ |
| ১৭১ | ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং | ১৩৯ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | **ক গ** | |
| ১২ | কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি | ৮ |
| ২১ | কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ | ১৩ |
| ৪৮ক | কিং কারণং ব্রহ্ম | ৪৩ |
| ৪৮খ | কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা | ৪৫ |
| ৫৪ | কুতস্তু সোম্যেবং স্যাদিতি | ৪৯ |
| ১৪৬ | কেনেষিতং পততিপ্রেষিতং | ১২৬ |
| ১৫৭ | কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং | ১৩১ |
| ৩৪৬ | ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ | ২৭৮ |
| ১৮৮ | গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা | ১৫১ |
| ২৩৮ | গো অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে | ২০১ |
| ২৫৮ | গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং | ২২১ |
| | **ছ জ** | |
| ১১১ | ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো | ১০৪ |
| ১৫৬ | জানাম্যহং শেবধিরনিত্যং | ১৩১ |
| ১৬৪ | জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ | ১৩৪ |
| ১৭৩ | জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ | ১৪০ |
| ১৭৯ | জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরঃ | ১৪৪ |
| | **ত** | |
| ১৭ | তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ | ১১ |
| ৩৫ | তে য এবমেতদ্ বিদুর্যেচামী | ১৬ |
| ২৭ | তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা | ১৮ |
| ৩৭ | ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা | ২৭ |
| ৪০ | তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় | ৩২ |
| ৪৯ | তে ধ্যানযোগানুগতাঽপশ্যন্ | ৪৬ |

| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৫৫ | তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় | ৪৯ |
| ৫৬ | তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্য স্যাম | ৫০ |
| ৫৮ | তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং | ৫২ |
| ৬০ | তাসাং ত্রিবৃতং | ৫৩ |
| ৬৫ | তা এতা দেবতা সৃষ্ট্বা | ৫৯ |
| ৬৬ | তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ | ৬০ |
| ৮৩ | তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ | ৭৫ |
| ৮৫ | তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ | ৭৭ |
| ৮৭ | তস্যৈষ এব শারীর আত্মা | ৭৯ |
| ৮৯ | তস্যৈষ এব আত্মা | ৮০ |
| ৯১ | তস্যৈষ এব শারীর আত্মা | ৮২ |
| ১০৭ | তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য | ১০২ |
| ১০৮ | তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা | ১০২ |
| ১০৯ | তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতা | ১০৩ |
| ১২৩ | তদেতদিতিমন্যন্তেঽনির্দেশ্যং | ১১৪ |
| ১৩৬ | তদেজতি তন্নৈজতি | ১২১ |
| ১৬০ | তমেতং বেদানুবচনেন | ১৩৩ |
| ১৯২ | তস্য ক্ব মূলং স্যাদ্ | ১৫৬ |
| ২০১ | তং হোবাচ যং বৈ সোম্য | ১৫৯ |
| ২০৭ | তেঽগ্নিমব্রুবন্ | ১৬৩ |
| ২০৮ | তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি | ১৬৪ |
| ২১০ | তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি | ১৬৫ |
| ২২২ | তমেব ধীরো বিজ্ঞায়প্রজ্ঞাং কুর্বীত | ১৮০ |
| ২৪১ | তস্য হবা এতস্যৈবং পশ্যত | ২০৫ |

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ২৪২ | তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ | ২০৬ |
| ২৫৬ | তিস্রোমাত্রা মৃত্যুমত্যঃ | ২১৮ |
| ২৭৫ | তৎ কর্মকৃত্বা বিনিবর্ত্য | ২৩৩ |
| ২৮৪ | ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং | ২৪০ |
| ২৯১ | তাং যোগমিতি মন্যন্তে | ২৪৩ |
| ৩০৬ | তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং | ২৫৫ |
| ৩১৫ | তমেতং বেদানুবচনেন | ২৫৯ |
| ৩২৬ | ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি | ২৬৪ |
| ৩৩২ | তেজোঽশিতং ত্রেধা | ২৬৭ |
| ৩৩৭ | তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ | ২৭১ |
| ৩৪১ | তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে স্থানে | ২৭৪ |
| ৩৬০ | তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ | ২৮৪ |
| | **দ ধ ন** | |
| ৮১ | দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া | ৭৪ |
| ১০৪ | দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ | ৯২ |
| ২৭৭ | দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতঃ | ২৭৬ |
| ২৬৬ | ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং | ২২৮ |
| ৭৫ | নিত্যো নিত্যানাং | ৭০ |
| ৮০ | নবদ্বারে পুরে দেহী হংসঃ | ৭৩ |
| ১২২ | নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ | ১১৩ |
| ১২৪ | নৈব বাচা ন মনসা | ১১৫ |
| ১২৭ | নাহং মন্যে সুবেদেতি | ১১৬ |
| ১৪০ | ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি | ১২৩ |
| ১৩৮ | ন তস্য কার্যং করণঞ্চ | ১২১ |
| ১৪২ | ন তত্র সূর্য ভাতি | ১২৪ |

| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৪৮ | ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ | ১২৭ |
| ১৫৪ | ন নরেনাবরেণ প্রোক্ত | ১৩০ |
| ১৫৫ | নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া | ১৩০ |
| ১৫৮ | নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো | ১৩২ |
| ১৬২ | নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চ | ১৩৪ |
| ১৬৩ | নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং | ১৩৪ |
| ১৭০ | ন প্রাণেন নাপানেন | ১৩৮ |
| ১৭৭ | নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং | ১৪৩ |
| ১৮৬ | নৈব স্ত্রী ন পুমানেব | ১৫০ |
| ২০০ | ন্যগ্রোধ ফলমত আহরেতীদং | ১৫৯ |
| ২১৩ক | ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ | ১৬৮ |
| ২৪৩ | ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি | ২০৭ |
| ২৬৮ | নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো | ২২৯ |
| ২৮৮ | নীহারধূমার্কানিলানলানাং | ২৪২ |
| ৩১১ | নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং | ২৫৭ |
| ৩১৪ | ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা | ২৫৯ |
| ৩৪২ক | ন তত্র রথা ন রথযোগা | ২৭৫ |
| | **প** | |
| ৩৫ | প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা | ২৫ |
| ৩৯ | পরীক্ষ্য লোকান কর্মচিতান্ | ৩১ |
| ৫৭ | পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং | ৫১ |
| ৮০ | পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ | ৭৩ |
| ৮৬ | প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি | ৭৮ |
| ১২৯ | প্রতিবোধ বিদিতং মতং | ১১৭ |
| ১৫৯ | পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ | ১৩২ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ২৪৯ | পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে | ২১৫ |
| ২৬২ | প্রাণোঽপানো ব্যানো | ২২৩ |
| ২৬৭ | প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা | ২২৮ |
| ২৮৫ | প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্ত | ২৪০ |
| ২৮৯ | পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে | ২৪২ |
| ৩০৩ | প্রস্তোতর্যাদেবতা | ২৫২ |
| ৩১৯ | পুরমেকাদশদ্বারমজস্য | ২৬২ |
| ৩৩৫ | পর্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিঃ | ২৭০ |
| ৩৩৬ | পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিঃ | ২৭১ |
| ২৪৪ | প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং | ২৭৭ |
| ৩৫৮ | পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য | ২৮৩ |
| ৩৬৫ | পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং | ২৮৭ |

**ব**

| | | |
|---|---|---|
| ৩ | বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনং | ২ |
| ২০ | বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ | ১৩ |
| ৪২ | বেদান্ত-বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ | ৩৩ |
| ৪৭ | বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং | ৪৩ |
| ৭৮ | বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো | ৭১ |
| ৮৩ | ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ | ৭৫ |
| ৯০ | বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে | ৮১ |
| ১১৪ | ব্রহ্মৈবেদমমৃতং | ১০৫ |
| ১৮৫ | বালাগ্র শতভাগস্য শতধা | ১৫০ |
| ২০৬ | ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে | ১৬২ |
| ২১৫ | ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ | ১৭০ |
| ২২৭ | বাগ্‌ বাব নাম্নো ভূয়সী | ১৮৫ |
| ২২৮ | বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি | ১৮৮ |
| ২৫০ | বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ | ২১৫ |
| ২৭২ | বিজ্ঞান সারথির্যস্তু | ২৩১ |

| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ২৯৯ | ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ | ২৪৮ |
| ৩০৮ | বায়ুর্যথৈক ভুবনংপ্রবিষ্টো | ২৫৬ |
| ৩১৩ | বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্য রূপং | ২৫৮ |
| ৩৫১ | বেদান্তে পরমং গুহ্যং | ২৮০ |
| ৩৬২ | বায়ুরনিলমমৃতমথেদং | ২৮৫ |

**ভ ম**

| | | |
|---|---|---|
| ২ | ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম | ২ |
| ৫১ | ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি | ৪৭ |
| ৭২ | ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে | ৬৭ |
| ১১৬ | ভৃগুর্বৈ বারুণি পিতরমুপসসার | ১০৮ |
| ২৬০ | ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌঃ | ২২২ |
| ৩০৫ | ভগবাংস্ত্বেব মে সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈ | ২৫৩ |
| ৩২৩ | ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি | ২৬৩ |
| ৫ | মাতৃদেবো ভব | ৪ |
| ২২ | মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো | ১৪ |
| ১১২ | মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু | ১০৪ |
| ২১৬ | মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য | ১৭৫ |
| ৩২৮ | মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষ | ২৬৫ |
| ৩৫৯ | মধুবাতা ঋতায়তে | ২৮৪ |

**য**

| | | |
|---|---|---|
| ৬ | যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণা | ৫ |
| ১৪ | যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানু | ৯ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৫ | যস্মিন সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবা | ৯ |
| ৪৫ | যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা | ৩৫ |
| ৪৬ | যথা সোম্য গান্ধারেভ্যো | ৩৬ |
| ৫০ | যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং | ৪৭ |
| ৭৬ | য একো জালবানীশত | ৭০ |
| ৮৮ | যতো বাচো নিবর্তন্তে | ৮০ |
| ৯৭ | যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি | ৮৬ |
| ১০২ | যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ | ৯১ |
| ১০৩ | যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ | ৯১ |
| ১১৩ | যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ | ১০৫ |
| ১২৬ | যদি মন্যসে সুবেদেতি | ১১৫ |
| ১২৮ | যস্যামতং তস্য মতং | ১১৬ |
| ১৩৫ | যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং | ১২০ |
| ১৩৭ | যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ | ১২১ |
| ১৪১ | যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র | ১২৪ |
| ১৪৩ | যদেবেহ তদমুত্র | ১২৫ |
| ১৫০ | যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগ | ১২৮ |
| ১৫১ | যন্মনসা ন মনুতে | ১২৯ |
| ১৫২ | যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি | ১২৯ |
| ১৫৩ | যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি | |
| ১৬১ | যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি | ১৩৩ |
| ১৬৯ | য এব সুপ্তেষু জাগর্তি | ১৩৮ |
| ১৭৫ | যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং | ১৪১ |
| ১৯৫ | যথা সোম্য মধু মধুকৃতো | ১৫৫ |

| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ২০৪ | যথা বিলীনমেবাঙ্গাস্যাদ্ | ১৬১ |
| ২১৩খ | যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি | ১৬৯ |
| ২১৪ | যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ | ১৭০ |
| ২২১ | য আত্মা অপহত পাপ্মা | ১৮০ |
| ২৩০ | যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি | ১৯০ |
| ২৩১ | যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি | ১৯৭ |
| ২৩২ | যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে | ১৯৭ |
| ২৩৩ | যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি | ১৯৮ |
| ২৩৪ | যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি | ১৯৮ |
| ২৩৫ | যদা বৈ সুখংলভতেঽথ করোতি | ১৯৯ |
| ২৩৬ | যো বৈ ভূমা তৎ সুখং | ১৯৯ |
| ২৩৭ | যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি | ২০০ |
| ২৪৪ | যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং | ২১১ |
| ২৫৫ | যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ | ২১৮ |
| ২৫৯ | যা বৈ সা গায়ত্রীং বাব | ২২১ |
| ২৭০ | য স্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন | ২৩০ |
| ২৭১ | যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্ক | ২৩১ |
| ২৭৩ | যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ | ২৩২ |
| ২৭৮ | যদা বা ঋচমাপ্নোত্যো-মিত্যেব | ২৩৫ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ২৭৯ | যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় | ২৩৮ |
| ২৮০ | যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ | ২৩৮ |
| ২৮১ | যুঞ্জতে মন উত | ২৩৮ |
| ২৮২ | যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং | ২৩৯ |
| ২৯০ | যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং | ২৪৩ |
| ২৯৩ | যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা | ২৪৪ |
| ২৯৮ | যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে | ২৪৭ |
| ৩০১ | যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং | ২৪৯ |
| ৩১২ | যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ | ২৫৮ |
| ৩১৭ | যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস্যা | ২৬০ |
| ৩১৮ | যৎ সমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং | ২৬১ |
| ৩২০ | যেন রূপং রসং গন্ধং | ২৬২ |
| ৩৩০ | যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে | ২৬৬ |
| ৩৫২ | যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা | ২৮০ |
| ৩৫৩ | য একোঽবর্ণো বহুধা | ২৮১ |
| ৩৬১ | যো ব্রহ্মাণাং বিদধাতি | ২৮৫ |
| | ল শ | |
| ২০৩ | লবণমেতদুদকেঽবধায় | ১৬০ |
| ২৮৭ | লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং | ২৪১ |
| ৭ | শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ | ৫ |
| ১৬ | শৌনকো হ বৈ মহাশালঃ | ১০ |
| ৩১ | শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত | ২২ |
| ৩৬ | শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ | ২৬ |
| ১৪৭ | শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো | ১২৭ |
| ২৯২ | শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য | ২৪৪ |
| | স | |
| ১ | সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্ত | ১ |
| ৪ | সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ | ৩ |

| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৩৮ | স বা এষ মহানজ আত্মা | ২৮ |
| ৪১ | সা হোবাচ মৈত্রেয়ী | ৩২ |
| ৫২ | স্বভাবমেকে কবয়োবদন্তি | ৪৮ |
| ৫৩ | সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ | ৪৮ |
| ৫৯ | সেয়ং দেবতৈক্ষত | ৫২ |
| ৬২ | স ইমাঁল্লোকানসৃজত | ৫৭ |
| ৬৩ | স ঈক্ষতেমে নু লোকা | ৫৮ |
| ৬৮ | স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাৎ | ৬২ |
| ৬৯ | স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈ | ৬৩ |
| ৭০ | সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি | ৬৪ |
| ৭৩ | স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ | ৬৭ |
| ৮২ | সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো | ৭৪ |
| ৯৯ | সোঽবিভেৎ তস্মাদেকাকী বিভেতি | ৮৭ |
| ১০০ | স বৈ নৈব রেমে | ৮৮ |
| ১০১ | সো হেয়মীক্ষাং চক্রে | ৯০ |
| ১১৫ | সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম | ১০৬ |
| ১১৭ | স তপোঽতপ্যত (অন্নব্রহ্ম) | ১০৯ |
| ১১৮ | ,, ,, (প্রাণব্রহ্ম) | ১১০ |
| ১১৯ | ,, ,, (মনব্রহ্ম) | ১১১ |
| ১২০ | ,, ,, (বিজ্ঞানব্রহ্ম) | ১১১ |
| ১২১ | ,, ,, (আনন্দব্রহ্ম) | ১১২ |
| ১৩৯ | সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং | ১২৩ |
| ১৪৪ | স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্ | ১২৫ |
| ১৬৬ | সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ | ১৩৬ |
| ১৭২ | সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম অয়মাত্মাব্রহ্ম | ১৩৯ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| শ্রুতি | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৭৪ | স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞ | ১৪০ |
| ১৭৮ | সোঽয়মাত্মাঽধ্য-ক্ষরমোঙ্কারো | ১৪৩ |
| ১৮০ | স্বপ্ন স্থানস্তৈজস উকারো | ১৪৪ |
| ১৮১ | সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকার | ১৪৫ |
| ১৮৩ | স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি | ১৪৭ |
| ১৮৭ | সঙ্কল্পন স্পর্শন দৃষ্টিমোহৈ | ১৫০ |
| ১৯১ | স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ | ১৫৪ |
| ১৯৪ | স য এষোঽণিমৈ (তত্ত্বমসি) | ১৫৪ |
| ২০২ | স ,, (তত্ত্বমসি) | ১৬০ |
| ২০৫ | স ,, (তত্ত্বমসি) | ১৬০ |
| ২১২ | স তস্মিন্নেবাকাশেস্ত্রিয়মাজ-গাম | ১৬৬ |
| ২১৮ | সা হোবাচ মৈত্রেয়ী | ১৭৭ |
| ২১৯ | স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য | ১৭৭ |
| ২২০ | স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ | ১৭৮ |
| ২২৫ | সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি | ১৮৩ |
| ২২৬ | স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে | ১৮৫ |
| ২৩৯ | স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ | ২০২ |
| ২৪৩ | স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি | ২০৭ |
| ২৪৫ | সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি | ২১২ |
| ২৫৩ | স যদ্যেক মাত্রামভিধ্যায়তি | ২১৭ |
| ২৬৩ | সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিং স্তুরীয়ে | ২২৪ |
| ২৬৪ | সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী | ২২৭ |
| ২৮৩ | সবিত্রা প্রসবেন জুষেত | ২৩৯ |
| ২৮৬ | সমে শুচৌ শর্করা বহ্নি বালুকা | ২৪১ |
| ২৯৪ | সত্যেন লভ্যস্তপসাহ্যেষ আত্মা | ২৪৪ |
| ২৯৫ | সত্যমেব জয়তে নানৃতং | ২৪৫ |
| ২৯৬ | স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম | ২৪৫ |
| ৩০২ | স হেভ্যং কুল্মাষান্‌ খাদন্তং | ২৫০ |
| ৩০৯ | সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু | ২৫৬ |
| ৩২২ | স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ | ২৬৩ |
| ৩২৪ | সর্বানন শিরোগ্রীবঃ | ২৬৪ |
| ৩২৫ | সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ | ২৬৪ |
| ৩২৭ | সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ | ২৬৫ |
| ৩৪০ | স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ | ২৭৩ |
| ৩৪২খ | স্বপ্নেন শরীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ | ২৭৬ |
| ৩৪৩ | স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো | ২৭৬ |
| ৩৪৫ | সর্বাজীবে সর্বসংস্থেবৃহন্তে | ২৭৭ |
| ৩৪৭ | স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি | ২৭৮ |
| ৩৪৮ | সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ | ২৭৯ |
| | **হ** | |
| ৯৩ | হিরণ্ময়ে পরে কোশে | ৮৪ |
| ৩৫৭ | হিরণ্ময়েন পাত্রেণ | ২৮৩ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# বিশেষ আলোচনা সূচী

( পার্শ্বের অঙ্ক পৃষ্ঠা জ্ঞাপক )


বিদ্যাপ্রারম্ভে শান্তিমন্ত্র পাঠের তাৎপর্য—১। গুণ ও দোষ বিচার—৪। বেদোক্ত ও ভাগবতী সাম্যবাদ—১০। ইষ্ট, পূর্ত ও দত্ত কর্মের সংজ্ঞা—১৫। সত্য শব্দের তাৎপর্য—২১। কর্মীর স্বর্গভোগে অসুখী হইবার হেতু—২১। কর্ম মাত্রেই সদসৎ মিশ্র—২৫। কর্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা-উৎপাদন—২৫। ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র আচার্য সমীপে অধীতব্য—৩২। আচার্য শঙ্কর-মতে কর্ম ও জ্ঞানে বিরোধ—৩২। সন্ন্যাস—৩৪। বদ্ধপুরুষের মুক্তি বিশ্লেষণ—৩৭—৩৮। কর্মকাণ্ডকে কেন ভেলা বলা হইল—৩৯।

ব্রহ্মবিবিদিষা শব্দের তাৎপর্য—৪০। নিষ্কামকর্মের তাৎপর্য—৪০। কর্মপরিচয়—৪১—৪২। কর্মকাণ্ড কি করিয়া ব্রহ্মবিবিদিষা উৎপাদন করে—৪২। সুপ্রাচীন দর্শনের সন্ধান—৪৬—সদ্‌ব্রহ্ম হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইতে পারে কিনা—৫০। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিমত্তার স্বীকৃতি—৫১। ব্রহ্ম অভাব বর্জিত পূর্ণ হইয়াও কেন বিশ্বসৃষ্টিরূপ কর্ম করেন—৫৪-৫৭। বেদান্ত সূত্র 'ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ'—৫৪—৫৫। বেদান্ত সূত্র 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'—৫৫—৫৭। প্রথম সৃষ্টি বিরাট ও লোকপাল দেবতা—৬১—৬২। পঞ্চকোষ—৬৩—৬৪। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্তে বহু আত্মার সৃষ্টি এবং মাকড়সা ও তাহার জালপ্রস্তুত দৃষ্টান্তে প্রাকৃত জড়বস্তু সৃষ্টি—৬৮। প্রবাহ ন্যায়—৬৮। অভিনয়কালে অভিনেতার পোষাক সদৃশ পঞ্চকোষ—৭২। কোষ-বিজ্ঞান ও জন্মমৃত্যু—৮৩—৮৪ বুদ্ধিতত্ত্ব—৮৪। আত্মার লিঙ্গপ্রাপ্তি রহস্য—৮৯। অক্ষরব্রহ্ম হইতেও একটি শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমের সন্ধান—৯২—১০১। বেদান্ত সূত্র 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'—৯৩—৯৫। বেদান্তসূত্র 'ন বিলক্ষণত্বাৎ তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ'—৯৫—৯৮। বেদান্ত সূত্র 'স্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য স্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গাৎ'—৯৮—১০০। বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে উপনিষদ-শ্রুতিতে প্রযুক্ত 'নঞ্'-এর বিচার—১০০—১০১। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা ও বৈশ্বানর—১৪০। অক্ষরব্রহ্মের স্বরূপ—১৪৯।

তিন প্রকার সমাধি—১৫৬। ব্রহ্মবিদ্যা উমাদেবী—১৬৬—১৬৭। ঋষি বামদেবের উক্তি বিচার—১৭২—১৭৪। বৃত্তিজ্ঞান ও ক্রিয়াজ্ঞান—১৭৩—১৭৪।


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বেদের ঋষিগণ প্রায় সকলেই গৃহস্থ ছিলেন—১৭৫—১৭৬। ইতিহাস ও পুরাণের সংজ্ঞা—১৮২। দুই প্রকার উপাধি—১৮৩—১৮৫। অতিবাদী শব্দের তাৎপর্য —১৯০। যথার্থ জ্ঞান ও ভ্রমের স্বরূপ—১৯১—১৯৭। অবিদ্যার বিক্ষেপিকা ও আবরিকা বৃত্তির ক্রিয়া—২০০। অর্থবাদ বিচার—২০৪।

সাধন—২০৯—২১১। প্রণব ওঁ-কারের বিধি-বিচার—২১৩—২১৪। উপলক্ষণ—২১৫। গায়ত্রী মন্ত্রের বিনিয়োগ বিধি—২২০। একক প্রণব ব্যবহার শাস্ত্র-বিধি বহির্ভূত—২২০। গায়ত্রীমন্ত্রের চতুষ্পাদ সমালোচনায় শক্তিতত্ত্ব—২২৬। প্রণব ও অথর্ববেদোক্ত বীজমন্ত্র—২৩৬। যোগ সাধনে প্রাথমিক যোগ্যতা—২৩৭

আহারশুদ্ধির তাৎপর্য—২৬৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED
by a German Devotee
7 Mai
LIBRARY
No.........
Shri Shri ...amayee Ashram
BANARAS.

# বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতি।

**১। ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।**
**তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥**
**ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥**

॥ সামবেদ ॥

বেদবিদ্যা-প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে প্রত্যহ সশিষ্য আচার্য শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন। সে মন্ত্রের তাৎপর্য,—বিদ্যা দান ও গ্রহণের জন্য যে শক্তি, মেধা ও সহনশীলতার প্রয়োজন, তাহা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা। এই শান্তিমন্ত্রের বৈশিষ্ট্য,—আচার্য ও ছাত্রের সম-স্বার্থে একাত্ম ভাব, যাহা সমস্ত শিক্ষা আদান-প্রদানের মূল ভিত্তি। যেখানে এই ভিত্তি শিথিল, সেখানে শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণ—উভয়ই ব্যর্থ হয়।

সামবেদের ঋষি সশিষ্য প্রার্থনা করিতেছেন,—

**ওঁ সহ নৌ অবতু** হে জগদীশ্বর আচার্য ও শিষ্য (—আমরা প্রার্থনা করিতেছি) আমাদের সমভাবে পালন করুন। **সহ নৌ ভুনক্তু** বিদ্যা আদান-প্রদানের সুফল আমাদের উভয়কে সমভাবে প্রদান করুন। **সহ বীর্যং করবাবহৈ** আমরা যেন যোগ্যতা ও শক্তি সমানভাবে অর্জন করিতে পারি। **নৌ অধীতং তেজস্বী অস্তু** আমাদের অধীত বিদ্যা কার্যকরী হউক। **মা বিদ্বিষাবহৈ** (শিক্ষক-আচার্য ও ছাত্র—আমরা যেন ভ্রম-প্রমাদের বশবর্তী হইয়া) পরস্পর বিদ্বেষ না করি॥

**ওঁ শান্তিঃ** হে জগদীশ্বর, আমাদের আধিভৌতিক দুর্ভোগের শান্তি হউক।
**শান্তিঃ** আমাদের আধিদৈবিক অশান্তির শান্তি হউক।
**শান্তিঃ** আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখের শান্তি হউক ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২। ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি—
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

॥ অথর্ববেদ ॥

বিদ্যা-প্রারম্ভে অথর্ববেদের ঋষি সশিষ্য প্রার্থনা করিতেছেন,—**ওঁ দেবাঃ** হে জগদীশ্বর ও তৎস্বরূপভূত দেবগণ, (আপনাদের কৃপায় আমরা—আচার্য ও শিষ্য) **কর্ণেভিঃ ভদ্রং শৃণুয়াম** কর্ণে যেন শুভ বাক্যই শুনিতে পাই। **যজত্রাঃ** হে পূজ্য দেবগণ, **অক্ষিভিঃ ভদ্রং পশ্যেম** আমরা চক্ষে যেন শুভ দৃশ্যই দেখিতে পাই। **স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ তুষ্টুবাংসঃ** সুদৃঢ় নীরোগ দেহ লাভ করিয়া স্তবনীয় আপনাদের স্তব করত **দেবহিতং যৎ আয়ুঃ ব্যশেম** জগতে সজ্জনের হিতকর বেদবিহিত কর্মে নিযুক্ত থাকিবার মত পরমায়ু যেন প্রাপ্ত হই॥ **শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ** আমাদের তাপত্রয়ের শান্তি হউক॥ ২॥

---

কর্মময় জগতে কর্মীপিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব মাত্রেরই কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সৎ-পিতামাতা সন্তানের সৎ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন আচার্যের নিকটে। সুবিজ্ঞ আচার্য অভিপ্রেত শিক্ষাপ্রদান করিয়া শেষে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপদেশ দেন। এই উপদেশগুলি প্রত্যেকেরই সারা জীবনে সর্বাবস্থায় সমান কার্যকর। এই অমূল্য উপদেশ পাই আমরা কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় উপনিষদের একাদশ অনুবাকে।

৩। বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তে বাসিনমনুশাস্তি—
সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায়
প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

॥ তৈঃ উঃ। ১।১১।১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**আচার্যঃ বেদং অনূচ্য** আচার্য বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষাপ্রদানান্তে **অন্তেবাসিনং অনুশাস্তি** গুরুগৃহে বাসকারী বিদ্যার্থী শিষ্যকে ( সমাবর্তন করিয়া গৃহে যাইবার সময় ) অবশ্য-পালনীয় শেষ উপদেশ প্রদান করিতেছেন :—

**সত্যং বদ** সত্যকথা বলিবে। **ধর্মং চর** ধর্মাচরণ করিবে। **স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ** অধীত শাস্ত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন, বিদ্যার্থীকে শিক্ষাদান ও নূতন জ্ঞান আহরণ-চেষ্টায় অমনোযোগী হইও না। **আচার্যায় প্রিয়ং ধনং আহৃত্য** আচার্যের প্রিয়-কর্ম সম্পাদনের উপযোগী ধন অর্জন করিয়া, তাঁহাকে সেই ধন দক্ষিণা প্রদান করত ( গৃহে গমন করিয়া ) **প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ** বংশসূত্র ছিন্ন করিও না,—( অর্থাৎ বিবাহ করিয়া সন্তান-সন্ততি লইয়া সংগৃহস্থ হইবে ) ॥৩॥

গার্হস্থ্য আশ্রমে সংগৃহস্থ হওয়া সুদৃঢ় মনোবল ও কঠোর সাধন সাপেক্ষ। অধিকন্তু সর্ববিষয়ে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা না থাকিলে সংসারী গৃহস্থকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্য সুবিজ্ঞ বেদের আচার্য প্রিয় ছাত্রকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন :—

৪। **সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥**

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ১। ১১। ১ ॥

**সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্** সত্যকথন হইতে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। ( অর্থাৎ এমন সত্য বলিও না যাহাতে দেশের, সমাজের বা অপর দশজনের অপকার হইতে পারে )। **ধর্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্** ধর্মাচরণ হইতে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, ( অর্থাৎ এমন ধর্মাচরণ করিও না যাহাতে অপর সকলের বিরক্তি বা অনিষ্ট হইতে পারে, অথবা এমন ধর্মাচারণ করিও না যাহাতে তোমার ভগবদ্‌ভক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের বাধা হইতে পারে, অথবা এমন ধর্মাচরণ করিও না যাহাতে ভবিষ্যতে নানাপ্রকার অশান্তি ঘটিয়া তোমারই অনুতাপের কারণ হইতে পারে )। **কুশলাৎ ন প্রমদিতব্যম্** ( দেশের সমাজের এবং তোমার মঙ্গল হয়, এমন ) মঙ্গলজনক কার্যাদিতে উদাসীন থাকিয়া প্রমাদ ঘটাইবে না, অথবা আত্মরক্ষা ব্যাপারে অসতর্ক হইবে না। **ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্** ধন, জন, বিদ্যা, বল, যশ—এই সমস্ত ঐশ্বর্য-বিভূতি যদি লাভ হয়, তবে তাহাতে আসক্ত হইয়া জ্ঞান-ভক্তি সাধন হইতে বিচ্যুত হইও না। **স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্** প্রত্যহ অধীত বিদ্যা চর্চা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নূতন বিষয় অধ্যয়নচেষ্টা ও জ্ঞানীর মুখে শাস্ত্রীয় সদুপদেশ, তত্ত্বমীমাংসা শ্রবণে অবহেলা করিয়া প্রমাদ ঘটাইও না। **দেব-পিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্** (অশাস্ত্রীয় কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের করণীয়) দেবার্চনা ও পিতৃপুরুষের নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিতে অবহেলা করিয়া প্রমাদ ঘটাইও না॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ক্বচিৎ গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়ম স্তদ্ভিদামেব বাধতে॥ ১১। ২১। ১৬।

এই বিচিত্র জগতে ঘটনাক্রমে মানুষের গুণ দোষে পরিণত হয়। আবার দোষও গুণ হইয়া পড়ে। ভেদদর্শী অজ্ঞানীরাই গুণ ও দোষের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাহাতে বাধ্যবাধকতা যুক্ত হয়। (প্রকৃতপক্ষে গুণ ও দোষের সংজ্ঞা নির্ণয় চূড়ান্তভাবে সম্ভব নহে)।

৫। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যানি-অনবদ্যানি কর্মাণি, তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি॥

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১। ১১। ২॥

**মাতৃদেবঃ ভব** যাঁহারা মাতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করেন, তুমি তাঁহাদের মত হইবে। **পিতৃদেবঃ ভব** যাঁহারা পিতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করেন, তুমি তাঁহাদের মত হইবে। **আচার্যদেবঃ ভব** গুরু-আচার্যকে যাঁহারা দেবতাজ্ঞানে সেবা করেন, তুমি তাঁহাদের মত হইবে। **অতিথিদেবঃ ভব** যাঁহারা অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করেন, তুমি তাঁহাদের মত হইবে। **যানি অনবদ্যানি কর্মাণি** যে সমস্ত কর্ম অনিন্দনীয় **তানি সেবিতব্যানি** সেইগুলি আচরণ করিবে, **ইতরাণি নো** নিন্দিত কুকর্ম করিও না। **অস্মাকং যানি সুচরিতানি** তোমার গুরুজন আমরা—আমাদের আচরণের মধ্যে যাহা শাস্ত্রসম্মত ও অনিন্দনীয় দেখিবে **তানি ত্বয়া উপাস্যানি** তাহাই তোমার আচরণীয় হইবে। **নো ইতরাণি** (আমাদের ভ্রমবশত যদি কোনো অশাস্ত্রীয় নিন্দনীয় কর্ম আচরণ করিতে দেখ, তবে সেই) নিন্দিত অশাস্ত্রীয় কর্মের অনুকরণ করিও না॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৬। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ।
তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ১। ১১। ৩॥

**যে কে চ ব্রাহ্মণাঃ অস্মৎ-শ্রেয়াংসঃ** (আচার্য শিষ্যকে আরও বলিতেছেন) আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ **ত্বয়া তেষাং আসনেন প্রশ্বসিতব্যম্** তোমা কর্তৃক তাঁহারা (আচার্যের) আসন প্রাপ্ত হইয়া সেবিত হইবেন। (অর্থাৎ—তুমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্রাহ্মণদিগকে গুরু-আচার্যরূপে সেবা করিয়া তাঁহাদের মুখে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিবে)। ৬ ॥

৭। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্ ॥

তৈঃ উঃ ১। ১১। ৩॥

গৃহস্থমাত্রেরই সাধ্যানুসারে দান করা কর্তব্য। সেই দান কিভাবে করিতে হইবে,—আচার্য তাহা শিষ্যকে উপদেশ করিতেছেন।—

**শ্রদ্ধয়া দেয়ম্** শ্রদ্ধা সহকারে দান করিবে। **অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্** (দান গ্রহীতার প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধা না হয়, তবে তাহাকে) অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। অথবা—যে দানে তোমার নিজের প্রবৃত্তি নাই, সেরূপ ক্ষেত্রে বা কাহারও অনুরোধ রক্ষার জন্য দান করিও না। **শ্রিয়া দেয়ম্** তোমার যে প্রকার ধনসম্পদ আছে তদনুরূপ দান করিবে। **ভিয়া দেয়ম্** ভয়ে ভয়ে দান করিবে, (যেন অপাত্রে দান করিয়া দানের অপব্যবহার না হয়।) * **হ্রিয়া দেয়ম্** সলজ্জভাবে দান করিবে, (অর্থাৎ বিনীতভাবে দান করিবে। তুমি দাতা বলিয়া গর্ব করিবে না)। **সংবিদা দেয়ম্** দান গ্রহীতার সহিত বন্ধুর ন্যায় সম্মানজনক প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সহকারে দান করিবে॥ ৭॥

* দানের অপব্যবহার অর্থে—দান-গ্রহীতা দানের দ্রব্য বা অর্থের দ্বারা যদি ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করে, তবে দাতার দানের অপব্যবহার হয়। এ প্রকার দানের অপব্যবহার ঘটিলে দাতাও পাপগ্রস্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৮। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, যুক্তা আযুক্তাঃ, অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ: যথা তে তত্র বর্তেরন্, তথা তত্র বর্তেথাঃ।

তৈঃ উঃ ১।১১।৪॥

**অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা** অতঃপর যদি কোনও সময়ে তোমার শাস্ত্রোক্ত কর্ম বিষয়ে সংশয়, অথবা **বৃত্ত বিচিকিৎসা বা স্যাৎ** শাস্ত্রোক্ত আচার বিষয়ে সংশয়, বা যে কোনও আচরণ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে **তত্র যে ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ যুক্তাঃ আযুক্তাঃ অলূক্ষাঃ ধর্মকামাঃ স্যুঃ** সেইদেশে সেইকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শাস্ত্র তাৎপর্য-বিচারক্ষম, শাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানপরায়ণ, এবং সেই সমস্ত কর্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত, মৃদু-সরল স্বভাব ও কর্মাচরণের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-ভগবদ্ভক্তিলাভেচ্ছু, **যথা তে তেষু বর্তেরন্ তথা তেষু বর্তেথা** তাঁহারা ঐ সমস্ত বিষয়ে যে প্রকার মীমাংসা করিয়া আচরণ করিতেছেন, তুমিও সেই প্রকার করিবে॥ ৮॥

৯। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, যুক্তা আযুক্তাঃ, অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ, যথা তে তেষু বর্তেরন্, তথা তেষু বর্তেথাঃ॥

তৈঃ উঃ ।১।১১।৪॥

**অথাভ্যাখ্যাতেষু** অতঃপর তাহাতেও যদি তোমার সংশয় দূর না হয়, অর্থাৎ ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকেও যদি সংশয়ান্বিত দেখ, তবে **যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, যুক্তাঃ আযুক্তাঃ, অলূক্ষাঃ ধর্মকামাঃ স্যুঃ** অপরাপর দেশে যে সমস্ত শাস্ত্র-বিচার-নিপুণ আচারনিষ্ঠ সরল-স্বভাব ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু নিষ্কামকর্মী ব্রাহ্মণ আছেন **তে যথা তেষু বর্তেরন্ তথা তেষু বর্তেথাঃ** তাঁহারা ঐ বিষয়ে যে প্রকার মীমাংসা করিয়া আচরণ করিতেছেন, তুমিও তাহাই করিবে॥৯॥

১০। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥

তৈঃ উঃ ।১।১১।৪॥

**এষঃ আদেশঃ** ইহাই বেদের বিধি নির্দেশ। **এষঃ উপদেশঃ** (যাহারা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে চাহে তাহাদের প্রতি) ইহাই বেদের উপদেশ। **এষা বেদ-**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**উপনিষৎ** ইহাই বেদের রহস্য। **এতৎ অনুশাসনম্** ইহাই মানবের প্রতি বেদে ঈশ্বরাজ্ঞা। **এবম্ উপাসিতব্যম্** এই কর্মজগতে এইপ্রকার ভাবেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। **এবং উ চ এতৎ উপাস্যম্** ( এই উপদেশ পালন করিলেই পরমেশ্বরের উপাসনা করা হয়। অতএব হে শিষ্য, তুমি ) বেদের এই নির্দেশ অবশ্যই পালন করিবে ॥১০॥

---

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# কর্মকাণ্ড।

গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে শিক্ষা সমাপনান্তে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া কি প্রকারে সমস্ত কর্ম করিতে হইবে, তাহা বেদ-উপনিষদ উপদেশ করিতেছেন।

১১। ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

ঈশ উপনিষৎ।১॥

**জগত্যাং যৎ কিঞ্চ জগৎ** জগতে যাহা কিছু চরাচর বিকারীবস্তু আছে **ইদং সর্বং ঈশা বাস্যং** ইহা সমস্তই পরমেশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয়,—অর্থাৎ সর্বভূতে সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর অবস্থান করিতেছেন,—এই প্রকার বোধ লইয়া সংসার পথে চলিতে হইবে। **তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ** সেই হেতু ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর,—অর্থাৎ তোমার অর্জিত পার্থিব সম্পদ জগতের সকলের হিতার্থে পরমেশ্বরে সমর্পন করিয়া আর সকলের সহিত সমানভাবে ভোগ কর। **কস্য স্বিৎ ধনং মা গৃধঃ** কাহারও প্রাপ্য ধন আত্মসাৎ করিবে না॥১১॥

১২। কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

ঈশ উঃ।২॥

**এবং কর্মাণি কুর্বন এব** এ সংসারে এই প্রকার ভাবে কর্ম করিয়াই **ইহ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ** (মোক্ষ সাধনের একমাত্র ক্ষেত্র) এই মরজগতে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাক। (কারণ ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাভক্তিলাভ বহু সময় সাপেক্ষ)। **ত্বয়ি নরে ইতঃ অন্যথা ন অস্তি** তোমার পক্ষে এই কর্মময় জগৎ নরলোকে এই উপায়ে কর্মকরা ভিন্ন অন্য কোনো নিরাপদ উপায় নাই। (এই উপায়ে কর্ম করিলে) **কর্ম ন লিপ্যতে** (ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক) কর্মবন্ধন হইবে না। ১২॥

১৩। অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

ঈশ উঃ।৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


**যে কে চ আত্মহনঃ জনাঃ তে প্রেত্য** যাহারা অপরের অনিষ্ট করে তাহারা আত্মহত্যাকারী, এই প্রকার ব্যক্তি মৃত্যুর পর **অন্ধেন তমসাবৃতাঃ অসুর্যাঃ নাম তে লোকাঃ অভিগচ্ছন্তি** ঘোর অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন আসুরিক লোক-সমূহে জন্মগ্রহণ করে।

এই শ্রুতির তাৎপর্য—সমস্ত জগত এক অখণ্ড চৈতন্য সত্বায় সত্বাবান্। উহার কোথাও যদি দুঃখ উপস্থিত হয়, তবে তাহা সর্বত্রই পরিব্যপ্ত হয়। যাঁহারা সাধু ব্যক্তি, তাঁহারা ঐ দুঃখ অল্প ভোগ করেন, আর অসাধু ব্যক্তি বেশী ভোগ করে।১৩॥

১৪। যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

ঈশ উঃ।৬॥

**তু যঃ সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি** এরূপ অবস্থায় যে জ্ঞানী সমস্ত জীবকেই সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত দেখেন—অর্থাৎ, সর্বজীব-হৃদয়ে সেই পরমেশ্বরই অবস্থান করিয়া জীবের দেহেন্দ্রিয় পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া জানেন, ( ৭৯ শ্রুতি ও গীতা ১৮।৬১॥, ১৩।২২॥ দ্রষ্টব্য ) **সর্বভূতেষু আত্মানং চ** তিনি সর্বজীব-হৃদয়ে এক অখণ্ড আত্মার প্রতিষ্ঠা জানিয়া (৩০৬-৩১০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ) **ততঃ ন বিজুগুপ্সতে** আর কাহাকেও ঘৃণা-বিদ্বেষ করেন না ॥১৪॥

১৫। যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

ঈশ উঃ।৭॥

**সর্বাণি ভূতানি যস্মিন্ বিজানতঃ আত্ম এব অভূৎ** এ জগতের সমস্ত জীবই যখন তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে এক অখণ্ড আত্মচৈতন্যের বিভিন্ন বিকাশ রূপে প্রতীয়মান হয়, **তত্র একত্বং অনুপশ্যতঃ কঃ শোকঃ, কঃ মোহঃ** তখন সেই একাত্মদর্শী জ্ঞানীর আর শোকের বিষয় কি হইতে পারে? কোনো বিষয়ে মোহই বা তাঁহার হইবে কেন? ( অর্থাৎ, তাঁহার কোনো বিষয়ে মোহ বা দুঃখ হয় না )।১৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঈশ উপনিষদের এই পাঁচটি শ্রুতি পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় 'সাম্যবাদের' সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই সাম্যবাদ সেশ্বর সাম্যবাদ। নিরীশ্বর সাম্যবাদ নহে। তত্ত্বজ্ঞান নিরপেক্ষ অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অবলম্বনীয় সাম্যবাদের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। তাহার একটি নমুনা-শ্লোক এখানে দেওয়া গেল।

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ৭।১৪।৮॥

( রাজসূয় যজ্ঞসভায় শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,)—হে মহারাজ, কেহ দৈবক্রমে বহু ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই যে, অপর সাধারণের অপেক্ষা অধিক ভোগ করিবে তাহা নহে। এরূপ চেষ্টা যদি কেহ করে তবে সে চোর। কারণ—দেহধারী মানবের পক্ষে ( অপর সাধারণের সমপর্যায়ে ) নিজ দেহ রক্ষা ও ভরণ-পোষণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুর উপরেই অধিকার আছে। তদপেক্ষা বেশী যদি কেহ ভোগ করিতে চেষ্টা করে, তবে সেই চোরকে অবশ্যই দণ্ড পাইতে হইবে। —ইতি। লেখক॥

১৬। শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥
তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম
যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥

মুণ্ডক উঃ। ১।১।৩-৪॥

**মহাশালঃ শৌনকঃ হ বৈ বিধিবৎ অঙ্গিরসং উপসন্ন পপ্রচ্ছ** গৃহস্থ-শ্রেষ্ঠ শুনক-পুত্র শৌনক শাস্ত্র-সম্মত ভাবে মহর্ষি অঙ্গিরার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—**ভগবঃ, কস্মিন নু বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি, ইতি** হে ভগবান*, এমন কি বস্তু আছে যাহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ হইলে এই জগতের সমস্ত বস্তুর জ্ঞান হয় ?

* শিষ্য আচার্যকে 'ভগবান' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এই ভগবান্ শব্দের অর্থ—উৎপত্তিং প্রলয়ং-চৈব ভূতানাং-আগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যাং-অবিদ্যাং-চ স বাচ্যো ভগবান্ ইতি ॥ শব্দকল্পদ্রুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়, জীবের জন্ম ও মৃত্যু, জ্ঞানের অন্তর্গত বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ—এই ছয়টি রহস্য সম্যক অবগত হইয়াছেন, তিনি ভগবান বলিয়া কথিত হন।

**সঃ তস্মৈ উবাচ** হ মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন,—**দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যৎ ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি** 'দুই প্রকার বিদ্যা অবগত হইতে হইবে',—এইপ্রকার কথা ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। (সেই দুইটি বিদ্যা) **পরা চ, অপরা এব চ** পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৬ ॥

১৭। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা
কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ॥
অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

মুণ্ডক উঃ। ১।১।৫ ॥

**তত্র—ঋক্-বেদঃ, যজুঃ-বেদঃ, সাম-বেদঃ, অথর্ব-বেদঃ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণং, ছন্দঃ, নিরুক্তং, জ্যোতিষং ইতি অপরা** এই দুই প্রকার বিদ্যার মধ্যে ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ,—এই চার বেদোক্ত কর্মকাণ্ড*, এবং শিক্ষা (=বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ-কৌশল শিক্ষাবিষয়ক বৈদিক গ্রন্থ), কল্প (=বেদোক্ত কর্ম ও সাধনানুষ্ঠান পদ্ধতি জ্ঞাপক শাস্ত্র), ব্যকরণ, ছন্দ (=গায়ত্রী, বৃহতি, অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দ রচনাশৈলী ও সুরসংযোগে উচ্চারণশৈলী শিক্ষার গ্রন্থ), নিরুক্ত (=বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থ-তাৎপর্য), ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি, (যাহাদিগকে বেদের 'ষড়ঙ্গ' বলে—সর্বসমেত এই দশটি বিদ্যাকে) অপরা বিদ্যা বলা হয়।

**অথ পরা—যয়া তৎ অক্ষরং অধিগম্যতে** অতঃপর পরাবিদ্যা হইতেছে —যে বিদ্যার সাহায্যে সেই অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়—সেই বিদ্যা ॥১৭॥

* এই শ্রুতিতে বেদকে অপরা বিদ্যা —অর্থাৎ অবিদ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু এই উক্তি বেদ সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে প্রযুক্ত হইবে না। কারণ—বেদ নির্গুণ-ব্রহ্ম সম্পর্কে উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক উপনিষদগুলি বেদেরই অংশ, অতএব বেদ। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যা নহে। শ্রীমদ্-ভাগবত বেদকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়াছেন (শ্রীঃ ভাঃ ১১।৩।৪৩ ॥)। সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শাস্ত্রই বেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত শ্রুতি, পুরাণ ও তন্ত্র বাক্যে বেদকে অপরা, অবিদ্যা বা ত্রিগুণের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত বাক্যে 'বেদ' শব্দে বেদোক্ত প্রাকৃত ভোগসুখ স্বর্গাদি প্রাপ্তি নিমিত্তক কর্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। ইতি—লেখক।

এই অপরা ও পরা বিদ্যাকে ঈশোপনিষদে অবিদ্যা ও বিদ্যা বলা হইয়াছে এবং দুইটি বিদ্যাই যে লাভ করিতে হইবে, সে বিষয়ে তিনটি শ্রুতি বিশেষভাবে বলিতেছেন।

১৮। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
ঈশ উঃ।৯॥

**যে অবিদ্যাং উপাসতে** যে সমস্ত ব্যক্তি (ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা অথবা ভগবদ্‌ভক্তি লাভের জন্য যত্ন না করিয়া কেবলমাত্র স্বর্গাদিভোগ সুখ লাভের আশায়) বেদোক্ত অপরাবিদ্যা (কর্মকাণ্ডাদি) অনুশীলন করে, তাহারা **অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি** ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে প্রবেশ করে। **যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ** যাহারা (কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়া) কেবলমাত্র পরা-বিদ্যায় (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা বা ভগবদুপাসনায়) ব্যাপৃত থাকে, **তে ততঃ ভূয়ঃ ইবঃ তমঃ** তাহারা (শাস্ত্রজ্ঞান ও বিষয় বৈরাগ্য না থাকায় এই সংসারেই লাভ, প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও নিজের সাধনলব্ধ যৎকিঞ্চিৎ বিভূতির মোহে আকৃষ্ট হইয়া) ঐ সমস্ত স্বর্গাদি সুখভোগকামী কর্মী অপেক্ষাও অধিক অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। ১৮॥

১৯। অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
ঈশ উঃ।১০॥

**যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে** যাঁহারা আমাদের নিকটে উক্ত অবিদ্যা ও বিদ্যার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, **ধীরাণাং আহুঃ** সেই ধীমান আচার্যগণের নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন **বিদ্যয়া অন্যৎ এব** পরাবিদ্যা সাধনের ফল পৃথক হয়, এবং **অবিদ্যয়া অন্যৎ আহুঃ** অপরা বিদ্যার ফল পৃথক হয়,—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রকারই বলিয়াছেন। (বাক্যের দৃঢ়তার জন্য দুইবার 'আহ' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে)। ১৯ ॥

২০। বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥
ঈশ উঃ। ১১ ॥

**যঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ** যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় পরা-বিদ্যা ও কর্মকাণ্ডের বিষয় অপরা-বিদ্যা' **তৎ উভয়ং সহ বেদ** এই উভয় বিদ্যার রহস্য অবগত হইয়াছেন, তিনি **অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা** অবিদ্যা বা অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত কর্মকাণ্ড অবলম্বনে স্বর্গাদিবিষয় ভোগ করিয়া তাহার দোষ উপলব্ধি করত, অথবা প্রাকৃতভোগ্যবস্তুর স্বরূপতত্ত্ব অবিদ্যার বিষয়ীভূত শাস্ত্রযুক্তি বিচার বিশ্লেষণ (সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ) দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ্যবস্তুর ক্ষুদ্রত্ব ও অনিত্যত্ব উপলব্ধি করত, বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা-রূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া **বিদ্যয়া অমৃতং অশ্নুতে** পরাবিদ্যার বিষয়ীভূত জ্ঞান-ভক্তি সাধনের দ্বারা অমরত্ব—ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন ॥ ২০ ॥

২১। কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥
মুণ্ডক উঃ। ৩।২।২॥

**যঃ কামান্ মন্যমানঃ** যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সমূহ চিন্তা করিয়া তাহা লাভের জন্য **কাময়তে** কামনাপূর্বক বৈদিক কর্মানুষ্ঠান করে, **সঃ কামভিঃ তত্র তত্র জায়তে** সে ব্যক্তি তাহার সেই কামনার বশবর্তী হইয়া কাম্যভোগ লাভের উপযুক্ত ভোগস্থানসমূহে জন্মলাভ করে। **তু পর্যাপ্ত-কামস্য কৃতাত্মনঃ** এই প্রকারে পর্যাপ্ত কাম্যবিষয় ভোগ করিয়া, শেষে ভোগ্যবস্তুর স্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞান হয়, (অর্থাৎ—প্রাকৃত ভোগ্যবস্তু অনিত্য ও নানাপ্রকার দোষযুক্ত বলিয়া কর্মীমানবের আশানুরূপ ভোগ দিতে অসমর্থ,—এই জ্ঞান হয়)। **ইহ এব সর্বে কামাঃ প্রবিলিয়ন্তি** তখন এই কর্মক্ষেত্র সংসারেই তাহার সমস্ত কামনার বিলোপ হয় ॥ ২১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২২। তদেতৎ সত্যম্—
মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং—
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥

মুণ্ডক উঃ। ১।২।১ ॥

**তৎ এতৎ সত্যম্** অপরা বিদ্যার বিষয় বেদোক্ত কর্মকাণ্ড ও বেদের ষড়ঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণাদি—ইহাও সত্য। কারণ—**যৎ কবয়ঃ অপশ্যন্** ঐ সমস্ত বিষয় বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রভৃতি মেধাবী সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ নিত্য-সত্য-বেদেই প্রতিষ্ঠিতরূপে দেখিয়াছেন। **তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি** সেই সমস্ত কর্মব্যবস্থা ও বেদাঙ্গ ঋক্, যজু ও সামবেদে বহু প্রকারে বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। **সত্যকামাঃ তানি নিয়তং আচরথ** তোমরা সত্যকামী হইয়া নির্ভুল ও দোষবর্জিত ভাবে নিয়ত ঐ সমস্ত কর্ম আচরণ কর। **লোকে বঃ সুকৃতস্য এষঃ পন্থাঃ** এই কর্মক্ষেত্রে তোমাদের পক্ষে নির্দোষ কর্মাচরণের ইহাই উপায় ॥ ২২ ॥

২৩। এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥

মুণ্ডকঃ উঃ। ১।২।৫ ॥

**এতেষু ভ্রাজমানেষু যঃ চরতে** এই বেদোক্ত অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস প্রভৃতি কাম্য যজ্ঞ এবং ইষ্ট, পূর্ত, দত্ত কর্মাদির উজ্জ্বল লোভনীয় ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়া, যে ব্যক্তি নিষ্ঠা সহকারে ঐ সমস্ত বৈদিক কর্মকাণ্ড আচরণ করে **যথাকালং হি এতাঃ আহুতয়ঃ চ** যথাকালে মৃত্যুর পরে ঐ সমস্ত যজ্ঞের আহুতি ও সৎকর্ম **তং আদদায়ন সূর্যস্যরশ্ময়ঃ** সেই কর্মীকে সঙ্গে লইয়া সূর্যরশ্মিমার্গে—অর্থাৎ দেবযানমার্গে **যত্র দেবানাং একঃ পতিঃ অধিবাসঃ তত্র নয়ন্তি** যে স্থানে দেবতাদের একমাত্র পতি ব্রহ্মা বাস করেন, সেই ব্রহ্মলোকে পৌছাইয়া দেয় ॥ ২৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বৈদিক ইষ্টকর্ম—অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুকম্পনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, তপস্যা ( গীতা ১৭।১৪-১৬ ॥ দ্রষ্টব্য ), সত্যকথন, সর্বজীবে দয়া, দেবতা বুদ্ধিতে অতিথি সেবা,—ইষ্টকর্ম বলিয়া খ্যাত ॥

পূর্তকর্ম—বাপীকূপ তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামং পূর্তমিত্যভিধীয়তে ॥

সর্বসাধারণের হিতার্থে কূপ, ক্ষুদ্রজলাশয়, বৃহৎ জলাশয়, দেবমন্দির, হাসপাতাল, অন্নসত্র, ধর্মশালা,—এই সমস্ত নির্মাণ করা পূর্তকর্মের অন্তর্গত ॥

দত্তকর্ম—শরণাগত সন্ত্রাণং ভূতানাং বাপ্যহিংসনম্।
বহির্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে ॥

শরণাগতের রক্ষা, জীবমাত্রের প্রতি অহিংস হওয়া, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করিয়া তাহার তলদেশে পথিকের বিশ্রামের জন্য বেদী নির্মাণ, জলাশয়ের ঘাট নির্মাণ, সাধুসন্ন্যাসীদের বাসের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত কুটির নির্মাণ,—দত্তকর্ম বলিয়া খ্যাত ॥

২৪। এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥

মুণ্ডক উঃ। ১।২।৬ ॥

**এহি, এহি, এষঃ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতঃ ব্রহ্মলোকঃ ইতি** এস এস, ইহাই তোমাদের পুণ্যকর্মের দ্বারা অর্জিত উত্তম স্বর্গ ব্রহ্মলোক,—এই প্রকার **প্রিয়াং বাচং অভিবদন্ত্যঃ অর্চয়ন্ত্যঃ** প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে অতি সমাদর সহকারে সেই কর্মীর কৃত **সুবর্চসঃ আহুতয়ঃ** যজ্ঞের সমুজ্জ্বল আহুতি ও পুণ্য **তং যজমানং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ বহন্তি** সেই বেদোক্ত সৎকর্মীকে সূর্য-রশ্মি অবলম্বনে দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে বহন করিয়া লইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৫। তে য এবমেতদ্ বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তে অর্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষন্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্ বৈদ্যুতং বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি। তেষাং ন পুনারাবৃত্তিঃ ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৬।২।১৫॥

**যে এতৎ এবম্ বিদুঃ তে চ যে অমীঃ** যাঁহারা বেদোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—কর্মকাণ্ড জানেন, সেই সমস্ত কর্মী **অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যং উপাসতে** বেদোক্ত আশ্রম ধর্ম ( ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রম ) পালন কালে সৎকর্মের সহিত ঈশ্বর উপাসনা করিয়া উপযুক্ত কালে বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনে শ্রদ্ধা সহকারে কর্মকাণ্ডের দেবতা সত্যব্রহ্মকে উপাসনা করেন ( ২৯। শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। **তে অর্চিঃ অভিসম্ভবন্তি** ঐ সমস্ত কর্মী দেহত্যাগের পর প্রথমত অর্চি নামক দেবতাকে প্রাপ্ত হন। **অর্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্যমাণপক্ষং** অর্চিদেবতা সেই কর্মীদের দিবস দেবতার নিকটে পৌছাইয়া দেন, দিবস দেবতা শুক্লপক্ষ দেবতার নিকটে, **আপূর্যমাণপক্ষাৎ আদিত্যঃ যান্ যন্মাসান্ উদঙ্ এতি** শুক্লপক্ষ দেবতা সেই কর্মীদের বৎসরে যে ছয়মাস সূর্য উত্তর দিকে গমন করেন' সেই উত্তরায়ণ দেবতার নিকটে পৌছান। **মাসেভ্যঃ দেবলোকং, দেবলোকাৎ আদিত্যং, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্,** উত্তরায়ণ দেবতা দেবলোকে, দেবলোক হইতে আদিত্যলোকে আদিত্যলোক হইতে বিদ্যুৎলোকে সেই কর্মিগণ উপস্থিত হন। ( সেই বিদ্যুৎলোকে কর্মীর অবস্থান কালে ) **মানসঃ পুরুষঃ এত্য বৈদ্যুতান্ ব্রহ্মলোকান্ গময়তি** ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মার কোনও মানসপুত্র আসিয়া বিদ্যুৎলোক হইতে ব্রহ্মার লোকসমূহ স্বর্গে সেই কর্মীদের লইয়া যান। ( সেই ব্রহ্মলোকে ) **তে পরাঃ তেষু পরাবতঃ ব্রহ্মলোকেষু বসন্তি** তাহারা তাহাদের কাম্য উৎকৃষ্ট ভোগপ্রাপ্ত হইয়া সেই ভোগ সুখে ব্রহ্মলোকে প্রকৃষ্ট বৎসরসমূহ বাস করে। **তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ ন** তাহাদের আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না॥ ( শুক্ল যজুর্বেদের মধ্যন্দিন শাখায়ও এই শ্রুতিটি আছে, কিন্তু সেখানে শ্রুতির শেষ অংশে **তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ** তাহাদের আর এই ব্রহ্মার সৃষ্ট সংসারে ফিরিতে হয় না—এই প্রকার দেখা যায়। ঐ শ্রুত্যংশের সহিত গীতার ৮।১৬, ৯।২০-২১ মন্ত্রের তাৎপর্য এক প্রকার। উহাতে বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রহ্মলোকও যখন অনিত্য তখন ঐ সমস্ত সৎকর্মীদের এই ব্রহ্মার অস্তিত্বকাল পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া কল্পাবসানে পুনরায় নূতন সৃষ্টিতে মনুষ্যলোকে কর্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে )॥ ২৫ ॥

২৬। অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং। তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি। তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি। তেষাং যদা তৎ পর্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্বায়ুং বয়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং। তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি। তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে, ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্ ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৬। ২। ১৬॥

**অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি** অতঃপর যাহারা ঈশ্বর-উপাসনাবিহীন যজ্ঞ দান ও তপস্যার দ্বারা পারলৌকিক লোকসমূহ জয় করে **তে ধূমং অভিসম্ভবন্তি** তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমমার্গে, অর্থাৎ পিতৃযান পথে প্রথমে ধূম দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। **ধূমাৎ রাত্রিং, রাত্রেঃ অপক্ষীয়মাণপক্ষং** তাহারপর ধূমদেবতা হইতে রাত্রি দেবতাকে, রাত্রি দেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতাকে, **অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ আদিত্যঃ দক্ষিণা এতি** কৃষ্ণপক্ষ দেবতা হইতে যে ছয়মাস সূর্য দক্ষিণে গমন করেন সেই দক্ষিণায়ন দেবতাকে, **মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং** দক্ষিণায়ন দেবতা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। **তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি** তাহারা চন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের ভোগ্য হয়। **আপ্যায়স্ব, অপক্ষীয়স্ব ইতি রাজানং সোমং যথা** এই পৃথিবীতে যজমানের যজ্ঞকালে ঋত্বিক পুরোহিতগণ যেমন "বর্ধিত হও, ক্ষয়প্রাপ্ত হও" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উজ্জ্বল সোমরস পান করেন, **এবম্ তত্র এনান্ তান্ দেবাঃ ভক্ষয়ন্তি** এই প্রকারেই চন্দ্রলোকে এই কর্মীদিগকে দেবতাগণ ভক্ষণ করেন' অর্থাৎ ভোগ করেন। ( দেবতারা ভোগ্যবস্তু দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন। ছাঃ উঃ ৩। ৬। ১॥।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেবতাগণ চন্দ্রলোকে উপস্থিত কর্মীদের দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া তাহাদের কামনানুরূপ ভোগ প্রদান করেন,—ইহাই দেবতাদের ভোগ ও দানসামর্থ্য বুঝিতে হইবে )।

**তেষাং তৎ যদা পর্যবৈতি** সেই কর্মীদের কৃতকর্মের পুণ্য যখন নিঃশেষ হইয়া যায় **অথ ইমং আকাশং এব অভিনিষ্পদ্যন্তে** তখন তাহারা পুনরায় এই আকাশপথে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়। তারপর **আকাশাৎ বায়ুং, বায়োঃ বৃষ্টিং, বৃষ্টেঃ পৃথিবীং** আকাশ হইতে বায়ুস্তরে আসিয়া বায়ুর সহিত একাত্মভূত হয়, বায়ু হইতে মেঘে আসিয়া বৃষ্টির সাথে মিশিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। **তে পৃথিবীং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি** তারপর ঐ সমস্ত কর্মী বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে আসিয়া উদ্ভিদাদিতে প্রবেশ করত, জীবের খাদ্যরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। **তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে** এই প্রকারে ঐ সমস্ত কর্মী খাদ্যরূপে কোনও পুরুষের জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। **ততঃ যোষাগ্নৌ জায়ন্তে** অতঃপর সেই পুরুষ দেহ হইতে শুক্ররূপে নারীদেহে প্রবেশ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। **লোকান্ প্রতি উত্থায়িনঃ তে এবং এব অনুপরিবর্তন্তে** স্বর্গ সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভগবদুপাসনা-বিহীন বৈদিক কর্মীরা এই প্রকারেই পুনঃ পুনঃ পিতৃযান পথে গমনাগমন করিতে থাকে।

**অথ যে এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ** অতঃপর যাহারা এই বেদোক্ত দেবযান ও পিতৃযান পথের কথা না জানিয়া ( ইচ্ছামত সদসৎ কর্ম করিয়া থাকে ) **তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যৎ ইদং দন্দশূকম্** তাহারা কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে॥ ২৬॥

২৭। তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাহথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্ শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৫। ১০। ৭॥

**তৎ যে ইহ রমণীয়চরণাঃ** ( এই সমস্ত বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে এই কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের শুভকর্মের তারতম্য অনুসারে ) যাঁহারা যে প্রকার উৎকৃষ্ট কর্ম আচরণ করিয়াছেন সেই প্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় ) **তে অভ্যাশঃ হ যৎ যোনিম্** তাঁহারা ( এই পৃথিবীতে আসিয়া ) অতি শীঘ্রই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জন্মগ্রহণ করেন। (তাঁহাদের পূর্বকর্মানুযায়ী) **তে ব্রাহ্মণ-যোনিং বা ক্ষত্রিয়-যোনিং বা বৈশ্য-যোনিং বা যৎ রমণীয়াং যোনিং আপদ্যেরন্** তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনি—যেগুলি শুভ যোনি, তাহাতে জন্মলাভ করেন। **অথ য ইহ কপূয়চরণাঃ** অতঃপর যাহারা এই কর্মক্ষেত্রে বেদবিগর্হিত নিন্দিত কর্ম করে **তে অভ্যাশঃ হ যৎ কপূয়াং যোনিং আপদ্যেরন্** তাহারা তাহাদের সেই অশুভ কর্মাচরণের ফলে ঘৃণিত হীন যোনিতে জন্মলাভ করে। **শ্ব-যোনিং বা সূকর যোনিং বা চণ্ডাল-যোনিং বা** কুক্কুর যোনি, শূকর যোনি, চণ্ডাল যোনি—(এই সমস্ত অশুভ হীন যোনি)॥ ২৭॥

২৮। অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্য-সকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৫। ১০। ৮॥

**অথ এতয়োঃ পথোঃ কতরেণ চন ন** (যাহারা শাস্ত্রবিধিবহির্ভূত যদৃচ্ছাক্রমে কর্ম করে, তাহারা) এই দেবযান ও পিতৃযান পথের কোনোটিই প্রাপ্ত হয় না। **তানি ইমানি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি** তাহারা যেন—"জন্মাও আর মর" এই প্রকার কোনও আদেশের বশবর্তী হইয়া **অসকৃৎ আবর্তীনি ক্ষুদ্রাণি ভূতানি ভবন্তি** নিকৃষ্ট মানব-যোনি ও নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রাণী-দেহের মধ্যে ভ্রমণ করে, অর্থাৎ—হীনমানবদেহ ত্যাগের পর তাহার কৃতপাপ ভোগের জন্য মশকাদি ক্ষুদ্র হিংস্র দেহ লাভ করে, সে দেহ ত্যাগ করিয়া আবার হীন মানব দেহ ধারণ করিয়া পাপ-কর্মে রত হইয়া পুনরায় মানবেতর জীব দেহ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে পাপচক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে)। **এতৎ তৃতীয়ং স্থানং** (কর্মী মানবের মৃত্যুর পর) এই প্রকার হীন জীবদেহই হইতেছে তৃতীয় ভোগস্থান। **তেন অসৌ লোকঃ নঃ সম্পূর্যতে** এই কারণেই চন্দ্রলোক কর্মীমানবে পূর্ণ হয় না। (ব্রহ্মলোক, স্বর্গ ও চন্দ্রলোক সীমাবদ্ধ স্থান। দেবযান ও পিতৃযান পথে অল্প মানব যায় বলিয়া ঐ দুইটি ভোগস্থানও পূর্ণ হয় না)। **তস্মাৎ জুগুপ্সেত** (যে হেতু হীনমানব-দেহ ও মানবেতর জীবদেহ বহু দোষের আকর ও দুঃখময়, সে হেতু ঐ প্রকার দেহলাভ হয় যে প্রকার কর্মের ফলে) সেই কর্মকে ঘৃণা করিবে॥ ২৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৫ শ্রুতি যে সত্যব্রহ্ম উপাসনার কথা বলিলেন, সেই সত্যব্রহ্মের স্বরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন ঃ—

২৯। আপ এব ইদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত। সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিং, প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে। তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি, স ইত্যেকমক্ষরং, তীত্যেকমক্ষরং, যমিত্যেকমক্ষরং। প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং, মধ্যতোঽনৃতং, তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি, নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৫। ৫। ১॥

**ইদং অগ্রে আপঃ এব আসুঃ** এই জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে জলতত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয় (এই জলতত্ত্ব স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে)।। **তাঃ আপঃ সত্যং অসৃজন্ত** সেই জলতত্ত্ব সত্যকে সৃষ্টি করিলেন। (জলতত্ত্বের এই কৃতিত্বটি ঔপচারিক। জলতত্ত্ব জড়, সে জন্য বুঝিতে হইবে স্রষ্টা পরমেশ্বর জলতত্ত্ব হইতে সত্য সৃষ্টি করিলেন। এখানে সত্য শব্দের তাৎপর্য আপতত্ত্ব হইতে কথঞ্চিৎ গ্রাহ্য বস্তু। ৬৩। শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। **সত্যং ব্রহ্ম** ঐ সত্য অর্থাৎ বিরাট হইতে ব্রহ্মা সৃষ্ট হইলেন। **ব্রহ্ম প্রজাপতিং, প্রজাপতিঃ দেবান্** ব্রহ্মা দক্ষাদি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিলেন, প্রজাপতিগণ দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। **তে দেবাঃ সত্যং এব উপাসতে** সেই দেবতাগণ এই কারণে সত্যরূপ ব্রহ্মার উপাসনা করেন। **তৎ এতৎ সত্যং ইতি ত্র্যক্ষরং** সেই এই সত্য নামটিতে তিনটি অক্ষর আছে। **স ইতি একং অক্ষরং, তি (=ৎ) ইতি একং অক্ষরং, যম্ ইতি একং অক্ষরং** 'স'—এই একটি অক্ষর, 'তি' অর্থাৎ 'ৎ'—একটি অক্ষর, আর 'যম্' —এই একটি অক্ষর। **প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং** আদির 'স' ও অন্তের 'যম্' দুইটি অক্ষর সত্য শব্দের পারমার্থিক তাৎপর্য যে নিত্য—তাহাই। **মধ্যতঃ অনৃতং** মধ্যের 'ৎ' অনিত্য বা মিথ্যা। **তৎ এতৎ অনৃতং উভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়ং এব ভবতি** সেই এই মিথ্যা 'ৎ' টি তাহার দুই পার্শ্বের দুইটি নিত্য অক্ষর 'স' ও 'যম্' দ্বারা সুন্দররূপে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সত্যবহুল অর্থাৎ নিত্যবৎ কার্যকর হয়। **এবং বিদ্বাংসং অনৃতং ন**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**হিনস্তি** ব্যবহারিক জগতের সত্য শব্দের এই তাৎপর্য যে বিদ্বান জানেন, তাঁহার মিথ্যা কোনও ক্ষতি করিতে পারে না॥

এই শ্রুতিতে শেষের দিকে 'সত্য' শব্দটির যে বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী সত্য—বিরাট ও ব্রহ্মার বিরাটত্ব ও ব্রহ্মাত্ব লাভের পূর্বাবস্থায় আত্মারূপে নিত্য, মধ্যের বিরাটত্ব ও ব্রহ্মাত্বটি অনিত্য কিন্তু বহু কাল স্থায়ী। বিরাটত্ব ও ব্রহ্মাত্ব নাশ হইলে শেষে শুদ্ধাত্মারূপেও নিত্য, এই তাৎপর্যে বিরাট, ব্রহ্মা, মানুষ—সমস্ত বস্তুই সত্য।

শ্রুতির এই অংশের দ্বারা এই ব্যবহারিক জগতে সত্য কথনের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। বক্তব্য উচ্চারণের পূর্বে বক্তার উদ্দেশ্য যদি সং হয়, এবং বক্তব্য বলার পরবর্তী ফল যদি মঙ্গল হয়, তবে বক্তব্যের ভাষায় অভিব্যক্তি মিথ্যা হইলেও বক্তা পাপগ্রস্ত হইবেন না। এই গ্রন্থের ৪। শ্রুতিতে **"সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্** সত্য হইতে প্রমাদগ্রস্ত হইও না" বলা হইয়াছে। ঐ প্রকার বলার তাৎপর্য এই শ্রুতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। ইতি—লেখক॥

বেদোক্ত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শ্রুতি এ পর্যন্ত যাহা বলিলেন তাহাতে জানা গেল, কর্মকাণ্ড আচরণ করিয়া কর্মীগণ দেবযান মার্গে স্বর্গে ব্রহ্মলোকে অথবা পিতৃযান পথে পিতৃলোক স্বর্গে গমন করেন বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে অথবা কল্পান্তে ঐ সমস্ত লোক ধ্বংস হইলে, তাহাদের পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া কর্মবিপাকে পড়িতে হয়। সেই জন্মগ্রহণের জন্য পৃথিবীর অভাব হয় না। কারণ ভগবানের রাজ্যে বহু ব্রহ্মাণ্ড আছে, উহার একটি ধ্বংস হইলেও আরও বহু থাকে। কর্মীর পুণ্যের তারতম্যানুযায়ী স্বর্গে ভোগেরও তারতম্য আছে। স্বর্গে যাইয়া প্রত্যেক কর্মীই দেখিতে পায়, তাহা অপেক্ষা অধিক ভোগ সুখ প্রাপ্ত পুণ্যবান সেখানে আছে। ফলে তাহার নিজপুণ্যে অর্জিত ভোগ নিজের দৃষ্টিতেই ক্ষুদ্র হইয়া যায়। পৃথিবীতে কর্মী মানব চেষ্টা করিয়া নিজের ভোগ্য দ্রব্য বৃদ্ধি করিতে পারে। স্বর্গে যাইয়া কিন্তু তাহার জন্য নির্দিষ্ট ভোগের কোনও প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুর দিনটি অজ্ঞাত থাকে। তাহার ফলে মানুষ প্রতিদিনই আরও সুখ লাভের আশায় কর্মে ডুবিয়া থাকিতে পারে। স্বর্গে কিন্তু প্রত্যেকের স্বর্গ হইতে বিদায়ের দিনটি জানা থাকে। এই সমস্ত কারণে স্বর্গপ্রাপ্ত পুণ্যবানেরা প্রকৃত সুখী হইতে পারে কিনা সন্দেহ। অতএব স্বর্গসুখলাভের আশায় কর্ম করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে, ইহা দেখাইয়া শ্রুতি বলিতেছেন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩০। অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়—
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

কঠ উঃ। ১। ২। ১॥

**শ্রেয়ঃ অন্যৎ উত প্রেয়ঃ অন্যৎ এব** শ্রেয়—নিত্যব্রহ্মানন্দ, আর প্রেয়—ইন্দ্রিয়ভোগ্য অনিত্য স্বর্গাদি, এই দুইটি কিন্তু পরস্পর পৃথক। **তে উভে নানা-অর্থে পুরুষং সিনীতঃ** (এই দুইটি বেদেই কথিত হইয়াছে। বেদের তাৎপর্য অতি নিগূঢ় বলিয়া উপযুক্ত গুরুর উপদেশ অভাবে) উক্ত শ্রেয় ও প্রেয় লাভের উপায়গুলি নানাপ্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়া অধিকতর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে। (শ্রেয় অর্থে ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু এই ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ নির্ণয়ে বহু অবান্তর মত ভেদ আছে। উপায় সম্পর্কেও বহু মতভেদ বর্তমান। কেহ কেহ দেবযানকেই শ্রেয়মার্গ বলেন। ইতি—লেখক।) **তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু ভবতি** (যে ব্যক্তি ভগবৎ কৃপায় সদ্গুরুর উপদেশে) বেদোক্ত ঐ দুইটি শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়। **যঃ প্রেয়ঃ উ বৃণীতে, অর্থাৎ হীয়তে** যে ব্যক্তি প্রেয়কেই (শ্রেয় বলিয়া) গ্রহণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়॥

(শ্রীভাগবতম্ ১০। ২।৩২—৩৩॥ ও ১১।৩।৪৩—৪৮॥ দ্রষ্টব্য॥ ৩০॥

৩১। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত—
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

কঠ উঃ। ১।২।২॥

**শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ মনুষ্যং এতঃ** (যে হেতু শ্রেয় ও প্রেয় উভয় বিষয়ই বেদে আছে, সে হেতু বেদ অধ্যয়ন কালে) শ্রেয়-বিষয়ক বেদবাণী ও প্রেয়-বিষয়ক বেদবাণী উভয়ই (আচার্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বেদ অধ্যয়নরত) মানবকে আশ্রয় করে। **ধীরঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি** মেধাবী ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রেয় এবং প্রেয়—এই উভয়কে সম্যক বিচারসহকারে পরীক্ষা করিয়া পৃথক করেন। **ধীরঃ প্রেয়সঃ শ্রেয়ঃ হি অভিবৃণীতে** সংযমী বুদ্ধিমান্ প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয় উৎকৃষ্ট জানিয়া শ্রেয় লাভের পন্থাই গ্রহণ করেন। **মন্দঃ যোগক্ষেমাৎ প্রেয়ঃ বৃণীতে** অবিদ্যাগ্রস্ত মন্দবুদ্ধিব্যক্তি তাহার প্রাপ্তবস্তু সংরক্ষণ ও কাম্য অপ্রাপ্তবস্তু প্রাপ্তির জন্য প্রেয়ের পথ অনুসরণ করে ॥ ৩১ ॥

৩২। অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানাঃ
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥

মুণ্ডক উঃ।১।২।৯ ॥

**অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানাঃ বালাঃ বয়ং কৃতার্থাঃ ইতি অভিমন্যন্তি** (বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যে ব্যক্তি অবিদ্যাগ্রস্ত হয়, তাহার সেই) অবিদ্যার মধ্যে বহু প্রকার ভাব বর্তমান আছে। অবিদ্যাগ্রস্ত বালকসদৃশ অজ্ঞানীরা (অহঙ্কারপূর্বক তাহাদের কৃতকর্ম লোকসমক্ষে প্রচার করিয়া—যে হেতু এই এই প্রকার কর্ম করিয়াছি সে হেতু) আমরা কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি—এই প্রকার মনে করে। **যৎ রাগাৎ কর্মিণঃ ন প্রবেদয়ন্তি** যে হেতু কর্মিগণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের প্রতি আসক্তিবশত প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। (অর্থাৎ—কৃতকর্মের কথা এই কর্মক্ষেত্রে প্রচার করিয়া এখানেই লাভ, প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পর স্বর্গভোগের জন্য অতি অল্প পুণ্যই অবশিষ্ট থাকে,—পুণ্যের এই রহস্যটিও তাহারা বুঝে না), **তেন ক্ষীণ লোকাঃ আতুরাঃ চ্যবন্তে** সেই কারণে এই সংসারে কৃত কর্মের পুণ্যফল বহুলাংশে ক্ষয় করিয়া, অল্প পুণ্য সম্বল করত মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে অল্পকাল স্বর্গভোগ করিয়াই স্বর্গচ্যুত হয় ॥৩২॥

৩৩। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥

মুণ্ডক উঃ।১।২।৮॥

**অবিদ্যায়াং অন্তরে বর্তমানাঃ** যাহারা অবিদ্যার বিষয়ীভূত এই সাংসারিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ধন-ঐশ্বর্য, মান-সম্মানাদি অর্জন করিয়া তাহারই মধ্যে অবস্থান করত **স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ** নিজে নিজেই মনে করে যে, আমি জিতেন্দ্রিয় ও সদসৎ সম্পর্কে বিচারক্ষম জ্ঞানী হইয়াছি ( এই বিষয়ে আর আমার কি করিতে পারে ? আমি আসক্তি ত্যাগ করিয়াই বিষয় ভোগ করিতেছি )। **তে মূঢ়াঃ জঙ্ঘন্যমানাঃ অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অন্ধাঃ যথা পরিযন্তি** সেই মূঢ়েরা ( নিজ ইন্দ্রিয়ঘটিত বহু অনর্থের দ্বারা ) বারংবার পীড়িত হইয়া অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় এই সংসারপথেই ভ্রমণ করে, ( অর্থাৎ—শেষে এমন অজ্ঞান-অন্ধকূপে পড়ে যে, সহজে নিষ্কৃতি পায় না। মূঢ় শব্দের তাৎপর্য—শাস্ত্রাদি কিছু অধ্যয়ন করিয়া অবিদ্যাবশে কুতর্কনিপুণ, এবং নিজের অজ্ঞতা ও দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ) ॥৩৩॥

৩৪। ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥

মুণ্ডক উঃ। ১।২।১০ ॥

**ইষ্টা-পূর্তং বরিষ্ঠং মন্যমানাঃ প্রমূঢ়াঃ** ইষ্ট, পূর্ত, দত্ত কর্মগুলিকেই মানবের করণীয় শ্রেষ্ঠ কর্ম মনে করে যে কুতর্কনিপুণ মূঢ়েরা, **তে অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বেদয়ন্তে** তাহারা উহা হইতে পৃথক শ্রেয় ( নিত্যব্রহ্মানন্দের কথা ) বুঝিতেই পারে না। ফলে তাহারা **নাকস্য পৃষ্ঠে সুকৃতে অনুভূত্বা** স্বর্গলোকে নিজকৃত পুণ্যফল ভোগ করিয়া **ইমং লোকং বা হীনতরং বিশন্তি** এই পৃথিবীতে মনুষ্যযোনিতে,—এমন কি মনুষ্যেতর হীন যোনিতেও প্রবেশ করে॥ ( যে সমস্ত কর্মী এই পৃথিবীতে নিজের সৎকর্মের কথা লোকসমাজে অহঙ্কারসহকারে প্রচার করিয়া এই জগতেই লোকের নিকটে সম্মান, ধন, জন, আধিপত্য ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সৎকর্মের পুণ্যভোগ ইহলোকেই অধিকাংশ ক্ষয় হইয়া যায়। তাহারা স্বর্গভ্রমণ করিয়া এই লোকে আসিয়া তাহাদের সেই অহঙ্কার ও আত্মপ্রচাররূপ পাপের ফলে হিংস্র ব্যাঘ্র, সর্পাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পূর্বমীমাংসা দর্শন—প্রভাকর ১১৭। ৬—১৪ ॥ ) ॥ ৩৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩৫। প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥
মুণ্ডকঃ উঃ। ১।২।৭ ॥

**যজ্ঞরূপাঃ অবরং কর্ম উক্তং** বেদে কর্মকাণ্ডে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও ইষ্ট, পূর্ত, দত্তকর্মাদি করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত কর্মের সাধারণ ফল তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। **যেষু অষ্টাদশ হি প্লবা এতে অদৃঢ়াঃ** এই কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞে ষোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও যজমান পত্নী—এই অষ্টাদশ ব্যক্তি প্রয়োজন। অন্যান্য ইষ্টকর্মাদিতেও বহু ব্যক্তি ও দ্রব্যাদি, স্থান, কাল প্রয়োজন হয়। সে জন্য (এই দুঃখময় সংসার সমুদ্র পার হওয়ার পক্ষে কর্মকাণ্ডরূপ) ভেলাসমূহ অদৃঢ়। **যে মূঢ়াঃ এতৎ শ্রেয়ঃ অভিনন্দন্তি** যে সমস্ত অদূরদর্শী পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ, এই কর্মকাণ্ডরূপ অদৃঢ় ভেলায় আরোহণ করিয়া সংসার-দুঃখ-সাগর অতিক্রম করা যাইবে ভাবিয়া কর্মকাণ্ডকেই অভিনন্দন করে, **তে পুনঃ এব জরা মৃত্যুং অপি যন্তি** তাহারা এই সংসারেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করত জরা ও মৃত্যুর ক্লেশ ভোগ করে।। ৩৫ ।।

এই কর্মময় সংসারে প্রতিটি মানুষই তাহার স্বভাববশতঃ কর্ম করিতে বাধ্য হয়। মানুষ কর্ম না করিয়া নিষ্কর্মা হইতে পারে না। (গীতা। ৩। ৪—৬॥)। কর্ম করে মানুষে দুঃখ দূর করিয়া সুখ প্রাপ্তির আশায়। কিন্তু দেখা যায় অনেক কর্মই বিপরীত ফল উপস্থিত করে। (শ্রীভাগবতম্ ।১১।৩।১৮॥)। মানুষ কোন্ কর্মটির ফল শুভ, আর কোন্‌টির ফল অশুভ হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সেজন্য বেদ কর্মকাণ্ডের উপদেশ করিয়াছেন। (গীতা ৪।১৬॥)। শাস্ত্রবিধি ও উপদেশ অবগত না হইয়া, অথবা শাস্ত্রবিধি জানা থাকা সত্ত্বেও তাহা লঙ্ঘন করিয়া, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিতে চেষ্টা করে, তাহার সেই কর্ম শুভ তো হয়ই না, অধিকন্তু অশুভ সৃষ্টি করে। (গীতা।১৬।২৩—২৪ ॥)

মানুষ যদৃচ্ছাক্রমে কর্ম করিয়া যাহাতে অধঃপতিত না হয় তাহার জন্য বেদ শুভ ও অশুভ কর্ম নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং শুভকর্মের ফল স্বর্গাদি সুখভোগের কথা ও অশুভ কর্মের ফল নরকস্থানীয় হীন যোনিতে জন্মের কথা—ফলশ্রুতি শুনাইয়াছেন। কিন্তু বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য অতি নিগূঢ় ও সুদূর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রসারী। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের শাস্ত্রীয় সৎকর্মে প্রবৃত্ত করিয়া ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করাই, বেদোক্ত কর্মকাণ্ড ও তাহার স্বর্গাদি ফলশ্রুতি বর্ণনার উদ্দেশ্য। (শ্রীভাগবতম্ ১১। ৩। ৪৩—৪৬॥)

শাস্ত্রে মানবদেহকে রথের সহিত তুলনা বা উপমা দেওয়া হইয়াছে। মানব রথ-স্থানীয় দেহ অবলম্বনে কর্ম করিয়া স্বর্গে বা নরকেও যাইতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতাও পাইতে পারে। শ্রীভাগবত ৭মঃ স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে এই রথের দুইখানা চাকা—ধর্ম ও অধর্ম বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য—এ জগতে সমস্ত পদার্থই সৎ ও অসৎ মিশ্রিত ও দ্বন্দ্বধর্মাক্রান্ত। শাস্ত্রসম্মত কর্মেও ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য মিশ্রিত থাকে। শাস্ত্রবহির্ভূত কর্মও ঐ প্রকার মিশ্রিত। শাস্ত্রসম্মত কর্মাচরণে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যে ক্রমশঃ কর্মীর চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পরতত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত করে, আর পাপের ফলে যে দুঃখ ভোগ হয় তাহাতে কর্মীর বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। শাস্ত্র-বহির্ভূত কর্মের পুণ্যফলে কর্মীর ভোগতৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, আর পাপের ফলে তাহাকে অধিকতর হিংস্র, ক্রূর ও পাপিষ্ঠ করে। এই কারণেই বেদাদি শাস্ত্র মানবকে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য সৎকর্মের আপাত ফল স্বর্গ-সুখাদি বর্ণনা করিয়াছেন।

পরতত্ত্ব বিজ্ঞান দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ বুদ্ধিতে উহা বোধগম্য হয় না। বিষয়াবিষ্ট চিত্ত ব্রহ্ম বিজ্ঞান গ্রহণ করিতেই পারে না। এই জন্যে শ্রুতি বলিতেছেন,—

৩৬। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধ্বা—
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

কঠ উঃ। ১।২।৭॥

**যঃ বহুভিঃ শ্রবণায় অপি ন লভ্যঃ** এই আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব বিজ্ঞান বহু ব্যক্তির কর্ণেই প্রবেশ করে না। **শৃণ্বন্তঃ অপি বহবঃ যং ন বিদ্যুঃ** (গুরু গৃহে বেদ অধ্যয়নকালে, এবং গার্হস্থ্য আশ্রমে কর্মে লিপ্ত থাকা কালে আচার্য ও তত্ত্বজ্ঞানীদের মুখে) এই পরতত্ত্ব বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়াও বহু ব্যক্তি উহা বুঝিতেই পারে না। **অস্য বক্তা আশ্চর্যঃ কুশলঃ লব্ধ্বা** এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


পরতত্ত্বের বক্তা বিষয়াসক্ত কর্মীর নিকটে একটি আশ্চর্য ব্যক্তি। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী বা ভগবদ্ভক্ত এই সংসারক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞানভক্তি সাধন কালে এমন একটি অদ্ভুত কৌশল লাভ করিয়া অবস্থান করেন যে, কর্মাসক্ত সাধারণ ব্যক্তিরা তাঁহাকে জ্ঞানী বা ভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারে না। **কুশলানুশিষ্টঃ জ্ঞাতা আশ্চর্যঃ** জ্ঞানী-ভগবদ্ভক্তের কৃপায় পরতত্ত্ববিজ্ঞান লাভের যোগ্যতা বিশিষ্ট জ্ঞানপিপাসুর সাংসারিক কর্মাচরণও আশ্চর্য। (সাধারণ সৎকর্মীদের মত নানা প্রকার ভোগ সুখ কামনা করিয়া তিনি কর্ম করেন না, এবং ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তি হইলেও তাহাতে আসক্ত হন না ॥ ৩৬ ॥

৩৭। ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি। ব্রহ্ম সংস্থোঽমৃতত্বমেতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ২।২৩।১॥

**ধর্মস্কন্ধাঃ ত্রয়ঃ** ধর্মের তিনটি বিভাগ আছে। **যজ্ঞঃ অধ্যয়নম্ দানম্ ইতি প্রথমঃ** অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থের করণীয় যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠের বিধি অবলম্বন করিয়া বেদাদি শাস্ত্রপাঠ, (অর্থাৎ—শাস্ত্রগ্রন্থকে সাক্ষাৎ ভগবৎ-বিগ্রহ রূপে অর্চনা বন্দনাদি করিয়া পাঠ আরম্ভ—গ্রহণ, শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্যবিচার, বিচারিত তাৎপর্য মনন, উপযুক্ত ছাত্রকে শাস্ত্র অধ্যাপন, প্রত্যহ শাস্ত্র আবৃত্তি,—এই পাঁচটি স্বাধ্যায় বা অধ্যয়ন নামে খ্যাত) এবং দান,—এই তিনটি হইতেছে ধর্মের প্রথম বিভাগ। **তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ** তপস্যা—গুরুজন ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মাননাপূর্বক সেবা, শৌচাচার, সরলতা, ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, চাতুর্মাস্য প্রভৃতি ব্রতপালন, অহিংসা, ঋত বাক্য—অর্থাৎ কাহারও কোনও অনিষ্ট না হয়—এই প্রকার কথনাভ্যাস, মনকে অচঞ্চল রাখার চেষ্টা, কপট ব্যবহার পরিত্যাগ এবং বৃথাবাক্য না বলিয়া স্বল্পভাষণ—ইহাই ধর্মের দ্বিতীয় ভাগ। **আত্মানং আচার্যকুলে অত্যন্তং অবসাদয়ন্ ব্রহ্মচারী আচার্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ** নিজে সারাজীবন আচার্যকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন—ধর্মের তৃতীয় বিভাগ। **এতে সর্বে পুণ্যলোকাঃ ভবন্তি** ধর্মের এই তিন বিভাগের যে কোনও বিভাগ অবলম্বনকারী সকলেই পুণ্যলব্ধ স্বর্গবাসী হন। (কিন্তু এই তিন বিভাগের যে কোনও বিভাগ অবলম্বন করিয়া, যদি কেহ কর্মফলশ্রুতিতে আকৃষ্ট না হইয়া, কেবল মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভগবদ্ভক্তিলাভের যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য ঐ সমস্ত বিভাগের কর্মাচরণ করেন, তবে তিনি) **ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বং এতি** ব্রাহ্মীস্থিতি (গীতা ২। ৭০—৭২॥) লাভ করিয়া অমৃতত্ব (ব্রহ্মানন্দ বা প্রেমানন্দ) প্রাপ্ত হন॥ ৩৭॥

৩৮। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতি-রেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায় তমেতং বেদানু-বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি,যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতে-ঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরব-মিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৪। ৪। ২২॥

আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানই যে সমস্ত বেদের সারমর্ম—এই শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন।—

**যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা** যিনি এই বিজ্ঞানময়, প্রাণময় (অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়,—এই পঞ্চকোষবিশিষ্ট) দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই এই সর্বদোষবর্জিত জন্ম-বৃদ্ধি-নাশ শূন্য আত্মা। **অন্তর্হৃদয়ে এষঃ যঃ আকাশঃ তস্মিন্ শেতে** (এই দেহের সুষুপ্তিকালে যখন অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের কোনও ক্রিয়া থাকে না, তখন আত্মা) এই দেহের অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে যে আকাশ আছে, সেই আকাশে (বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অবলম্বন করিয়া ) শয়ন করেন। ( অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়,—এই তিনটি কোষ সুষুপ্তিকালে নিষ্ক্রিয় থাকায় আত্মাতিরিক্ত প্রাকৃত বিষয় সম্বন্ধীয় কোনও উপলব্ধি থাকে না, এই জন্য সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা প্রাকৃত দোষ-সম্বন্ধ শূন্য হওয়ায় ঐ অবস্থায় তাঁহার বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষাশ্রিত যাহা কিছু ব্যাপার আছে তদ্বিষয়ে তিনি ) **সর্বস্য বশী, সর্বস্য ঈশানঃ সর্বস্য অধিপতিঃ** সকলের নিয়ামক, সকলের প্রভু, সকলের শাসক ও পালক হন। ( যে হেতু অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষের দ্বারা নিষ্পন্ন কর্মাদির কর্তৃত্ব জীবাত্মার নাই—গীতা ৩।২৭॥, ১৮।৬১॥, ১৩।২০—২২॥—সে হেতু ) **সঃ সাধুনা কর্মনা ন ভূয়ান্, অসাধুনা কনীয়ান্ ন এব** এই আত্মা শাস্ত্র বিহিত সৎকর্মের দ্বারা লাভবান্ হন না। অশাস্ত্রীয় অসৎ কর্মের দ্বারাও তিনি হীনাবস্থা প্রাপ্ত হন না। ( গীতা ৫।১৪—১৫॥ )। ( এই আত্মা যদি অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তবে সেই অবস্থায় ) **এষঃ সর্বেশ্বর, এষঃ ভূতাধিপতিঃ, এষঃ ভূতপালঃ** তিনি পঞ্চকোষময় দেহের সমস্ত কোষেরই নিয়ন্তা হইয়া, দেহের উপাদান পঞ্চভূতাদি সকলেরই অধিপতি ও পালক হন। ( অর্থাৎ অজ্ঞান পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক পরমাত্মা। অজ্ঞানাশ্রিত জীবাত্মা অহঙ্কারবশে 'আমিই কর্তা' মনে করে। জ্ঞান লাভ হইলে সেই জীবাত্মা সমস্ত ব্যাপারেই আধিপত্য করিতে পারেন। দেহের জরা-মৃত্যুও জ্ঞানীর ইচ্ছাধীন হয় )। **এষাং লোকানাং অসংভেদায় এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ** এই সমস্ত মনুষ্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি লোক প্রাপ্তির উপায় ও তত্ত্বজ্ঞান-আবির্ভাবের উপায়, যাহাতে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য একমাত্র বেদই পৃথক পৃথক ভাবে ঐগুলি প্রাপ্তির সেতু—অর্থাৎ উপায় ও ক্রম নির্দেশকর্তা, এবং ঐগুলির পৃথকত্ব রক্ষার প্রাচীর বা বাঁধ। ( বেদে এই সমস্ত বিষয় পৃথক ভাবে বলা আছে, সেইজন্যই ) **তং এতং ব্রাহ্মণাঃ বেদানুবচনেন যজ্ঞেন দানেন অনাশকেন তপসা বিবিদিষন্তি** প্রাকৃত স্বর্গাদি ভোগ সুখাদিলাভের কামনা বর্জিত পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ বেদবাণীর তাৎপর্য বিচার, বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, গার্হস্থ্যধর্মপালনোপযোগী ব্রহ্মচর্য ও বিষয়ের প্রতি রাগদ্বেষ রহিত হইয়া কেবলমাত্র শরীর রক্ষার উপযোগী বিষয়ভোগ, এবং তপস্যা ( গীতা ১৭।১৪—১৬) দ্বারা সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ( ঐ সমস্ত কর্মের ফলে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। ঐ সমস্ত কর্মের ফল শ্রুতিতে আকৃষ্ট না হইয়া নিষ্কাম কর্ম করিলে **ব্রহ্ম বিবিদিষাঃ**—ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। এই আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হওয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পরবর্তী ব্যাপার পরবর্তী মুণ্ডক শ্রুতি বলিবেন)। **এতং এব বিদিত্বা মুনিঃ ভবতি** (বেদের রহস্য) এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যিনি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন তিনিই প্রাকৃতকর্ম-ব্যাপারে মৌন হন, (অর্থাৎ আর কোনও কর্মে তাঁহার প্রয়োজন থাকে না। তখন তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন)। **প্রব্রাজিনঃ এতং এব লোকং ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি** সন্ন্যাসীরা এই ব্রহ্মজ্ঞান-লোক-প্রাপ্তি কামনা করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, (অন্য কোনো লোকের কোন ব্যাপার বিষয়ের জন্য নহে)। **তৎ এতৎ যেষাং নঃ অয়ং আত্মা, অয়ং লোকঃ ন** এই কারণেই ঐ সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসুগণ বলেন,—আমাদের ঐ ব্রহ্মজ্ঞানই প্রয়োজন, এই পৃথিবীতে ও পরলোক স্বর্গাদিতে যে সমস্ত ভোগ্য আছে, উহাতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই। **প্রজয়া কিং করিষ্যামঃ?** আমরা পুত্রাদি (কর্মদ্বারা লভ্য এই জগতের ধন সম্পদ, মান সম্মান ও পরলোকের স্বর্গসুখ,—যাহা সমস্তই অনিত্য তাহা) লাভ করিয়া কি করিব? **ইতি পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং হ বৈ ন কাময়ন্তে স্ম** এই প্রকারে বিচার করিয়া প্রাচীন বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ জগতে পুত্রাদি, ধনজন, মান যশ—কিছুই কামনা করেন নাই। **তে পুত্র-এষণায়াঃ চ বিত্ত-এষণায়াঃ চ লোক-এষণায়াঃ চ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্যং চরন্তি** সেই সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানিগণ পুত্র ও পুত্রের দ্বারা লভ্য বিষয় সম্পর্কে কামনা, বিত্ত ও বিত্তের দ্বারা লভ্য বস্তু সম্পর্কে কামনা, লোক ও লোকের দ্বারা লভ্য সুখ কামনা—সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্যা—অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। (তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন,)—**যা হি এব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা, এতে উভে হি এষণে এব ভবতঃ।** যাহাই পুত্রাদি কামনা তাহাই বিত্ত ধন সম্পদ কামনা, যাহা ধন সম্পদ কামনা তাহাই ঐ ধন সম্পদ ভালভাবে ভোগ করিবার মত লোক—অর্থাৎ স্থান কামনা, সে স্থান ইহ-লোকেই হউক আর পরলোকে স্বর্গাদিতেই হউক—এই উভয় লোকের যে কোনও লোকের ভোগ সুখ কামনা—কামনা বলিয়াই গণ্য হয়। (এই কাম্য বস্তু সমস্তই অনিত্য ও নানা দুঃখের হেতু। কিন্তু) **সঃ এষঃ আত্মা ন ইতি, ন ইতি, ইতি অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে অশীর্যঃ ন হি শীর্যতে অসঙ্গঃ ন হি সজ্যতে অসিতঃ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি ইতি** সেই ব্রহ্মই আত্মা, যাঁহাকে "ইহা নহে ইহা নহে" এই প্রকার বিচারের দ্বারা সমস্ত প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক করিয়া জানিতে হয়। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব অপ্রাকৃত বলিয়া মানুষের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি অক্ষয় অব্যয়। জগতের প্রাকৃত বস্তুর মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহার ক্ষয় হয় না, বা তাঁহাকে কেহ আঘাত করিয়া শীর্ণ করিতে পারে না। তিনি নির্লিপ্ত, প্রকৃতি তাঁহার শক্তি। প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর মূল আশ্রয় ও হেতু হইয়াও তিনি প্রাকৃত দোষগুন দ্বারা অভিভূত নহেন, কারণ—তিনি নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত পদার্থ। (গীতা ৯। ৪—৫॥)। (যে হেতু জীবের আত্মাও স্বরূপত ব্রহ্মচৈতন্য, সে হেতু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানিগণ তাঁহাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জানিয়া) **অতঃ পাপং অকরবং ইতি অতঃ কল্যাণং অকরবং ইতি এতে উভয় উ ন এব হ তরতঃ** এই দেহেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত পাপকর্ম সম্পর্কে 'আমি পাপ কর্ম করিয়াছি', পুণ্য কর্ম সম্পর্কে—'আমি পুণ্য কর্ম করিয়াছি'—এই উভয় অহঙ্কার নিশ্চয়ই করেন না। সেই জন্যই জ্ঞানিগণ তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয় ঘটিত পাপ ও পুণ্য উভয়ই অতিক্রম করেন। **এষঃ এতে উভে উ হ তরতি এব** এই জ্ঞানীর পাপ ও পুণ্য এই উভয় কর্মই ত্যাগ হইয়া যায়। (আত্মজ্ঞানীর আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে নিরপেক্ষ থাকায় দেহ ও ইন্দ্রিয় তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যতটুকু চেষ্টা প্রয়োজন, ততটুকুই করে মাত্র। তদতিরিক্ত কিছু করিতে পারে না)। **কৃতে-অকৃতে এনম্ ন তপতঃ** জ্ঞান লাভের পূর্ববর্তী কৃতকর্মফল, অথবা তৎকালে আরব্ধ—কিন্তু অসম্পাদিত কর্ম কোনো প্রত্যবায় উৎপাদন করিয়া জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না। (গীতা ৪।৩৭—৩৮॥) ॥ ৩৮ ॥

৩৯। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

মুণ্ডক উঃ ১।২।১২॥

**ব্রাহ্মণঃ কর্মচিতান লোকান্ পরীক্ষ্য** শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত ব্যক্তি কর্মের দ্বারা নিষ্পাদিত ফলসমূহ ভোগের দ্বারা, অথবা শাস্ত্রবিচারমূলে পরীক্ষা করত যখন বুঝিতে পারেন **অকৃতঃ কৃতেন ন অস্তি** নিত্যবস্তু কদাপি অনিত্য কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না, তখন **নির্বেদং আয়াৎ** কর্মকাণ্ডে বৈরাগ্য লাভ হয়। **সঃ তৎ বিজ্ঞানার্থং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুং এব সমিৎপাণিঃ অভিগচ্ছেৎ** সেই বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই নিত্যবস্তু ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান লাভের জন্য বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু-সমীপে গুরুসেবার উপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত হন ॥৩৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



(এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীমৎ আচার্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু অংশ সকলেরই জানা থাকা অবশ্য উচিত :—

"শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্র্যেন ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্যাদিত্যেতদ্বিজ্ঞানার্থং হিত্বা সর্বাণিকর্মাণি আচার্যমভিগচ্ছেৎ। হিত্বা সর্বকর্মাণি কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। নহি কর্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি, কর্মাত্মজ্ঞানয়োরত্যন্ত-বিরোধাৎ॥"

"যাঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন সমর্থ, তাঁহারা যেন ঐ ভাবাজ্ঞান সম্বল করিয়া নিজে নিজে ব্রহ্মোপলব্ধির চেষ্টা না করেন। ইহাই এই শ্রুতি বলিয়াছেন। শ্রুতি এখানে উপদেশ করিতেছেন,—সেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য নিশ্চয়ই গুরু-সমীপে যাইতে হইবে। মূলে গুরুলক্ষণে যে "ব্রহ্মনিষ্ঠ" কথাটি আছে উহার তাৎপর্য—যিনি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র অদ্বয়ব্রহ্মে নিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ পদবাচ্য। কারণ কর্মীর কদাপি ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভব হয় না, কেননা কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী" ॥৩৯॥

৪০। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥

মুণ্ডক উঃ।১।২।১৩।

**সঃ বিদ্বান্ সম্যক্ উপসন্নায় প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় তস্মৈ** সেই ব্রহ্মবিদ্‌গুরু তাঁহার সমীপে সম্যকরূপে আগত কামনাশূন্য সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে **তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো প্রোবাচ** সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে উপলব্ধির যোগ্য করিয়া বলিবেন **যেন সত্যং অক্ষরং পুরুষং বেদ** যে বিদ্যা সহায়ে সেই সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায় ॥৪০॥

৪১। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥**

বৃহদারণ্যক উঃ।২।৪।২।।

**সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ** মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী দেবী বলিলেন,—**যৎ নু ভগোঃ ইয়ং বিত্তেন পূর্ণা সর্বা পৃথিবী মে স্যাৎ** হে ভগবন্, যদিই বা এই সর্বসম্পদ্‌পূর্ণা পৃথিবী আমার হয়, **তেন কথং অমৃতা স্যাং** তাহাতে কি আমি অমর হইতে পারিব? **ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ** এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—**ন ইতি। উপকরণবতাং জীবিতং যথা এব তথা এব তে জীবিতং স্যাৎ** না, তাহা সম্ভব নহে। বহু ভোগ্যদ্রব্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবন যে প্রকার ভাবে চলে, তোমার জীবনও সেই প্রকার ভাবেই চলিবে। **বিত্তেন তু অমৃতত্বস্য আশা ন অস্তি** ধনসম্পদের দ্বারা অমরত্ব বা নিত্যবস্তুলাভের আশা নাই। (ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতে সক্ষম জ্ঞানীকে ধনের দ্বারা বশীভূত করা যায় না) ।।৪১।।

৪২। বেদান্ত-বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে ॥

মুণ্ডক উ ঃ ৩।২।৬ ।।

**বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিত-অর্থাঃ** বেদজ্ঞকর্মী বেদোক্ত কর্মাচরণকালে স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত বেদান্ত—অর্থাৎ উপনিষদ আলোচনা করিয়া, কর্মকাণ্ড আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে, বিষয় বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন,—তাহা নিশ্চয় করত, সমগ্র বেদের মূল তাৎপর্য যে অক্ষর ব্রহ্মানন্দ,—তাহাই লাভের জন্য **সন্ন্যাস যোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বাঃ ব্রহ্মলোকেষু পরঃ অমৃতাঃ** কেবলমাত্র দেহরক্ষার জন্য যতটুক কর্মপ্রচেষ্টা রক্ষা করা প্রয়োজন ততটুক রাখিয়া, আর সমস্ত কর্মত্যাগপূর্বক, যত্নশীল সাধক বিশুদ্ধচিত্তে এই দেহে জীবিতকালেই দেবযানমার্গের লক্ষ্য ব্রহ্মলোকের ভোগসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবিনাশী অমৃতত্বলাভ করেন। **তে সর্বে পরান্তকালে পরিমুচ্যন্তি** এই প্রকার সাধক সকলেই এই দেহ ত্যাগকালেই সমস্ত কর্মপাশমুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ৪২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই শ্রুতিতে যে সন্ন্যাসযোগের কথা বলা হইল, উহা পারিব্রাজ্য সন্ন্যাস নহে। এই সন্ন্যাসযোগের কথা শ্রীগীতায় ১৮শঃ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, উহা গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াই পালন করা যায়। উপনিষদের দ্রষ্টা ঋষিগণ প্রায় সকলেই গার্হস্থ্য আশ্রমে অবস্থান করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে শ্রীগীতায় কথিত সন্ন্যাসযোগই শ্রেষ্ঠ।

পারিব্রাজ্য সন্ন্যাসের আচরণবিধি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১শঃ স্কন্ধে ১৮শঃ অধ্যায়ের ১২শঃ শ্লোক হইতে ৪১শঃ শ্লোক, এবং ৭ম স্কন্ধের ১৫শঃ অধ্যায়ের ৩০শঃ শ্লোক হইতে ৩৯শঃ শ্লোক, ও ৭ম স্কন্ধের ১৩শঃ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক হইতে ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই পারিব্রাজ্য সন্ন্যাস বর্তমান কালে অতিশয় কঠোর বলিয়াই শ্রীভগবান গীতায় ৫।৬॥, ও ১৮।৮॥ শ্লোকতাৎপর্যে বিশেষ সমর্থন করেন নাই। পূর্বকালেও কদাচিৎ কেহ এই পারিব্রাজ্যসন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, তাহার প্রমাণ উপনিষদের ঋষিগণের গার্হস্থ্য আশ্রমে অবস্থান।

উপরোক্ত শ্রুতি বলিতেছেন এই জগতে নরদেহেই ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি আরও বলিতেছেন,—

৪৩। ইহ চেদশকদ্‌বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥
কঠ উঃ। ২।৩।৪॥

**ইহ শরীরস্য বিস্রসঃ প্রাক্ চেৎ বোদ্ধুং অশকৎ** এই মানবদেহ নাশ হইবার পূর্বেই যদি সেই পরমেশ্বরকে জানিতে না পার, তবে **ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে** দেহত্যাগের পর প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অনিত্য লোকসমূহে দুঃখময় অনিত্য দেহ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে॥ ৪৩॥

৪৪। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥
কেন উঃ। ২।৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যং অস্তি** এই মানবদেহ ধারণ করিয়া যদি সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পার, তবে তোমার মানবজন্ম সার্থক হইবে। **ইহ চেৎ ন অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ** আর যদি এই মানবজন্ম লাভ করিয়া সেই তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা না কর, তবে মহা অনিষ্ট ঘটিবে, ( কারণ—কত সুদীর্ঘকাল পরে যে পুনরায় মানবদেহ পাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ইতোমধ্যে বহু দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা আছে )। **ধীরাঃ ভুতেষু ভুতেষু বিচিত্য** বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্থাবর-জঙ্গম সমস্তের মূল কারণ এক অখণ্ড চৈতন্যসত্ত্বা পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, **অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য অমৃতা ভবন্তি** এই নরলোক হইতেই দেহত্যাগের পর ( সেই অক্ষর আনন্দব্রহ্মকে পাইয়া ) অমরত্ব লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীগীতা ( ৭।১৯ ) বলেন,—বহুজন্ম যাবৎ সাধনের ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই পরাজ্ঞান-ভক্তি যে জন্মে যতটুক সাধন করা যায়, জন্মান্তরলাভেও তাহা ক্ষয় হয় না, বা প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় না ( গীতা ২।৪০ )। অধিকন্তু এতাদৃশ সাধকের জন্মান্তরে উৎকৃষ্টতর মনুষ্যদেহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা লাভ হয়, (গীতা ৬।৪০-৪২)। সেই জন্মে পূর্বজন্মের সাধন-সংস্কার বশত পুনরায় সাধন আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধক মুক্তিলাভ করে ( গীতা ৬।৪৩—৪৫ ॥ )। উপরোক্ত শ্রুতি দুইটির তাৎপর্য— মনুষ্য দেহই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাভক্তি সাধনের ক্ষেত্র। এই মানবদেহ লাভ করিয়া যদি ব্রহ্মজ্ঞান-পরাভক্তি লাভের চেষ্টা না করিয়া, কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডলভ্য অনিত্য স্বর্গাদি ভোগ-সুখলাভের চেষ্টা করা হয়, তবে এমন দুর্লভ মানবজন্ম প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান-ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্যই বেদোক্ত কর্মকাণ্ড, স্বর্গাদি বিষয়ে নিষ্কাম হইয়া আচরণ করা কর্তব্য। এবিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

৪৫। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৩। ৮। ১০ ॥

**গার্গি, যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং অবিদিত্বা** ( মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহাবিদুষী গার্গীদেবীকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন ) হে গার্গি, যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



(ব্রহ্মবিদ্যালাভ না করিয়া) **অস্মিন্ লোকে যজতে, জুহোতি, তপঃ তপ্যতে** এই কর্মজগতে ( স্বর্গাদিলোকে ভোগ-সুখলাভের জন্য ) বেদোক্ত কর্ম করে, যজ্ঞে আহুতি দেয়, কঠোর তপস্যা করে, **অস্য তৎ অন্তবৎ এব ভবতি** তাহার সেই সমস্ত কর্মই বিনাশশীল-ফলপ্রসূ হয়। **গার্গি, যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ কৃপণঃ** হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত না হইয়া এই নরলোক হইতে প্রস্থান করে, ( পরলোকে সে স্বর্গাদি—যেখানেই যাউক না কেন ) তাহার অবস্থা হয় পণের দ্বারা ক্রীত ক্রীতদাসের মত। **অথ গার্গি, যঃ এতৎ অক্ষরং বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ** হে গার্গি, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, সেই প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥

( এই শ্রুতির **অক্ষরং** শব্দের তাৎপর্য অক্ষরব্রহ্ম হইতে পারে না। কারণ অক্ষরব্রহ্মকে যিনি সমাধিযোগে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার আর কর্ম, যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে না ) ॥ ৪৫ ॥

৪৬। যথা সোম্য পুরুষং গান্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্‌বোদঙ্‌বাঽধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ।

তস্য যথাভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গান্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গান্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ১৪। ১—২॥

**সোম্য, যথা গান্ধারেভ্যঃ পুরুষং অভিনদ্ধাক্ষং আনীয়** মহর্ষি আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন,—হে সোম্য, যেমন গান্ধারদেশ হইতে ( গান্ধার বর্তমান আফগানীস্থান ) কোনও ব্যক্তিকে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় আনিয়া ( কোনও দস্যু ) **তং ততঃ অতিজনে বিসৃজেৎ** তাহাকে বহুদূরে অরণ্যে ছাড়িয়া দিলে **সঃ যথা তত্র প্রাঙ্, বা উদঙ্, বা অধরাঙ্, বা প্রত্যঙ্, বা প্রধ্মায়ীত** সে যেমন সেই অরণ্যে দিগভ্রান্ত হইয়া কখনও পূর্বদিকে, কখনও উত্তরে, কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দক্ষিণে, কখনও পশ্চিমে ( ধাবিত হইয়া নানাপ্রকার আঘাত পাইয়া ) চীৎকার করিতে থাকে, **অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ অভিনদ্ধাক্ষঃ বিসৃষ্টঃ** আমাকে চোখ বাঁধিয়া আনিয়াছে, বদ্ধচক্ষু অবস্থায় আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে, ( কে কোথায় আছ আমাকে বনের পথ দেখাও )।

**তস্য অভিনহনং প্রমুচ্য যথা প্রব্রুয়াৎ—এতাং দিশং গান্ধারাঃ এতাং দিশং ব্রজ** ( প্রথমত কোনো বনবাসী বা বনপথ বিচরণকারী সেই কাতর আর্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া ) তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। চোখের বন্ধন দূর হইলে তখন তাহার প্রশ্নানুযায়ী কোনো ব্যক্তি তাহাকে দিক্ নির্ণয় করিয়া বলে—এই দিকে গান্ধার দেশ, তুমি এই দিকে গমন কর। **সঃ গ্রামাৎ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতঃ মেধাবী গান্ধারান্ এব উপসম্পদ্যেত** সেই ব্যক্তি তখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটে গান্ধার দেশে যাইবার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সেই পথে গমন বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, উপদেশ বুঝিবার মত পাণ্ডিত্য ও মেধার সাহায্যে, নিশ্চয়ই গান্ধার দেশের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইতে পারে। **এবং এব ইহ আচার্যবান্ পুরুষঃ বেদ** এই প্রকারেই এই সংসার পথে ( যাঁহারা—কি প্রকার কর্ম কি ভাবে আচরণ করিলে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া, সেই পরমেশ্বরসমীপে উপস্থিত হওয়া যায়,—তাহা অবগত আছেন, এবং সেইপ্রকার আচরণ করেন,—তাদৃশ ) আচার্যের উপদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিই মুক্তিপথের সন্ধান জানিতে পারেন। **তস্য তাবৎ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে** এইপ্রকার ভাবেই যাবৎ কাল পর্যন্ত সাধকের কর্মবাসনা ও কর্মবন্ধন মুক্ত না হয়, তাবৎকাল আচার্য-গুরুগণের উপদেশ মত চলিতে হয়। **অথ সম্পৎস্যে** তাহার পর ( মুমুক্ষু অবস্থালাভ হইলে মুক্তগুরুকৃপাসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া ) ব্রহ্মানন্দ লাভে সম্পত্তিমান হন ॥৩৬॥

এই ছান্দোগ্য শ্রুতিটির দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ :—

গান্ধার—জগতের মূল কারণ কর্তা-আশ্রয় ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ও তাঁহার নিত্যধাম।

বদ্ধপুরুষ—মায়াবদ্ধ অজ্ঞানান্ধ মানবাত্মা।

অপহরণকারী—পরমেশ্বরের মায়া শক্তি।

অতিজন—কর্মারণ্য।

বদ্ধ ব্যক্তির নানা দিকে ভ্রমণ—বহুপ্রকার সকাম কর্মানুষ্ঠান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বদ্ধ ব্যক্তির আর্তনাদ—কামনা-বাসনাযুক্ত মানব সুখের আশায় বহু প্রকার কর্ম করে, কিন্তু প্রকৃত সুখী হইতে পারে না। এইজন্য কর্মকাণ্ড আচরণে কেন সে সুখী হইতে পারিতেছে না—তদ্বিষয়ে প্রশ্ন।

প্রথম বন্ধন মোচনকারী—বেদোক্ত কর্মকাণ্ড আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে, বিষয়বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান-পরাভক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন,—তদ্বিষয়ে জ্ঞানবান ও আচারনিষ্ঠ গুরু।

বন্ধন মোচন—নিষ্কামকর্ম ও ভগবদ্ভক্তি উপদেশ।

গান্ধার দেশের দিক্ নির্ণয়—কি প্রকারে কর্মারণ্য অতিক্রম করিয়া মোক্ষ বা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র ও আচরণ নির্ণয়।

মুক্ত-চক্ষু অবস্থায় বনপথে বিচরণ—নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান ও ভগবদুপাসনা।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন—সাধনের উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণ।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া প্রশ্ন—ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্ব ও তদ্‌বিষয়ক সাধন সম্পর্কে গূঢ় হইতে গূঢ়তর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

উত্তরদাতা—তৎ তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ গুরু। এই উপদেষ্টা গুরু বহু হইতে পারেন। ৬, ৮, ১০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

গান্ধারদেশ সমীপে, আগমন—মুমুক্ষুত্ব-অর্থাৎ প্রকৃত সন্ন্যাস-অবস্থা।

গান্ধার দেশ সমীপবর্তী হইলে যেমন গান্ধার দেশবাসী সহযাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়, এবং তাহার সঙ্গে, তাহার পরিচালনাধীনে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া গান্ধার দেশে উপস্থিত হওয়া যায়, (তেমনি সাধকের মুমুক্ষু অবস্থা উপস্থিত হইলে, তখন মুক্তগুরু-কৃপাসঙ্গ ও উপদেশ প্রাপ্তি হয়। এবং অবশিষ্ট পথ গুরু ও শিষ্য একত্রে গমন করেন।

শ্রুতিতে সাধককে পণ্ডিত ও মেধাবী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার কারণ,—সাধনপথে বিচরণকালে বহু বাধা বিঘ্ন আসিতে পারে। সাধন পথের বড় বিঘ্ন হইতেছে, সাধুবেশধারী বিষয়াসক্ত পুরুষের সঙ্গ ও তাহাদের উপদেশ। এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, সাধনপথে প্রাপ্ত সাধুর আচার-ব্যবহার ও উপদেশ, শাস্ত্ররূপ কষ্টিপাথরে কষিয়া সৎ ও অসৎ নিরূপণ করিতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্রপাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ তীর্থপথযাত্রী যেমন, সাধুবেশধারী দস্যুর হস্তে পড়িয়া সর্বস্বান্ত—এমন কি প্রাণ পর্যন্ত হারায়, তেমনই ভজন সাধন পথে সাধুসন্ন্যাসীর বেশধারী অসাধু বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ও উপদেশ-দোষে সাধক অধোগামী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩৫ শ্রুতিতে কর্মকাণ্ডকে অদৃঢ় প্লবা অর্থাৎ ভেলা বলা হইয়াছে। পূর্ব-কালে সমুদ্র-যাত্রার বড় জহাজ তীর হইতে দূরে সমুদ্রের মধ্যে থাকিত। যাত্রী ভেলায় চড়িয়া তীর হইতে যাইয়া জাহাজে উঠিত। ভবসমুদ্র পার হওয়ার জাহাজ হইতেছে—জ্ঞান ও ভক্তি। সে জাহাজে উঠিবার উপায় শাস্ত্রোক্ত কর্মকাণ্ড। কেহ যদি ভেলায় চড়িয়া সমুদ্র অতিক্রম করিতে চাহে, তবে যেমন তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তেমনই মাত্র কর্মকাণ্ড অবলম্বনে মোক্ষলাভ হয় না। ভেলা যেমন কতকগুলি কাষ্ঠ সমবায়ে অদৃঢ়রূপে নির্মিত বলিয়া সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কর্মকাণ্ড তদ্রূপ বহু ব্যক্তি ও দ্রব্য সমবায়ে নিষ্পন্ন, এবং ব্যক্তি ও দ্রব্য বিনাশশীল বলিয়া অদৃঢ়। তীর হইতে ভেলায় উঠিয়া দূর সমুদ্রে অবস্থিত জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর মতই বেদোক্ত কর্মকাণ্ড অবলম্বনে জ্ঞান-ভক্তিলাভ করাই বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের মুখ্য তাৎপর্য।

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# ব্রহ্মবিবিদিষা ও উত্তর।

'বিবিদিষা' পদের অর্থ জানিবার আকাঙ্ক্ষা। ব্রহ্মবিবিদিষা অর্থে—আত্মতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষা। এই দুইটি তত্ত্ব জানিতে গেলেই আপনা হইতেই জগতের একমাত্র মূল কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হয়।

'বিবিদিষা' পদের দ্বারা যে জানিবার আকাঙ্ক্ষা বলা হইয়াছে, তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের অনেকের মনেই আত্মতত্ত্ব ও জগৎ-রহস্য সম্পর্কে নানা প্রকার প্রশ্ন জাগে। সে প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্র ও আচার্যগণ দিয়া থাকেন। সে উত্তর শুনিয়াও আমাদের সংশয় দূর হয় না, অনেক সময় উত্তরটা ভুলিয়া গিয়া আবার সেই প্রশ্নই করি। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—প্রশ্নের মূলে আছে ক্ষুদ্র কৌতূহল মাত্র, প্রয়োজন বোধ নাই।

ব্যাপারটা আরও কিছু স্পষ্ট করা যাউক। অনেকেরই বলিতে শুনা যায়,—'মহাশয়, সাধন-ভজন করিতে তো বসি, কিন্তু মন তো স্থির হয় না। এই মন স্থির করিবার উপায় কি?' এই প্রশ্নের একমাত্র সঠিক উত্তর—ভগবান সম্পর্কে প্রয়োজন-বোধের অভাব, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের উপায় সাধন-ভজনে মনোনিবেশ হয় না। যে ব্যক্তির সাধন ভজনে মনোস্থির হয় না, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বৈষয়িক ব্যাপারে বেশ মনোনিবেশ হয়, কারণ—বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহার প্রয়োজন-বোধ আছে।

ধন-সম্পদে প্রয়োজন-বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন কি উপায়ে ধন অর্জন করা যায়—তৎসম্পর্কে উপদেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া উপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে ধনার্জনে যত্নবান্ হয়; সেই প্রকার আত্মতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন বোধবিশিষ্ট ও উপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে আগ্রহ-সম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মবিষয়ে জানিবার আকাঙ্ক্ষাই উপনিষদুক্ত 'ব্রহ্মবিবিদিষা'।

এই ব্রহ্মবিবিদিষা লাভের উপায়—নিষ্কাম হইয়া শাস্ত্রোক্ত সৎকর্মকরা। 'নিষ্কামকর্ম' কথাটির শব্দার্থ আকাশকুসুমবৎ অলীক। কামনা পূরণ করাই প্রয়োজন। সে প্রয়োজন বোধ না থাকিলে কোনো কর্মে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। "প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোহপি স্যাৎ।" বেদান্ত সূত্র ২। ১। ৩২॥ শঙ্কর ভাষ্য॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



'নিষ্কামকর্ম' পদের বাচ্যার্থ দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিমার্গে নিষ্কামকর্ম তাৎপর্যে—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির বিষয় স্বর্গাদি ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সন্তুষ্টিবিধান-কামনায় কর্মকরা বুঝিতে হইবে। গীতা ১২। ১০॥, চৈতন্যচরিতামৃত।

আর এক প্রকার নিষ্কামকর্মের কথা ৩৮ শ্রুতির মধ্যে আলোচিত হইয়াছে,—**তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনেতি।** বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্মকাণ্ডের আপাত ফল ইন্দ্রিয়-ভোগ্য স্বর্গাদির অনিত্যতা ও ক্ষুদ্রতা বুঝিয়া তদ্বিষয়ে নিষ্কাম হন। এক্ষনে কর্মফলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেই যে, কেহ কর্ম করা ত্যাগ করিয়া নিষ্কর্মা হইতে পারেন, তাহা নহে ( গীতা ১৮। ১১॥ ) ইন্দ্রিয়বান মানবের মনাদি ইন্দ্রিয় কর্ম করিয়া যাইবেই ( গীতা ৩। ৪-৬ ॥ )।

'কর্ম' পদের দুইটি অর্থ। একটি ক্রিয়ার্থক। এই ক্রিয়ার্থক কর্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন ( বৈশেষিক দর্শন পরিভাষা )।

আর একটি অর্থ—ক্রিয়ার দ্বারা যাহা নিষ্পাদিত হয়, সেই বস্তুটি কর্ম ( বেদান্ত ও পূর্বমীমাংসা দর্শন পরিভাষা )। এই কর্ম চার প্রকার—উৎপাদ্য আপ্য, সংস্কার্য ও বিকার্য।

ইন্দ্রিয়-সহায়ে ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত হইয়া কর্তার ভোগকালে উপস্থিত বস্তুটি 'উৎপাদ্য কর্ম'। ইহার দৃষ্টান্ত—অন্ন, গৃহ, পুত্র প্রভৃতি।

যে বস্তুটি পূর্ব হইতে আছে, কর্তার ক্রিয়ার দ্বারা তাহাতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র,—তাহাই আপ্যকর্ম। দৃষ্টান্ত—স্ত্রী, স্বর্গ, প্রভৃতি।

প্রয়োজনীয় পদার্থ অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আছে। সংস্কার-ক্রিয়ার দ্বারা অপ্রয়োজনীয় বস্তু দূর হইলে প্রয়োজনীয় বস্তুটি সংস্কার্য কর্ম। দৃষ্টান্ত—লৌহ, স্বর্ণ, প্রভৃতি।

প্রয়োজনীয় বস্তুটি মূলত ভিন্নরূপে আছে, বিকার ঘটাইয়া প্রয়োজনীয় রূপ দিলে, সেই বস্তুটি বিকার্য-কর্ম। দৃষ্টান্ত—দধি, মদ্য, প্রভৃতি।

এই সমস্ত প্রকার কর্মের সহিত কর্তার সম্বন্ধ চার প্রকার,—প্রাক্‌ভাবে সম্বন্ধ, ক্রিয়মান ভাবে সম্বন্ধ, পরিনিষ্পন্ন ভাবে সম্বন্ধ ও ভোগফল-সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ।

পিতা পুত্রের জন্য একখানা গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করিলেন। গৃহখানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যে প্রকার হইবে তাহার রূপ কর্তা-পিতার মনে প্রকাশ পাইল,—ইহাই গৃহ-রূপ উৎপাদ্য কর্মের সহিত কর্তা পিতার 'প্রাক্‌ভাব-সম্বন্ধ।'

গৃহনির্মাণের দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়া নির্মাণ ক্রিয়া চলিতেছে, এই অবস্থায় কর্তার সহিত গৃহরূপ কর্মের 'ক্রিয়মান-ভাব সম্বন্ধ'।

গৃহ নির্মাণ শেষ হইয়াছে কিন্তু গৃহ-প্রবেশ করিয়া বাস করা আরম্ভ হয় নাই,—এই প্রকার অবস্থায় কর্তার সহিত কর্মটির 'পরিনিষ্পন্ন-ভাব সম্বন্ধ'।

গৃহ-প্রবেশ করিয়া বাস কালে কর্তার সহিত গৃহরূপ কর্মের 'ভোগফল সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ'।

কর্তার সহিত কর্মের এই চার প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম প্রাক্‌ভাব সম্বন্ধে যদি কোনো কর্ম স্থিতিলাভ করে, তবে সে কর্ম ভোগফল পর্যন্ত থাকিবেই। শাস্ত্র বলেন,—

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম জন্মকোটি শতৈরপি।
তস্মাদবশ্য-ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥'

বাসনারূপে কর্ম যদি একবার চিত্তে স্থান পায়, তবে তাহা ভোগ করিতে প্রয়োজন হইলে শতকোটি জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কর্মটি শুভই হউক আর অশুভই হউক, উহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভোগ না হইলে কর্ম ক্ষয় হয় না।'

এই কর্ম আবার বহু কর্মের সূচক। কর্তা যখন একটি কর্মকে পরিনিষ্পন্ন অবস্থায় পরিণত করেন, তখন তাহা ভোগাবস্থায় বহু বিভিন্ন কর্মের প্রাক্‌ভাব উৎপাদন করে,—গৃহনির্মাণ শেষ হইলে গৃহসজ্জার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এক্ষনে এই যে কর্মশৃঙ্খল—ইহা হইতে মুক্তির উপায় কি? এই প্রশ্ন সৎকর্মী চিন্তাশীল মানবের মনে প্রথম উপস্থিত হয়। শাস্ত্র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া দুইটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন। উহার একটি উপায়—জগৎকর্তা পরমেশ্বরের চরণে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা ( ১১, ১২ শ্রুতি। গীতা ৩। ৩০॥ )। দ্বিতীয় উপায়—আত্মতত্ত্ব, জগৎরহস্য ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ( ৫১ ও ১৩৫ শ্রুতি। গীতা ৪। ৩৮॥ )। এই দুইটি উপায় আপাত দৃষ্টিতে যদিও পৃথক বলিয়া মনে হয়, বস্তুত উহা এক। পরমেশ্বরে কর্ম সমর্পণ করিতে হইলে পরমেশ্বরতত্ত্বটি জানিতে হয়, তাঁহাকে না জানিয়া কর্ম সমর্পণ করা যায় না। অতএব পরমেশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই কর্মশৃঙ্খল মুক্তির একমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উপায়। সে জন্য উপনিষদের ঋষির হৃদয়ে বেদবিদ্যা শ্রুতি আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন,—

৪৭। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।৮॥

**আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ এতং মহান্তং পুরুষং অহং বেদ** সেই সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রকাশ-স্বরূপ অজ্ঞানের অতীত সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে আমি জানি। **তং এব বিদিত্বা মৃত্যুং অতি এতি** তাঁহাকে জানিয়াই মানব (কর্মশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া জন্ম ও) মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। (এই উপায় ছাড়া) **অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন (অস্তি)** ঐ কর্ম শৃঙ্খল হইতে মুক্তির আর কোনো উপায় নাই ॥ ৪৭ক।

ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান ভিন্ন যখন কর্মশৃঙ্খল-মুক্তির আর কোনো উপায় নাই, তখন সেই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর কি প্রকার তাহা জানিবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে আগ্রহ উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে বহুবিধ সংশয় ও প্রশ্ন উপস্থিত হয়। শ্রুতি, বেদপারগ ঋষিগণকে অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত সংশয় ও প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—

৪৮ক। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ।১।১॥

**ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি** বেদালোচনা-তৎপর কর্মকাণ্ড-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ (কর্মকাণ্ডের ফল স্বর্গাদি ভোগসুখ অনিত্য বুঝিয়া, প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের জন্য) পরস্পর আলোচনা করিয়া প্রশ্ন তুলিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ব্রহ্ম কিং কারণম্?** ব্রহ্মই কি জগতের মূল কারণ,—না অন্য কোনো কারণ আছে?—অথবা **কারণং ব্রহ্ম কিম্?** জগতের মূল কারণ যে ব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপ কি?—অথবা **ব্রহ্ম কিং কারণম্?** জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, তিনি কি প্রকার কারণ? (কর্তৃকারণ, না উপাদান-কারণ, না নিমিত্ত-কারণ? একটি মৃৎঘট নির্মাণে কুম্ভকার কর্তৃকারণ, মৃত্তিকা উপাদানকারণ, কুলালচক্র-দণ্ডাদি নিমিত্তকারণ। এই কারণগুলি পরস্পর পৃথক, এবং একের বিনাশে অপরের বিনাশ হয় না। এই কারণ গুলির পরস্পরে আশ্রয়-আশ্রয়ী ভাবসম্বন্ধও নাই,—এই সন্দেহগুলি উঠিয়াছে)। অথবা **কারণং ব্রহ্ম কিম্** জগতের মূল কারণ যে ব্রহ্ম, তিনি সবিশেষ না নির্বিশেষ? (নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হইতে পারেন না। তাঁহাকে সবিশেষ জগতের কারণ হইতে হইলে, তদতিরিক্ত কাহারও সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে 'অদ্বয়ব্রহ্ম' স্বীকৃত হইবে না)। **কুতঃ জাতাঃ স্ম?** কোথা হইতে আসিয়া আমরা এই জগতে জন্ম গ্রহণ করিলাম? (এই জগৎ তো অনিত্য বিনাশী। এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে কি আমরা ছিলাম? যদি থাকিয়া থাকি, তবে কোথায় ছিলাম?) **ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ?** এই যে 'উৎপত্তি-বিবৃদ্ধি-বিপরিণাম-অপক্ষয়-বিনাশশীল' দেহে অহংপদবাচ্য চৈতন্য-আত্মা,—এই আত্মার বিনাশশীল দেহাতিরিক্ত কোনো নিত্য স্বরূপ আছে কি? অথবা—**ক্ব সম্প্রতিষ্ঠাঃ চ?** (এই কর্মময় পৃথিবী ও স্বর্গাদি সমস্তই যখন বিনাশশীল, তখন) অবিনাশী আত্মার সম্যক্ প্রতিষ্ঠা কোথায়? (এই বিনাশী ব্রহ্মাণ্ডাতিরিক্ত কোনো নিত্য-ধাম আছে কি? যেখানে যাইয়া আত্মা নিত্য-স্বরূপে নিত্যকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।) **কেন জীবাম?** (বিচার করিয়া দেখা যায়,—এই দেহের উৎপত্তি-বিবৃদ্ধি-বিপরিণাম-অপক্ষয়-বিনাশ ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রকৃত কর্তৃত্ব নাই। দেহের নিজেরও এ বিষয়ে কোনো কর্তৃত্ব দেখা যায় না। এ অবস্থায়) কাহার চেষ্টায় আমরা এই দেহে বাঁচিয়া আছি? অথবা **জীবাম কেন?** (যে হেতু আমাদের অনিত্য দেহ,-ইন্দ্রিয় নিষ্পন্ন কর্ম ও তাহার ফল অনিত্য, সে হেতু এই যে অহংপ্রত্যয়গত নিত্যচৈতন্য-আত্মা আমি,—) আমি কেন এই অনিত্য জগতে, অনিত্য দেহ ধারণ করিয়া, অনিত্য কর্ম করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করি? (শ্রীভাগবতম্ ১০।১৪।৫৩॥) কে এই বাঁচিয়া থাকিবার প্রেরণা যোগায়? **কেন অধিষ্ঠিতাঃ সুখ-ইতরেষু ব্যবস্থাং ব্রহ্মবিদঃ বর্তামহে?** কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুখ-দুঃখভোগ ব্যাপারে নিয়মিত ব্যবস্থা আমরা—বেদাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শাস্ত্র-জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও ( অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায়ই ) ভোগ করি ? ( গীতা ৩৩৩॥, ১৮। ৫৯-৬০॥ ) ॥ ৪৮ ক।

৪৮খ। কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাঽপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ১। ২॥

**কালঃ ?** সর্বভূতের পরিণাম কার্যদ্রব্য-সম্পাদক যে কাল,—সেই কালই কি জগৎ-কারণ ? **স্বভাবঃ ?** জগতের মূল উপাদানগুলি তাহাদের স্ব-ভাবানুযায়ী পরস্পর মিলিত হইয়া বিশ্বরচনা করিয়াছে কি ? অথবা **নিয়তিঃ ?** কোনো কর্মীজীবের কর্মফল সেই কর্মকর্তার ভোগের জন্য এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে কি ? অথবা **যদৃচ্ছা ?** জগতের মূল উপাদানগুলি অনাদিকাল হইতেই বর্তমান। হঠাৎ 'ঘুণাক্ষর ন্যায়ে' উপাদানগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া বিশ্বরচনা করিয়াছে কি ? ( কাঠে ঘুণ কীট যদৃচ্ছা ছিদ্র করে। হঠাৎ দেখা গেল কতকগুলি ছিদ্র সমবায়ে একটি অক্ষর হইয়াছে। এই অক্ষরটির উৎপত্তিতে ঘুণকীটের কোনো কৃতিত্ব নাই। এই প্রকার ঘটনাকে 'ঘুণাক্ষরন্যায়' বলা হয় )। অথবা **ভুতানি ?** ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,—এই পঞ্চভূতের কি স্বয়ংকর্তৃত্ব আছে ?—যাহাতে তাহারা এই বিশ্বসৃষ্টি করিতে সমর্থ ? অথবা **পুরুষঃ ?** কোনো জ্ঞান-যোগবলসম্পন্ন মানব এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে কি ? ( পুরাণে দেখাযায়, ঋষিগণ বাহ্যিক উপাদানের সহায়তা ছাড়াই অনেককিছু সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কর্দম ঋষি স্বীয় যোগবলে সুবৃহৎ বিহার-বিমান সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ( শ্রীভাগবতম্ ৩। ২৩। ১২-২১॥ ) **ইতি যোনিঃ চিন্ত্যাঃ** বিশ্বসৃষ্টির এই যে কারণগুলি বলা হইল, তাহা বিশেষ বিচারপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। **এষাং সংযোগঃ তু ন** উল্লিখিত কারণগুলি সংহত হইয়াও জগৎ স্রষ্টার কর্তা হইতে পারে না। যে হেতু **আত্মভাবাৎ** বহু বিভিন্ন বস্তু সমবায়ে একটি আকার বিশিষ্ট বস্তুর বিদ্যমানতার মূলে ঐ বস্তুতে অসমবায়ীকারণ রূপে একটি চৈতন্যসত্ত্বা রহিয়াছে। ( এই চৈতন্য-সত্ত্বাকে ন্যায় দর্শন মতে 'অসমবায়ী কারণ', বেদান্ত পরিভাষা মতে 'বিষয় •চৈতন্য', এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে 'আভাসচৈতন্য' বলা হয়। এই অসমবায়ী চৈতন্য-সত্ত্বা কোনো আকার বিশিষ্ট বস্তু হইতে সরিয়া গেলে বস্তুর মূল উপাদানগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। তখন সেই বস্তুরূপে আর তাহার বিদ্যমানতা থাকে না)। **আত্মা অপি সুখ-দুঃখহেতোঃ অনীশঃ** জীবাত্মা যখন নিজ দেহেন্দ্রিয়ের সুখ-দুঃখ ব্যাপারেই কর্তৃত্বহীন, তখন কোনো জীব এই বিশ্বসৃষ্টির কর্তৃকারণাদি—কোনো কারণই হইতে পারে না॥ ৪৮খ॥

(এই শ্রুতিতে কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত, পুরুষ,—জগতের কারণ রূপে এই ছয়টির উল্লেখ পৃথক পৃথক ভাবে করা হইয়াছে। ইহার কারণ—সুপ্রাচীন বৈদিক্ যুগে ঐ সমস্ত হেতুবাদী দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। ঐ সমস্ত দর্শনশাস্ত্র এখন আর সামগ্রিকভাবে পাওয়া যায় না। বর্তমানকালে প্রচলিত ষড়্দর্শন ও দর্শনের ভাষ্যকারদের ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনীর মধ্যে ঐ সমস্ত হেতুবাদী দার্শনিকদের মতবাদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইতি—লেখক।)।

৪৯। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্ব-গুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ১৷৩॥

**তে ধ্যান-যোগানুগতাঃ অপশ্যন্** (৪৭ ও ৪৮ শ্রুতিতে যে প্রশ্ন ও সংশয় করা হইয়াছে তাহার সম্যক মীমাংসা প্রাকৃত বুদ্ধির সহায়ে বিচার করিয়া স্থির করা সম্ভব নহে। সে কারণে) উক্ত ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগ অবলম্বনে দেখিয়াছিলেন,—**একঃ দেবঃ যঃ কাল-আত্মযুক্তানি নিখিলানি কারণানি তানি অধিতিষ্ঠতি** এক অদ্বিতীয় দেবতা পরমেশ্বর, যিনি কাল-কর্ম-জীব প্রভৃতি নিখিল পদার্থের সর্ববিধ কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন। (আরও দেখিয়াছিলেন) **স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াং আত্মশক্তিম্** সেই দেবতার স্বাত্মভূত ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি। যে মায়া শক্তি (মূর্তিমতি হইয়া) নিগূঢ় অবস্থায় পরমেশ্বরেই অবস্থান করিতেছেন (শ্রীভাগবতম্ ১৷৭৷৪॥)॥ ৪৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৫০।  যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

বৃহদারণ্যক উঃ।৪।৪।১৫॥

**যদা এতং দেবং ভূতভব্যস্য আত্মানং ঈশানং** যখন এই বিশ্বচরাচরের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—এই কালত্রয়ে স্থিত সমস্ত পদার্থের অসমবায়ী কারণরূপে অবস্থিত পরমাত্মা-পরমেশ্বর—যিনি ঐ সমস্তেরই একমাত্র নিয়ন্তা, সেই দেবতাকে **অঞ্জসা অনুপশ্যতি** পরাভক্তি সহায়ে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, (গীতা ১১।৫৩-৫৪॥ ১৮।৫৫॥) **ততঃ ন বিজুগুপ্সতে** তখন সেই দ্রষ্টা আর কোনো বিষয়ে সংশয়াপন্ন হন না॥ ৫০॥

৫১।  ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডক উঃ।২।২।৮॥

**পর-অবরে তস্মিন্ দৃষ্টে** কারণ রূপে শ্রেষ্ঠ, কার্যরূপে নিকৃষ্ট, (উত্তম-অধম, চিৎ-জড়)—সকলের মধ্যেই সেই পরমাত্মাকে দর্শন হইলে, **অস্য হৃদয় গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে** সেই দ্রষ্টার বুদ্ধিতে আশ্রিত অবিদ্যাকৃত কামনা-বাসনা নাশ হয়, **কর্মাণি ক্ষীয়ন্তে** কৃতকর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, **সর্ব সংশয়াঃ ছিদ্যন্তে চ** তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইয়া সর্ববিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়॥ ৫১॥

৪৭ শ্রুতিতে ব্রহ্ম বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, **ব্রহ্ম কিং কারণম্?** ব্রহ্মই কি জগতের কারণ?

এই প্রশ্ন করিতেছেন বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ। তাঁহারা নিশ্চয়ই বেদ অধ্যয়ন কালে ইহার উত্তর পাইয়াছেন। তথাপি সংশয়াকুল হইয়া যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহার সামান্যত উত্তর ও হেতু ৪৯, ৫০, ৫১ শ্রুতিতে জানাইলেন যে, যতক্ষণ সেই পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করা না যাইবে, ততক্ষণ আবিদ্যাকৃত সংশয় দূর হইবে না। পরাভক্তি—ধ্যানযোগে তাঁহার দর্শন হইলে, অবিদ্যা নাশ হইয়া জ্ঞানোদয় হইবে। সেই জ্ঞানোদয়ে সর্বত্র সর্বকারণের কারণ পরমেশ্বর পরিদৃষ্ট হইলে সমস্ত সংশয় দূর হইবে। কেবলমাত্র শাস্ত্র-জ্ঞানে সংশয় দূর হয় না।

এক্ষনে শ্রুতি, মূল প্রশ্নের 'ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠা' এইটি ভিন্ন আর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৫২। স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ১॥

**একে কবয়ঃ স্বভাবং বদন্তি** এই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন,—সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের স্বাভাবিক শক্তিই জগৎ সৃষ্টির কারণ। **তথা অন্যে কালং** এই প্রকারে অন্য এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন, জগৎ সৃষ্টির মূল কর্তা—কাল। **লোকে তু এষঃ দেবস্য মহিমা** এই সংসারে ইহাও (—অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাদৃশ পণ্ডিতেরা জগতের মূল কারণ ও কর্তা সম্পর্কে নানা কথা বলেন, কিন্তু প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারেন না, ইহাও) সেই পরমেশ্বরের একটি মহিমা, **যেন ইদং ব্রহ্মচক্রম্ ভ্রাম্যতে** যাঁহার দ্বারা এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে॥ ৫২॥

৫৩। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ২। ১॥

মহর্ষি আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে জগতের মূল কারণ ও সৃষ্টি ব্যাপার উপদেশ করিতেছেন ঃ—

**সোম্য, ইদং অগ্রে একং এব অদ্বিতীয়ং সৎ এব আসীৎ** হে সোম্য, এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎ বিদ্যমান ছিলেন। সেই সৎ পদার্থটির স্বজাতীয় কোনো কিছু ছিল না, বিজাতীয় কিছুও ছিল না। মানুষের যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আত্মা হইতে পৃথক,—এই প্রকার স্বগত-ভেদ সেই বস্তুতে নাই। তিনি সমস্ত ভেদ বর্জ্জিত অখণ্ড-একরস বস্তু)। **তৎ একে হ আহু** সৃষ্টির পূর্ববর্তী কারণ নির্ণয়ে কেহ কেহ (শূন্যবাদী পণ্ডিত) বলেন,—**ইদং অগ্রে একং এব অদ্বিতীয়ং অসৎ আসীৎ** এই সৃষ্টির পূর্বে সতের অভাবরূপ এক অদ্বিতীয় অসৎ ছিল। (এই 'এক অদ্বিতীয় অসৎ ছিল' উক্তির তাৎপর্য—জগতের কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কিছু তো ছিলই না, অপর অস্তিত্ববিশিষ্ট কিছুও ছিল না)। **তস্মাৎ অসতঃ সৎ জায়ত** অতএব সেই অসৎ হইতেই সৎ—অর্থাৎ নামরূপবিশিষ্ট এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৫৩॥

৫৪। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥

ছান্দোগ্য উঃ।৬।২।২॥

**উবাচ হ সোম্য, তু কুতঃ এবং স্যাৎ** (শূন্যবাদী পণ্ডিতদের ঐ প্রকার অসৎ সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া) ঋষি আরুণি তাঁহার শিষ্য—পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য, অসৎ-বাদী পণ্ডিতগণ এই প্রকার বলেন বটে, কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে! **কথং অসতঃ সৎ জায়েত** কি করিয়া অসৎ—অর্থাৎ অভাব বা শূন্য হইতে এই পরিদৃশ্যমান বাস্তব-জগতের সৃষ্টি হইবে? **সোম্য, সৎ এব ইদং অগ্র আসীৎ** হে সোম্য, এই সৃষ্টির পূর্বে নিশ্চয়ই একটি সৎ পদার্থ বিদ্যমান ছিলেন। (তবে তিনি) **একং এব অদ্বিতীয়ম্** এক অদ্বিতীয়রূপে বর্তমান ছিলেন (বলিয়া সে সময়ে তাঁহার কোনো জ্ঞাতা নাই, এবং সেইজন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানও সম্ভব নহে। কেবলমাত্র জগৎরূপ কার্যদৃষ্টে সেই সৎ-কারণের অনুমান হয় মাত্র)॥৫৪॥

৫৫। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত। তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬।২।৩॥

মহর্ষি আরুণি বলিতেছেন—**তৎ ঐক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি** সেই সৎ সৃষ্টির পূর্বক্ষণে ইচ্ছা করিলেন,—(আমি এক আছি, এইবার) বহু হইয়া প্রকৃষ্টরূপে জন্মাইব। (৬১ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। **তৎ তেজঃ অসৃজত** ঐ ইচ্ছার ফলে তাঁহা হইতেই তেজ সৃষ্টি করিলেন। (এই মূল তেজটি চৈতন্য পদার্থ বলিয়া) **তৎ তেজঃ ঐক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি** সেই প্রথম সৃষ্ট তেজ ইচ্ছা করিলেন,—আমি বহু হইয়া প্রকৃষ্টরূপে জন্মাইব, **তৎ অপঃ অসৃজত** এই ইচ্ছার ফলে সেই তেজ জল সৃষ্টি করিলেন। **তস্মাৎ যত্র ক্ব চ পুরুষঃ**



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**শোচতি বা স্বেদতে তৎ তেজসঃ এব আপঃ অধিজায়ন্তে** এই কারণেই যখনই মানুষ সন্তাপগ্রস্ত হয়, অথবা গ্রীষ্মে তাপিত হয়, তখনই শরীরস্থ তেজ হইতে অশ্রু বা ঘর্মের উৎপত্তি হয় ॥৫৫॥

৫৬। তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬।২।৪॥

মহর্ষি আরুণি বলিতেছেন—**তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম** সেই জলতত্ত্ব ইচ্ছা করিলেন,—আমরা বহু হইয়া কার্যকর বস্তুরূপে জন্মাইব। (এই ইচ্ছার ফলে) **তাঃ অন্নং অসৃজন্ত** সেই জলতত্ত্ব (বহু আকারে জীবের স্থূলদেহের উপাদান) অন্ন—অর্থাৎ পৃথ্বীতত্ত্ব সৃজন করিলেন। **অত্র ক্ব চ বর্ষতি তৎ ভূয়িষ্ঠং অন্নং ভবতি** এই কারণেই যেখানে বারিবর্ষণ হয়, সেখানে প্রচুর খাদ্য জন্মায়। **অদ্ভ্যঃ এব তৎ অদ্য-অন্নং অধিজায়তে** জল হইতেই এই জীবের খাদ্য অন্ন উৎপন্ন হয়॥ ৫৬॥

উপরোক্ত দুইটি শ্রুতিতে বলিলেন যে, সেই সৎ-পদার্থ প্রথমে তেজ—অর্থাৎ অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। তেজ জল, এবং জল অন্ন সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টি ব্যাপারের মূলে যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সৎ-পদার্থ ছিলেন, সেই সৎ-পদার্থ যখন স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্য এক অখণ্ড পদার্থ, তখন এই সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি নিশ্চয়ই কোনো পৃথক উপাদান পান নাই। এবং কুম্ভকারের ঘটনির্মাণ ব্যাপারে যেমন কুম্ভকার ও ঘটোপাদান মৃত্তিকা ভিন্ন কুলালচক্র-দণ্ডাদিরূপ 'করণ' প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সেই মূল স্রষ্টা সতের বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে কোনো করণও ছিল না। অতএব সৃষ্টির আদিতে যখন সেই সৎ-ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না, তখন তিনিই স্বেচ্ছায় তেজতত্ত্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে। (বেদান্তদর্শন—শ্রীভাষ্য)।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই সৎ-স্বরূপ তেজ পরিণাম প্রাপ্ত হওয়ার পর, তাঁহার পৃথক শুদ্ধ সৎ-স্বরূপ থাকিল কিনা?

ইহার উত্তরে বলা যায়—যেহেতু আমরা দেখিতে পাই—তেজতত্ত্ব হইতে জলতত্ত্ব, জলতত্ত্ব হইতে স্থূল অন্ন,—এই প্রকার পরিণাম প্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পৃথক তেজ—অর্থাৎ অগ্নি ও জল বিদ্যমান, সে হেতু সেই সৎ-পদার্থ চিৎ-অচিৎ-বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও সৎ-স্বরূপে অবশিষ্ট আছেন।

কিন্তু এই যুক্তিতেও দোষ বর্তমান। কারণ ইহাতে সেই সৎব্রহ্ম খণ্ডিত হইয়া পড়েন, তিনি আর অখণ্ড থাকেন না। অর্থাৎ ব্রহ্মের কিছু অংশ বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে, আর কিছু অংশ শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে বর্তমান,—এইপ্রকার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দোষযুক্ত। ইহার প্রধান দোষ—ব্রহ্ম এইপ্রকার যুক্তিতে সসীম-পদার্থ হইবেন, এবং সসীম হইলেই তদতিরিক্ত পদার্থের স্বীকৃতি অনিবার্য। বেদ তাঁহাকে অনন্ত, অখণ্ড, অদ্বয়রূপেই বলিয়াছেন।

এই প্রশ্নের মীমাংসায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল গোস্বামিগণ বলেন—সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বিশ্বপরিণাম গ্রহণ করিয়াও অখণ্ড অনন্ত চিদেকরূপে বর্তমান আছেন।

ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে, তাহা প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতেভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণম্ ॥" (প্রাচীন কৃত শ্লোক)॥ শ্রীপাদ আচার্য শঙ্করও তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে (২।১।৬।৩॥ ভাষ্য) ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্যগণ তাঁহাদের মতবাদ সমর্থনে নিম্নলিখিত যজুর্বেদীয় শ্রুতি অবলম্বন করিয়াছেন।—

৫৭। ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

যজুর্বেদীয় শান্তিমন্ত্র।

**ওঁ অদঃ পূর্ণম্** (বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও) ঐ শুদ্ধরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম পূর্ণ। **ইদং পূর্ণম্** এই নাম-রূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্মও পূর্ণ। **পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে** জগৎ কারণ পূর্ণব্রহ্ম হইতে জগৎকার্যরূপ পূর্ণব্রহ্মের উদ্ভব হইয়াছে। **পূর্ণস্য পূর্ণং আদায়** পূর্ণ কারণব্রহ্ম হইতে পূর্ণ কার্যব্রহ্ম গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও (সেই কারণ রূপে অবস্থিত শুদ্ধব্রহ্ম) **পূর্ণং এব অবশিষ্যতে** পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকিলেন ॥ ৫৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৫৮। তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজং উদ্ভিজ্জমিতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬।৩।১॥

( পূর্বে সৎ-ব্রহ্ম হইতে কার্যব্রহ্মরূপে তেজতত্ত্ব ও স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। এক্ষণে ভৌতিক সৃষ্টিও যে সেই সৎ-ব্রহ্মেরই কার্য, তাহা বলা হইতেছে,)—**তেষাং এষাং ভূতানাং ত্রীণি এব খলু বীজানি ভবন্তি** ( এই সৃষ্ট জগতে যাহাদের মধ্যে চেতন সত্ত্বা দেখা যায় ), সেই এই স্থাবর-জঙ্গম জীব-বর্গের কেবল তিনটি বীজ উৎপন্ন হইল, **আণ্ডজং জীবজং উদ্ভিজ্জং ইতি** অণ্ড হইতে উৎপন্ন জীবকুলের সৃষ্টির জন্য অণ্ড, জরায়ু হইতে উৎপন্ন মনুষ্যাদি জীব সৃষ্টির জন্য দেহপিণ্ড এবং উদ্ভিদের জন্য বীজ সৃষ্টি হইল ॥ ৫৮ ॥

৫৯। সেয়ং দেবৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ।৬।৩।২ ॥

( তিন শ্রেণীর জীব সৃষ্টির জন্য তিনটি আদি বীজ সৃষ্টি হইয়াছে। উহার উপাদান পূর্বসৃষ্ট তেজতত্ত্ব, জলতত্ত্ব ও পৃথ্বীতত্ত্ব। এক্ষণে উক্ত তিন শ্রেণীর বীজে প্রথম আত্মচৈতন্যের অনুপ্রবেশ বলিতেছেন,)—**সঃ ইয়ং দেবতা ঐক্ষত** সেই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ দেবতা চিন্তা করিলেন—**হন্ত, অনেন আত্মনা জীবেন** এক্ষণে এই তিনটি মূল বীজে উহার প্রাণবিধায়ক আত্মচৈতন্যরূপে ( অসমবায়ী কারণরূপে) **ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনুপ্রবিশ্য অহং নাম-রূপে ব্যাকরবাণি** এই তিন দেবতায় অনুপ্রবেশ করিয়া আমি ইহাদিগকে নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুরূপে অভিব্যক্ত করি ॥ ৫৯ ॥

প্রথম সৃষ্ট তেজ, জল ও পৃথ্বীতত্ত্ব সমবায়ে যে বীজ উৎপন্ন হইল, উহার উপাদান তিনটি বিশুদ্ধ তত্ত্ব-রূপে থাকায়, পরস্পর মিশ্রিত হইতে পারে নাই, একত্রিত হইয়াছিল মাত্র। অধিকন্তু ঐ তিনটি সুসূক্ষ্ম-তত্ত্বরূপে থাকায় উহাদের কোনো রূপ প্রকাশ হয় নাই। উপরোক্ত শ্রুতিতে সেই রূপ ও নাম প্রকাশ করিতে হইলে,—অর্থাৎ স্থূলরূপ ও নানাপ্রকার বস্তুরূপে পরিচিত করিবার জন্য, বস্তুর অধিষ্ঠান ও আশ্রয়রূপে সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মই অবস্থান করেন,—ইহা বলা হইল। এখন তেজ জল ও পৃথ্বীতত্ত্বের স্থূল অবস্থার সৃষ্টি, শ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৬০। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬।৩।৩ ॥

**তাসাং একৈকাং ত্রিবৃতং করবাণি ইতি** (সেই স্রষ্টা সৎ-ব্রহ্ম তাঁহার প্রথম সৃষ্ট) তিনটি শুদ্ধতত্ত্বকে পরস্পর মিশ্রিত করিয়া এক একটি ত্রিবৃৎ-তত্ত্ব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। ($\frac{1}{2}$ তেজ + $\frac{1}{4}$ জল + $\frac{1}{4}$ পৃথ্বী = ১ তেজ বা অগ্নি। এই প্রকার ভাগে জল ও পৃথ্বীতত্ত্বের ত্রিবৃৎ বুঝিতে হইবে)। **সঃ ইয়ং দেবতা ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য** সেই এই স্রষ্টা (ব্রহ্ম-পরমেশ্বর) দেবতা এই সৃষ্ট তিনটি তত্ত্ব-দেবতায়,—এই যে আমরা যাঁহাকে দেহাধিষ্ঠিত জীবচৈতন্যরূপে অনুভব করি,—তদ্রূপে স্বয়ং একাংশে প্রবেশ করিয়া (গীতা ১০।৪২ ॥) (ঐ তিনটি শুদ্ধতত্ত্বের মিশ্রণ ত্রিবৃৎ সৃষ্টি করত) **নাম-রূপে ব্যাকরোৎ** নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তু অভিব্যক্ত করিলেন ॥ ৬০ ॥

উপরোক্ত শ্রুতিগুলিতে বায়ু ও ব্যোমতত্ত্বের উল্লেখ নাই। যে তিনটি উপাদানের কথা বলা হইল, উহা বিরাট পুরুষের অবয়ব-দেহ সৃষ্টির উপাদান, এবং তাদ্দ্বারা প্রথম বিরাট পুরুষ সৃষ্ট হইল বুঝিতে হইবে। একটি মানবদেহকে আশ্রয় করিয়া যেমন বহু কৃমি প্রভৃতি জীব বাস করে,—তাহারা জন্মায়, বড় হয়, সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করিয়া বার্ধক্যে মৃত্যু-কবলিত হয়, সেই প্রকার এই বিরাট পুরুষদেহকে আশ্রয় করিয়াই বহু ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অধিবাসী জীবকুল অবস্থান করে। এই বিষয়ে ঐতরেয় উপনিষদ্ শ্রুতি বিস্তৃত বর্ণনা করিতেছেন।—

৬১। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি ॥

ঐতরেয় উঃ।১।১।১॥

**ইদং অগ্রে বৈ একঃ আত্মা এব আসীৎ** বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে একটি আত্মা, অর্থাৎ—চেতন সত্ত্বা মাত্র ছিলেন। **অন্যৎ কিং চন ন মিষৎ** তখন সেই আত্মাতিরিক্ত অন্য কোনো কিছু ক্রিয়াশীল পদার্থ ছিল না। **সঃ ঈক্ষত**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**লোকান্ নু সৃজা ইতি** সেই আত্মা চিন্তা করিলেন,—জীবকুলের কর্মফল ভোগের জন্য লোকসমূহের সৃষ্টি করিব ॥ ৬১ ॥

এই শ্রুতি তাৎপর্যে বুঝা যায়—শ্রীভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত মহাবিষ্ণুর নিদ্রাকালে কাল-কর্ম-গুণ সমেত অনন্ত সৃষ্টি তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া অব্যক্তরূপে অবস্থান করে। তাঁহার জাগরণ কালে, তিনি পূর্বকল্পের অসমাপ্ত কর্মসংস্কার হইতেই পূর্ববৎ প্রয়োজন-সাধক সৃষ্টি আরম্ভ করেন। এই প্রয়োজন কিন্তু কোনো অভাবী পুরুষের প্রয়োজন নহে। ইহা তাঁহার স্বভাব ও লীলা। এতদ্বিষয়ে বেদান্ত দর্শনের ২।১।৩২-৩৩॥ দুইটি সূত্রে আচার্য শ্রীপাদ শঙ্কর চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। উহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল।—

**ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥২।১।৩২॥**

ব্রহ্ম আপ্তকাম, সৃষ্টিতে তাঁহার কোনো প্রয়োজন নাই। অতএব ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টির কর্তা হইতে পারেন না। এই প্রকার আশঙ্কা উঠিতে পারে।

এইটি বাদীপক্ষের যুক্তি। এই যুক্তি আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে সুন্দর করিয়া স্থাপন করিতেছেন।—

*** **অন্যথা পুনশ্চেতনকর্তৃকত্বং জগত আক্ষিপতি** চৈতন্যব্রহ্ম জগৎ-কর্তা,—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উঠিতে পারে। **ন খলু চেতনঃ পরমাত্মেদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুমর্হতি** (সাধারণ ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে) চেতন ব্রহ্ম-পরমাত্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন না। **কুতঃ? প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাম্** কেন এ প্রকার আপত্তি উঠিবে, তাহার কারণ,—কাহারও কোনো প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তবে সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সেই ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। **চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্বকারী পুরুষঃ প্রবর্তমানো ন মন্দোপক্রমামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাত্মপ্রয়োজনানুপ-যোগিনীমারভমাণো দৃষ্টঃ** এই জগতে দেখা যায়, চেতন পুরুষ কোনো বিষয়ের অভাব বোধ করিলে তাহা পূরণ করিবার জন্য বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সাধারণ একটা কাজেও—যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে কেহ প্রবৃত্ত হয় না। সকলেই নিজের প্রয়োজন-অভাব পূরণের জন্যই কর্ম করে। **কিমুত গুরুতর-সংরম্ভাম্** ক্ষুদ্র একটা কাজই যখন কেহ নিজের প্রয়োজন না থাকিলে করিতে চাহে না, তখন গুরুতর কর্ম আরম্ভের কথা আর কি বলিব! **ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধ্যনুবাদিনী শ্রুতিঃ—"ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি" ইতি** এ বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতি আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিলেন,—'হে মৈত্রেয়ী, বস্তুগুলির জন্যই যে, বস্তুগুলি জীবের প্রিয় হয়—তাহা নহে। বস্তুগুলি যদি জীবের কামনীয় পদার্থ হয় তবেই তাহা প্রিয় হয়।'

**গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতব্যম্** ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু বস্তু সমন্বিত এই জগৎ-প্রপঞ্চবিনির্মাণ একটা গুরুতর ব্যাপার। **যদীয়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্য পরমাত্মন আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত** এক্ষণে যদি এই সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে স্রষ্টা পরমেশ্বরের নিজের কোনো প্রয়োজন ছিল বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে **পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রুয়মানং বাধ্যেত** বেদ-শ্রুতি যে বলেন,—'পরমেশ্বর নিত্যতৃপ্ত, (আত্মারাম, আপ্তকাম, পূর্ণ, সর্ববিধ অভাব বর্জিত)—এই সব শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। (আবার অন্যদিকে বিচার করিলে দেখা যায়) **প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ** প্রয়োজন না থাকিলে কোনো কর্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। **অথ চেতনোঽপি সন্ উন্মত্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈবাত্মপ্রয়োজনং প্রবর্তমানো দৃষ্টঃ** হ্যাঁ, তবে কোনো কোনো স্থলে দেখা যায়, বুদ্ধিহীন উন্মাদ কোনো প্রয়োজন ব্যতীতও কার্যে প্রবৃত্ত হয়, **তথা পরমাত্মাপি প্রবর্তিষ্যত** সেই প্রকারে পরমেশ্বরও বুদ্ধিহীন উন্মাদের মত বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।—**ইত্যুচ্যেত, তথা সতি সর্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মানং বাধ্যেত** এই প্রকার সিদ্ধান্ত যদি কর, তবে তাহাতেও শ্রুতিবাক্য বাধা দিয়া বলিতেছেন, বা শুনাইতেছেন 'পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ'। **তস্মাদশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিরিতি ॥** এই সব কারণেই বাদীপক্ষ বলেন,—'পরমেশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন'—এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা যায় না ॥ ২। ১। ৩২ ॥

এই প্রকার প্রতিবাদের উত্তরে বেদান্ত-সূত্র সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া বলিতেছেন,—

**লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ২। ১। ৩৩ ॥**

এই বিশ্বসৃষ্টি পরমেশ্বরের লীলা মাত্র। লীলাপ্রবৃত্তি বিনা প্রয়োজনেই সম্ভব হয়। অতএব পূর্বপক্ষের আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। (ইতি সূত্র ব্যাখ্যা)॥

শঙ্কর ভাষ্য—**তু শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি** মূল সূত্রস্থিত 'তু' শব্দটি বাদীর আপত্তি খণ্ডনের জন্য প্রয়োগ, করা হইয়াছে। **যথা লোকে**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**কস্যচিদাপ্তৈষণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি** এই সংসারে দেখা যায়—অভাববর্জিত পূর্ণকাম কোনো রাজা বা রাজ-অমাত্য বিনাপ্রয়োজনে অবসরকালে 'যাহা হউক একটা কিছু করিবার প্রবৃত্তি' ( লীলা ) হইতে খেলাধূলায় প্রবৃত্ত হন, অথবা **যথা চোচ্ছাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি** যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি বাহিরের কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেবল স্বভাববশতই ক্রিয়া করে, **এবমীশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি** সেই প্রকারেই পরমেশ্বর কোনো প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার স্বভাববশতই লীলাচ্ছলে এই সৃষ্টিরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। **ন হি ঈশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমানং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি** জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টির মূলে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের কোনো প্রয়োজন বা অভাব-পূরণ উদ্দেশ্য আছে,—এ প্রকার সিদ্ধান্ত কোনো যুক্তিবলে করা যায় না, ইহার সমর্থক কোনো শাস্ত্রবাক্যও নাই। **ন চ স্বভাবং পর্যনুযোক্তুং শক্যতে** ( যাঁহার যে প্রকার স্বভাব তিনি সেই প্রকারই করেন, ) স্বভাবের উপরে কোনো যুক্তি-তর্কের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ( পরমেশ্বরের স্বভাব বা অভ্যাস—সৃষ্টি করা, তাই তিনি সৃষ্টি করেন। মানুষের মধ্যেও দেখা যায় অনেকের অনেক প্রকার অভ্যাস আছে, যাহার মূলে কোনো উদ্দেশ্য নাই। যেমন মনে করুন—কেহ কেহ কথা বলিতে পুনঃ পুনঃ 'বুঝলেন তো ?' 'বুঝছেন কিনা ?' বলেন। এই বুঝলেন তো, বুঝছেন কিনা'-র মূলে যেমন বক্তার কোনো উদ্দেশ্য নাই, বক্তার স্বভাববশতই কথাটা মুখ হইতে বাহির হয়, তেমনি পরমেশ্বরের সৃষ্টিরূপ ক্রিয়া ও কার্যরূপ জগতের মূলে তাঁহার কোনো প্রয়োজন বা অভাববোধ নাই। ইহা তাঁহার স্বভাববশতই হইতেছে )। **যদ্যপি অস্মাকমিয়ং জগদ্বিম্ববিরচনা গুরুতরসংরম্ভেবাভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিত শক্তিত্বাৎ** এই জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপার আমাদের নিকটে একটা গুরুতর কার্য বলিয়া মনে হইলেও পরমেশ্বরের পক্ষে ইহা একটা খেলা পাতার মত তুচ্ছ ব্যাপার, কারণ—তিনি অপরিমিত শক্তিমান। **যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষ্যেত, তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কেহ কেহ পরমেশ্বরের লীলা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম কারণ দেখাইতে চেষ্টা করেন, (যেমন গীতায় ৪। ৭-৮॥ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—ধর্মের গ্লানি ও অধর্ম দূর করিবার জন্য, এবং সাধুসজ্জনদের রক্ষা ও অসৎদের বিনাশের জন্য পরমেশ্বর লীলায় অবতীর্ণ হন,) তথাপি তাঁহার লীলার হেতু সম্পর্কে কোনো প্রয়োজন নির্দেশ করা সঙ্গত নহে। কারণ,—শ্রুতি তাঁহাকে আপ্তকাম (পূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত, অভাব বর্জিত) বলিয়াছেন, (শ্রুতি-বিরুদ্ধ কোনো বাক্যই গ্রাহ্য হইবে না। বেদান্ত সূত্র ২। ১। ২৭॥)। **নাপ্যপ্রবৃত্তিরুন্মত্তপ্রবৃত্তির্বা সৃষ্টিশ্রুতেঃ, সার্বজ্ঞ্যশ্রুতেশ্চ।** একথাও বলা যাইবে না যে, পরমেশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই,—কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—'সেই পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা।' পরমেশ্বরের এই সৃষ্টি ব্যাপার উন্মাদের কর্মের মতও নহে, সে দিক হইতেও শ্রুতি তাঁহাকে সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন। (উন্মাদের ক্রিয়াকলাপে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে না, ভগবানের সৃষ্টিতে সর্বত্র নিয়ম-শৃঙ্খলা বর্তমান রহিয়াছে।)॥

উপরোক্ত শঙ্কর-ভাষ্যে যে সমস্ত শ্রুতির আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সমস্তই এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ইতি—লেখক॥

৬২। স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্মরমাপঃ। অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা। অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরঃ। যা অধস্তাত্তা আপঃ॥

ঐতরেয় উঃ। ১। ১। ২॥

**সঃ ইমান্ লোকান্ অসৃজত** সেই আত্মা এই লোকসমূহ সৃজন করিলেন। **অম্ভঃ মরীচীঃ মরম্ আপঃ** অম্ভলোক—অর্থাৎ মেঘ স্থান পায় যে লোকে, মরীচিলোক—অর্থাৎ যে পর্যন্ত সূর্যের আলোক আলোকিত করে সেই লোক, মরলোক—মরণশীল জীব বাস করে যে লোকে—অর্থাৎ পৃথিবী, এবং আপলোক সৃষ্টি হইল। **অদঃ অম্ভঃ পরেণ দিবং** এই মেঘলোকের ঊর্ধ্বে দিব্যলোক। **দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা** দ্যুলোক হইতেছে দিব্য লোকের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ আশ্রয়। **অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ** (মেঘ লোকের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকের নিম্নে অন্তরিক্ষ,) এই অন্তরীক্ষেই সূর্যকিরণোদ্ভাসিত মরীচিলোকসমূহ অবস্থিত। **পৃথিবী মরঃ** এই পৃথিবীই মরলোক। **যাঃ অধস্তাৎ তাঃ আপঃ** পৃথিবীর যাহা নিম্নভাগ তাহাই আপলোক বা জললোক॥ ৬২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৬৩। স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্ নু সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্ছয়ৎ ॥

ঐতরেয় উঃ। ১।১।৩ ॥

**সঃ ঈক্ষত ইমে নু লোকাঃ** সেই অদ্বিতীয় আত্মা চিন্তা করিলেন,—এই লোকসমূহ তো সৃষ্টি হইল, **লোকপালান্ নু সৃজা ইতি** এখন ( এই সমস্ত লোকে বাস করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম,—এই প্রকার ) লোকপাল সৃজন করিব। **সঃ অদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য অমূর্ছয়ৎ** তিনি সেই জল-প্রধান আপতত্ত্ব হইতে একটি পিণ্ড সৃজন করিয়া তাহার হস্তপদাদি অবয়ব গঠন করিলেন। ( এইটি প্রথম সৃষ্ট বিরাট পুরুষের সুসূক্ষ্ম দেহপিণ্ড ) ॥ ৬৩ ॥

৬৪। তমভ্যতপৎ। তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাঽণ্ডম্, মুখাদ্বাক্, বাচোঽগ্নিঃ। নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্, নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্ বায়ুঃ। অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্, অক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ। কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্, কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং, শ্রোত্রাদ্ দিশঃ। ত্বঙ্ নিরভিদ্যত, ত্বচো লোমানি, লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ঃ। হৃদয়ং নিরভিদ্যত, হৃদায়ান্মনো, মনসশ্চন্দ্রমাঃ। নাভির্নিরভিদ্যত, নাভ্যা আপানোঽপানান্মৃত্যুঃ। শিশ্নং নিরভিদ্যত, শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ ॥

ঐতরেয় উঃ ॥ ১।১।৪ ॥

**তং অভ্যতপৎ** সেই পুরুষাকার দেহপিণ্ডের সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টা পরমেশ্বর সেই পিণ্ডপুরুষের ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। **অভিতপ্তস্য তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথা অণ্ডম্** পরমেশ্বরের সঙ্কল্প-ফলে সেই বিরাট পিণ্ডের মুখবিবর প্রকাশ পাইল, যেমন ডিম্বের মধ্যে শাবকের মুখ প্রকাশ পায়। **মুখাৎ বাক্, বাচঃ অগ্নিঃ** মুখে বাগিন্দ্রিয়, এবং বাগিন্দ্রিয় হইতে উহার অধিষ্ঠাতা দেবতা লোকপাল অগ্নি অভিব্যক্ত হইলেন। ( এই লোকপাল অগ্নির শক্তিই ব্যবহারিক অগ্নি )। **নাসিকে নিরভিদ্যতাম্ নাসিকাভ্যাম্ প্রাণঃ, প্রাণাৎ বায়ুঃ** ( এই প্রকারে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিরাট পুরুষের ) নাসিকা প্রকাশিত হইল। নাসিকায় প্রাণদেবতা ( মাতারিশ্বা ) অভিব্যক্ত হইলেন। প্রাণ হইতে দেবতা বায়ু সৃষ্ট হইলেন। **অক্ষিণী নিরভিদ্যতাম্, অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ, চক্ষুষঃ আদিত্যঃ** চক্ষুগোলকদ্বয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রকাশিত হইল। সেই অক্ষিগোলকদ্বয়ে চক্ষু-ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হইল। চক্ষুকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যদেব প্রকাশ পাইলেন। **কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্, কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং, শ্রোত্রাৎ দিশঃ** কর্ণদ্বয় প্রকাশ পাইল। কর্ণদ্বয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হইল। শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে লোকপাল দিক্‌দেবতা আবির্ভূত হইলেন। **ত্বক্ নিরভিদ্যত, ত্বচঃ লোমানি, লোমভ্যঃ ওষধি বনস্পতয়ঃ** স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ত্বক্ প্রকাশ পাইল। ত্বক্ হইতে স্পর্শসহগামী লোম উৎপন্ন হইল। লোম হইতে উদ্ভিদ্—ওষধি ও বৃক্ষাদির উদ্ভব হইল। **হৃদয়ং নিরভিদ্যত, হৃদয়াৎ মনঃ, মনসঃ চন্দ্রমাঃ** হৃদয় প্রকাশ পাইল, হৃদয় হইতে অন্তঃকরণ মন উৎপন্ন হইল, মন হইতে লোকপাল চন্দ্রদেবতা আবির্ভূত হইলেন। **নাভিঃ নিরভিদ্যত, নাভ্যাঃ অপানঃ, অপানাৎ মৃত্যুঃ** নাভি প্রকাশিত হইল। নাভি হইতে মল নির্গমনের ইন্দ্রিয় পায়ু উৎপন্ন হইল। পায়ু অবলম্বনে মৃত্যু-দেবতা আবির্ভূত হইলেন। **শিশ্নং নিরভিদ্যত, শিশ্নাৎ রেতঃ, রেতসঃ আপঃ** জননেন্দ্রিয় প্রকাশিত হইল। জননেন্দ্রিয়ে রেত উৎপন্ন হইল। রেত হইতে ব্রহ্মা-প্রজাপতি আবির্ভূত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

( উপরোক্ত বিরাট ও বিরাট হইতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা লোকপাল দেবতাসমূহ—যাহা সৃষ্ট হইল,তাহা সমস্তই তেজ, জল ও পৃথ্বীতত্ত্বময় দেহবিশিষ্ট দেবতা মাত্র। এই সমস্ত দেবতার তখনও কোনো স্থূল আকৃতি হয় নাই বুঝিতে হইবে। ইতি—সায়নাচার্য ॥ ) ॥

৬৫। তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনয়া-পিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি॥ তাভ্যো গামানয়ৎ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুন্ব ন বৈ নোঽয়মলমিতি।

ঐতরেয় উঃ। ১।২।১-২ ॥

**তাঃ এতাঃ দেবতাঃ সৃষ্টাঃ** এই সমস্ত লোকপাল দেবতা উৎপন্ন হইয়া **অস্মিন্ মহতি অর্ণবে প্রাপতন্** এই মহা সংসার সাগরে—অর্থাৎ সেই সৃষ্ট লোকসমূহে নিষ্ক্রিয় হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ( তখন পরমেশ্বর ) **তং অশনয়া পিপাসাভ্যাং অন্ববার্জৎ** সেই দেবতাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত করিলেন। **তা এনং অব্রুবন্** তখন সেই দেবতাগণ স্রষ্টা পরমেশ্বরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিলেন,—**নঃ আয়তনং প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ অন্নং অদাম** আমাদের জন্য দেহের ব্যবস্থা করুন, যে দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা আমাদের ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে পারিব। **তাভ্যঃ গাং আনয়ৎ** (দেবতাদের সেই প্রার্থনায় স্রষ্টা পরমেশ্বর) তাঁহাদের সম্মুখে একটি গবাকৃতি দেহপিণ্ড উপস্থিত করিলেন। **তাঃ অব্রুবন্—নঃ অয়ং বৈ ন অলম্** দেবতাগণ সেই গবাকৃতি দেহপিণ্ড দেখিয়া বলিলেন,—আমাদের পক্ষে এইটি উপযুক্ত অধিষ্ঠান নহে। **তাভ্যঃ অশ্বং আনয়ৎ** তাঁহাদের জন্য অশ্বাকৃতি পিণ্ড উপস্থিত করিলেন। **তাঃ অব্রুবন্ নঃ অয়ং বৈ ন অলম্ ইতি** দেবতাগণ বলিলেন,—না, এটিও আমাদের উপযুক্ত অধিষ্ঠান নহে। (এই প্রকারে পরমেশ্বর মনুষ্যেতর সমস্ত প্রকার জীব-দেহপিণ্ডই একে একে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকপাল দেবতাগণ কোনোটাই গ্রহণ করিলেন না। ইতি—সায়নাচার্য।।)

৬৬। তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—সুকৃতং বতেতি। পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীৎ—যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥

ঐতরেয় উঃ। ১। ২। ৩॥

**তাভ্যঃ পুরুষং আনয়ৎ** (তখন পরমেশ্বর) তাঁহাদের সম্মুখে পুরুষাকৃতি (নরাকৃতি) দেহপিণ্ড আনয়ন করিলেন। **তাঃ অব্রুবন্—সুকৃতং বত ইতি** এইবার দেবতাগণ বলিলেন,—এই দেহই আমাদের জন্য উত্তমরূপে নির্মিত হইয়াছে। **তাঃ অব্রবীৎ—যথা আয়তনং প্রবিশত ইতি।** পরমেশ্বর দেবতাদিগকে বলিলেন,—তোমরা এই দেহপিণ্ডে যাহার যেটি উপযুক্ত অধিষ্ঠান সেই অধিষ্ঠানে প্রবেশ কর ॥ ৬৬ ॥

৬৭। অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ। আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ। দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্। ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্। চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ। মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ। আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥

ঐতরেয় উঃ। ১। ২। ৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**অগ্নিঃ বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ** বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি লোকপাল অগ্নিদেবতা বাগিন্দ্রিয় হইয়া সেই পুরুষাকৃতি দেহপিণ্ডের মুখে প্রবেশ করিলেন। **বায়ুঃ প্রাণঃ ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ** প্রাণের অধিপতি লোকপাল পবন দেব প্রাণবায়ুরূপে সেই দেহপিণ্ডের নাসিকায় প্রবেশ করিলেন। **আদিত্যঃ চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ** চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অধিপতি লোকপাল সূর্যদেব চক্ষু-ইন্দ্রিয়রূপে দেহপিণ্ডের চক্ষুগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। **দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্** শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি দিক্‌পালগণ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে দেহপিণ্ডের কর্ণে প্রবেশ করিলেন। **ওষধিবনস্পতয়ঃ লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্** স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিপতি ওষধি-বনস্পতি-দেবতাসমূহ লোমরূপে দেহপিণ্ডের ত্বকে প্রবেশ করিলেন। **চন্দ্রমাঃ মনঃ ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ** অন্তঃকরণাধিপতি লোকপাল চন্দ্র মনরূপে দেহপিণ্ডের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। **মৃত্যুঃ অপানঃ ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ** মৃত্যুদেবতা লোকপাল যম অপান ইন্দ্রিয়,—অর্থাৎ পায়ু-ইন্দ্রিয়রূপে নাভিমূলে প্রবেশ করিলেন। **আপঃ রেতঃ ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্** পরবর্তী সৃষ্টির দেবতা প্রজাপতি ব্রহ্মা রেতরূপে দেহপিণ্ডের জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬৭ ॥

৫৩ শ্রুতি হইতে এ পর্যন্ত সৃষ্টি বর্ণনায় শ্রুতি যাহা বলিলেন তাহাতে জানা গেল,—সৃষ্টির পূর্বে একটিমাত্র সৎপদার্থ ছিল, তদতিরিক্ত কিছু ছিল না। সেই সৎপদার্থই ব্রহ্ম-পরমাত্মা-পরমেশ্বর নামে খ্যাত (শ্রীভাগবতম্ ১।২।১১ ॥, ২।৭।৩২ ॥ )। সেই পরমেশ্বর নিজ হইতেই প্রথমে তেজ, জল ও পৃথ্বীতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা বিরাট পুরুষ সৃজন করিলেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিরাট পুরুষের মুখ, চোখ, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গোলক ও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা লোকপালসমূহ সৃষ্ট হইল। ভূলোক, দ্যুলোক, প্রভৃতিও সৃষ্টি হইল। এই সমস্ত লোকপাল ও লোক বিরাট পুরুষের দেহেই অবস্থিত। বিরাট পুরুষের কোনো ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ উপনিষদে দেখা যায় না, তিনি সকলের আশ্রয় মাত্র। এই পর্যন্ত সৃষ্ট পদার্থ সুসূক্ষ্ম তত্ত্ব মাত্র। লোকপালগণ সৃষ্ট হইয়া বিরাট পুরুষদেহরূপ সমুদ্রে ফেনার মত ভাসিতেছিলেন। তাঁহাদের নিজস্ব কোনো চেষ্টা ছিল না। পরমেশ্বর তখন তাঁহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ অভাব-বোধ প্রদান করিলেন, তখন তাঁহারা অভাবের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া দেখিলেন—তাঁহারা যে প্রকার শরীরী অবস্থায় বর্তমান আছেন, তাহাতে কোনো অভাব পূরণ সম্ভব নহে। সে জন্য তাঁহারা, কর্মের দ্বারা অভাব পূরণ করিতে সমর্থ—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রকার দেহ প্রার্থনা করিলে স্রষ্টা পরমেশ্বর গো, অশ্ব ইত্যাদি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—নানাপ্রকার দেহপিণ্ড উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ঐগুলি নানা দোষ-যুক্ত জানিয়া, অথবা ( মতান্তরে ) স্রষ্টা পরমেশ্বরের শ্রীমূর্তির সহিত তুলনা করিয়া ঐগুলি নিকৃষ্ট বুঝিয়া, উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন পরমেশ্বর নিজসদৃশ একটি পুরুষাকৃতি দেহপিণ্ড উপস্থিত করিলেন। লোকপাল দেবতাগণ সন্তুষ্টচিত্তে সেই দেহে প্রবেশ করিলেন। এই প্রবেশ ব্যাপার—জল যেমন শুষ্ক মৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে, সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। প্রথম সৃষ্ট দেহটি ছিল সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র গঠিত, এই দেহটি তদপেক্ষা স্থূল। মূল শ্রুতিতে **পুরুষমানয়ৎ** বাক্য আছে, এই 'আনয়ন করিলেন' অর্থে—সেই স্থলেই সৃষ্টি করিলেন বুঝিতে হইবে।

৬৮। স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতম্, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্, যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্, যদি মনসা ধ্যাতম্, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্, যদ্যপানেনাভ্যপানিতম্, অথ কোঽহমিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি॥

ঐতরেয় উঃ। ১। ৩। ১১॥

**সঃ ঈক্ষত—ইদং মৎ-ঋতে কথং নু স্যাৎ ইতি** স্রষ্টা পরমেশ্বর চিন্তা করিয়া দেখিলেন—এই যে পৃথক, পৃথক, ইন্দ্রিয় ও তাহার দেবতা লোকপাল-গণ একটি দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের যোগাযোগ রক্ষা—আমি ভিন্ন আর কে করিতে পারে? **সঃ ঈক্ষত—যদি বাচা অভিব্যা-হৃতম্** পরমেশ্বর ভাবিয়া দেখিলেন—যদি বাগিন্দ্রিয় অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের সহিত কোনো সংযোগ রক্ষা না করিয়া কেবল বাক্যই বলিয়া চলে, **যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতম্, চক্ষুষা দৃষ্টম্, শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, ত্বচা স্পৃষ্টম্, মনসা ধ্যাতম্, অপানেন অভ্যপানিতম্, শিশ্নেন বিসৃষ্টম্,** নাসিকার প্রাণবায়ু কেবল আঘ্রাণ লইতেই ব্যস্ত থাকে, চক্ষু কেবল দর্শনই করে, কর্ণ শ্রবণ করে, স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শেই ব্যাপৃত থাকে, মন কেবল চিন্তাই করে, অপান কেবল অধোনয়ন করে, শিশ্ন কেবল শুক্রত্যাগই করে **অথ কঃ অহম্ ইতি** তাহা হইলে আমি কে? ( অর্থাৎ আমি কেমন সৃষ্টিকর্তা যে, এমন একটি বস্তু সৃষ্টি করিলাম, যাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অবস্থা একটি নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ভিন্ন কার্যকর কিছু নহে! এরূপ অবস্থায় আমার কথাই বা কে ভাবিবে? অতএব আমি একাংশে ইহাতে প্রবেশ করিয়া এই সমস্তের সংযোগ-সমন্বয় কর্তা হইব)। **সঃ ঈক্ষত—কতরেণ প্রপদ্যা ইতি** পরমেশ্বর চিন্তা করিলেন—এই দেহপিণ্ডের পদপ্রান্ত ও মস্তকপ্রান্ত—এই দুই প্রান্তের কোন প্রান্ত অবলম্বনে আমি এই দেহে প্রবেশ করিব?॥ ৬৮॥

এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে—দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবত পরস্পর পৃথক। এই পৃথক ইন্দ্রিয়গুলিকে পরস্পরের সহযোগী করিয়া কর্মে নিয়োগ করিবার কথা চিন্তা করিয়াই স্রষ্টা পরমেশ্বর আত্মারূপে বিভিন্নাংশে দেহপিণ্ডে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। গীতা ১০। ৪২॥, ১৫। ৭॥

৬৯। স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্ণাম দ্বাঃ, তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথো ইতি।

ঐতরেয় উঃ।১।৩।১২॥

**সঃ এতং এব সীমানং বিদার্য এতয়া দ্বারা প্রপদ্যত** স্রষ্টা ঈশ্বর তখন সেই প্রথম সৃষ্ট দেহের মস্তকসীমা-ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন।* **সা এষা দ্বাঃ বিদৃতিঃ নাম** সেই এই দ্বারটি বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ। **তৎ এতৎ নান্দনম্** আত্মা দেহের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রবেশ করেন বলিয়া এই দ্বারটি আনন্দপ্রদ দ্বার, (মৃত্যুকালে এই পথ দিয়া যদি আত্মার নির্গমন হয়, তবে মোক্ষলাভ হয়)। **তস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ** এই আত্মার তিনটি আবাস স্থান আছে (জাগ্রত অবস্থায় দক্ষিণ চক্ষুতে, নিদ্রাকালে অন্তঃকরণে, সুষুপ্তিকালে হৃদয়-আকাশে। অথবা—শুক্রাশ্রয়ে পিতৃশরীরে, মাতৃগর্ভে ও দেহে।—ইতি শঙ্কর ভাষ্য)। **ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ** জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থায় আত্মা বিষয় ভোগ করেন। **অয়ং আবসথঃ** এই দক্ষিণ চক্ষুতে তিনি অবস্থান করেন, **অয়ং আবসথঃ** এই অন্তঃকরণে তিনি অবস্থান করেন, **অয়ং আবসথঃ ইতি** এই হৃদয়ে তিনি অবস্থান করেন॥ ৬৯॥

* মানবদেহ পঞ্চকোষ-বিশিষ্ট। যেমন কোনো ব্যক্তি পাঁচটি জামা গায় দেয়, সেইপ্রকার জীবাত্মা পঞ্চ-কোষময় দেহে অবস্থান করেন। এই পঞ্চকোষের উপরের দুইটি অন্নময় ও প্রাণময় কোষ বিনাশ হওয়াই মৃত্যু, আর নূতন গ্রহণ করাই জন্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই জন্ম-মৃত্যুতে অপর তিনটি—মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের কোনো পরিবর্তন হয় না। ঐ তিনটি কোষময়-দেহ স্রষ্টা পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্নময় ও প্রাণময় কোষ দুইটি জীবের কর্মানুযায়ী সৃষ্ট হইয়া মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই তিনটি কোষসমন্বিত জীবদেহে সংযোজিত হয়। স্রষ্টা পরমেশ্বর আত্মারূপে, যে দেহপিণ্ডের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন, সেই দেহ-পিণ্ড মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়,—এই তিনটি কোষসমন্বিত দেহ বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে পরে বহু শ্রুতি আলোচিত হইবে। ইতি—লেখক।

৭০। সোঽকাময়ত—বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

তৈত্তিরীয় উঃ।২।৬॥

**সঃ অকাময়ত** সৃষ্টির পূর্বে সেই পরমেশ্বর-ব্রহ্ম কামনা করিয়াছিলেন, **বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি** আমি বহু প্রকারে উৎপন্ন হইব। **সঃ তপঃ অতপ্যত** এই আকাঙ্ক্ষানুযায়ী তিনি কেমন করিয়া বহু হইবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। **সঃ তপঃ তপ্ত্বা ইদং সর্বং অসৃজত** তিনি বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়াই এই সমস্ত সৃজন করিয়াছেন। **যৎ ইদং কিম্ চ** এই যাহা কিছু সমস্তই তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। (খেয়াল খুশিমত যা, তা, একটা কিছু করেন নাই)। **তৎ সৃষ্ট্বা তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ** সমস্ত সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে—(জড় বস্তুতে অসমবায়ী কারণরূপে, এবং জীব দেহে পরমাত্মারূপে) তিনিই অনুপ্রবেশ করিলেন। **তৎ অনুপ্রবিশ্য সৎ চ তৎ চ অভবৎ** তাঁহার সৃষ্ট বস্তুতে তিনি অনুপ্রবেশ করিয়া সৎ=স্থূল বস্তু রূপে প্রকাশ পাইলেন, এবং ঐ বস্তুর 'তৎ'=অসমবায়ী সূক্ষ্ম কারণ হইলেন। অথবা জীবদেহে প্রবেশ করিয়া 'অহংপ্রত্যয়গত সৎ জীবাত্মা' হইলেন এবং দেহেন্দ্রিয়ের অধিপতি 'তৎপদবাচ্য পরমাত্মা' হইলেন। **নিরুক্তং চ**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**অনিরুক্তং চ** যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায়—তাদৃশ বস্তু, ও অহং-প্রত্যয়-গত জীবাত্মা হইলেন, এবং যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বুঝানো যায় না, সেই অনিরুক্ত—অসমবায়ী কারণ পরমাত্মাও হইলেন। **নিলয়নং চ অনিলয়নং চ** দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আশ্রয় রূপে সর্বপ্রকার স্থষ্টবস্তুর পরমাশ্রয় হইলেন, এবং দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আশ্রিত পদার্থও হইলেন। **বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ** বিজ্ঞানময় পরমাত্মা হইলেন, ও অবিজ্ঞানযুক্ত জীবাত্মা হইলেন। চেতন পদার্থ হইলেন, এবং জড় পদার্থও হইলেন। **সত্যং চ অনৃতং চ** সত্যও হইলেন, মিথ্যাও হইলেন; (সত্য পুরুষ হইলেন, মিথ্যা প্রকৃতিও হইলেন; নিত্য ও অনিত্য দুই-ই হইলেন)। **সত্যং অভবৎ** প্রকৃতই তিনি এই প্রকার হইয়াছেন। তাঁহার স্থষ্ট সমস্তই সত্যরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে, কারণ তিনিই জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। (সত্য শব্দের তাৎপর্য ২৯ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। **তৎ সত্যং ইতি আচক্ষতে** (যেহেতু সেই ব্রহ্মই এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, সেহেতু) এই স্থষ্ট জগৎকেও ব্রহ্মবিদ্গণ সত্যই বলিয়া থাকেন। **তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি** এই বিষয়ে এই একটি মন্ত্র আছে,— ॥ ৭০ ॥

দ্রষ্টব্য :—এই শ্রুতি ব্যাখ্যায় যে 'অসমবায়ী কারণ'-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য,—আকার বিশিষ্ট বস্তুতে যে কারণটি বর্তমান থাকায়, বস্তুর উপাদানগুলি একত্রিত হইয়া ঐ বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে, এবং যাহা অন্তর্হিত হইলে উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া বস্তুটির অস্তিত্ব ঐ বস্তুরূপে থাকে না, সেই কারণটিকে ন্যায়-দর্শন 'অসমবায়ী কারণ' বলিয়াছেন। বেদান্ত মতে উহাকে 'বিষয়-চৈতন্য' বলেন। ইতি—লেখক ॥

৭১। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে ॥ ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥

তৈত্তিরীয় উঃ।২।৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ইদং অগ্রে অসৎ বৈ আসীৎ** এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বে অসৎরূপেই ছিল। **ততঃ বৈ সদজায়ত** সেই অনভিব্যক্ত হইতে এই অভিব্যক্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। (শূন্যবাদিগণ তাঁহাদের মতস্থাপনে এই শ্রুতি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি—লেঃ)। **তৎ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত** সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম নিজেকে নিজেই এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। **তস্মাৎ তৎ সুকৃতং উচ্যতে** এই কারণেই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহাকে স্বয়ং-কর্তা—অর্থাৎ অপর কোনো কিছুর সাহায্য না লইয়া স্বয়ংই কর্তা (উপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি) হইয়াছেন বলা হয়। অথবা—যেহেতু 'ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ', সেহেতু তিনি বিশ্বসৃষ্টি সুন্দর ভাবেই করিয়াছেন॥

**যৎ বৈ তৎ সুকৃতম্** যাহা কিছু সৃজন করা হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপেই করা হইয়াছে, কারণ—**সঃ বৈ রসঃ** স্রষ্টাব্রহ্ম রসস্বরূপ। **অয়ং রসং হি এব লব্‌ধ্বা আনন্দী ভবতি** এই জীব সেই রসকেই লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। (রসব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আবার সেই পরিণত বস্তুতে অবিকারী পরমাত্মা বা অসমবায়ী কারণরূপে বর্তমান থাকায় ভেদবুদ্ধি বিশিষ্ট অজ্ঞানজীব জাগতিক বস্তুতেও আনন্দ-রস পায়)। **যৎ এষঃ আকাশ-আনন্দঃ ন স্যাৎ কঃ হি এব অন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ** যদি এই সর্ববস্তু-ব্যাপী আকাশবৎ আনন্দ-ব্রহ্ম না থাকিতেন, তবে কোন জীব কেবলমাত্র প্রাণ-অপান-ক্রিয়া পরিচালনা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিত? **এষঃ এব আনন্দয়াতি** এই আনন্দরসব্রহ্ম সমস্ত জীবকে আনন্দিত করেন (বলিয়াই জীব এ সংসারে আরও আনন্দের আশায় বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। কিন্তু জীব এই স্থূল জগতে অনিত্য সুখ-দুঃখ মিশ্রিত বস্তু হইতে আনন্দ লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া দুঃখ পায়)। **হি যদা এব এষঃ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্মে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে** (এই সুখ ও আনন্দের প্রকৃত তত্ত্ব-রহস্য শাস্ত্রবিচার ও গুরু উপদেশে অবগত হইয়া) সাধক যখন এই প্রাকৃতচক্ষুর অগোচর, অশরীরী, অনির্বাচ্য, অনাশ্রিত, (অর্থাৎ—সর্ববিষয়ে নিরপেক্ষ) আনন্দব্রহ্মে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে **অথ সঃ অভয়ং গত ভবতি** তখন সেই সাধক অভয়পদ প্রাপ্ত হয়। **যদা এব হি এষঃ এতস্মিন্ উৎ অরং অন্তরং কুরুতে** পক্ষান্তরে—যতকাল পর্যন্ত সাধকের মনে এই সর্বব্যাপী ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে অল্পমাত্র সংশয় বা ভেদবুদ্ধি থাকিবে, **অথ তস্য ভয়ং ভবতি** ততকাল তাহার নানাপ্রকার ভয় থাকিবে। **তু অমন্বানস্য বিদুষঃ তৎ এব ভয়ং** আশ্চর্যের বিষয়—বেদাদি শাস্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অধ্যয়ন করিয়াও যে সমস্ত বিদ্বান্ ব্রহ্মের আনন্দরসময় স্বরূপটিকে মানেন না, তাঁহাদের পক্ষে সেই ব্রহ্মই (দণ্ডদাতারূপে) ভয়স্বরূপ হন। **তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি** ব্রহ্মের এই দণ্ডদাতাস্বরূপ সম্পর্কে এই একটি মন্ত্র আছে,—॥৭১॥

৭২। ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ইতি।

তৈত্তিরীয় উঃ। ২।৮॥

**অস্মাৎ ভীষা বাতঃ পবতে** মহারুদ্র ব্রহ্মের (৭১।) ভয়ে পবনদেব সর্বদা বায়ু প্রবাহিত রাখেন। **ভীষা সূর্যং উদেতি** তাঁহারই ভয়ে সূর্যদেব নিয়মিতভাবে উদিত হইয়া জগতে আলোক ও তাপ প্রদান করেন। **অস্মাৎ ভীষা অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ** তাঁহারই ভয়ে লোকপাল অগ্নি প্রকাশিত হইয়া প্রজ্বলিত হন, ইন্দ্র মেঘসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন, **পঞ্চমং মৃত্যুঃ ধাবতি** পঞ্চম-লোকপাল যম স্বকার্য করেন॥ ৭২॥

৭৩। স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ২।১।২০॥

**যথা ঊর্ণনাভিঃ তন্তুনা উচ্চরেৎ** যেমন মাকড়সা তাহার নাভি হইতে তন্তু বাহির করিয়া তদ্দ্বারা জাল প্রস্তুত করত সেই জাল অবলম্বনে ভ্রমণ করে, এবং **যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ বি-উচ্চরন্তি** যেমন বৃহৎ অগ্নি হইতে বহু ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, **এবম্ এব সঃ অস্মাৎ আত্মনঃ** সেই প্রকারেই স্রষ্টা-পরমেশ্বর তাঁহার স্বরূপ হইতেই **সর্বে প্রাণাঃ, সর্বে লোকাঃ, সর্বে দেবাঃ, সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি** সমস্ত জীবের (দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ ও) প্রাণ-সমূহ, জীবের কর্মানুযায়ী ভোগস্থান স্বর্গাদি লোকসমূহ, ইন্দ্রিয়ের অধিপতি দেবতা ও লোকপাল-দেবতাদিগকে, এবং জড় ভূতবর্গ উৎপন্ন করিয়া, যাহার যে উপযুক্ত স্থান সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত করেন। **তস্য উপনিষৎ** সেই ব্রহ্মের সমীপে লইয়া যায় যে জ্ঞান—তাহা হইতেছে—**সত্যস্য সত্যম্ ইতি** সমস্ত সত্যপদার্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সত্যতার একমাত্র কারণ ও আশ্রয় সেই ব্রহ্মই চরম সত্য,—এই প্রকার জ্ঞান। **প্রাণাঃ বৈ সত্যম্** এই যে প্রাণ অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ, ( লোকসমূহ, দেবতাগণ, চিৎ-অচিৎ ভূতবর্গ, )—ইহাও নিশ্চয়ই সত্য। **তেষাং এষ সত্যম্** এই সমস্ত সত্য পদার্থের পরম সত্য সেই ব্রহ্মই ॥ ৭৩ ॥

এই শ্রুতিটি সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রুতিতে ঊর্ণানাভির তন্তু দ্বারা জাল প্রস্তুত দৃষ্টান্তে প্রাকৃত-জগৎ সৃষ্টি বুঝাইয়াছেন। মাকড়সা যেমন তাহার নিজ দেহ হইতেই সূত্র বাহির করিয়া জাল নির্মাণ করে, আবার প্রয়োজনমত ঐ জালের সুতা নিজের দেহাভ্যন্তরে গুটাইয়া লয়, তেমনি মূল প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। সৃষ্টি কালে তাঁহা হইতেই প্রকৃতি বিস্তার লাভ করিয়া অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেন। মাকড়সার জালের সূত্র যেমন মাকড়সার নাভিদেশে ধৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া মাকড়সা তাহার জাল নিজাভ্যন্তরে গুটাইয়া লইতে পারে, তেমনি মূল প্রকৃতি স্রষ্টা-ব্রহ্মের অভিন্ন-শক্তি নিবন্ধন প্রলয় কালে সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্মেই লয় হয়।

অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্তে জীবের আত্মচৈতন্য-সৃষ্টি বুঝাইয়াছেন। বৃহৎ অগ্নি হইতেছেন ব্রহ্ম, আর জীবাত্মা তাঁহার স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। স্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র ও যোগ্যতায় পৃথক হইলেও উপাদান ও তত্ত্বে তাহার উৎপত্তিস্থল অগ্নি হইতে অভিন্ন। তেমনি জীবও ব্যবহারিক যোগ্যতায় ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন হইলেও তত্ত্বত অভিন্ন।

এ বিষয়ে পরবর্তী শ্রুতি চতুষ্টয় চিন্তনীয়, তৎসহ ১৬৪ ও ১৬৫ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।—

৭৪। ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥

কঠ উঃ। ২।৩।১ ॥

ঋষি যম নচিকেতাকে বলিতেছেন:—**এষঃ সনাতনঃ অশ্বত্থঃ** এই যে ‘প্রবাহন্যায়ে’ * অনাদি-অনন্ত কাল-স্থিত অশ্বত্থ-বৃক্ষ সদৃশ বিশ্ব-প্রপঞ্চ, ইহার

* ‘প্রবাহ ন্যায়’ :—প্রবহমান নদীর জল কোথাও মুহূর্তকাল স্থির না থাকিয়া স্থান-কাল অতিক্রম করিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, নদীতীরে দণ্ডায়মান ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ঊর্ধ্ব মূলঃ অবাক্-শাখঃ** মূল ঊর্ধ্বে ( আনন্দ-ব্রহ্মে—১২১ শ্রুতি ) প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিম্নে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ( যে ভূমিতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই ভূমির রসেই বৃক্ষ সঞ্জীবিত থাকিয়া বর্ধিত হয়, বিনাশকালে সেই ভূমিতেই লয় হয়। সেই প্রকার এই বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে, শেষে তাঁহাতেই লয় হইতেছে। মূল ভূমির সহিত যেমন বৃক্ষের সর্বাংশের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে, তেমনি ব্রহ্মের সহিত বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্বাংশের অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে। ) **তৎ এব শুক্রং, তৎ ব্রহ্ম, তৎ এব অমৃতং উচ্যতে** এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলভূমি ঐ ব্রহ্ম পরম শুদ্ধ, নিত্য-সত্য এবং অমৃত ( আনন্দময় ) বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে কথিত হন। **তস্মিন্ সর্বে লোকাঃ শ্রিতাঃ** ( যদিও স্বর্গ, মর্ত্যাদি লোক সমূহ পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, তথাপি ) সমস্ত লোকই ঐ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। ( অতএব স্বর্গাদি লোকসমূহ তত্ত্বত অভেদ। ) **তৎ উ কঃ চন ন অত্যেতি** সেই জন্যই কোনো লোকের অধিবাসীই সেই ব্রহ্মকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ( অর্থাৎ—ব্রহ্ম যখন সকলেরই আশ্রয়, এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনো পদার্থই যখন নাই, তখন তাঁহাকে অতিক্রম করা সম্ভব নহে, ১৭২ শ্রুতি। ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত, অতএব তাঁহাকে কেহ জানিয়াও শেষ করিতে পারেন না, ১২৬-১২৮ শ্রুতি দ্রষ্টব্য। সেই জন্য কোনো ব্যক্তির জ্ঞানের দ্বারাও ব্রহ্ম অতিক্রান্ত হন না। ) হে নচিকেতা, **এতৎ বৈ তৎ** ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ ॥

---

যেমন দেখে, তাহার সম্মুখে নদী একই ভাবে বর্তমান আছে, কোনো পদার্থের এই প্রকার অনুভবের ব্যাপারকে 'প্রবাহন্যায়'-এ অনুভব বলা হয়। বনে বহু বৃক্ষ জন্মাইয়া বড় হয়, নাশ-প্রাপ্ত হয়। দুই চারিটি বৃক্ষের বিনাশে যেমন বন নাশ-প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে বহু কিছু নিত্য নূতন সৃষ্টি হইতেছে, নাশও হইতেছে। এই সৃষ্টি ও বিনাশ ব্যাপার বুকে করিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চ অনাদি কাল হইতেই আছে, অনন্ত কাল থাকিবে। বিশ্বের এই প্রকার স্থিতিকেই দার্শনিক ভাষায় 'প্রবাহন্যায়ে স্থিতি' বলা হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই 'প্রবাহন্যায়'-এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অশ্বত্থঃ = অ+শ্বঃ+থঃ= না+আগামীকল্য+থাকিবে=আগামী কালে যাহা থাকিবে না—অর্থাৎ, অনিত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৭৫। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।

শ্বেতাশ্বতর উঃ।৬। ১৪॥

**নিত্যানাং নিত্যঃ, চেতনানাং চেতনঃ** নিত্য পদার্থসমূহের যিনি নিত্য, চেতন পদার্থ-সমূহের যিনি চৈতন্য বা চেতয়িতা, **যঃ একঃ বহূনাং কামান্ বিদধাতি** যিনি এক-অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের বহুবিধ কাম্য ভোগ-বিধান করেন, **তৎ কারণং সাংখ্য-যোগ-অধিগম্যং দেবং জ্ঞাত্বা** সেই সর্বকারণের কারণ, জ্ঞান ও যোগ সাধনের দ্বারা জ্ঞাতব্য পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সাধক **মুচ্যতে সর্বপশৈঃ** সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হন॥ ৭৫॥

এই শ্রুতি যাহা বলিলেন তাহাতে নিত্য বস্তু বহু আছে—এই প্রকার বুঝা যায়। অদ্বৈতবাদী মতে উহা প্রবাহন্যায়ে নিত্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী বৈষ্ণব-আচার্য ও শ্রীমদ্ভাগবত মতে শ্রীভগবানের পার্ষদগণ ও তাঁহার ধাম নিত্য। প্রকৃতি ও প্রাকৃত দেহাশ্রিত আত্মাও নিত্য (গীতা ১৩। ১৯-২০॥)। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রলয় হইলেও ভগবৎ-ধাম, ধামস্থিত পার্ষদগণ, মূল প্রকৃতি ও জীবাত্মার অস্তিত্ব বিলোপ হয় না। প্রলয়ে ভগবৎ-ধাম ও পর্ষদগণ নিত্য স্বরূপেই থাকেন। প্রকৃতি ও প্রাকৃত বিশ্বের অন্তর্গত আত্মাগুলি কারণব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে মাত্র।

এই শ্রুতির অনুরূপ শ্রুতি কঠোপনিষদেও আছে। ৩১০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

৭৬। য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ১॥

**যঃ একঃ জালবান্** যে এক মহামায়াবী (গীতা ৭।১৪॥) **ঈশনীভিঃ ঈশতে** নিজ শক্তি প্রভাবে সকলকেই পরিচালন ও শাসন করেন, **যঃ**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**একঃ এব সর্বান্ লোকান্ সম্ভবে উদ্ভবে চ ঈশনীভিঃ ঈশতে** যিনি একাই তাঁহার অনন্ত শক্তিদ্বারা নিজের ইচ্ছামত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং তাঁহার সৃষ্ট জগতে যে কেহ যত শক্তি ও বিভূতি লাভ করুক না কেন,—তাহাকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। **এতৎ যে বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি** সেই মহাশক্তিমান্ মায়াবীকে যাঁহারা জানিতে পারেন তাঁহারা অমর হন ॥ ৭৬ ॥

৭৭। একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ।৩।২ ॥

**রুদ্রঃ হি একঃ** সেই মহাভয়ঙ্কর রুদ্র এক অদ্বিতীয়, **দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ** (এই সৃজন, পালন ও সংহার কার্যের জন্য) অপর কাহারও অপেক্ষা তিনি করেন না। **যঃ ইমান্ লোকান্ ঈশনীভিঃ ঈশতে** যে রুদ্রপরমেশ্বর স্বীয় শক্তিবলে এই সমস্ত লোক শাসন-সংরক্ষণ করেন, **জনান্ প্রত্যক তিষ্ঠতি** তিনিই সর্বজীবের অন্তর্যামীরূপে (জীবহৃদয় গুহায়) অবস্থান করেন। **বিশ্বা ভুবনানি সংসৃজ্য গোপাঃ** তিনি অনন্ত বিশ্ব সৃজন করিয়া প্রতি বিশ্বে চতুর্দশভুবন সৃষ্টি করত তৎ সমুদয়ের পালক হইয়াছেন। **অন্তকালে সঞ্চুকোপ** অন্তকাল—অর্থাৎ প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে (জেলের জাল গুটানোর মত) সমস্ত সৃষ্টি গুটাইয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন, (অর্থাৎ তাঁহার নির্বিশেষ স্বরূপে লয় হইয়া অব্যক্ত রূপে অবস্থান করে) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। ৩। ৩॥

**বিশ্বতঃ-চক্ষুঃ উত বিশ্বতঃ-মুখঃ বিশ্বতঃ-বাহুঃ উত বিশ্বতঃ-পাৎ** এই বিশ্বে যত চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাবয়ব দেখা যায়, সমস্তই সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্রষ্টা পরমেশ্বরের সম্পদ। **একঃ দেবঃ দ্যাবা-ভূমী জনয়ন্** এক-অদ্বিতীয় পরমেশ্বর স্বর্গ, মর্ত্যাদি লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়া (সেই লোকসমূহে যাহারা বাস করিবে তাহাদের চৈতন্যময় আত্মা সৃষ্টি করত ৭৩ শ্রুতি দ্রষ্টব্য) **পতত্রৈঃ বাহুভ্যাং সংধমতি** (সেই শুদ্ধাত্মায় প্রাকৃত উপাদানে গঠিত) চরণ, বাহু, প্রভৃতি অবয়ব সংযোজনা করেন ॥৭৮॥

অভিনয়-কালে অভিনেতারা যে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, উহা যেমন অভিনেতাদের নিজস্ব সম্পদ নহে, তেমনি জীবাত্মার প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় এমন কি আনন্দময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি পাঁচটি কোষ পর্যন্ত—কোনো কিছুই জীবাত্মার নিজস্বরূপভূত নহে। ঐগুলি সবই স্রষ্টা পরমেশ্বরের পৃথক সৃষ্ট বস্তু। পরমেশ্বর এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি করিয়া সেখানে অভিনয় করিবার জন্য নিজ চৈতন্য-স্বরূপ হইতে চৈতন্যময় অসংখ্য আত্মা সৃষ্টি করিয়া, সেই আত্মায় পোষাক-সদৃশ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি সমন্বিত পাঁচটি কোষ পরাইয়া দিয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রেরণ করিয়াছেন। এই শ্রুতি তাহাই জানাইলেন। প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ের উপাদান যে পরমেশ্বরের মায়াশক্তির কার্য, তাহাও বলা হইল।

এক্ষণে এই শ্রুতির আরও একটা দিক বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তির হাত নাই সে হাতা-সমন্বিত জামা গায় দিতে পারে না, যাহার পা নাই সে পায়জামা পরিতে পারে না, যাহার চোখ নাই তাহার চশমা কার্যকর হয় না। জীবাত্মা শুদ্ধস্বরূপে যদি দেহাবয়ব ও ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা না থাকিত, তবে তাহাতে এই প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় সংযোজনা সম্ভব হইত না। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয়—অপ্রাকৃত শুদ্ধাত্মায় অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়-যোগ্যতা আছে। এ বিষয়ে ১৪৭ ও ২৪১ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

রঙ্গমঞ্চে যাহারা অভিনয় করে তাহারা অভিনয়ের গ্রন্থ ও অভিনয়-শিক্ষকের নির্দেশ মত অভিনয় করে, নিজের ইচ্ছামত কিছু করে না, করিতে পারেও না। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন :—

৭৯। নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ ।৩।১৮ ॥

**স্থাবরস্য চরস্য চ সর্বস্য বশী** স্থাবর—বৃক্ষাদি, জঙ্গম—মনুষ্যাদি, সকলেই যাঁহার বশীভূত,—সেই সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর (পরমাত্মা রূপে) **নবদ্বারে পুরে**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্থাবর-জঙ্গম—সমস্ত জীবের নবদ্বার-যুক্ত দেহপুরে অবস্থান করত **দেহী হংস বহিঃ লেলায়তে** দেহধারী অজ্ঞান-নাশ-সমর্থ জীবাত্মাকে অজ্ঞানের বিষয় সংসার ভোগে প্রবৃত্ত করেন ॥ ৭৯ ॥

এ পর্যন্ত শ্রুতি যাহা বলিলেন তাহাতে জানা গেল—এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের নির্মাতা—এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। এই সৃষ্টি ব্যাপারে যাহা কিছু প্রয়োজন সব তিনি নিজ হইতেই উৎপন্ন করিয়া লইয়াছেন। অতএব চিৎ ও জড় যাহা কিছু পদার্থ সবই তিনি। এই রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, প্রযোজনকর্তা, দ্রষ্টা ও ভোক্তা—একমাত্র পরমেশ্বর। (১৬৭, ১৬৯ শ্রুতি ও গীতা ১০।৮।, ১৩।২২।, ৯।২৪।) সেই পরমেশ্বর পরমাত্মারূপে স্থাবর-জঙ্গম—সর্ববিধ দেহপুরীতে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাঁহাকে আমরা দেখিতে ও জানিতে পারি না কেন,—তদ্বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন :—

৮০। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-<br>
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।<br>
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্<br>
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

কঠ উঃ ২।১।১ ॥

**স্বয়ম্ভূঃ পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ** স্রষ্টা পরমেশ্বর প্রাকৃত উপাদানে গঠিত জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে (অপ্রাকৃত বিষয়ের উপলব্ধি-যোগ্যতা না দিয়া) হিংসা করিয়াছেন। **তস্মাৎ পরাঙ্, পশ্যতি, ন তু অন্তরাত্মন্** সেই জন্যই জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের প্রাকৃত বস্তু অনুভব করিতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত অন্তরাত্মাকে জানিতে পারে না। **কশ্চিৎ ধীরঃ অমৃতত্বং ইচ্ছন্ আবৃত্ত-চক্ষুঃ প্রত্যক্-আত্মানং ঐক্ষৎ** কদাচিৎ কোনো বিবেকী ব্যক্তি অমৃতত্ব (ব্রহ্মানন্দ) লাভের আশায় প্রাকৃত বিষয় দর্শনাকাঙ্ক্ষা (ভোগাকাঙ্ক্ষা) ত্যাগ করিয়া সেই প্রতি-জীবহৃদয়স্থিত পরমাত্মার দর্শন পান ॥ ৮০ ॥

এই শ্রুতি জানাইলেন,—পরমাত্মা-পরমেশ্বর-আনন্দব্রহ্মকে উপলব্ধির যোগ্যতা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও তাহার ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশ থাকিলে সেই পরতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে না। জীবাত্মার শুদ্ধ স্বরূপনিষ্ঠ যে জ্ঞানযোগ্যতা আছে, তাহার দ্বারাই ব্রহ্ম 'দ্রষ্টব্য'শ্রোতব্য মন্তব্য'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৮১। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥

মুণ্ডক উঃ।৩।১।১ ॥

**সযুজা সখায়া দ্বা সুপর্ণা** একত্রে অবস্থানকারী ও একই আত্মা নামধারী সুন্দর সবল পক্ষবিশিষ্ট দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) **সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে** (জীবদেহ রূপ) একই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। **তয়োঃ অন্যঃ স্বাদু পিপ্পলং অত্তি** এই দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি জীবাত্মা, দেহবৃক্ষের ফল—কর্মসমূহ স্বাদু মনে করিয়া ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। **অন্যঃ অনশ্নন্ অভিচাকশীতি** অপর পক্ষী—পরমাত্মা, দেহবৃক্ষের ফল—কর্ম-জনিত সুখ-দুঃখ কিছুই ভোগ করেন না, (তিনি জীবাত্মার কামনানুযায়ী তাহার ভোগনিষ্পাদনপূর্বক জীবাত্মার সেই কর্মভোগ) দর্শন করেন॥ ৮১॥

এই শ্রুতিতে আত্মাকে সুপর্ণ বলার তাৎপর্য—পাখি ও তাহার আশ্রয় গাছ যেমন পরস্পর বিজাতীয় ভিন্ন পদার্থ,—আত্মা ও দেহও সেই প্রকার ভিন্ন পদার্থ। পাখির স্বাভাবিক পাখা সবল থাকিলে সে ইচ্ছা করিলেই তাহার আশ্রয় গাছ হইতে উড়িয়া যাইতে পারে। সেইপ্রকার আত্মার আত্মজ্ঞান রূপ পাখা স্বাভাবিক ও শক্তিশালী। জীবাত্মার অজ্ঞান দূর হইলেই সে ইচ্ছামত এই দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া উড়িয়া যাইতে পারে। জীবদেহ ও সংসারকে বৃক্ষ বলা হয়, তাহার কারণ—'বৃশ্চ্যতে ইতি বৃক্ষঃ'=ছেদন করা যায় যাহা তাহা বৃক্ষ। জ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা ছেদন করা যায় বলিয়া দেহ ও সংসারকে বৃক্ষ বলা হইয়াছে।

৮২। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

মুণ্ডক উঃ।৩।১।২॥

**পুরুষঃ সমানে বৃক্ষে নিমগ্নঃ** (পরমাত্মার সহিত) জীবাত্মা একই দেহবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকিয়াও—(যেহেতু জীবাত্মা দেহ ও কর্মফলে আসক্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সেহেতু সেই দেহ ও কর্মের উপরে ) **অনীশয়া** নিজের কোনো কর্তৃত্ব না থাকায় **মুহ্যমানঃ শোচতি** নানাপ্রকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। **যদা জুষ্টং অন্যং ঈশং অস্য ইতি মহিমানং পশ্যতি** যখন সেই জীবাত্মা ধার্মিক-জ্ঞানিগণ সেবিত, তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত অপরপক্ষী পরমাত্মা ও পরমাত্মার এই বিশ্বব্যাপী অপার মহিমা দেখিতে পায়, তখন সে **বীতশোকঃ** দুঃখময় এই সংসার হইতে মুক্ত হয়॥ ৮২॥

**পঞ্চ কোষ-বিজ্ঞান ঃ—**

৮৩। ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা—
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥

তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মেবোত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

তৈত্তিরীয় উঃ। ২।১।২॥

**ব্রহ্মবিৎ পরং আপ্নোতি** বেদতত্ত্ববিৎ সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। **তৎ এষা অভ্যুক্তা** সেই পরমতত্ত্ব সম্পর্কে বেদে এই মন্ত্রটি কথিত হইয়াছে,— **সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম** সর্বদা অব্যভিচারী, বা একরূপে যিনি বর্তমান, যিনি জ্ঞানময়, বা অববোধস্বরূপ, যিনি দেশ ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন—তিনিই ব্রহ্ম। **যঃ পরমে ব্যোমন্ গুহায়াং নিহিতং বেদ** যে সাধক অনন্ত আকাশাদি সর্বব্যাপী তাঁহাকে স্বীয় হৃদয়-গুহায় অবস্থিতরূপে জানেন, **সঃ বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সর্বান্ কামান্ সহ অশ্নুতে ইতি** সেই প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞানী সেই ব্রহ্মজ্ঞান সাহায্যে অথবা সেই পরমেশ্বরের কৃপায় সমস্ত কামনীয় ভোগ্য-পদার্থ যুগপৎ ভোগ করিতে পারেন ( ২৪৩ দ্রষ্টব্য )।

**তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ** সেই এই আত্মা-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। **আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধীভ্যঃ অন্নং, অন্নাৎ পুরুষঃ** আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকা, মৃত্তিকা হইতে যব, গম, ধান প্রভৃতি ওষধী, ওষধী হইতে জীবের খাদ্য, খাদ্য হইতে আত্মার আবাসস্থান এই দেহপুরী উৎপন্ন হইয়াছে।

**সঃ বৈ এষঃ পুরুষ অন্নরসময়ঃ** উক্ত এই পুরুষ ( অর্থাৎ অন্নময়কোষ ) অন্নের সার হইতে উৎপন্ন। **তস্য ইদং এব শিরঃ** তাহার এইটি মস্তক। **অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ** এই দক্ষিণ হস্ত হইতেছে পক্ষীসদৃশ পুরুষের দক্ষিণ পক্ষ। **অয়ং উত্তরঃ পক্ষঃ** এই বাম হস্ত পুরুষের বাম পক্ষ। **অয়ং আত্মা** এই দেহ-স্কন্দ তাহার মধ্যভাগ। **ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা** এই দেহের নিম্নভাগ তাহার পুচ্ছ, উক্ত নিম্নভাগ পদাশ্রয়েই সে প্রতিষ্ঠিত থাকে। **তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি** এ বিষয়ে এই একটি মন্ত্র আছে—॥৮৩॥

৮৪। অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে, যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্, তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি, যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্, তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে, জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি, তস্মাদন্নং তদুচ্যতে॥ ইতি॥
তৈত্তিরীয় উঃ।২।১।৩॥

**যাঃ কাঃ চ প্রজাঃ পৃথিবীং শ্রিতাঃ** এই যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম পৃথিবীতে বর্তমান, অথবা—এই যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বর্তমান, **অন্নাৎ বৈ প্রজায়ন্তে** তাহারা সকলেই অন্ন ( খাদ্য ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। **অথো অন্নেন এব জীবন্তি** সেই জন্য তাহারা অন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অবলম্বনেই বাঁচিয়া থাকে। **অথ অন্ততঃ এনৎ অপিযন্তি** এবং এই কারণেই অন্তকালে তাহারা অন্নেই পর্যবসিত হয়। ( অর্থাৎ—খাদ্য গ্রহণে গঠিত দেহ বিনাশ হইলে, খাদ্যের উপাদান যে পঞ্চভূত, সেই পঞ্চভূতেই দেহ মিশিয়া যায় )। **হি অন্নং ভুতানাং জ্যেষ্ঠম্** এই পঞ্চভূতে দেহ মিশিয়া যাইবার কারণ,—অন্নের উপাদান ভূতপঞ্চক স্থাবর-জঙ্গম দেহ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে। ( দেহ রূপ কার্য-পদার্থ তাহার উপাদানকারণ ভূতপঞ্চকে মিশিয়া যাইবে বা লয় প্রাপ্ত হইবে, হইা উপাদানকারণ ও তাহার কার্যের স্বভাব। ) **তস্মাৎ সর্ব-ঔষধং উচ্যতে** এইজন্যই উপযুক্ত খাদ্যকে দেহের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি যন্ত্রণা নিবারক ঔষধ বলা হয়। **যে অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে তে সর্বং অন্নং বৈ আপ্নুবন্তি** যে সমস্ত ব্যক্তি এই অন্নকেই জগৎ-জীবের মূল কারণ বলিয়া উপাসনা করেন, সেই অন্নব্রহ্মবাদিগণ তাঁহাদের কাম্য সমস্ত অন্নই প্রাপ্ত হন। ( বর্তমান জড় বিজ্ঞানীরা এই অন্নব্রহ্মেরই উপাসক। ইতি—লেখক )

অন্নব্রহ্মের উপাসনায় কেন সর্বান্ন প্রাপ্তি হয়, তাহার কারণ বলিতেছেন,—**অন্নং হি ভুতানাং জ্যেষ্ঠং তস্মাৎ সর্বৌষধং উচ্যতে** ( যেহেতু ) পঞ্চভূতের বিকার অন্ন—জীবদেহ সৃষ্টির পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং অন্নই দেহরক্ষার ঔষধ, ( সেহেতু অন্নতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে দেহরক্ষার উপযুক্ত অন্ন উৎপন্ন করিয়া সমৃদ্ধিমান হওয়া যায় )। **অন্নাৎ ভুতানি জায়ন্তে** খাদ্য হইতেই দেহ উৎপন্ন হয়, **জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে** উৎপন্ন দেহ অন্নের দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিতেছেন,—

**অদ্যতে চ অত্তি চ** ভক্ষিত হয়, এবং সেই ভক্ষণকারীকেও শেষে ভক্ষণ করে, **তস্মাৎ তৎ অন্নং উচ্যতে** সেই জন্যই উহাকে অন্ন বলে। ( পাঞ্চভৌতিক খাদ্য হইতে দেহ উৎপন্ন হয়, মৃত্যুতে দেহ পঞ্চভূতে লয় হয়, সেইজন্য খাদ্যের নাম অন্ন ) ॥৮৪॥

৮৫। তস্মাৎ বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষ-বিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥

তৈত্তিরীয় উঃ ।২।২।১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তস্মাৎ বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ অন্যঃ** পূর্ববর্তী দুইটি শ্রুতিবাক্যে কথিত অন্নরসময় পিণ্ডাকৃতি দেহ হইতে পৃথক, **অন্তরঃ** অথচ ঐ অন্নরসময় দেহপিণ্ডের অভ্যন্তরে স্থিত আর একটি **প্রাণময়ঃ আত্মা** বায়ুতত্ত্বের পরিণামভূত দেহ আছে। **তেন এষঃ পূর্ণঃ** সেই প্রাণময় দেহের দ্বারাই এই অন্নময় দেহ পূর্ণ। **সঃ বৈ এষঃ পুরুষবিধঃ এব** ( এই অন্নময় দেহকোষ বিনষ্ট হইলেও ) সেই প্রাণময় দেহ, এই অন্নময়দেহের মতই হস্তপদাদিবিশিষ্ট ( হইয়া থাকিয়া যায় ) **তস্য পুরুষবিধতাং অনু অয়ং পুরুষবিধঃ** এই প্রাণময় কোষটির আকৃতি তাহার অন্নময় কোষের অনুরূপই হইয়া থাকে। **তস্য প্রাণঃ এব শিরঃ** এই প্রাণময় দেহকোষটির প্রাণবায়ু হইতেছে মস্তক। **ব্যানঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ** ব্যান বায়ু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ—অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত। **অপানঃ উত্তরঃ পক্ষঃ** অপান বায়ু বাম হস্ত। **আকাশঃ আত্মা** সমান বায়ু দেহের মধ্যভাগ। **পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা** পৃথ্বীতত্ত্ব, বা পৃথ্বীতন্মাত্র, অথবা বায়ুসমূহের ধারয়িত্রী দেবতা পৃথিবী—এই প্রাণময় দেহকোষের স্থিতি সম্পাদক পুচ্ছ, বা চরণ। **তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি** এ বিষয়ে এই একটি মন্ত্র আছে—॥৮৫॥

৮৬। প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি, মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি, যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে ॥ ইতি ॥

তৈত্তিরীয় উঃ ।২।২।২।

**দেবাঃ প্রাণং অনু প্রাণন্তি** ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি দেবতাগণ মুখ্যপ্রাণ-বায়ুদেবতার অধীনেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ক্রিয়াশীল করিয়া থাকেন। ( এই জন্যই ) **যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ** যত মনুষ্য, পশু, প্রভৃতি জীব আছে—তাহারা সকলেই প্রাণবায়ু-দ্বারাই ক্রিয়াশীল হইয়া বাঁচিয়া থাকে। **হি প্রাণঃ ভূতানাং আয়ুঃ** কারণ এই প্রাণই স্থূলদেহধারী জীবসমূহের পরমায়ু, **তস্মাৎ সর্ব-আয়ুষং উচ্যতে** সেই জন্যেই প্রাণবায়ুকেই সমস্ত জীবের জীবন বা আয়ু বলা হয়। **যে প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে** যাঁহারা ( স্থূল অন্নব্রহ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম এই ) প্রাণকেই ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, **তে সর্বং আয়ুঃ যন্তি এব** তাঁহারা মানুষের প্রাপ্য পূর্ণায়ু লাভ করেন। **হি প্রাণঃ ভূতানাং আয়ুঃ** কারণ প্রাণই জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আয়ু। (প্রাণব্রহ্মের উপাসনা, বা জড়বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাদের প্রাণতত্ত্বের গবেষণার ফলে দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব হয়)। **তস্মাৎ সর্বায়ুষং উচ্যতে** এই কারণেই প্রাণকে সমস্ত জীবের পরমায়ু বা জীবন বলা হয় ॥৮৬॥

৮৭। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥

তৈত্তিরীয় উঃ।২।৩।১ ॥

**তস্য পূর্বস্য এষঃ এব শারীরঃ যঃ আত্মা** এই যে প্রাণময় কোষ-দেহ, ইনিও পূর্বোক্ত অন্নময় কোষে অবস্থিত দেহী। (এই কোষবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে—যেমন একটি মানুষ পাঁচটি জামা গায়ে দিয়াছে। উহার একটি খুলিলেও আরও চারটি গায়ে থাকে, এবং মানুষটি হইতে জামা পাচটি পৃথক পদার্থ,—এইপ্রকারই আত্মার দেহরূপ পঞ্চকোষ।) **তস্মাৎ বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ** পূর্বোক্ত শ্রুতি দুইটিতে যে প্রাণময় দেহের কথা বলিলেন (উহাও একটি কোষ। এই প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে) উহা হইতে পৃথক একটি দেহ আছে। এই দেহটি মনোময়। **তেন এষঃ পূর্ণঃ** এই মনোময় দেহদ্বারাই প্রাণময় কোষটি পূর্ণ। **সঃ বৈ এষঃ পুরুষবিধঃ** সেই মনোময় দেহটিও পুরুষাকৃতি। **তস্য পুরুষবিধতাম্** দেহে যাহা থাকা প্রয়োজন, সেই সমস্ত অবয়ব পূর্বের প্রাণময় দেহের মতই ইহাতেও আছে, কারণ **অনু অয়ং পুরুষবিধঃ** (ছাঁচে ঢালা পুতুলের মত এটিও) পূর্বের অনুরূপ পুরুষাকৃতি বিশেষ। **তস্য যজুঃ এব শিরঃ** এই মনোময় দেহটির মস্তক হইতেছে যজুর্বেদোক্ত কর্মকাণ্ড, (যে কর্মকাণ্ড যাজনের ফলে ইহ জগতে সুখ ও পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তদবিষয়ক পরামর্শ। অথবা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন ইহার মস্তক)। **ঋক দক্ষিণঃ পক্ষঃ** উক্ত কর্মকাণ্ড-সাধক ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রগুলি হইতেছে এই মনোময় দেহের দক্ষিণ-পক্ষ বা হস্ত। (অথবা—সঙ্কল্পাত্মক অহঙ্কার ইহার দক্ষিণ পক্ষ)। **সাম**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**উত্তরঃ পক্ষঃ** কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির পরিপূরক সামবেদীয় গানগুলিই এই দেহের বাম হস্ত। (অথবা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ইহার বাম পক্ষ)। **আদেশঃ আত্মা** বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ ইহার দেহমধ্যদেশ। (অথবা—চিত্ত হইতেছে ইহার দেহ-মধ্যভাগ)। **অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা** এই জগতে নির্বিঘ্নে থাকিবার জন্য মহর্ষি অথর্বা ও অঙ্গিরা যে সমস্ত বৈদিক শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির ব্যবস্থা দেখিয়াছিলেন—যাহা অথর্ববেদে উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই মনোময় দেহের পুচ্ছ—অর্থাৎ স্থিতি সম্পাদক, (অথবা—কামনা-বাসনাই এই মনোময় দেহের স্থিতি সম্পাদক)। **তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি** এ বিষয়ে এই একটি মন্ত্র আছে,— ॥ ৮৭ ॥

৮৮। যতো বাচো নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কদাচন।। ইতি।।

তৈত্তিরীয় উঃ।২।৩।২ ।।

পূর্ব শ্রুতিতে দেখা গেল যে, মনোময় দেহই সমস্ত কর্মের সম্পাদক, কিন্তু সে কর্মগুলি সবই অনিত্য স্বর্গাদিভোগপর মাত্র। ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য মনোময় দেহের কোনো চেষ্টার উল্লেখ কেন করা হইল না,—শ্রুতি তাহা বলিতেছেন।—

**অপ্রাপ্য মনসা সহ বাচঃ যতঃ নিবর্তন্তে** সেই অপ্রাকৃত আনন্দব্রহ্মকে বিষয় করিতে না পারিয়া প্রাকৃত মনোময় কোষ তাহার পরিচালনাধীন বাগিন্দ্রিয়াদি সহ তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে নিবৃত্ত হয়। **ব্রহ্মণঃ আনন্দং বিদ্বান্ কদাচন ন বিভেতি** ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দকে যে জানিয়াছে, সে কখনো ভীত হয় না। (অতএব বেদোক্ত কর্মকাণ্ড যাহা মনোময় কোষের ব্যাপার,—তাহাতে সেই ব্রহ্মানন্দীর কোনো প্রয়োজন থাকে না। গীতা ২।৪৫-৪৬।। ) ।।

(এই শ্রুতিটি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তিনি দেহস্থিত আত্মাকেই এখানে ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য, এবং মন ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধনযোগ্য বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী আচার্য সম্মত। ইতি—লেখক) ।।৮৮।।

৮৯। তস্যৈষ এব আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনো-ময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥

তৈত্তিরীয় উঃ।২।৪।১ ॥

**তস্য পূর্বস্য এষঃ এব শারীর আত্মা** এই যে মনোময় দেহ, ইহাও পূর্বোক্ত প্রাণময় কোষের মতই দেহী, (অর্থাৎ ইহাও একটি কোষ, এই কোষের অভ্যন্তরে) **তস্মাৎ বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ** পূর্বোক্ত শ্রুতি দুইটি যে মনোময় দেহকোষের কথা বলিলেন, সেই মনোময় দেহ হইতে পৃথক একটি বিজ্ঞানময় দেহ আছে। **তেন এষঃ পূর্ণঃ** সেই বিজ্ঞানময় দেহের দ্বারাই এই মনোময় দেহকোষ পূর্ণ। **সঃ বৈ এষঃ পুরুষবিধঃ** এই বিজ্ঞানময় দেহটিও হস্তপদাদিবিশিষ্ট পুরুষাকৃতি। **তস্য পুরুষ বিধতাম্** দেহে যাহা থাকা প্রয়োজন, তাহা এই বিজ্ঞানময় দেহেও আছে। কারণ **অনু অয়ং পুরুষবিধঃ** এইটিও পূর্বের মনোময় দেহের মতই পুরুষাকৃতি। **তস্য শ্রদ্ধা এব শিরঃ** বেদবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ইহার মস্তক। **ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ** বেদবাক্যের যথার্থ তাৎপর্য-জ্ঞান ইহার দক্ষিণপক্ষ বা হস্ত। **সত্যং উত্তরঃ পক্ষঃ** অকপটে শাস্ত্রসম্মত আচার আচরণ ইহার বাম হস্ত। **যোগঃ আত্মা** একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ইহার দেহমধ্যভাগ। **মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা** প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব ইহার পুচ্ছ বা দেহের নিম্নভাগ, —যাহার উপরে ইহার প্রতিষ্ঠা। (এই বুদ্ধিতত্ত্বটি মনোময় কোষের অন্তঃকরণ বুদ্ধি নহে, এইটি মহত্তত্ত্ব। দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি যাবতীয় পদার্থের মধ্যে মাত্র এই বুদ্ধিতত্ত্বটি জীবাত্মার অধীন। এই বুদ্ধিতত্ত্বের সাহায্যেই আত্মা দেহেন্দ্রিয়ঘটিত সমস্ত কর্মাদি অবগত হন)। **তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি**—এ বিষয়ে এই একটি মন্ত্র আছে—॥ ৮৯ ।

৯০। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ, তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা, সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥ ইতি ॥

তৈত্তিরীয় উঃ। ২। ৪। ২ ॥

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে** (পূর্ব শ্রুতিতে উক্ত মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের আর একটি নাম বিজ্ঞান,—অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। ইহাকে কোনো কোনো স্থলে 'ধী' বলা হইয়াছে। "সত্যপক্ষপাতীহি ধিয়ং স্বভাবঃ" বুদ্ধিতত্ত্ব স্বভাবতই সত্য পক্ষপাতী। সেইজন্য) বুদ্ধি বেদোক্ত যজ্ঞে প্রবৃত্ত করে। **অপি চ কর্মাণি তনুতে** বুদ্ধিতত্ত্ব বা বিজ্ঞান বৈদিক কর্ম—ইষ্ট, দত্ত, পূর্তাদিতেও প্রবৃত্ত করে। **সর্বে দেবাঃ জ্যেষ্ঠং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে** সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতা তাঁহাদের অপেক্ষা অগ্রে জাত বিজ্ঞানব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মাকেই উপাসনা করেন। (অথবা যে মনোময় কোষের মনোবৃত্তিসমূহ বহিস্থ প্রাণময়কোষ ও অন্নময়কোষে বৃত্তিতা লাভ করিলে মানব সাংসারিক কর্ম করিয়া নানাপ্রকার ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য ঘটায়, সেই মনোবৃত্তি যদি অন্তর্মুখী হইয়া বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে আশ্রয় করে, তবে তখন মানব শাস্ত্রীয় সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়। কারণ—ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিতত্ত্বকেই উপাসনা করেন, অতএব তাঁহারা বুদ্ধির বশীভূত)। **বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেৎ বেদ** কেহ যদি এই বিজ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হন, এবং **তস্মাৎ চেৎ ন প্রমাদ্যতি** যদি সে ব্যক্তি বিজ্ঞানব্রহ্মের উপাসনা করিতে যাইয়া প্রমাদবশত অন্নময়কোষাদিতে আত্মবুদ্ধি না করেন, তবে **শরীরে পাপ্মনঃ হিত্বা সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে** দেহাভিমানজনিত পাপ-সমূহকে আত্মা হইতে পৃথক দেহেন্দ্রিয়ের কার্য জানিয়া, সেই পাপ অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের মধ্যেই ত্যাগ করিয়া, সমুদায় পবিত্র কাম্য বিষয় ভোগ করিতে সমর্থ হন ॥ ৯০ ॥

৯১। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মা-দ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি,— ॥

তৈত্তিরীয় উঃ। ২। ৫। ১॥

**তস্য যঃ পূর্বস্য এষঃ এব শারীরঃ আত্মা** এই যে বিজ্ঞানময় দেহ, ইহাও পূর্বোক্ত মনোময়কোষের অনুরূপ দেহী, (অর্থাৎ ইহাও একটি কোষ। এই কোষের অভ্যন্তরে) **তস্মাৎ বা এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**আনন্দময়ঃ** পূর্বোক্ত শ্রুতি যে বিজ্ঞানময় দেহ-কোষের কথা বলিলেন, তাহা হইতে পৃথক অপর একটি আনন্দময় দেহ আছে। **তেন এষঃ পূর্ণঃ** সেই আনন্দময় দেহের দ্বারাই এই বিজ্ঞানময় কোষটি পূর্ণ। **সঃ বা এষঃ পুরুষবিধ এব** সেই আনন্দময় দেহটিও এই বিজ্ঞানময় দেহাকৃতির অনুরূপ। **তস্য পুরুষবিধতাম্** তাহারও পুরুষের ন্যায় অবয়ব আছে। **অনু অয়ং পুরুষবিধঃ** কারণ এইটিও পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময় দেহের অনুরূপ পুরুষাকৃতি বিশেষ। **প্রিয়ং এব তস্য শিরঃ** নিষ্কাম ভাবে নিজকৃত জাগতিক ইষ্টকর্মাদি দর্শনজনিত সুখ—প্রিয় হইতেছে আনন্দময় দেহের মস্তক। **মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ** কোনো সৎ বাসনা উপস্থিত হইলে তাহা অনায়াসে পূরণ জনিত হর্ষ—মোদ দক্ষিণ পক্ষ। **প্রমোদঃ উত্তরঃ পক্ষঃ** পরাভক্তি হইতে উত্থিত সুখ—প্রমোদ হইতেছে ইহার বামপক্ষ। **আনন্দঃ আত্মা** সমাধিভঙ্গের পর যে সুখাবেশ—আনন্দ, উহাই দেহের মধ্যভাগ। **ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা** হৃদয়গুহায় অবস্থিত পরমাত্মাই এই আনন্দময় দেহের প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ অবলম্বন। **তদপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি** এ বিষয়ে এই একটি মন্ত্র আছে,—॥ ৯১ ॥

৯২। অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ ইতি ॥
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য ॥

তৈত্তিরীয় উঃ। ২। ৬॥

**চেৎ ব্রহ্ম অসৎ ইতি বেদ** যদি কেহ আত্মা বা ব্রহ্ম-পদার্থ নিরর্থক বলিয়া মনে করে, তবে **সঃ অসৎ এব ভবতি** সে ব্যক্তি নিজেই নিজ পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া অসৎ—নিরর্থক হইয়া যাইবে। (তাহার নিজের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইবে না)। **চেৎ ব্রহ্ম অস্তি ইতি বেদ** যদি কেহ 'ব্রহ্ম-আত্মা আছেন,'—এই প্রকার অবগত হন, তবে **ততঃ এনম্ সন্তং বিদুঃ** সেই জ্ঞান হেতু তাঁহাকে জ্ঞানিগণ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন।

**তস্য পূর্বস্য এষঃ এব শারীরঃ আত্মা যঃ**—পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময় কোষে অধিষ্ঠিত এই আনন্দময় দেহটিও একটি কোষ বিশেষ। এই কোষের অভ্যন্তরে জীবাত্মা অবস্থান করেন ॥ ৯২ ॥

এই কোষ-বিজ্ঞানে যে পাঁচটি কোষের স্বরূপ বর্ণনা করা হইল, তাহার মধ্যে প্রথম অন্নময় কোষ ও দ্বিতীয় প্রাণময় কোষ খুলিয়া ফেলাই হইতেছে মৃত্যু, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঐ দুইটি কোষ অভিনবরূপে সংযোজনাই জন্ম। অপর তিনটি কোষ জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে জীবাত্মাতেই থাকিয়া যায়। জীবাত্মা হইতে ঐ পাঁচটি কোষ এক-কালে খুলিয়া যাওয়াকেই মোক্ষ বলা হয়।

জীবের মৃত্যু দুই প্রকার। মৃত্যুকালে যাহাদের কেবলমাত্র উপরের স্থূল অন্নময় কোষটি খুলিয়া যায়, তাহারা প্রেত হইয়া এই সংসারেই তাহার পরিত্যক্ত বিষয়াদির মধ্যে বিচরণ করে, এবং আত্মীয়স্বজন ও তাহাদের কথাবার্তা দেখিতে ও শুনিতে পায়। প্রাণময়কোষের উপাদানে সূক্ষ্ম পৃথ্বীতত্ত্বাদি থাকায় এই প্রেতদেহ জীবিত মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। এই প্রেতাবস্থায় ক্ষুধা, তৃষ্ণাদিও থাকে। ( স্মার্ত শ্রাদ্ধ প্রকরণ দ্রষ্টব্য )।

কালক্রমে অথবা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার ফলে এই প্রাণময় কোষটি ত্যাগ হইলে, জীবাত্মা মনোময়াদি তিনটি কোষ সমন্বিত অবস্থায় স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, জীবিত অবস্থায় কৃত কর্ম-সংস্কার ও বাসনা-অনুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করে। এই অবস্থায়ই স্বর্গনরকাদি গতি হয়। জীবাত্মার স্বপ্নাবস্থায় এই সংসারের তৎকালিক কোনো ব্যাপার দেখিবার বা শুনিবার যোগ্যতা থাকে না।

যাহাদের মৃত্যুকালে একসাথেই অন্নময় ও প্রাণময় কোষ ত্যাগ হইয়া স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহারা তাহাদের পরিত্যক্ত স্বজনবর্গ ও বিষয়-সম্পদ কিছুই দেখিতে বা জানিতে পারে না।

৮৯, ও ৯০, শ্রুতিতে উল্লিখিত 'বিজ্ঞান', 'মহত্তত্ত্ব', 'বুদ্ধিতত্ত্ব' ও 'ধী' একার্থক। এই বুদ্ধিতত্ত্বটি মনোময় কোষের মনের নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বুদ্ধি নহে। এই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির প্রথম বিকার ( সাংখ্যদর্শন ), এজন্য স্বচ্ছ, এবং জীবাত্মার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া কথঞ্চিৎ জীবাত্মার কর্তৃত্বাধীন। এই বুদ্ধিতত্ত্বের সাহায্যে জীবাত্মা নিজের পৃথকত্ব বজায় রাখিয়া হৃদয়-আকাশে অবস্থিত পরমাত্মাকে দেখিতে পায় বটে, কিন্তু সে দর্শন সুস্পষ্ট দর্শন বলিয়া মনে হয় না, কারণ ঐ বুদ্ধিতত্ত্বটিও প্রাকৃত। প্রাকৃত কোনো কিছুই অপ্রাকৃত ব্রহ্মতত্ত্বকে সম্যক গ্রহণ করিতে অসমর্থ, ( বেদান্ত সার ১৬, ১৭, ১৮ ॥ )। এই বিষয়ে পরবর্তী শ্রুতিগুলি বিচার্য। ইতি—লেখক ॥

৯৩। হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥

মুণ্ডক উঃ। ২।২।৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**পরে হিরন্ময়ে কোশে** জীবদেহের অভ্যন্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান জ্যোতির্ময় হৃদয়-পদ্মকোষে **বিরজং নিষ্কলং যৎ ব্রহ্ম** প্রাকৃত দোষশূন্য নিরবয়ব বা পৃথক কলা (দেহ) শূন্য যে পরমাত্মা-ব্রহ্ম আছেন, **তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ** সেই শুদ্ধব্রহ্মই সূর্য, অগ্নি, প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্‌গণের অবভাসক পরম জ্যোতি। **আত্মবিদঃ তৎ বিদুঃ** আত্মজ্ঞানীরা তাঁহাকে জানিতে পারেন ॥ ৯৩ ॥

৯৪। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।
এতদ্বৈ তৎ ॥

কঠ উঃ। ২।১। ১৩॥

**ভূতভব্যস্য ঈশানঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ** যিনি এই ত্রিকাল ও ত্রিকালস্থিত সমস্ত ব্যাপারের নিয়ন্তা, সেই পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়াকাশপুরীতে অবস্থিত। (সাধক তাঁহাকে) **অধূমকঃ জ্যোতিঃ ইব** ধূমহীন জ্যোতিরূপে দর্শন পান। **সঃ উ এব অদ্য, সঃ উ শ্বঃ** সেই পরমাত্মা এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন। **এতৎ বৈ তৎ** হে নচিকেতা, এই সেই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা ॥ ৯৪ ॥

৯৫। এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥

কঠ উঃ। ১। ৩। ১২॥

**এষঃ আত্মা সর্বেষু ভুতেষু গূঢ়** এই পরমাত্মা সর্বজীব হৃদয়েই নিগূঢ়রূপে অবস্থিত, **ন প্রকাশতে** বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে তিনি প্রকাশ পান না। **তু অগ্র্যয়া সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা** কিন্তু বিষয়াবেশ-শূন্য একাগ্র-সূক্ষ্ম-বুদ্ধি সহায়ে **সূক্ষ্মদর্শিভিঃ দৃশ্যতে** সূক্ষ্মদর্শিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন। (৮০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য) ॥ ৯৫ ॥

৯৬। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥

কঠ উঃ।২।৩।৭-৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্** চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তঃকরণ—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত শ্রেষ্ঠ। **মনসঃ সত্ত্বং উত্তমং** মনাদি অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। **সত্ত্বাৎ মহান্ আত্মা অধি** বিজ্ঞান অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব-বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। **মহতঃ অব্যক্তং উত্তমং** বুদ্ধিতত্ত্ব অপেক্ষা অব্যাকৃত মায়া-প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ।

**তু অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ** এই অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতে কিন্তু হৃদয়পুরে অবস্থিত পরমাত্মাই শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি **অলিঙ্গঃ ব্যাপকঃ এব চ** নির্বিশেষ রূপে সর্বব্যাপক ও নিয়ন্তা, এবং **যং জ্ঞাত্বা জন্তু মুচ্যতে** যাঁহাকে অবগত হইতে পারিলে মানব জীবিতাবস্থায়ই মোক্ষের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন, **অমৃতত্ত্বং গচ্ছতি চ** এবং দেহান্তে অমৃতধামে গমন করেন ॥৯৬॥

এ পর্যন্ত শ্রুতি যাহা বলিলেন তাহাতে জানা গেল, সাধক একমাত্র বুদ্ধিতত্ত্বের সাহায্যে হৃদয়পুরে অবস্থিত পরমাত্মাকে নির্বিশেষ ধূমহীন জ্যোতিরূপে দর্শন করিতে পারেন। এই দর্শনের করণ বুদ্ধিতত্ত্ব কিন্তু প্রাকৃত। সেই হেতু এই প্রকার দর্শনকে আনন্দরসব্রহ্ম,—যিনি মায়াগন্ধশূন্য তুরীয়তত্ত্ব, তাঁহাকে দর্শন বলা বোধহয় সঙ্গত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত ( ১।২।১১, ১।৩।২৮, ১০।১৪।১৪, ২।১।৯, ২।২।৮-১৪, ১৭।১০ ॥ ) ও শ্রীগীতা ( ১০।৪২, ৭।১৯, ১২।৫ ॥ ) এই দুইখানা গ্রন্থের যাহা অভিপ্রায় তাহা শ্রুতি বলিতেছেন,—

৯৭। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥

কঠ উঃ। ২।৩।১০ ॥

**যদা মনসা সহ পঞ্চ জ্ঞানানি অবতিষ্ঠন্তে** যখন মনাদি অন্তঃকরণসহ চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় তাহাদের বিষয়-ব্যাপার ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া স্থির হয়, **বুদ্ধিঃ চ ন বিচেষ্টতি** এমন কি বুদ্ধিতত্ত্বও আর ক্রিয়া করে না, **তং পরমাং গতিং আহুঃ** সেই অবস্থাকেই আত্মার শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম অবস্থা বলা হয়॥ ( এই অবস্থায় মোক্ষলাভ হইতে পারে, অথবা ২৪১ শ্রুতিতে বর্ণিত স্বরাটত্ব প্রাপ্তি হয় ) ॥৯৭॥

অতঃপর ৫৩ শ্রুতি হইতে ৬৯ শ্রুতি পর্যন্ত যে সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আদিপুরুষ ব্রহ্মার উৎপত্তি পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া কি করিলেন তাহা শ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৯৮। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ। ততোঽহংনামাঽভবৎ। তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাঽথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্বোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্বো বুভূষতি য এবং বেদ ॥

বৃহদারণ্যক উঃ।১।৪।১।

**ইদং অগ্র পুরুষবিধঃ আত্মা এব আসীৎ** এই সৃষ্টির প্রারম্ভে একটি পুরুষাকার আত্মা ( ব্রহ্মা ) সৃষ্ট হইয়াছিলেন। **সঃ অনুবীক্ষ্য আত্মনঃ অন্যৎ ন অপশ্যৎ** তিনি তাঁহার চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, তিনি ভিন্ন অপর কেহই নাই। ( ব্রহ্মার এই চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করা ব্যাপার হইতেই পুরাণ বর্ণিত ব্রহ্মার চতুর্মুখের উৎপত্তি )। **সঃ অগ্রে অহং অস্মি ইতি ব্যাহরৎ** তিনি সর্বপ্রথমে "আমি আছি, বা আমি হই"—এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। **ততঃ অহং নামা অভবৎ** সেই হইতে আত্মা 'অহং, অর্থাৎ আমি',—এই নামে পরিচিত হইলেন। **তস্মাৎ এতঃ হি অপি আমন্ত্রিতঃ** সেই হইতে একাল পর্যন্ত কেহ—'তুমি কে?'—এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইলে, **অহং অয়ং ইতি এব অগ্রে উক্ত্বা অথ অন্যৎ নাম যৎ অস্য ভবতি প্রব্রূতে** 'এই আমি'—এইপ্রকার প্রথম পরিচয় বলিয়া, তাহার পর তাহার অন্য যে নাম থাকে তাহা বলে। ( এক্ষণে যিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার পূর্বজন্মের সাধন বলিতেছেন )। **যৎ অস্মাৎ সর্বস্মাৎ পূর্বঃ সর্বান্ পাপ্মনঃ ঔষৎ সঃ পুরুষঃ** পূর্ব সৃষ্টিতে যে সাধক প্রজাপতিত্ব লাভের জন্য ঐ প্রকার অপরাপর সাধক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্মাচরণ ও জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছেন, তিনিই এই প্রথম পুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। **যঃ এবং বেদ সঃ তং ওষতি হ বৈ যঃ অস্মাৎ পূর্বঃ বুভুষতি** যিনি এই প্রজাপতিত্ব লাভের হেতু-রহস্য জানেন, তিনি তাঁহার সমস্ত পাপ নিশ্চয়ই দগ্ধ করিতে যত্নবান হন, যদি তিনি অপর সমস্ত প্রজাপতি-পদাভিলাষীদের পরাজিত করিয়া ঐ পদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন॥৯৮॥

৯৯। সোঽবিভেৎ তস্মাদেকাকী বিভেতি। স হায়মীক্ষাং চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি। তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি ॥

বৃহদারণ্যক উঃ।১।৪ ২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সঃ অবিভেৎ** সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ( তিনি ভিন্ন অপর কাহাকেও না দেখিয়া ) ভয় পাইয়াছিলেন। **তস্মাৎ একাকী বিভেতি** সেই জন্যই আজও মানুষ একা থাকিতে ভয় পায়। **সঃ হ অয়ং ঈক্ষাং চক্রে** ব্রহ্মা তখন এই প্রকার চিন্তা করিলেন,—**যৎ মৎ-অন্যৎ ন অস্তি** যখন আমাভিন্ন অপর কেহই নাই, তখন **কস্মাৎ নু বিভেমি ইতি** কাহা হইতে আমি ভয় পাইতেছি? **ততঃ এব অস্য ভয়ং বীয়ায়** এই জ্ঞানের ফলে ব্রহ্মার ভয় দূর হইল। **হি কস্মাৎ অভেষ্যৎ?** কারণ কাহা হইতে তিনি ভয় পাইবেন? **দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি** আপনা হইতে দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই ভয় হয়। ( অদ্বয় জ্ঞানে ভয় দূর হয়। কারণ—ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনো পদার্থই যখন নাই, তখন আমা সমেত সমস্তই ব্রহ্ম, অতএব সমস্তই তো আমি, সে হেতু ভয়ের কোনো কারণ নাই )॥ ৯৯।

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী বৈষ্ণবাচার্যগণ ১১ শ্রুতি ( ঈঃ উঃ ১। ) ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২।৪৫॥, গীতা ১৮।৬১॥, ১৩।২৩॥ অবলম্বনে অভয় প্রাপ্তির উপায় বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন,—'সর্বজীবের পরিচালক পরমাত্মা হৃষিকেশ যখন সকলের হৃদয়েই অবস্থান করিতেছেন, তখন ভয়ের কারণ নাই'॥

১০০। স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ১।৪।৩॥

**সঃ বৈ ন এব রেমে** আদি পুরুষ ব্রহ্মা সুখী হইতে পারিলেন না। **তস্মাৎ একাকী ন রমতে** সেই জন্যই এখনও একাকী কেহ সুখী হইতে পারে না। **সঃ দ্বিতীয়ং ঐচ্ছৎ** ব্রহ্মা দ্বিতীয় কাহাকেও পাইতে ইচ্ছা করিলেন। ( কিন্তু দ্বিতীয় কেহ তৎকালে না থাকায়, চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চিত্তে আহিত পূর্বজন্মের সংস্কার উদয় হইল। তাহাতে দেখিতে পাইলেন যে, ) **সম্পরিষক্তৌ স্ত্রীপুমাংসৌ যথা সঃ হ এতাবান্ আস** পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী যে পরিমাণ হয়, তিনিও সেই পরিমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিশিষ্ট। (অর্থাৎ ব্রহ্মার পূর্ব পূর্ব জন্মান্তরের স্ত্রীর আত্মাটি এই ব্রহ্মা জন্মে তাঁহার আত্মার সাথে একীভূত হইয়া বর্তমান আছেন)। **সঃ ইমং এব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ** ব্রহ্মা তখন তাঁহার আত্মাকে দুই ভাগে ভাগ করিলেন। **ততঃ পতিঃ চ পত্নী চ অভবতাম্** ব্রহ্মা কৃত সেই দুই ভাগ হইতে পতি মনু, ও পত্নী শতরূপাদেবী উৎপন্ন হইলেন। (এই মনু ও শতরূপা রূপে আবির্ভাবের পরও ব্রহ্মা নিজ ব্রহ্মাস্বরূপেও থাকিয়া গেলেন, কারণ তিনি স্বর'টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৪৩ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।) **তস্মাৎ স্ব ইদং অর্ধবৃগলং ইব ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ স্ম** এই কারণেই জীবাত্মা নিজেকেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পতি ও পত্নী হইয়াছে। যেমন করিয়া একটি মটর বীজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অঙ্কুর উৎপন্ন করত অঙ্কুরের মূলে দুটি দলই সংযুক্ত থাকে, (সেই প্রকারে এক আত্মার দুই রূপ—পুরুষ ও স্ত্রী সন্তানরূপ অঙ্কুরের মূলে সংযুক্ত আছে)। এই কথা বেদোক্ত যজ্ঞবক্তা ব্রহ্মা ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। **তস্মাৎ অয়ং আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যতে এব** এই কারণেই বিবাহের পূর্বে পুরুষের যে অসম্পূর্ণতা থাকে, সেই অসম্পূর্ণতা স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ হয়।

**ততঃ তাং সমভবৎ** অতঃপর সেই মনু তাঁহার অর্ধাঙ্গিনী শতরূপার সহিত সঙ্গত হইলেন। **ততঃ মনুষ্যাঃ অজায়ন্ত** সেই সঙ্গম হইতে মনুষ্যগণ জাত হইল ॥ ১০০ ॥

এই তিনটি শ্রুতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই শ্রুতি-সিদ্ধান্তের উপরে হিন্দুর সমস্ত সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, কর্ম, মোক্ষপ্রাপ্তি, শ্রেয়লাভ নির্ভর করিতেছে। হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীকে সমস্ত বিষয়ে সমান অধিকার দিয়া, স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক যোগ্যতানুযায়ী কর্মের ভাগ করা হইয়াছে মাত্র। পুরাণে স্ত্রীসঙ্গ সম্পর্কে যে সমস্ত নিন্দাবাক্য আছে, উহা ব্যভিচার সম্পর্কে প্রযোজ্য অর্থবাদ। অধিকন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৬।২০॥ দেখা যায়, যে জন্মে জীবাত্মা মোক্ষ লাভ করে, সেই জন্মে সে আকুমার ব্রহ্মচারী হয়, কারণ—জীবাত্মা পূর্ণত্ব লাভ করিয়া তবে মোক্ষের অধিকার লাভ করিবে। একটি আত্মার অর্ধাংশ মোক্ষলাভ করিবে, আর অপরার্ধ এই সংসারে পড়িয়া থাকিবে,—ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। এই জন্যই পুরাণ, মনুসংহিতা ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিবাহিত স্ত্রীকে পুরুষের সহধর্মিনী ও অর্ধাঙ্গিনী বলিয়াছেন। একটি আত্মা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া স্বামী-স্ত্রী রূপে জন্ম-জন্মান্তর সাধন-ভজন করিতে করিতে মোক্ষলাভের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পূর্বে যদি পুরুষার্ধের যোগ্যতা অধিক হয়, তবে অপরার্ধ স্ত্রী সেই পুরুষের সহিত একীভূত হইয়া আকুমার ব্রহ্মচারী পুরুষদেহ হইবে। আর যদি স্ত্রী-অর্ধের যোগ্যতা অধিক হয়, তবে পুরুষার্ধ তাহাতে মিলিত হইয়া আকুমারী ব্রহ্মচারিণী হইবে। উভয় অর্ধের সম যোগ্যতা হইলে আকুমার ব্রহ্মচারী পুরুষ দেহই হইবে, কারণ সৃষ্টির প্রারম্ভে আত্মার পুরুষ দেহই লাভ হইয়াছিল। 'উদ্বাহতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য।

১০১। সো হেয়মীক্ষাং চক্রে, কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি হন্ত তিরোঽসানীতি। সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততো গাবোঽজায়ন্ত। বড়বেতরাঽভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজায়তাজেতরাঽভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততোঽজাবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্বমসৃজত ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ১। ৪। ৪॥

**সা উ হ ইয়ং ঈক্ষাং চক্রে** সেই শতরূপাদেবী তাঁহার চিত্তে আহিত জন্মান্তরের সংস্কার—স্মার্তনিষেধ স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, **মা আত্মনঃ এব জনয়িত্বা কথং নু সংভবতি? হন্ত তিরঃ অসানি** আমাকে ইনি নিজ হইতে উৎপন্ন করিয়া কিরূপে আমাতে উপগত হইবেন? বেশ, আমি অন্তর্হিতা হই। **সা গৌঃ অভবৎ, ইতরঃ ঋষভঃ** এই মনে করিয়া শতরূপা গাভী হইলেন, অপর মনু সেই গাভী দেখিয়া বৃষ হইলেন। **তাং সমভবৎ ততঃ গাবঃ অজায়ন্ত** তাঁহাদের উভয়ের মিলনে গো-জাতির উৎপত্তি হইল। **ইতরা বড়বা অভবৎ ইতরঃ অশ্ববৃষঃ** শতরূপা ঘোটকী হইলেন, মনু ঘোটক হইলেন (তাঁহাদের মিলনে অশ্বজাতি উৎপন্ন হইল)। **ইতরা গর্দভী ইতরঃ গর্দভঃ তাং সমভবৎ এব ততঃ একশফং অজায়ত** শতরূপা গর্দভী হইলেন, মনু গর্দভ হইলেন, তাঁহাদের মিলনে গর্দভাদি এক-খুর জন্তু উৎপন্ন হইল। **ইতরা অজা অভবৎ ইতরঃ বস্তঃ, ইতরা আবিঃ ইতরঃ মেষঃ, তাং সমভবৎ এব ততঃ অজঃ অবয়ঃ অজায়ন্ত** শতরূপা ছাগী হইলেন, মনু ছাগ হইলেন; শতরূপা মেষী হইলেন, মনু মেষ হইলেন; তাঁহাদের মিলনে ছাগ-মেষ জাতির জন্ম হইল। **এবং এব আপিপীলিকাভ্যঃ যৎ ইদং কিং চ মিথুনং তৎ সর্বং অসৃজত** এই প্রকারে শতরূপা ও মনুর নানা আকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS



মিলনের ফলে ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত জীবমিথুনের জন্ম হইয়াছিল ॥ ১০১ ॥

অতঃপর সৃষ্টি সম্পর্কে অপরাপর প্রসিদ্ধ শ্রুতি আলোচনা করা যাইতেছে।

১০২। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥
মুণ্ডক উঃ। ১।১।৯॥

**যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ব বিদ্** যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই ত্রিকালস্থিত সমস্ত বিষয়ের উৎপত্তি ও পরিণতি অবগত আছেন, এবং বিশ্বে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা জানেন ; **যস্য তপঃ জ্ঞানময়ং** যাঁহার সমস্ত কার্যই অভ্রান্ত, **তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম, নাম, রূপং, অন্নং চ জায়তে** তাঁহা হইতেই এই আদিপুরুষ ব্রহ্মা, নাম-রূপ-বিশিষ্ট বস্তু, জীবের দেহ ও খাদ্য অন্ন,—সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০২ ॥

১০৩। তদেতৎ সত্যম্।—
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥
মুণ্ডক উঃ। ২।১।১॥

**তৎ এতৎ সত্যম্** সেই হেতু এই অক্ষর ব্রহ্মই সত্য। অথবা, যে হেতু যাঁহা হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে—তিনি সত্য, সেই হেতু এই সৃষ্ট বিশ্বও সত্য। ( কারণ, সৃষ্টি রহস্যে দেখা যায়,— )

**সোম্য, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ স্বরূপাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে** মহর্ষি অঙ্গিরা, তাঁহার শিষ্য মহাগৃহস্থ শৌনককে বলিলেন, হে সোম্য, যে প্রকারে প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নির স্বজাতীয় স্ফুলিঙ্গ হাজারে হাজারে নির্গত হয়, **তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ ভাবাঃ প্রজায়ন্তে** সেই প্রকারে অক্ষরব্রহ্ম হইতে বিবিধ ভাব—আত্মা, দেহ, চিৎ, অচিৎ, দয়া-স্নেহ ইত্যাদি উপাদেয় ভাব, কামক্রোধাদি হেয় ভাব, জ্ঞান-অজ্ঞান,—সমস্তই উৎপন্ন হইতেছে ; **চ তত্র এব অপিযন্তি** এবং তাঁহাতেই লয় পাইতেছে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



(এই শ্রুতি তাৎপর্যে জানা যায়, এই বিশ্বের চিৎ-অচিৎ বস্তুসমূহ, এবং বস্তুনিষ্ঠ ভাবসমূহ, সবই ব্রহ্ম, অতএব নিত্য ও সত্য। এই সমস্ত পদার্থের নিত্যতা ও সত্যতা সম্পর্কে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন,—নিত্য দুই প্রকার—কূটস্থ নিত্য, ও পরিণামী নিত্য। কূটস্থ নিত্য—অক্ষরব্রহ্ম। আর পরিণামী নিত্য, কার্যব্রহ্ম—এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ) ॥১০৩॥

১০৪। দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥

মুণ্ডক উঃ ।২।১।২।

**অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ পুরুষঃ** এই নির্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ একটি পুরুষ আছেন, যিনি **স-বাহ্য-অভ্যন্তরঃ দিব্যঃ শুভ্রঃ** (চিনির ছাঁচের মত) ভিতরে-বাহিরে একরূপ ও পরম শুদ্ধ (মায়াগন্ধ শূন্য তুরীয় পুরুষ)। **হি অমূর্তঃ অজঃ অপ্রাণঃ অমনাঃ** তিনি অমূর্ত, জন্মাদি রহিত, অপ্রাণ, অমনা। (অর্থাৎ—এই জীবের মত দেহদেহী ভেদবিশিষ্ট মূর্তি তাঁহার নহে, তাঁহার মূর্তি এক অখণ্ড চৈতন্য-রস-বিগ্রহ (শ্রীভাগবতম্ ১০।৩।২৪॥, ১০।১৩।৫৪॥) তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব এই জগৎ-জীবের জন্ম-মৃত্যুর মত ব্যাপার নহে। যে হেতু তিনি অখণ্ড একরস, সে হেতু তাঁহাতে স্বগতভেদযুক্ত প্রাণ, মনাদি কিছুই নাই) ॥১০৪॥

১০৩ শ্রুতি জগৎকারণ অক্ষরব্রহ্মের কথা বলিয়া ১০৪ শ্রুতি অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ একটি পুরুষের কথা বলিলেন। মুণ্ডক উপনিষদে একই প্রকরণে শ্রুতি দুইটি পর পর থাকায় 'অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ একটি পুরুষ আছেন'—এইপ্রকার ব্যাখ্যা না করিবার মত কোনো যুক্তি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন পরব্যোম-গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণই উক্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহারই প্রকাশবিশেষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই জগৎকারণ অক্ষরব্রহ্ম শ্রীভাগবতম্ ১।১।১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত টীকা ও সমগ্র ১০।৮৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'যে হেতু শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, অতএব উহা সত্য।'—এইপ্রকার যুক্তিবাদী যাঁহারা, তাঁহাদের সম্পর্কে কোনো চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু যাঁহারা পুরাণ-শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী, এবং প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহাদের জন্য বেদান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দর্শনের দুইটি সূত্র, তাহার শঙ্কর ভাষ্যের প্রয়োজনীয় অংশ ও তৎসহ অপরাপর আচার্যগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্। (শব্দকল্পদ্রুমঃ)। যাহা প্রথমত অজ্ঞাত, স্বাভাবিক ভাবেও জ্ঞাত হয় না, বিশেষ কোনো সাধনের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়,—এতাদৃশ পদার্থ সম্পর্কে যে উক্তি, তাহাই শাস্ত্র।

জীব জন্মগ্রহণ করিয়া যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আসে, সেই সমস্ত পদার্থের জ্ঞান, সে স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করে। ব্রহ্ম-পরমেশ্বর প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, সে জন্য তদ্বিষয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান সম্ভব নহে। সাধনের দ্বারা বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও তাহা উপলব্ধি করিবার উপায়, যে সমস্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে, তাহাই শাস্ত্র। এই শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে যে সমস্ত বাক্য অবিজ্ঞাত পদার্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া, শ্রোতার মনে তদ্বিষয়ে উপলব্ধির জন্য আগ্রহ জন্মাইয়া, উপলব্ধির উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত করিতে সক্ষম, সেই শাস্ত্রবাক্য 'সত্যাবগাহী বাক্য', আর তাহা না হইলে 'অর্থবাদ'—অর্থাৎ স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য নিরর্থক বা ভিন্নার্থক বাক্য হইবে।

শাস্ত্রই আমাদের অবিজ্ঞাত ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। শাস্ত্র বাক্যকে দার্শনিকগণ 'শব্দপ্রমাণ' বলেন।—

বেদান্ত দর্শনে ২য় অধ্যায় ১ম পাদে ২৭শ সূত্র বলিতেছেন,—

শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ ॥ ২।১।২৭ ॥

সমস্ত শব্দপ্রমাণের মূল হইতেছে শ্রুতিবাক্য। (শ্রুতি—অর্থাৎ বেদ সমর্থন করিলে তবে অপরাপর শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, নচেৎ হইবে না)।

এই সূত্রের শ্রীশঙ্কর ভাষ্য হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল।—

* * * **শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকম্** মানুষে ব্রহ্ম সম্পর্কে যাহা কিছু জানে, তাহা বেদাদি শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়াই জানিয়াছে। যে হেতু ব্রহ্মতত্ত্বটি কোনো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ নহেন, এমনকি মনও তাঁহার কথা চিন্তা করিয়া কোনো ধারণা করিতে পারে না (৮৮ শ্রুতি দ্রষ্টব্য), সে হেতু একমাত্র শাস্ত্রবাক্য ভিন্ন তদ্বিষয়ে অন্য কোনো প্রমাণের কথা উঠিতেই পারে না। **তদ্ যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্*** অতএব বেদাদি শাস্ত্র বাক্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে যে প্রকার কথিত হইয়াছে, সেই প্রকারেই বুঝিতে হইবে, ( শাস্ত্র বহির্ভূত কোনো বাক্য স্বীকৃত হইবে না )।

**শব্দশ্চোভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি—অকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ** বেদবাক্য শ্রুতি ব্রহ্মতত্ত্বটিকে দুই ভাবে বলিয়াছেন। একভাবে—দ্রষ্টব্য ব্রহ্ম, দ্রষ্টা সাধক ও দর্শন রূপ ব্যাপার সম্ভব হয়। আর এক ভাবে—নিরবয়ব ( নির্বিশেষ ) ব্রহ্ম ঐ তিনটি ব্যাপারের বহির্ভূত।

( এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে—একই বস্তু পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ দুইটি ভাবে কি করিয়া অবস্থান করিতে পারে? তাহার উত্তরে বলা যায় ) **লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্য-বশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেক কার্যবিষয়া দৃশ্যন্তে** লোকসমাজেও দেখা যায় মণি, মন্ত্র, ঔষধ, প্রভৃতির শক্তি দেশ, কালাদিকে নিমিত্ত করিয়া সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য ও অসম্ভব বহু বিরুদ্ধ কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। **তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে—অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎ সহায়া এতদ্বিষয়া এতৎ প্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি** ঐ সমস্ত মণি, মন্ত্র, ঔষধি প্রভৃতির শক্তিতত্ত্ব একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করা ভিন্ন, কোনো প্রকার তর্ক-যুক্তির দ্বারা বুঝিবার সামর্থ্য হয় না। অমুক বস্তুতে এই ক্ষমতা আছে, অমুক তোমার সহায় হইতে পারে, এই বস্তুটি অমুক কার্যে প্রয়োজন—এই সমস্তও যখন উপদেশ বাক্য ভিন্ন তর্ক-যুক্তির দ্বারা জানা যায় না, তখন **কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণোরূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত** অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মের শক্তি-সামর্থ্য ও স্বরূপ বেদাদি শাস্ত্র-বাক্য ভিন্ন আর কোন উপায়ে জানা যাইবে? **তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ**—সেই জন্যই পুরাণশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥" ইতি।

যে বিষয় মানবের সাধারণ বুদ্ধি, বা প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর, সে বিষয়ে তর্ক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে না। প্রাকৃত বস্তু সম্পর্কে তর্ক যুক্তি কার্যকর হয়। কিন্তু অচিন্ত্য পদার্থ প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃতত্বই তাহার স্বরূপ লক্ষণ, অতএব তর্ক যুক্তির অতীত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থ যাথাত্ম্যাধিগমঃ** এই জন্যই বলিতেছি—যাহার স্বরূপ সমস্ত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত, তদ্বিষয়ে একমাত্র শাস্ত্র-বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো প্রমাণ প্রযুক্ত হয় না॥ ২। ১। ২৭। ৯॥

অজ্ঞাত বস্তু বাচিক বিজ্ঞাপনের জন্য তাহার 'লক্ষণ' বলিতে হয়। লক্ষণ তিন প্রকার— 'স্বরূপলক্ষণ', 'উপলক্ষণ,' ও 'তটস্থলক্ষণ'।

বস্তুর যে লক্ষণটি তদ্‌জাতীয় পদার্থ মাত্রেই আছে, ভিন্ন জাতীয় পদার্থে থাকে না, সেইটি সেই বস্তুর 'স্বরূপলক্ষণ।' দৃষ্টান্ত—গো-জাতির গলকম্বল লক্ষণটি স্বরূপলক্ষণ।

বস্তুর যে লক্ষণ তদ্‌জাতীয় পদার্থ মাত্রেই আছে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পদার্থেও আছে, সেই লক্ষণ—'উপলক্ষণ'। দৃষ্টান্ত—গো-জাতির শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দ্বিধাবিভক্ত খুর।

পূর্বে অজ্ঞাত কোনো বস্তু প্রত্যক্ষকালে সেই বস্তু হইতে পৃথক যে লক্ষণ উল্লেখ করিয়া উপদেষ্টা বস্তু পরিচয় করান, তাহাই 'তটস্থলক্ষণ।' দৃষ্টান্ত—'যে পশুটির পৃষ্ঠে কাক বসিয়া আছে ঐটি গরু।' এখানে কাক লক্ষণটি তটস্থলক্ষণ।

লক্ষণ দ্বারা বস্তু পরিচয় করিতে হইলে যাহাকে উপদেশ করা হইবে তাহার লক্ষণবাচ্য পদার্থ-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তির পূর্ব হইতেই কম্বল, শৃঙ্গ, দ্বিধা বিভক্ত খুর, কাক-পাখি সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তাহাকেই ঐ লক্ষণগুলি উপদেশ করিয়া গো-জাতি বুঝানো যাইতে পারে।

ব্রহ্ম সম্পর্কে এমন কোনো লক্ষণ নাই, যাহা আমরা পূর্বে অবগত হইয়া পরবর্তীকালে ব্রহ্ম দর্শনের সময় সেই লক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ব্রহ্মকে চিনিয়া লইতে পারিব।

এই সম্পর্কে বেদান্ত দর্শনে ২।১।৪ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যটি বহু বিস্তৃত, আমরা উহার আপাত প্রয়োজনীয় অংশ আলোচনা করিব।

**ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ॥ ২। ১। ৪॥**

জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম—এই প্রকার বলা হয়। তাহা যদি হইত তবে ঘটের উপাদান মৃত্তিকার লক্ষণাদি যেমন ঘটে বর্তমান, তেমনি জগৎ-উপাদান ব্রহ্মের লক্ষণ জগতে থাকিত। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র তাহা তো বলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



না। বরং সমস্ত শাস্ত্রই বলিতেছেন—জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণ, অর্থাৎ জাগতিক কোনো লক্ষণ ব্রহ্মে নাই। (এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ। এই প্রকার আপত্তি তুলিয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন,—ইহাই সিদ্ধান্ত করা হয়।)

শঙ্কর ভাষ্য—* * *—**অনুষ্ঠেয়রূপ ইব ধর্ম্মঃ** অনুষ্ঠেয় কর্মের ন্যায় ধর্ম। (গৃহ একটি কর্ম। নির্মাতা গৃহনির্মাণ-রূপ ক্রিয়া যতখানি করেন, ততখানি তিনি নিষ্পন্নরূপে দেখিতে পান, অবশিষ্টখানি তাঁহার মনে প্রাগ্ভাবে থাকে। ধর্মও সেই প্রকার। ধর্মের যতটুকু অনুষ্ঠান করা যায় ততটুকুর ফল—পুণ্য ভোগ হয়)। **পরিনিষ্পন্নরূপস্তু ব্রহ্মাবগম্যতে** ব্রহ্ম কিন্তু পরিনিষ্পন্ন সিদ্ধবস্তুরূপেই জানা যায়। (হিমালয় পর্বত পরিনিষ্পন্ন বস্তু, উহা কোনো ব্যক্তির ক্রিয়ার দ্বারা ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়া কর্তার প্রত্যক্ষ হয় না। তারপর যে হেতু ব্রহ্ম কাহারও প্রাকৃত মনোবৃত্তির বিষয় হন না, সে হেতু কাহারও মনে ব্রহ্ম সম্পর্কে কল্পনা (প্রাগ্ভাবে কর্মস্থিতিবৎ ব্যাপারও) সম্ভব নহে। যখন ব্রহ্ম উপলব্ধির বিষয় হন, তখনই তাঁহাকে জানা যাইবে, তৎপূর্বে তাঁহার সম্পর্কে কোনো কল্পনা করা যায় না। ১৪৮, ১৪৯ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। **পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণামস্ত্যবকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু** ব্রহ্ম যদি পরিনিষ্পন্ন বস্তুই হন, তবে তাঁহাতে মানবের প্রবৃত্তি বা আগ্রহ উৎপাদনের জন্য নিশ্চয়ই প্রমাণাদির প্রয়োজন আছে। ইহা ছাড়া মৃত্তিকা, হিমালয়, প্রভৃতি পরিনিষ্পন্ন বস্তু উপলব্ধি করিতেও প্রমাণ প্রয়োজন। কারণ বস্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলেই যে সেই বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়—তাহা নহে, বহুক্ষেত্রে ভ্রান্তজ্ঞানও দেখা যায় (রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ)। **যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পর বিরোধে সত্যেকবশেনেতরা নীয়ন্তে, এবং প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তদ্বশেনৈব শ্রুতির্নীয়তে** এমন যে শ্রুতিবাক্য, সেই শ্রুতিই যখন তাঁহার বাচ্য পদার্থ সম্পর্কে পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলেন, তখন আচার্যগণ আপাত বিরুদ্ধ শ্রুতি-বাক্যগুলির একবাক্যতা ও প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য যুক্তি তর্কপ্রমাণের আশ্রয়ই গ্রহণ করেন। (অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ ও শক্তি সম্পর্কে কেন যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না?—এইপ্রকার প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,—) **দৃষ্টসাধর্ম্যেণ চাদৃষ্টমর্থং সমর্পয়ন্তী যুক্তিরনুভবস্য সন্নিকৃষ্যতে** অজ্ঞাতবস্তুর কোনো ধর্ম বা লক্ষণ যদি জ্ঞাতবস্তুতে থাকে, তবে সেই ধর্ম বা লক্ষণ-জ্ঞান অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞানের নিকটবর্তী করে। যে ব্যক্তি গবয় নামক পশু দেখে নাই কিন্তু গরু দেখিয়াছে, তাহাকে যদি উপদেশ করা যায়—এই গরুর লক্ষণ শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দ্বিধা বিভক্ত খুর গবয় নামক পশুতেও আছে, কিন্তু সেটি গরু নহে; তবে সেই উপদিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS



ব্যক্তির গরু সম্পর্কীয় জ্ঞান গবয়ের এমন নিকটবর্তী হইবে যে, পরবর্তীকালে গবয় দৃষ্টিগোচর হইলে তাহাকে চিনিতে পারিবে। **বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিরৈতিহ্যমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাৎ** শ্রুতিবাক্য কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধিকে বহুদূরে নিয়ে যান ( ১৫০—১৫৩ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। ব্রহ্মের স্বরূপ, শক্তি ও ক্রিয়ার কথা যাহা শ্রুতি বলেন, উহা ঐতিহ্য মাত্র,—বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় কর, না হয় করিও না। শ্রুতি যাহা বলিতেছেন তাহার উপরে যুক্তিতর্ক চলিবে না। অথবা—যখন এই সংসারেই দেখা যায়, বহু ব্যক্তি রাজঐশ্বর্য-ভোগ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য কঠোর সাধনে ব্রতী হন; অপরদিকে যাঁহারা একবার ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারা কোনো প্রকার জাগতিক ভোগ সুখে প্রলুব্ধ হন না; তখন এই 'ঐতিহ্য প্রমাণেই বুঝিতে হইবে আনন্দ-রস-ব্রহ্ম আছেন, এবং তিনি সর্বসমর্থ। **অনুভবাবসানঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্তকং মোক্ষসাধনঞ্চ দৃষ্টফলতয়েষ্যতে** ব্রহ্মবিজ্ঞানের চরম ফল—ব্রহ্মানুভব। এই ব্রহ্মানুভবই সাধকের অবিদ্যা নাশ করিয়া দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশরূপ মোক্ষ প্রদান সমর্থ। (এখানে অবিদ্যা অর্থে—দুঃখ নাশের জন্য কর্মকাণ্ড অবলম্বনে প্রবৃত্তি।) দুঃখনাশের প্রকৃত উপায় যে ব্রহ্মানুভব, সেই অনুভবটি কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভব। ( ৫১, ১৩৫। শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। **শ্রুতিরপি "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" শ্রবণ ব্যতিরেকেন মননং বিদধতী** বৃহদারণ্যক উপনিষদে শ্রুতি বলিতেছেন "ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হইবে, সেইজন্য আচার্যমুখে বেদান্ত-উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান শুনিতে হইবে, শুনিয়া সেই শ্রুত বিষয় বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে" ( ২২০ শ্রুতির শেষভাগ দ্রষ্টব্য )। **তর্কমপি অত্র আদর্তব্যং দর্শয়তি** এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি ব্রহ্মবিজ্ঞান উপলব্ধি ব্যাপারে যুক্তিতর্কের আদর ও বিশেষ উপযোগিতা দেখাইয়াছেন॥

তর্কশাস্ত্র বলেন—"পূর্বাপরানুরোধেন কোন্বর্থোঽভিমতোভবেৎ।
ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জয়েৎ॥

কোনো শাস্ত্রে যদি প্রথমে একপ্রকার পরে অন্যপ্রকার সিদ্ধান্ত দেখা যায়, তবে ঐ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমন্বয়ের জন্য তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন তর্কশাস্ত্রের প্রয়োগ শুষ্ক তর্কে পরিণত হয়। শুষ্ক তর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বলিয়া উহা সর্বথা বর্জনীয়।"

উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে বহু বিরুদ্ধ উক্তি দেখা যায়। সেই সমস্ত বিরুদ্ধ উক্তির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন আছে। এই যুক্তি-তর্ক



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী বলেন—**যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া। যুক্তিস্তু কেবলা নৈবেতি। যুক্তেঃ স্বাতন্ত্র্য নিষেধাৎ। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়াৎ॥**—(সর্বসম্বাদিনী)। যুক্তি-তর্কে নিজমত স্থাপন করিতে হইলে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াই তাহা করিতে হইবে। "আমি এই প্রকার বুঝিয়াছি, অতএব তোমাকে মানিতে হইবে,"—এই প্রকার উক্তি তর্কে চলিবে না। ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে যে তর্ক উঠিবে, তাহাতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হয় না। কারণ বেদব্যাস তাঁহার বেদান্তসূত্রে বলিয়াছেন—'ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে উপনিষদ্-শ্রুতিবাক্যই মূল প্রমাণ।"

এইস্থলে আর একটি বেদান্ত-স্ত্র ও তাহার শঙ্কর ভাষ্যের প্রয়োজনীয় অংশ আলোচনা করা যাইতেছে।—

**স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২।১।১॥**

উপনিষদে যে ব্রহ্মকেই জগতের সর্ববিধ কারণ বলা হইয়াছে, তাহাই অবলম্বনে বেদান্ত এ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া যাইতেছেন। ইহাতে সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র; মন্বাদি ঋষিগণ-কৃত ধর্মশাস্ত্র; বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ; মহাভারত, রাময়ণাদি ইতিহাস; মহানির্বাণ তন্ত্র, কুলার্ণব তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র; যাহা 'স্মৃতি' নামে খ্যাত, তাহা নিরর্থক হইয়া যায়। না, তাহা হইবে না। কারণ—উক্ত স্মৃতিশাস্ত্রগুলি বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। (যদি দেখা যায় কোনো স্মৃতিবাক্যের মূলে বৈদিক প্রমাণ নাই, তবে তাহা শিষ্টসমাজে গৃহীত হয় না। বিদ্বান সমাজ "**শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী** শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিবাক্যই প্রাধান্য লাভ করিবে।"—এই প্রাচীন নীতি মানিয়া চলেন)।

শঙ্কর ভাষ্য—***। **ভবেদয়মনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাম্** যাঁহারা সাধন-বলে সেই পরতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া প্রজ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শাস্ত্রতাৎপর্যা-নুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঐ প্রকার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও কোনো বিচার-বিশ্লেষণ করা সঙ্গত নহে। **পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতুমশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিষবলম্বেরন্** যাঁহারা সাধন করিয়া পরতত্ত্ব-বিজ্ঞান আয়ত্ব করেন নাই, কেবল শাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে ঔপদেশিক জ্ঞান আহরণ করিতে সচেষ্ট আছেন, তাঁহাদের পক্ষে যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য সহজবোধ্য নহে, সে সমস্ত শ্রুতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য প্রখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা—অর্থাৎ, ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণের গ্রন্থ—স্মৃতিশাস্ত্র অবলম্বন করাই শ্রেয়। **তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্** এবং ঐ সমস্ত ঋষিগণের লিখিত পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী বেদশ্রুতির তাৎপর্য নির্ণয় করাই সঙ্গত। **অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু** ঐ সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রকার ঋষিগণ এযাবৎকাল বিদ্বৎসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, এখন যদি আমি বলি—তাঁহাদের গ্রন্থ ও তাঁহার ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত ভুল, তবে আমার কৃত এই ব্যাখ্যাই বা কে বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিবে?***। **তস্মান্নৈষাং মতমযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্** অতএব ঐ সমস্ত ঋষিগণের সিদ্ধান্তে ভুল আছে,—এই প্রকার উক্তি করার ক্ষমতা কাহারও নাই। **তর্কাবষ্টম্ভেন চ তেঽর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি** ঋষিগণ বিশেষ সতর্কতা সহকারে তর্ক-যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেদস্মৃতির তাৎপর্য-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। **তস্মাদপি শ্রুতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া** অতএব পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্র অবলম্বনে বেদের অন্তভাগ—উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করা কর্তব্য॥

উক্ত তিনটি বেদান্তসূত্র ও তাহার শঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী আমরাও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, গীতা, মহাভারত প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রুতির ব্যাখ্যা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। তবে এই সমস্ত শাস্ত্র সম্পর্কে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'শ্রীভাগবত সন্দর্ভ' নামক গ্রন্থে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন "**তত্র চ বেদশব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাদ্দুরধিগম্যার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনিনামপি পরস্পর বিরোধাদ্-বেদরূপো বেদার্থোনির্ণায়কশ্চেতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ**। যদিও শব্দপ্রমাণের মূল বেদ, তথাপি সম্প্রতি বিশাল বেদ সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। তাহার পর বেদের অর্থ-তাৎপর্য দুরধিগম্য, যাঁহারা বেদের টীকা-ভাষ্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পরে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এরূপস্থলে সুপ্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ইতিহাস—( রামায়ণ, মহাভারত ); পুরাণ—( শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে ) বেদ-শ্রুতির যে প্রকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করা সঙ্গত। অধিকন্তু পুরাণ ও ইতিহাসগুলিকে স্বয়ং উপনিষদ-শ্রুতিই 'পঞ্চমবেদ' বলিয়াছেন। ( ২২৩, ২২৪ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। তবে পুরাণ ও ইতিহাসের উক্তিগুলি বিচার সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে।"

এই যে পুরাণ ও ইতিহাসের উক্তি বিচার সহকারে গ্রহণ করিতে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ইহার তাৎপর্য যাহা আমি অধ্যাপক মহাশয় সমীপে শুনিয়াছি তাহা হইতেছে—জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়া তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিবার জন্য লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ ঋষিগণ তাঁহাদের গ্রন্থে বহু অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। রামায়ণে লঙ্কার সম্রাট্ রাবণের দশমুণ্ড, কুম্ভকর্ণের নাসিকাগহ্বরে হাজার হাজার বানর সৈন্যের প্রবেশ, মহাবীর হনুমানের লাঙ্গুলের দৈর্ঘ্য যোজন-প্রমাণ না করিলে কতজন লোক শ্রদ্ধাসহকারে রামায়ণ শ্রবণ করিত? তাহাই বলিয়া পারমার্থিক সিদ্ধান্তে কোনোপ্রকার দোষত্রুটি নাই।

এক্ষণে এই আলোকে আমরা পুরাণ ও ইতিহাসের সিদ্ধান্তানুযায়ী ১০৩ ও ১০৪ শ্রুতির তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারি।—

১০৪ শ্রুতি যে পরমশ্রেষ্ঠ পুরুষের কথা বলিলেন, তিনিই ১৭৭ ও ১৮২ শ্রুতি-কথিত চতুর্থ-তত্ত্ব তুরীয় পুরুষ। এই পুরুষই 'অনাদির আদি', 'সর্বকারণের কারণ,' 'সর্বাশ্রয়-সর্বসাক্ষী', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' 'দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য'। ১০৩ শ্রুতিতে কথিত জগৎকারণ অক্ষরব্রহ্ম এই দিব্য-পুরুষের প্রকাশ বিশেষ।

১০৪ শ্রুতি সেই পরমপুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—'দিব্য, অমূর্ত, অপ্রাণ, অমনা, অজ, বাহ্য ও অভ্যন্তরে কোনো ভেদ নাই—অখণ্ড একরস।'

এই শ্রুতি তাৎপর্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদী বৈষ্ণবাচার্যগণ "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।"—চৈঃ চরিতামৃত। মঃ ২২॥, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" শ্রীভাগবতম্ ১।৩।২৮॥ প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈষ্ণব আচার্যগণ এবিষয়ে যাহা বলেন, তাহার একটি দিকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী নিষেধ বাক্য 'নঞ্' দুই প্রকার,—প্রসহ্যপ্রতিষেধ ও পর্যুদাস। প্রসহ্য প্রতিষেধের 'নঞ্' ক্রিয়াপদের পার্শ্বে থাকে, যেমন 'একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত'। এই 'ভুঞ্জীত' ক্রিয়াপদের পার্শ্বে 'ন'—এই নঞ্ থাকায় এটি প্রসহ্য প্রতিষেধ, অতএব একাদশীতে ভোজন অত্যন্ত নিষেধ। ঐ নিষেধ কোনো যুক্তিতেই খণ্ডন হইবে না। পর্যুদাসের নঞ্ ক্রিয়াপদ হইতে দূরে ব্যবধানে থাকে, অথবা উক্ত নঞ্-বিশিষ্ট বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদ থাকেই না। এই প্রকার পর্যুদাসের নঞ্ প্রয়োগে যে নিষেধ করা হয়, উহা আত্যন্তিক নিষেধ নহে। বিশেষতঃ পর্যুদাস নঞ্ তখনই প্রয়োগ হয়, যখন—যাহার প্রতি নিষেধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহার স্বভাবতই নিষিদ্ধ বিষয়ে যোগ্যতা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সেই যোগ্যতা বিষয়াবলম্বনে যাহাতে অপর কেহ তদ্বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত না হয়, তাহার জন্যই পর্যুদাস নঞ্ প্রয়োগে সতর্ক করা হয়।

উপনিষদে দেখা যায় যেখানেই ব্রহ্মে রূপাদির নিষেধ করিয়াছেন, সেইখানেই পর্যুদাস নঞ্ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণবাচার্যগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, পরব্রহ্ম তুরীয় তত্ত্বটির রূপাদি সমস্তই আছে, তবে তাহা প্রাকৃত নহে, এবং জীবের মত আত্মা হইতে পৃথকও নহে। তিনি সচ্চিদানন্দঘন অখণ্ড একমেবাদ্বিতীয়ম্। যাহাতে কেহ তাঁহাকে প্রাকৃত রূপরসাদিবিশিষ্ট পুরুষ মনে করিয়া ভ্রম প্রমাদে অভিভূত না হয়, তাহার জন্যই শ্রুতি পর্যুদাস নঞ্ ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মের রূপাদির নিষেধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীজীব গোস্বামী কৃত ষট্ সন্দর্ভ, শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ ভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্নম্, ভাষ্যপীটকম্ প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১০৫। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
মুণ্ডক উঃ ২।১।৩॥

**এতস্মাৎ প্রাণঃ জায়তে** এই দিব্য অমূর্ত পুরুষ হইতেই এই বিশ্বের সমস্ত প্রাণবন্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়। তাহাদের **চ মনঃ, সর্বেন্দ্রিয়ানি, খং, বায়ুঃ, জ্যোতিঃ, আপঃ, বিশ্বস্যধারিণী পৃথিবী** মনাদি ইন্দ্রিয় বর্গ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি-সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্, জল, এবং এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর আধার-ভূতা এই পৃথিবী—সেই পরম পুরুষ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে॥ ১০৫॥

১০৬। অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥
মুণ্ডক উঃ। ২।১।৪॥

**মূর্ধা অগ্নিঃ, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ, শ্রোত্রে দিশঃ** যে বিরাট পুরুষের দ্যুলোক বা অগ্নি হইতেছে মস্তক, চক্ষু দুটি চন্দ্র ও সূর্য, কর্ণদ্বয় দিকসমূহ; **বাক্ বিবৃতাঃ বেদাঃ,** যাঁহার উচ্চারিত বাক্যই বেদাদি শাস্ত্র; **প্রাণঃ বায়ুঃ, হৃদয়ং**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বিশ্বং, পদ্ভ্যাং পৃথিবী, সর্বভূতান্তরাত্মা চ** যাঁহার প্রাণই হইতেছে বায়ু, হৃদয় বিশ্বজগৎ, চরণে পৃথিবী, সেই বিরাট পুরুষ ও সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে যিনি অবস্থান করেন সেই পরমাত্মা, **এষঃ হি তস্য** এ সমস্তই সেই পরমপুরুষের অভিব্যক্তি, বা সৃষ্ট পদার্থ॥ ১০৬॥

১০৭। তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ
সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥

মুণ্ডক উঃ। ২।১।৫॥

**তস্মাৎ অগ্নিঃ যস্য সমিধঃ সূর্যঃ** সেই পরমপুরুষ হইতেই দ্যুলোক বা অগ্নি জাত হইয়াছে, যাহার সমিধ স্থানীয় হইতেছেন সূর্য। **সোমাৎ পর্জন্য** ঐ অগ্নি বা সূর্য হইতে জাত চন্দ্র হইতেছেন মেঘোৎপত্তির কারণ। **পৃথিব্যাং ওষধয়ঃ** ঐ মেঘ পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করিলে পৃথিবীতে জীবের খাদ্য যব, গম প্রভৃতি ওষধী উৎপন্ন হয়। **পুমান্ যোষিতায়াং রেতঃ সিঞ্চতি** (সেই পরমপুরুষের ইচ্ছায় যে কন্দর্পের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কন্দর্পের বশীভূত হইয়াই) পুরুষে স্ত্রীতে রেতসিঞ্চন করে। **পুরুষাৎ বহ্বীঃ প্রজাঃ সম্প্রসূতাঃ** এই প্রকার ক্রমানুযায়ী সেই পরমপুরুষ হইতে এই বিশ্বে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহু প্রজা সৃষ্টি হইতেছে॥ ১০৭॥

১০৮। তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ॥

মুণ্ডক উঃ। ২।১।৬॥

**তস্মাৎ ঋচঃ, সাম, যজূংষি** সেই পরমপুরুষ হইতেই নিয়তাক্ষরপাদ ছন্দোবদ্ধ ঋক্‌মন্ত্রসমূহ, সঙ্গীতাত্মক মন্ত্র সামগানের সুরঝঙ্কার, অনিয়তাক্ষরপাদ ছন্দোবদ্ধ বাক্যাত্মক যজুর্মন্ত্রসমূহ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। **দীক্ষা, সর্বে যজ্ঞাঃ, ক্রতবঃ চ** বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইলে যজমান ও ঋত্বিকগণকে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রকার সদাচার আচরণ করিতে হয়—তদ্বিষয়ে সঙ্কল্পগ্রহণরূপ দীক্ষা বিধি, অগ্নিহোত্রাদি নিত্য-যজ্ঞ ও কাম্য-যজ্ঞ, পশুমাংসের আহুতিবিশিষ্ট ক্রতু-যজ্ঞ, এবং অথর্ববেদোক্ত শান্তি-যজ্ঞ ও পুষ্টি-কর্ম,—(এই সমস্তের বিধিব্যবস্থা সেই পরম-পুরুষই প্রবর্তন করিয়াছেন)। **যজমান চ, সম্বৎসরঃ চ, দক্ষিণাঃ চ**,মানুষের কর্মানুযায়ী জাতিবিভাগ করত, তাহাদের কোন্ জাতির কিপ্রকার বৈদিক কর্মে অধিকার—তাহার বিধি; বৎসরের মধ্যে কোন্ মাসে, কোন্ কোন্ তিথি নক্ষত্রযোগে, কি কি বৈদিক কর্মানুষ্ঠান করিতে হইবে—তাহার বিধি; কোন্ বৈদিক কর্মে, কি প্রকার দক্ষিণা ঋত্বিক্‌দিগকে দিতে হইবে—তাহার বিধি,—এই সমস্তই সেই পরমপুরুষই বেদে নির্দেশ দিয়াছেন। **লোকাঃ, যত্র সোমঃ পবতে, যত্র সূর্যঃ** বেদোক্ত কর্ম করিয়া যজমান তাহার কর্মফল ভোগ করিতে যে সমস্ত লোকে যাইবে, সেই সমস্ত লোকের ভোগৈশ্বর্য সম্পাদনের জন্য সেই পরমপুরুষই চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি লোকপাল ও স্বর্গাদিলোক সৃজন করিয়াছেন ॥১০৮॥

১০৯। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥

মুণ্ডক উঃ। ২।১।৭ ॥

**তস্মাৎ দেবাঃ সাধ্যাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ বয়াংসি চ বহুধা সম্প্রসূতাঃ** সেই পরমপুরুষ হইতেই বহু প্রকার দেবতা, যক্ষ-কিন্নরাদি সাধ্যগণ, মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে। **প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ চ** ঐ সমস্ত জীবের দেহরক্ষার জন্য দেহস্থ প্রাণ-অপানবায়ু তিনিই পরিচালনা করেন। দেহের পুষ্টির জন্য ধান্য, যবাদি খাদ্য তিনিই সৃজন করিয়াছেন। **চ তপঃ, শ্রদ্ধা, সত্যং, ব্রহ্মচর্যং, বিধিঃ, চ** (মানব-জাতির মঙ্গলের জন্য বেদাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া, তাহাতে মানবের আচরণীয়) তপস্যা বিধি (গীতা ১৭।১৪-১৬।), সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রশ্রবণ বিধি—শ্রদ্ধা, সর্বত্র সমদর্শনরূপ সত্য অবলম্বনের উপায় (শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১১।১৯।৩৭ ।।, ১১।২।৪৫-৪৭ ।।, ১১।২।৩৩-৪৩ ।। ), গুরুগৃহেগমন পূর্বক উপনীত হইয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নবিধি, ও গার্হস্থ আশ্রমে সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্যবিধি, এবং অপরাপর করণীয় বিধিসমূহ, সেই পরমপুরুষই প্রবর্তন করিয়াছেন। (গীতা ৪।১৬-১৭ ।। এবং সমগ্র ৭ম অধ্যায়) ।। ১০৯ ।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১১০। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥
মুণ্ডক উঃ ২।১।৯ ॥

**অতঃ সর্বে সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ** সেই পরমপুরুষ হইতেই সমস্ত পর্বত ও সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। **সর্বরূপাঃ সিন্ধবঃ চ অস্মাৎ স্যন্দন্তে** নানাপ্রকার নদ-নদী তাঁহা হইতেই প্রবাহিত হয়। **অতঃ সর্বাঃ ওষধয়ঃ চ, রসঃ চ** তাঁহা হইতেই ধান্য-ব্রীহি-যবাদি ওষধি ও আম্র প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল, এবং সেই সমস্ত খাদ্যে মধুরাদি রস উৎপন্ন হয়। **যেন ভূতৈঃ এষঃ অন্তরাত্মা তিষ্ঠতে হি** যাঁহার শক্তি বলে পঞ্চভূত মিলিত হইয়া যে দেহ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা বাস করিতে পারে—নিশ্চয়ই তিনি সেই পরমপুরুষ ॥ ১১০ ॥

১১১। ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥
শ্বেতাশ্বতরঃ উঃ। ৪।৯ ॥

**ছন্দাংসি, যজ্ঞাঃ, ক্রতবঃ, ব্রতানি,** গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দবদ্ধ বেদমন্ত্রসমূহ নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞের ব্যবস্থা, কাম্য ক্রতুযজ্ঞের ব্যবস্থা, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের নিয়ম, **ভুতং, ভব্যং, যৎ চ বেদাঃ বদন্তি** অতীত কালের, বর্তমান কালের ও ভবিষ্যৎ কালের যাহা কিছু বেদসমূহ বলিতেছেন, **অস্মাৎ** তাহা সমস্তই সেই মহাশক্তিমান পুরুষই বলিয়াছেন। **এতৎ বিশ্বং মায়ী সৃজতে চ** এই বিশ্ব সেই মায়াবী সৃজন করিয়া পালন ও সংহার করিতেছেন। **তস্মিন্ মায়য়া অন্যঃ সন্নিরুদ্ধঃ** এই সৃষ্ট বিশ্বে তিনি নিজ শক্তি বলে এক বিভিন্নাংশে জীবরূপে তাঁহারই শক্তি অবিদ্যায় আবদ্ধ হইয়াছেন। (গীতা ১৫।৭॥) ॥ ১১১ ॥

১১২। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৪। ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**প্রকৃতিং মায়াং তু বিদ্যাৎ** জগতের উপাদানভূতা প্রকৃতিকে মায়া বলিয়াই জানিবে। **মায়িনং তু মহেশ্বরং** এই মায়া শক্তির আশ্রয় কিন্তু সেই পরমপুরুষ মহেশ্বর। **তস্য অবয়বভূতৈঃ তু ইদং সর্বং জগৎ ব্যাপ্তম্** সেই মায়াধীশের অবয়বরূপে মায়িক জড়বস্তুদ্বারা জগৎ পূর্ণ।

(গীতা ১৩৷২৯-২১) ॥ ১১২ ॥

১১৩। যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ।৪।১২॥

**যঃ দেবানাং প্রভবঃ চ উদ্ভবঃ চ** যে মহামায়াবী-মহেশ্বর দেবতাদের উৎপত্তি ও দেবত্বলাভের হেতু, এবং **বিশ্বাধিপঃ রুদ্রঃ মহর্ষিঃ** বিশ্বের প্রভু, সর্ব-শাসন-সক্ষম ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্, **যঃ হিরণ্যগর্ভং জায়মানং পশ্যত** যিনি ব্রহ্মার জন্ম দেখিয়াছেন **সঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু** সেই পরমপুরুষ আমাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন ॥১১৩॥

১১৪। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম
পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥

মুণ্ডক উঃ।২।২।১৪॥

উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন,— **পুরস্তাৎ ইদং অমৃতং ব্রহ্ম এব** এই আমার সম্মুখে যাহা কিছু আছে—সমস্তই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই। **পশ্চাৎ দক্ষিণতঃ উত্তরেন চ ব্রহ্ম** আমার পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে—ব্রহ্মই অবস্থান করিতেছেন। **অধঃ উর্ধ্বং চ ব্রহ্ম প্রসৃতং** আমার নিম্নে ও উর্ধ্বে সেই ব্রহ্মই পরিব্যাপ্ত। **ইদং বিশ্বং ইদং বরিষ্ঠং ব্রহ্ম এব** এই বিশ্ব এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। ( গীতা ৭।৪॥ ) ॥১১৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১১৫। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৩.১৪।১॥

**ইদং সর্বং খলু ব্রহ্ম** এই যাহা কিছু সমস্তই ব্রহ্ম, **তৎ জ-ল-অন্ ইতি** কারণ—ব্রহ্ম হইতে ইহার উৎপত্তি, তাঁহাতেই লয় এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। **শান্তঃ (সন্) উপাসীত** অতএব ইন্দ্রিয় দমনপূর্বক শান্ত চিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। **অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ** যেহেতু মানবমাত্রেই তাহার কামনা পূরণে চেষ্টান্বিত, **অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ যথা-ক্রতুঃ ভবতি** ইহলোকে মানুষ তাহার কামনানুযায়ী যে প্রকার কর্ম করে **ইতঃ প্রেত্য তথা ভবতি** এই দেহ ত্যাগের পরে সেই কামনানুসারে ফল ভোগ করে। (এই তত্ত্ব জানিয়া) **সঃ ক্রতুং কুর্বীত** মানব অধ্যাবসায় সহকারে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম ও পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে ॥১১৫॥

এই প্রশ্ন ও উত্তর প্রকরণে প্রথম প্রশ্ন ছিল, **ব্রহ্মই কি জগৎ কারণ, না অন্য কোনও কারণ আছে?**

এই প্রশ্নের উত্তর ৪৯, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৭১, ৭৩, ৭৬, ৮৩, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০। শ্রুতি দিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—**জগতের কারণ যদি ব্রহ্ম হন, তবে তিনি কি প্রকার কারণ?**

এই প্রশ্নের উত্তর—৫৫ হইতে ১১৫ শ্রুতি—সকলেই দিয়াছেন।

তৃতায় প্রশ্ন—**জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, তিনি কি প্রকার ?**

ইহার উত্তর—৪৯, ৫৩, ৫৭, ৭১, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫॥ শ্রুতি দিয়াছেন। পরে আরও আলোচনা হইবে।

চতুর্থ প্রশ্ন—**কোথা হইতে আমরা আসিলাম?**

ইহার উত্তর—সর্বত্রই দেওয়া হইয়াছে তবে সুস্পষ্ট ভাবে দেওয়া হইয়াছে ৭০, ৭১, ৭৩, ৮৩, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৭, ১০৯। শ্রুতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পঞ্চম প্রশ্ন—অহং প্রত্যয়গত জীবাত্মার দেহাতিরিক্ত কোনো নিত্য স্বরূপ আছে কি?
এই প্রশ্নের উত্তর—৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৮১-৯২, ১০৯, ১১৪, ১১৫ দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে পরে শ্রুতি আরও বলিবেন ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ প্রশ্ন—অবিনাশী জীবাত্মার প্রকৃত সম্প্রতিষ্ঠা কি? বা কোথায়?
এ প্রশ্নের উত্তর—৭৪, ৯১, ৯২, ৯৭, ১১৪ দ্রষ্টব্য। পরে বিশেষভাবে এই প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে ২৪০—২৪৪ শ্রুতিতে।

সপ্তম প্রশ্ন—কাহার শক্তিতে আমরা এই দেহে বাঁচিয়া থাকি? এ প্রশ্নের উত্তর ৫৯, ৬০, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৯৪। শ্রুতি দিয়াছেন।

অষ্টম প্রশ্ন—কিসের জন্য আমরা এ সংসারে জীবন ধারণ করি?
এ প্রশ্নের উত্তর ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৭১, ৮৩, ৯৬, ১১৫। শ্রুতি দ্রষ্টব্য। পরে আরও আলোচনা হইবে।

নবম প্রশ্ন—কাহার পরিচালনায় আমরা সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত কর্মে ব্যাপৃত থাকি?

এ প্রশ্নের উত্তর ৪৯, ৫২, ৬৮, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯। শ্রুতি দিয়াছেন।

দশম প্রশ্ন—বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও পণ্ডিতেরা জড়হেতুবাদী হন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর ৩৬, ৫১, ৫২, ৮০, ৯৫ শ্রুতি দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# ব্রহ্ম বিজ্ঞান

১১৬। ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।

তৈত্তিরীয় উঃ ৩। ১॥

**ভৃগুঃ বৈঃ বারুণিঃ** ভৃগু নামে মহর্ষি বরুণের এক প্রসিদ্ধ পুত্র ছিলেন। **পিতরং বরুণং উপসসার** একদিন ভৃগু তাঁহার পিতা মহর্ষি বরুণ সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—**ভগব, ব্রহ্ম অধীহি** হে ভগবান্, আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ করুন। **তস্মা এতৎ প্রোবাচ** পিতা পুত্রকে এই প্রকার উপদেশ করিলেন,—**অন্নং প্রাণং, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাচং, ইতি** এই যে অন্নময় দেহ, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাগিন্দ্রিয়,—এ সমস্তই ব্রহ্ম ( ১১৫ শ্রুতি )।

এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভৃগু কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না দেখিয়া, পিতা মহাজ্ঞানী ও উপদেশকুশলী বরুণ ঋষি দিক্‌নির্দেশ পূর্বক **তং হ উবাচ** পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন,—**যতঃ বৈ ইমানি ভুতানি জায়ন্তে** যে তত্ত্বটি হইতে এই বিশ্বচরাচর সবকিছু জাত হয়, **জাতানি যেন জীবন্তি** জাত হইয়া যে তত্ত্বের শক্তিতে বাঁচিয়া থাকে বা বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে ও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, **যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি** এই বিশ্ব-চরাচর সবকিছুই যে তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং শেষে সব কিছুই যে তত্ত্বে প্রবেশ করে, **তৎ ব্রহ্ম** সেই তত্ত্বটিই ব্রহ্ম। **তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব** সেই ব্রহ্ম তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে যত্নবান হও॥ ১১৬॥

ব্রহ্মতত্ত্ব কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ও উপদেশ শ্রবণে জানা যায় না। শাস্ত্র ও গুরু-উপদেশ ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও তদুপলব্ধির উপায় নির্দেশ করেন। শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রোক্ত সাধনোপায় অবলম্বন করিলে, কালক্রমে তাঁহারই কৃপায় তাঁহার বিষয়ে জ্ঞানোদয় হয়। (৩৬, ৪৬, ২৬৬-২৬৮ শ্রুতি। গীতা ৪। ৩৪ ॥, ৭। ১৯ ॥, ১৬। ২৩-২৪ ॥ দ্রষ্টব্য )॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১১৭। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি ॥

তৈত্তিরীয় উঃ। ৩।২ ॥

**সঃ তপঃ অতপ্যত** ভৃগু পিতার উপদেশানুযায়ী তপস্যা করিলেন। (গীতা ১৭। ১৪-১৬ ॥, ১৩। ৭-১১)॥ **সঃ তপঃ তপ্ত্বা অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ** তিনি তপস্যা করিয়া স্থূলদেহের কারণ পঞ্চভূতের বিকার জীবখাদ্য অন্নকে বা অন্নময় কোষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। (আনুসঙ্গিক ভাবে ভূতপঞ্চককেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন)। **হি অন্নাৎ এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে** কেন না—অন্ন বা ভূতপঞ্চক হইতেই এই দৃশ্যমান বস্তুনিচয় জাত হইয়াছে, (ভূতপঞ্চক—মৃত্তিকা, জল, বায়ু অগ্নি ও ব্যোমতত্ত্ব)। **জাতানি অন্নেন জীবন্তি** জাত পদার্থের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধিশীল, তাহারা অন্নের দ্বারাই বাঁচিয়া থাকিয়া বর্দ্ধিত হয়। **অন্নং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি** বিনাশ কালে তাহারা ক্রমে ক্রমে ঐ অন্ন—ভূত-পঞ্চকের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে পঞ্চভূতেই বিলীন হয়। **তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব বরুণং পিতরং উপসসার** এই অন্নব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ বিচার করিয়া সন্দিহান ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণ সমীপে জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলেন। (ভূতপঞ্চক জড় ও পরিণামী, অতএব অক্ষর ব্রহ্ম হইতে পারে না।)

**অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম ইতি** হে ভগবান্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন। **তং উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্ম ইতি।** পিতা তাঁহাকে বলিলেন,—তপস্যা করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি কর। তপস্যাও ব্রহ্ম ॥ ১১৭ ॥

শ্রুতিদ্রষ্টা ঋষি ভৃগু তপস্যাকেও ব্রহ্ম বলিলেন, ইহার তাৎপর্য—যেমন 'জ্ঞান' শব্দটির দুইটি অর্থ; জানা ব্যাপারটি জ্ঞান, এবং যাহার দ্বারা বা যে উপায়ে জানা যায় সেগুলিও জ্ঞান। জ্ঞানের এই দ্বিতীয় অর্থেই গীতায় ১৩শ অধ্যায়ে ৭—১১ শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বিংশতিটি ক্রিয়ামূলক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্যাপারকে জ্ঞান বলিয়াছেন। সেই প্রকার ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় তপস্যাও ব্রহ্ম। এইখানে ভাষ্যকার আচার্য তপস্যা শব্দের অর্থ দিয়াছেন—

'মানসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ'।

ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া একাগ্র মনে বেদবাচ্য ব্রহ্মোপলব্ধির চেষ্টাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা।

১১৮। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌। ৩। ৩॥

**সঃ তপঃ অতপ্যত। সঃ তপঃ তপ্ত্বা প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ** ভৃগু পিতার উপদেশানুযায়ী তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া জীবদেহস্থিত প্রাণকে (প্রাণময় কোষকে) ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। **হি প্রাণাৎ এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে** কারণ,—প্রাণবন্ত বস্তু হইতেই এই সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়। **প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি** প্রাণ ক্রিয়া দ্বারাই সমস্ত জীব বাঁচিয়া থাকে ও বর্ধিত হয়, অবশেষে ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণাভিমুখীন্ হইয়া প্রাণেই লয় হয়। দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেলে দেহও বিনষ্ট হয়।

**তৎ বিজ্ঞায়** ভৃগু এই প্রাণ-ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ বিচার করিয়া (দেখিলেন যে, প্রাণ ক্রিয়াত্মক পরিণামী ও আশ্রিত পদার্থ। অতএব প্রাণ জগৎকারণ অদ্বয়ব্রহ্ম হইতে পারে না। সে জন্য তিনি) **পুনঃ এব পিতরং বরুণং উপসসার** পুনরায় পিতা বরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—**ভগবঃ ব্রহ্ম অধীহি ইতি** হে ভগবান, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন। **তং উবাচ হ** বরুণ ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, **তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্ম ইতি** তুমি নিজে তপস্যা—অর্থাৎ সাধনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা কর। ব্রহ্মের সাধনটিও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে॥ ১১৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১১৯। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি॥

তৈত্তিরীয় উঃ। ৩। ৪॥

**সঃ তপঃ অতপ্যত। সঃ তপঃ তপ্ত্বা মনঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ** ভৃগু পুনর্বার তপস্যা করিলেন। তাঁহার সাধনের ফলে মনকে (মনোময় কোষটিকে) ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেন। **হি মনসঃ এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে** কারণ—(পিতামাতা বা উৎপাদনকারীর কামনাত্মক মনোভাবই ইন্দ্রিয়বর্গকে পরিচালিত করিয়া সমস্ত উৎপাদন করে। অতএব) মন হইতেই এই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি। **মনসা জাতানি জীবন্তি** জীব বাঁচিয়া থাকার জন্য মনন করে বলিয়াই বাঁচে। **মনঃ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি** (বার্ধক্যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয় অক্ষম হইতে থাকিলে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-ব্যাপার) মনেই চিন্তারূপে প্রবেশ করিতে থাকে। শেষে মনেই সমস্ত লয় হয়।

**তৎ বিজ্ঞায় পুনরেব পিতরং বরুণং উপসসার** ভৃগু মনোব্রহ্ম তত্ত্বটি অবগত হইয়া (দেখিলেন যে মনের ব্যাপারটিও নানা প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ও অনিশ্চিত। অতএব মন ব্রহ্ম হইতে পারে না। তখন তিনি) পুনরায় জিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বরুণ ঋষি সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—**ভগব, ব্রহ্ম অধীহি** হে ভগবান, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন। **তং উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্ম ইতি** ঋষি বরুণ পুত্রকে বলিলেন, সাধন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হও। সাধনাও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে॥ ১১৯ ॥

১২০। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি-ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরং উপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সঃ তপঃ অতপ্যত** ভৃগু সাধন আরম্ভ করিলেন। **সঃ তপঃ তপ্ত্বা বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ** তিনি তপস্যা করিয়া জানিতে পারিলেন—বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। ( বিজ্ঞান অর্থে—মহতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব বা বিজ্ঞানময় কোষ )। **হি বিজ্ঞানাৎ এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে** ( প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি যে মহত্তত্ত্ব এবং সেই মহত্তত্ত্বের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধিতত্ত্ব —যাহাকে ৮৯ শ্রুতি বিজ্ঞান বলিয়াছেন, সেই ) বিজ্ঞান হইতেই এই সমস্ত ভূতপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। **বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি** ( বুদ্ধিতত্ত্বের দুইটি ব্যাপার আছে,—একটি হইতেছে উদ্দেশ্য, অপরটি স্বার্থ ও অনর্থ সম্পর্কে বিচার করিয়া স্বার্থের অনুকূল উপায় নির্ধারণ। ইহার জন্যই বুদ্ধিতত্ত্বটিকে বিজ্ঞান বলা হয়। পূঃ মীমাংসা—প্রভাকরবৃত্তি ১০৪।২৭॥ ) বিজ্ঞানের দ্বারা—অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও তাহা সিদ্ধ করিবার জন্যই জীব বাঁচিয়া থাকে। **বিজ্ঞানং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি** সমস্তই ক্রমে ক্রমে সেই বিজ্ঞানের অভিমুখেই অগ্রসর হয়, এবং শেষে এই ভূতবর্গ সেই বিজ্ঞান বা মহত্তত্ত্বেই প্রবেশ করে।

**তৎ বিজ্ঞায়** ভৃগু বিজ্ঞান-ব্রহ্মতত্ত্বটি বিশেষ বিচার করিয়া ( দেখিলেন যে, বিজ্ঞানময় কোষটিও জড় পরিণামী আশ্রিত পদার্থ। অতএব এই বিজ্ঞান বা মহত্তত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে পারে না। তখন তিনি ) **পুনঃ এব পিতরং বরুণং উপসসার। ভগবঃ ব্রহ্ম অধীহি** পুনরায় পিতা বরুণ সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—হে ভগবান, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন। **তং উবাচ হ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্ম ইতি।** পিতা তাঁহাকে বলিলেন,—সাধন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধনটিও ব্রহ্ম॥ ১২০ ॥

১২১। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্টিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥

তৈত্তিরীয় উঃ। ৩। ৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সঃ তপঃ অতপ্যত** ভৃগু পুনরায় তপস্যা করিলেন। **সঃ তপঃ তপ্ত্বা আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ** তিনি তপস্যা করিয়া আনন্দই ব্রহ্ম,—ইহা উপলব্ধি করিলেন। **হি আনন্দাৎ এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে** কারণ আনন্দ হইতেই এই সমস্ত জাত হইয়াছে। (বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মসূত্র ২।১৩২-৩৩॥ শঙ্কর ভাষ্য ও গোবিন্দ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। **আনন্দেন জাতানি জীবন্তি** আনন্দের দ্বারাই জাত পদার্থ জীবিত থাকে (৭১, ২৩৫ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। **আনন্দং প্রয়ন্তি অভি সংবিশন্তি** সকলেই আনন্দের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অবশেষে সকলেই সেই আনন্দব্রহ্মে প্রবেশ করে।

**সা এষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা** এই সেই বেদোক্ত ভৃগু-বরুণ সংবাদের ব্রহ্মবিদ্যা। **পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা** (এই বিদ্যায় অন্নময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারপূর্বক জড়কোষ-দেহ ত্যাগ করত) হৃদয়াকাশে স্থিত আনন্দ-ব্রহ্মেই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **যঃ এবং বেদ সঃ প্রতি-তিষ্ঠতি** যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন, তিনি আনন্দ-ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত হন। **অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি** (এই জ্ঞান লাভ করিবার পর সেই ব্যক্তি যতকাল এই সংসারে থাকেন, ততকাল) ইচ্ছামত ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে পারেন। **প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন মহান্ ভবতি কীর্ত্যা মহান্** সুসন্তান, গো-অশ্বাদি পশু, শম-দমাদি সৎ-গুণ প্রাপ্ত হইয়া এ জগতে তিনি মহান হন। তাঁহার কীর্তি-কলাপ সুমহান্ হয়॥ ১২১॥

উল্লিখিত পাঁচটি শ্রুতিতে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য যে তপস্যার নির্দেশ আছে উহাও ব্রহ্ম। ইহাতে ব্রহ্ম যে জন্য-পদার্থ নহেন, তাহা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মে হেতু-হেতুমদ্ভাব বা জন্য-জনকত্ব নাই। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ। এ বিষয়ে শ্রুতি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

১২২। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

কঠ উঃ ১।২।২৩॥

**অয়ং আত্মা প্রবচনেন ন লভ্যঃ** এই আত্মাকে (পরব্রহ্মকে) বহু শাস্ত্র আয়ত্ত কারিলেও লাভ করা যায় না। **নঃ মেধয়া, বহুনা শ্রুতেন ন** সুতীক্ষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বুদ্ধি সহায়ে, অথবা কেবল মহৎ-জনের উপদেশ শ্রবণে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। **যং এষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ** যে সাধককে সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অনুগ্রহ করেন, সেই সাধকের তিনি লভ্য হন। **তস্য এব এষঃ আত্মা স্বাং তনূং বিবৃণুতে** সেই সাধকের নিকটেই তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥ ১২২ ॥

এই শ্রুতির সহিত পূর্বোক্ত পাঁচটি শ্রুতিতে কথিত 'তপস্যাও ব্রহ্ম' এবং ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৬, শ্রুতির সামঞ্জস্য করিলে দেখা যাইবে বেদাদিশাস্ত্র, শাস্ত্রানুযায়ী সাধনোপদেষ্টা গুরু ও সাধন, এই তিনটিই ব্রহ্মতত্ত্ব। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন,—

মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবে কৃপা লাগি কৃষ্ণ কৈল বেদ পুরাণ ॥
শাস্ত্র, গুরু, আত্মা রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥

শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০।

১২৩। তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥

কঠ উঃ। ২। ২। ১৪ ॥

**তৎ অনির্দেশ্যং ইতি মন্যন্তে** ( ব্রহ্মতত্ত্বটি বুঝাইতে বেদে যে 'তৎ' পদের প্রয়োগ দেখা যায়, ঐ তৎ-পদের বাচ্য—নির্বিশেষ ব্রহ্ম। ) তৎ পদের বাচ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বটির কোনো স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না বলিয়াই জ্ঞানিগণ মনে করেন। ( কারণ ঐ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অদ্বয় তত্ত্ব, উহার কোনো জ্ঞাতা নাই, অতএব জ্ঞানও নাই )। **এতৎ পরমং সুখং ( ইতি মন্যন্তে )** 'এতৎ' পদের বাচ্য যে সবিশেষ ব্রহ্ম, ( যাঁহার কথা ১০৪ শ্রুতি বলিয়াছেন ), তিনিই পরম-সুখ-স্বরূপ ( আনন্দব্রহ্ম, রসব্রহ্ম বলিতে এই সবিশেষ স্বরূপটিকেই বুঝায়, ) জ্ঞানিগণ এই প্রকার মনে করেন। **কথং নু তৎ বিজানীয়াং কিম্ উ ভাতি বা বিভাতি** ( বিস্মিত নচিকেতাকে ঋষি যম অতঃপর বলিলেন, হে নচিকেতা, ) আমি কি করিয়া জানিব যে, সেই একই তত্ত্ব কি প্রকারে একই কালে পূর্ণ নির্বিশেষ রূপে থাকিয়াও পূর্ণ সবিশেষ রূপে প্রকাশমান হন ! ॥ ১২৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১২৪। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥

কঠ উঃ। ২। ৩। ১২॥

(ঋষি যম শিষ্য নচিকেতাকে বলিতেছেন,—হে নচিকেতা, ব্রহ্মতত্ত্বের সবিশেষ বা নির্বিশেষ কোনো ভাবই) **বাচা প্রাপ্তুং ন এব শক্যঃ, চক্ষুষা ন** বাক্যাদির দ্বারা উপলব্ধি হয় না। (বেদান্ত দর্শন ব্রহ্ম সূত্র ২। ১। ৪॥ শঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।) চক্ষুতেও তিনি দৃষ্ট হন না। **অস্তি ইতি ব্রুবতঃ** বেদাদি শাস্ত্র ও জ্ঞানিগণ বলেন যে, তিনি আছেন। (এই শাস্ত্র ও মহৎ বাক্য ভিন্ন) **অন্যত্র কথং তৎ উপলভ্যতে** আর কোন প্রমাণের দ্বারা তাঁহাকে প্রমেয় রূপে বোধ হইবে? (বেদান্ত সূত্র ১। ১। ৩॥ শঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১২৫। অস্তীত্যেবোপলব্‌ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্‌ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥

কঠ উঃ। ২। ৩। ১৩॥

ঋষি যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, **তত্ত্ব ভাবেন চ উভয়োঃ অস্তি ইতি উপলব্‌ধব্যঃ** সবিশেষ তত্ত্বরূপে ও নির্বিশেষ ভাবরূপে—এই উভয়-রূপেই ব্রহ্ম বর্তমান আছেন—এই প্রকারেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। **অস্তি ইতি এব উপলব্‌ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি** যে জ্ঞানী ব্রহ্ম সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই উভয় প্রকারেই বর্তমান বলিয়া জানেন, তাঁহাকে তত্ত্ব-ভাবস্বরূপ ব্রহ্ম কৃপা করেন॥ ১২৫॥

১২৬। যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥

কেন উঃ। ২। ১॥

**যদি মন্যসে সুবেদ ইতি** যদি মনে করিয়া থাক যে, ব্রহ্মতত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে জানিয়া ফেলিয়াছ, তবে **নূনং ত্বং ব্রহ্মণঃ দভ্রং অপি বেত্থ** নিশ্চয়ই তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রহ্মের একটি ক্ষুদ্র দিক্ মাত্র অবগত হইয়াছ। **দেবেষু ত্বং যৎ অস্য, যৎ অস্য রূপং** সেই ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে দুই একটি দিকমাত্র উপলব্ধি করিয়াই যদি তুমি বল, "ইহাই তাঁহার স্বরূপ, ইহাই তাঁহার স্বরূপ," **নু তে বিদিতং মীমাংস্যং এব মন্যে** তাহা হইলে তোমার বিদিততত্ত্ব এখনও মীমাংসার যোগ্য বলিয়া মনে করি ॥ ১২৬ ॥

১২৭। **নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।**
**যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥**

কেন উঃ। ২। ১ ॥

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ কি প্রকার বলেন, তাহা ঋষি বলিতেছেন,—

**অহং সুবেদ ইতি ন মন্যে** আমি ব্রহ্মতত্ত্বটি সম্পূর্ণ জানিয়াছি,—এই প্রকার মনে করি না, **ন বেদ ইতি নো** একেবারে কিছুই জানি না,—তাহাও নহে। ( এই প্রকার যিনি বলেন, তিনি ব্রহ্মতত্ত্বটির স্বরূপ ) **বেদ চ** বুঝিয়াছেন। **যঃ তৎ বেদ** যিনি বলেন—'তাঁহাকে আমি জানিয়াছি' **তৎ ন বেদ** তিনি ব্রহ্মতত্ত্বটি বুঝিতেই পারেন নাই। **ন বেদ ইতি ন বেদ চ** যিনি বলেন—'আমি জানি না', তিনিও জানেন না ॥ ১২৭ ॥

১২৮। **যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।**
**অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥**

কেন উঃ। ২। ৩ ॥

**যস্য অমতং তস্য মতং** ( ব্রহ্মতত্ত্বটি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। যখন কোনো জ্ঞানী ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে শিষ্যবর্গকে উপদেশ করেন, তখন নিশ্চয়ই প্রাকৃত বুদ্ধি সহায়ে প্রাকৃত বাক্যের দ্বারাই উপদেশ করেন। সেইজন্য ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে ) যে উপদেষ্টা বলেন যে, ব্রহ্ম আমার নিকটে অবিজ্ঞাত, **তস্য মতং** তাঁহার উক্তিই সত্য। **যস্য মতং সঃ ন বেদ** যে উপদেষ্টা বলেন যে, 'আমি তাঁহাকে জানিয়া বলিতেছি', তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না। (প্রাকৃত দেহাভিনিবিষ্ট অবস্থায় যিনি মনে করেন ) **অবিজ্ঞাতং বিজানতাং** ব্রহ্মতত্ত্ব আমার অবিজ্ঞাত, তিনিই তত্ত্বটির স্বরূপ সম্যক্ বুঝিয়াছেন। **অবিজানতাং বিজ্ঞাতং** যাহারা ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝে নাই, তাহারাই মনে করে—'আমরা তাঁহাকে বুঝিয়াছি' ॥ ১২৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই শ্রুতি বলিলেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাকৃত মনাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় নহে। আবার বহু শ্রুতি বলিতেছেন তিনি দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—

১২৯। প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥

কেন উঃ। ২। ৪ ॥

**অমৃতত্বং বিন্দতে** সেই আনন্দব্রহ্ম লাভ হয়। তবে **হি প্রতিবোধ বিদিতং** সাধক যখন প্রাকৃত দেহাভিনিবেশ বর্জিত শুদ্ধাত্মস্বরূপে অবস্থান করেন (২৪০, ২৪১, ৯৭ শ্রুতি দ্রষ্টব্য) তখনই আনন্দব্রহ্ম বিদিত হন। **আত্মনা বিন্দতে বীর্যং** বেদ নির্দিষ্ট তপস্যা (যাহার সম্বন্ধে ১১৭-১২০ শ্রুতি 'তপঃ ব্রহ্মেতি' বলিয়াছেন, সেই তপস্যারূপ ব্রহ্ম বা আত্মা) হইতে যোগ্যতা লাভ হয়, এবং **বিদ্যয়া অমৃতং বিন্দতে** ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাভক্তিবলে সেই আনন্দ ব্রহ্ম লাভ হয়। (গীত ১৮।৫৪-৫৫ ॥, ১৪। ২৭ ॥ দ্রষ্টব্য) ॥ ১২৯ ॥

এই ব্রহ্ম জ্ঞান কি প্রকার, শ্রুতি তাহা বলিতেছেন,—

১৩০। * * আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং
মন-আনন্দম্।
শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাসস্ব ॥

তৈত্তিরীয় উঃ ১। ৬। ২॥

**আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম** (অনন্ত আকাশের কিছু যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আমাদের প্রত্যক্ষের বাহিরেও আকাশ রহিয়াছে। সেই প্রকার অনন্ত) আকাশবৎ বৃহৎ ব্রহ্ম। (সেই অনন্তব্রহ্মের যতটুকু সাধন বলে উপলব্ধি হয়, তাহাই) **সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দং শান্তি-সমৃদ্ধং অমৃতম্** নিত্যকাল স্থায়ী। (এমন কি সাধক শুদ্ধাত্মস্বরূপে সেই আনন্দ ব্রহ্মকে একবার দর্শন পাইলে, পরবর্তীকালে প্রাকৃত দেহনিষ্ঠ অবস্থায়ও তিনি সেই সাধকের) প্রাণারাম, মনের আনন্দপ্রদ, বৈষয়িক ব্যাপারে শান্তি সমৃদ্ধ আনন্দরূপেই অনুভববেদ্য হইয়া থাকেন। **প্রাচীনযোগ্য ইতি উপাসস্ব** হে প্রাচীনযোগ্য (প্রাচীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জ্ঞানিগণের পন্থা অনুসরণ যোগ্য ), তুমি এই প্রকারেই সেই অনন্ত আনন্দব্রহ্মের উপাসনা কর ॥ ১৩০ ॥

১৩১। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥

ঈশ উঃ। ৪ ॥

**অনেজৎ একং মনসঃ জবীয়ঃ** পরব্রহ্ম এক-অদ্বিতীয়, সর্বদা একরূপে অচলভাবে স্থিত, আবার মন অপেক্ষাও দ্রুতগতিশীল, **পূর্বং অর্ষৎ** সকলের আগেই তিনি সব অধিকার করিয়া বর্তমান আছেন, বা মন তাঁহার সম্বন্ধে যতই কল্পনা করুক না কেন, তিনি সমস্ত মনঃকল্পনা অতিক্রম করিয়া সর্ববৃহৎ হইয়া বর্তমান। **এনৎ দেবাঃ ন আপ্নুবন্** ইহাকে 'দেবতাগণও জানিতে' পারেন না, বা প্রাকৃত বস্তু প্রকাশক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ ইঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না। **তৎ তিষ্ঠৎ অন্যান্ ধাবতঃ অতি-এতি** তিনি একস্থানে স্থির থাকিয়াই অন্য গতিশীল সকলকে অতিক্রম করিয়া ধাবিত হন। **তস্মিন্ মাতরিশ্বা অপঃ দধাতি** তাঁহাতেই বায়ু বা সূত্রাত্মা ও জীবের কর্মসমূহ স্থান পাইয়া জগতের সমস্ত ব্যাপার নিষ্পাদন করে, ( অর্থাৎ—তিনি সর্বাশ্রয়, সর্বকর্মা ) ॥ ১৩১ ॥

১৩২। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ১৯ ॥

**সঃ অপানি-পাদঃ জবনঃ গ্রহীতা** সেই পরমপুরুষ ব্রহ্মের জীববৎ হস্ত-পদাদি না থাকিলেও তিনি দ্রুত গমন করেন এবং সর্ব বস্তুই গ্রহণ করেন, **অচক্ষুঃ পশ্যতি, অকর্ণঃ শৃণোতি** চক্ষু না থাকিলেও দর্শন করেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন। **সঃ বেদ্যং বেত্তি** মন না থাকিলেও তিনি জ্ঞাতব্য সমস্তই জানেন। **চ তস্য বেত্তা ন অস্তি** কিন্তু তাঁহাকে জানেন এমন কোনো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



( দেহধারী ) ব্যক্তি নাই। **তং অগ্র্যং পুরুষং মহান্তং আহুঃ** তাঁহাকেই অনাদি পুরুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদাদি শাস্ত্র ঘোষণা করেন॥ ১৩২ ॥

অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদী বৈষ্ণবাচার্যগণ এই সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেন যে, সেই পরমপুরুষের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জীববৎ আত্মা হইতে পৃথক নহে। জীবের পঞ্চদেহকোষের মত তাঁহা হইতে পৃথক কোনো কিছুই তাঁহার শ্রীবিগ্রহে নাই। তিনি অখণ্ড একরস। শ্রুতিতে যে বলিলেন 'তাঁহাকে জানেন এমন কেহ নাই', উহার তাৎপর্য—আত্মা হইতে পৃথক দেহে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে বা দেখিতে পারে না। এই প্রকার তাৎপর্য না করিলে বহু শ্রুতি বিরোধ দেখা দিবে। সেই বিরোধ মীমাংসা করিতে হইলে লক্ষণা ( কষ্ট কল্পনা ) করিতে হইবে। নতুবা স্বার্থে তাৎপর্য শূন্য 'অর্থবাদ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইতি—লেখক।

১৩৩। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়ায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ২০॥

**অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্** পরমপুরুষ ব্রহ্ম অণু হইতেও সুসূক্ষ্মতর' আবার বৃহৎ হইতেও অতি বৃহত্তর। **অস্য আত্মা জন্তোঃ গুহায়াং নিহিতঃ** তাঁহারই একাংশ পরমাত্মারূপে জীব হৃদয় গুহায় নিহিত আছেন। **অক্রতুং ধাতুঃ প্রসাদাৎ তং মহিমানং ঈশং পশ্যতি বীতশোকঃ** বিষয় ভোগ বাসনা রহিত সাধক পরমেশ্বরের কৃপায় সেই মহিমান্বিত সর্বদেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক পরমাত্মাকে দেখিতে পান ( শ্রীভাগবতম্ ২। ২। ৮॥ ), এবং সর্বদুঃখের অতীত হন॥ ১৩৩॥

১৩৪। একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ১৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**অস্য ভুবনস্য মধ্যে একঃ হংসঃ** এই ভুবনের মধ্যে এক অদ্বিতীয় সর্বগামী ও অবিদ্যানাশক পরমেশ্বর আছেন। **সঃ এব অগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ** তিনিই অগ্নি, জল, প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের মধ্যেই বর্তমান আছেন, অথবা তিনিই জ্যোতির্ময় পরমাত্মারূপে পাঞ্চভৌতিক দেহে সন্নিবিষ্ট আছেন। **তং বিদিত্বা এব মৃত্যুং অত্যেতি** তাঁহাকে জানিলে তবে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। **অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে** এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাঁহাকে জানা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই॥ ১৩৪॥

১৩৫। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

মুণ্ডক উঃ। ৩। ১। ৩॥

**যদা পশ্যঃ রুক্মবর্ণং কর্তারং ঈশং ব্রহ্মযোনিং পুরুষং পশ্যতি** যেকালে সাধক উপযুক্ত যোগ্যতা লাভ করিয়া সেই স্বর্ণের মত জ্যোতির্ময়, সর্বজগতের সৃজন-পালন-সংহারকর্তা, সকলের নিয়ন্তা, ব্রহ্মার সৃজনকর্তা সেই পরমপুরুষকে ( ১০৪ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ) দর্শন করেন, **তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়** তখন সেই জ্ঞানী তাঁহার পুণ্য ও পাপ জনিত সমস্ত কর্মবন্ধন নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া **নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যং উপৈতি** প্রাকৃত দোষ রহিত পরমেশ্বর সমতুল্য পার্ষদ দেহে পরমেশ্বর সমীপে উপস্থিত হন, অথবা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন॥ ১৩৫॥

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী আচার্যগণের মতবাদ অনুসারে এই শ্রুতিতে যে প্রকারে সেই পরম পুরুষের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে জীব-হৃদয়গুহায় স্থিত পরমাত্মা বলা চলে না। বলিলে অতিশয় কষ্ট-কল্পনা দোষ হয়। ইনিই সেই আদিপুরুষ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার একটি ভাবমাত্র। পরমাত্মা ইহার একটি প্রকাশ বিশেষ। এই পুরুষই চরমতত্ত্ব। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোনো কিছু নাই। ( গীতা ৭।৭॥, ১৪।২৭॥১০।৪২॥, ১৫।১৮ ) সাধন বলে এই চরমতত্ত্ব আনন্দরসব্রহ্ম পুরুষকে জ্ঞেয়রূপে জ্ঞাতা তদ্বিষয়ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। নির্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান,—এই তিনটি ব্যাপার সম্ভব হয় না ( ২১৩। শ্রুতি দ্রষ্টব্য )॥ ইতি—লেখক।

১৩৬। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
ঈশ উঃ। ৬॥

**তৎ এজতি, তৎ ন এজতি** ব্রহ্ম গতিশীল, ব্রহ্ম অচল। **তৎ দূরে, তৎ অন্তিকে** ব্রহ্ম আমাদের হইতে বহু দূরে, ব্রহ্ম আমাদের অতি নিকটে ( এই প্রকারে তিনি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয় করিয়া বর্তমান )। **তৎ অস্য সর্বস্য অন্তঃ** সেই ব্রহ্মই এই জগতের সমস্ত বস্তুর ভিতরে আছেন। **উ তৎ অস্য সর্বস্য বাহ্যতঃ** আবার সেই ব্রহ্মই সমস্ত বস্তুর বাহিরে আছেন। ( শ্রীভাগবতম্ ১০।৯।১৩॥ )॥১৩৬

১৩৭। যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ৯॥

**যস্মাৎ পরং অপরং কিঞ্চিৎ ন অস্তি** যে পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট কেহ আর নাই, যাঁহা হইতে নিকৃষ্টও কিছু নাই; **যস্মাৎ অণীয়ঃ ন, জ্যায়ঃ কঃ চিৎ ন অস্তি** যাঁহা হইতে অনুতর কিছু নাই, যাঁহা হইতে বৃহত্তর কিছু নাই, ( তিনিই সেই পরম পুরুষ )। **বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ, একঃ, দিবি তিষ্ঠতি** তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্থির, এক অদ্বিতীয় রূপে নিজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। **তেন পুরুষেণ ইদং সর্বং পূর্ণম্** সেই পুরুষের দ্বারাই এই বিশ্বের সর্বত্র পরিপূর্ণ॥ ১৩৭॥

১৩৮। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তস্য কার্য্যং করণং চ ন বিদ্যতে** (জীবের দেহ বহু পদার্থের সমবায়ে গঠিত। এই দেহ গঠনে জীবাত্মার কোনো কর্তৃত্বও নাই। এই কারণে জীবের দেহ কার্য-পদার্থ। তারপর জীবের দেহ ও আত্মা পরস্পর পৃথক পদার্থ)। সেই পরম পুরুষের জীবের মত কার্য্যদেহ নাই। (জীবের ইন্দ্রিয় গুলি আত্মা হইতে পৃথক, এবং প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় তাহার নিজস্ব একটি বিষয় মাত্রই গ্রহণ করিতে পারে, যেমন চক্ষু তাহার বিষয় রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না। তারপর ইন্দ্রিয় গুলির বিষয় গ্রহণ সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ। জীবাত্মা তাহা হইতে পৃথক ইন্দ্রিয় গুলির দ্বারাই তৎতৎ বিষয়ক রূপ রসাদি গ্রহণ করে বলিয়া ইন্দ্রিয় গুলি আত্মার করণ)। পরমেশ্বরের তদতিরিক্ত কোনো পৃথক ইন্দ্রিয়রূপ করণ নাই। **তৎ সমঃ চ অভ্যধিকঃ চ ন দৃশ্যতে** (যে কোনো বিষয়ে) তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। **অস্য জ্ঞান-বল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী** (জীবের বল জন্মের পর খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীর বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়, বার্ধক্যে হ্রাস পায়। জীবের জ্ঞান নানা প্রকার বিষয় দেখিয়া ও শুনিয়া ক্রমে ক্রমে লাভ হয়, আবার জ্ঞাত বিষয়ে চর্চা না থাকিলে ভুলিয়া যায়। ইহার কারণ জীবের বল ও জ্ঞান তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের বল ও জ্ঞান। ঐ বল ও জ্ঞান জীবাত্মার পক্ষে অস্বাভাবিক। তারপর জীবের জ্ঞান ও বল সীমাবদ্ধ। কিন্তু) পরমেশ্বরের জ্ঞান ও বল স্বাভাবিক, উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। (জীব নানা প্রকারে অভাবগ্রস্ত। সে জন্য জীব যাহা কিছু করে, সমস্তই তাহার অভাব পূরণের জন্যই করে, এবং বহু বিচার বিবেচনা করিয়া কার্য সম্পাদন করিতে যাইয়াও বহু ভুল ভ্রান্তি করে।) পরমেশ্বরের সমস্ত ক্রিয়াই স্বাভাবিক, (তাঁহার কোনো কর্মে ভুল ভ্রান্তি নাই। ১০২ শ্রুতি দ্রষ্টব্য। এবং তিনি কোনো প্রকার অভাব বোধ করিয়া তাহা পূরণের জন্য কিছু করেন না, কারণ তাঁহার কোনো অভাব নাই। তিনি সর্বদা পূর্ণ ও 'সদ্ভাব-পদার্থ রূপে' বর্তমান। বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩২-৩৩॥ শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)। **অস্য পরা শক্তিঃ বিবিধা এব শ্রূয়তে** সেই পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত অচিন্ত্য শক্তি বহু, এবং নানা প্রকার বলিয়া বেদে বর্ণনা করা হইয়াছে।। (শ্রীভাগবতে সমগ্র ১০মঃ স্কন্ধ দ্রষ্টব্য)॥ ১৩৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৩৯। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ১৭ ॥

**সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসং সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্** সেই পরমপুরুষের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দেখা যায়, উহা তৎতৎ ইন্দ্রিয় গুণের আভাস, অর্থাৎ—তৎতৎ ইন্দ্রিয়শক্তি তাঁহার আছে ইহাই বুঝায় মাত্র। (কিন্তু তাঁহার ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় দৃষ্টে যদি কেহ মনে করেন যে, জীবের মত পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক পৃথক বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, এবং ঐ ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়-গ্রহণ সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ, তবে সে ধারণা ভুল হইবে। কারণ তিনি জীবের ইন্দ্রিয়ের মত যোগ্যতাভেদ ও সীমাবদ্ধ যোগ্যতা-বিশিষ্ট) ইন্দ্রিয় পরিশূন্য। (সেই পরব্রহ্ম পুরুষ স্বগতভেদ শূন্য। ৫৩ শ্রুতি দ্রষ্টব্য। তিনি চিনির পুতুলের মত অখণ্ড একরস একজ্ঞান। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সমস্ত ক্রিয়া করিতে পারে, এবং সামর্থ্যও অসীম।) **সর্বস্য প্রভুম্ ঈশানম্** তিনি সকলেরই প্রভু ও নিয়ন্তা, **সর্বস্য শরণং বৃহৎ** সকলেরই একমাত্র আশ্রয়, এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বা সকলেরই মূল কারণ॥ (বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মসূত্র ১।১।২ ॥ গোবিন্দ ভাষ্য, ও শ্রীজীবগোস্বামীকৃত সর্বসম্বাদিনী দ্রষ্টব্য)॥ ১৩৯ ॥

১৪০। ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ৯ ॥

**লোকে তস্য কঃ চিৎ পতিঃ ন অস্তি** কোনও লোকেই তাঁহার কোনো প্রভু নাই, **ঈশিতা চ ন** তাঁহার কোনো নিয়ন্তাও নাই। (ইহাতে সেই পরম পুরুষ সম্পর্কে 'হেতুবাদ' ও 'বিধি-নিষেধ' দূর হইল। ইতি—লেখক।) **তস্য লিঙ্গং চ ন এব** অনুমান প্রমাণের উপায়ভূত কোনো হেতুও তাঁহাতে নাই। অথবা জীবের মত স্বগতভেদযুক্ত দেহ তাঁহার নাই। অথবা স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক—কোনো কিছুই তিনি নহেন, আবার স্ত্রীপুরুষাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সব কিছুই তিনি। **সঃ করণ-অধিপ-অধিপঃ** জীবের পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়ের পরিচালক পৃথক পৃথক লোকপাল দেবতাদেরও ( ৬৪ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ) তিনিই নিয়ন্তা। **সঃ কারণং, অস্য কশ্চিৎ জনিতা ন, অধিপঃ চ ন** তিনিই সর্ববিষয়ের একমাত্র কারণ ও আশ্রয়। তাঁহার কোনো উৎপাদয়িতা বা নিয়ন্তা নাই। (শ্রীভাগবতম্ ১০। ৩। ৩১॥ )॥ ১৪০॥

১৪১। যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥

কঠোপনিষৎ। ২।১।৯॥

**যতঃ সূর্যঃ উদেতি যত্র চ অস্তং গচ্ছতি** যাঁহা হইতে সূর্য জন্মলাভ করিয়াছে; মহাপ্রলয়ে সূর্য যাঁহাতে লয় হইবে, **সর্বে দেবাঃ তং অর্পিতাঃ** লোক-পাল দেবতাগণ তাঁহাতেই আশ্রিত থাকিয়া কার্যকরিয়া থাকেন। **কঃ চন তৎ ন উ অত্যেতি** কেহই সেই পরমপুরুষকে অতিক্রম করিতে পারে না। **এতৎ বৈ তৎ** এই তত্ত্বটিই সেই ব্রহ্মতত্ত্ব॥১৪২॥

১৪২। ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

কঠ উঃ।২।২।১৫॥

**তত্র সূর্যঃ ন ভাতি, চন্দ্র-তারকং ন** ( নির্বিশেষ ব্রহ্ম বাদী মতে ) সেই অদ্বয় ব্রহ্মে, ( অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদী মতে ) সেই পরম পুরুষের নিত্যধামে সূর্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র তারকার প্রকাশও নাই **ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি** এই জগতের মত সেখানে বিদ্যুতের ঝলকও নাই। **অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ** এই অগ্নি সেখানে কি করিবে? **তং এব ভান্তং সর্বং অনুভাতি** সেইখানে তিনি নিজে প্রকাশমান্ বলিয়া তাঁহার জ্যোতিতেই চন্দ্র-সূর্যাদি সমস্ত প্রকাশ পায়। **তস্য ভাসা ইদং সর্বং বিভাতি** তাঁহারই আলোকে এই জগতের সূর্য-চন্দ্র আলোকিত॥১৪২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৪৩। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

কঠ উঃ। ২।১।১০॥

**যৎ এব ইহ তৎ অমুত্র** যাহা কিছু এজগতে আছে তাহাই সেইখানে আছে। **যৎ অমুত্র ইহ তৎ অনু** যাহা সেইখানে আছে, এজগতেও তাহারই অনুরূপ আছে। **যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুং আপ্নোতি** যে ব্যক্তি এখানে বিভিন্ন ভাবে দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুই প্রাপ্ত হয় ॥১৪৩॥

এই শ্রুতিটির আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হইল। কারণ এই শ্রুতি ও পূর্ববর্তী ১৪২ শ্রুতির তাৎপর্য সম্পর্কে মায়াবাদী আচার্যগণের ব্যাখ্যা এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী আচার্যগণের ব্যাখ্যা,—এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে।

মায়াবাদিগণ বলেন, যাহা কিছু এজগতে আছে তাহা সমস্তই সেই মূলকারণ ব্রহ্মে নির্বিশেষ কারণরূপে বর্তমান। অপরপক্ষ বলেন,—যদি এ জগতের সব কিছুই কারণ ব্রহ্মে বর্তমান থাকে, তবে এই হেতুতেই ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়েন। অধিকন্তু ব্রহ্ম হেতুবাদের বিষয়ীভূত হইয়া দোষদুষ্ট হন। এ বিষয়ে মায়া বা উপাধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়া স্বীকৃত হইয়া যাইবে। ফলে অদ্বয়ব্রহ্ম স্বীকৃত হইবেনা।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী মতে এই দুইটি শ্রুতি এবং এই প্রকার আরও বহুশ্রুতি স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন যে, সেই পরমপুরুষের নিত্যধাম আছে। সে ধাম মহা-প্রলয়েও বিনাশ হয়না। মহাপ্রলয়ের পর যখন নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখম সেই নিত্যধামের অনুরূপ অনিত্য জগৎ সৃজন করা হয়। এই শ্রুতি তাহাই জানাইয়াছেন। ইতি—লেখক।

১৪৪। স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যথা—
তথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

ঈশ উঃ।৮॥

**সঃ পর্যগাৎ শুক্রং অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং শুদ্ধং অপাপ বিদ্ধং** সেই পরমেশ্বর (নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে) সর্বব্যাপী (সবিশেষ ব্রহ্ম পরমপুরুষরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহার যে স্বরূপ বর্তমান সেই স্বরূপটি ) জ্যোতির্ময় ( স্বগতভেদ শূন্য একরস। তাঁর সেই স্বরূপটি প্রাকৃত দেহ ধারী জীববৎ নহে। কারণ তাঁহার স্বরূপ ) দেহদেহী ভেদশূন্য, ক্ষতহীন, কারণ তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তাঁহার কোনো ক্ষয়ও হয়না। তাঁহার স্বরূপদেহ শিরাহীন, নির্মল। তাঁহার কৃতকর্মের পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করেনা। **কবিঃ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ** তিনিই বেদের কবি, তিনিই সর্বোত্তম জ্ঞানী, এবং তিনিই নিজের কারণ। **শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ অর্থান্ যথা-তথ্যতঃ ব্যদধাৎ** তিনিই অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত এই সৃষ্টিতে প্রতি নূতন সৃষ্টিকালে প্রজাপতিদিগের কর্তব্যকর্ম বিভাগ করিয়াছেন ॥১৪৪॥

১৪৫। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

কঠ উঃ ।১।৩।১৫॥

**যৎ চ অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অরসং তথা অগন্ধবৎ** যিনি ( প্রাকৃত দৃষ্টিতে ) শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন এবং গন্ধহীনবৎ। ( এই 'বৎ' প্রয়োগেই ব্রহ্মে রূপরসাদির বিহিতত্ব প্রমাণ হইল। অর্থাৎ সেই পরমপুরুষে রূপ, রস, সবই আছে, তবে তাহা প্রাকৃত নহে বলিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। ৮০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )।

**অব্যয়ং নিত্যং অনাদি অনন্তম্** নিজ হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াও তিনি অব্যয়রূপে নিত্যকালস্থিত অনাদি অনন্ত পুরুষ। **মহতঃ পরং ধ্রুবং** মহত্তত্ত্ব তাঁহাকে স্পর্শকরিতে পারে না, কারণ তিনি শাশ্বত। **তং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে** তাঁহাকে বেদবাক্য-বিচারপূর্বক সাধন করিয়া অবগত হইতে পারিলে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ॥১৪৫॥

১৪৬। ওঁ। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥

কেন উঃ ।১।১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কেন উপনিষদ প্রশ্ন করিতেছেন—**কেন ইষিতং প্রেষিতং মনঃ পততি ?** কাহার ইচ্ছায় আমার মন বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করে ? ( আমার মনের উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমার নাই কেন ? ) **কেন যুক্তঃ প্রথমঃ প্রাণঃ প্রৈতি** ( প্রাণের চেষ্টা না থাকিলে মনাদি কোনো ইন্দ্রিয় কার্য করে না, অতএব দেহের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে প্রাণ। প্রশ্নোপনিষৎ ২।৩-১৩। দ্রষ্টব্য )। সর্বপ্রধান প্রাণ কাহার প্রেরণায় স্বকার্য করে ? **কেন ইষিতাং ইমাং বাচং বদন্তি ?** কাহার অভিপ্রায়ানুসারে এই বাগিন্দ্রিয় কথা বলে ? **কঃ দেবঃ উ চক্ষুঃ শ্রোত্রং যুনক্তি** কোন দেবতা আমার দেহস্থিত এই চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পরস্পর সংযোগ রক্ষা করিয়া বৈষয়িক ব্যাপার নির্বাহ করাইতেছেন ? ॥১৪৬॥

১৪৭। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

কেন উঃ।১।২॥

শ্রুতি পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—**যৎ উ সঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসঃ মনঃ, বাচঃ বাচং, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ, প্রাণস্য প্রাণঃ হ** তুমি যাঁহাকে জানিতে চাহিতেছ তিনিই—অর্থাৎ পরমাত্মাই এই প্রাকৃত কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাগিন্দ্রিয়ের বাগিন্দ্রিয় চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ বলিয়া বেদপ্রসিদ্ধ। **ধীরাঃ অতিমুচ্য অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য অমৃতাঃ ভবন্তি** বেদতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহির্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ( তাঁহাকে দর্শন করেন এবং ) অমরত্ব লাভ করেন॥১৪৭॥

১৪৮। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥

কেন উঃ। ১।৩॥

গুরু-শ্রুতি শিষ্যকে বলিতেছেন :—**তত্র চক্ষুঃ ন গচ্ছতি। ন মনঃ, ন বাক্ গচ্ছতি** সেই পরমাত্মা-ব্রহ্ম-তত্ত্বে এই চক্ষুর দৃষ্টি পৌঁছায় না। এই মন তাঁহার সম্পর্কে ধারণা করিতে পারে না, ( বেদান্ত ব্রহ্মসূত্র। ২। ১। ৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহার যে স্বরূপ বর্তমান সেই স্বরূপটি ) জ্যোতির্ময় ( স্বগতভেদ শূন্য একরস। তাঁর সেই স্বরূপটি প্রাকৃত দেহ ধারী জীববৎ নহে। কারণ তাঁহার স্বরূপ ) দেহদেহী ভেদশূন্য, ক্ষতহীন, কারণ তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তাঁহার কোনো ক্ষয়ও হয়না। তাঁহার স্বরূপদেহ শিরাহীন, নির্মল। তাঁহার কৃতকর্মের পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করেনা। **কবিঃ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ** তিনিই বেদের কবি, তিনিই সর্বোত্তম জ্ঞানী, এবং তিনিই নিজের কারণ। **শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ অর্থান্ যথা-তথ্যতঃ ব্যদধাৎ** তিনিই অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত এই সৃষ্টিতে প্রতি নূতন সৃষ্টিকালে প্রজাপতিদিগের কর্তব্যকর্ম বিভাগ করিয়াছেন ॥১৪৪॥

১৪৫। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

কঠ উঃ।১।৩।১৫॥

**যৎ চ অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অরসং তথা অগন্ধবৎ** যিনি ( প্রাকৃত দৃষ্টিতে ) শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন এবং গন্ধহীনবৎ। ( এই 'বৎ' প্রয়োগেই ব্রহ্মে রূপরসাদির বিহিতত্ব প্রমাণ হইল। অর্থাৎ সেই পরমপুরুষে রূপ, রস, সবই আছে, তবে তাহা প্রাকৃত নহে বলিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। ৮০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )।

**অব্যয়ং নিত্যং অনাদি অনন্তম্** নিজ হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াও তিনি অব্যয়রূপে নিত্যকালস্থিত অনাদি অনন্ত পুরুষ। **মহতঃ পরং ধ্রুবং** মহত্তত্ত্ব তাঁহাকে স্পর্শকরিতে পারে না, কারণ তিনি শাশ্বত। **তং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে** তাঁহাকে বেদবাক্য-বিচারপূর্বক সাধন করিয়া অবগত হইতে পারিলে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ॥১৪৫॥

১৪৬। ওঁ। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥

কেন উঃ।১।১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কেন উপনিষদ প্রশ্ন করিতেছেন—**কেন ইষিতং প্রেষিতং মনঃ পততি?** কাহার ইচ্ছায় আমার মন বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করে? (আমার মনের উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমার নাই কেন?) **কেন যুক্তঃ প্রথমঃ প্রাণঃ প্রৈতি** (প্রাণের চেষ্টা না থাকিলে মনাদি কোনো ইন্দ্রিয় কার্য করে না, অতএব দেহের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে প্রাণ। প্রশ্নোপনিষৎ ২।৩-১৩।। দ্রষ্টব্য)। সর্বপ্রধান প্রাণ কাহার প্রেরণায় স্বকার্য করে? **কেন ইষিতাং ইমাং বাচং বদন্তি?** কাহার অভি-প্রায়ানুসারে এই বাগিন্দ্রিয় কথা বলে? **কঃ দেবঃ উ চক্ষুঃ শ্রোত্রং যুনক্তি** কোন দেবতা আমার দেহস্থিত এই চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পরস্পর সংযোগ রক্ষা করিয়া বৈষয়িক ব্যাপার নির্বাহ করাইতেছেন? ।।১৪৬।।

১৪৭। **শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্**
**বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।**
**চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ**
**প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥**

কেন উঃ।১।২।।

শ্রুতি পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন:—**যৎ উ সঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসঃ মনঃ, বাচঃ বাচং, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ, প্রাণস্য প্রাণঃ হ** তুমি যাঁহাকে জানিতে চাহিতেছ তিনিই—অর্থাৎ পরমাত্মাই এই প্রাকৃত কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাগিন্দ্রিয়ের বাগিন্দ্রিয় চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ বলিয়া বেদপ্রসিদ্ধ। **ধীরাঃ অতিমুচ্য অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য অমৃতাঃ ভবন্তি** বেদতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহির্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া (তাঁহাকে দর্শন করেন এবং) অমরত্ব লাভ করেন।।১৪৭।।

১৪৮। **ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।**
**ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥**

কেন উঃ। ১।৩।।

গুরু-শ্রুতি শিষ্যকে বলিতেছেন:—**তত্র চক্ষুঃ ন গচ্ছতি। ন মনঃ, ন বাক্ গচ্ছতি** সেই পরমাত্মা-ব্রহ্ম-তত্ত্বে এই চক্ষুর দৃষ্টি পৌছায় না। এই মন তাঁহার সম্পর্কে ধারণা করিতে পারে না, (বেদান্ত ব্রহ্মসূত্র। ২। ১।৪।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অতএব এই বাক্‌শক্তিও তাঁহাকে ভাষায় বুঝাইতে পারে না। **ন বিদ্মঃ ন বিজানীমঃ** (হে শিষ্য, এই যে আমি তোমাকে উপদেশ করিতেছি, এই কালে আমারও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়পর অবস্থা, তোমারও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়পর অবস্থা। এই হেতু ঐ ব্রহ্ম-তত্ত্বটি যে কি প্রকার তাহা এখন) আমি জানি না। পরে সাধনবলে এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিব,—এমনও নহে। **যথা এতৎ অনুশিষ্যাৎ** আমরা গুরু-শিষ্যপরম্পরা ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ-প্রণালী এই প্রকারই শুনিয়া আসিতেছি॥ ১৪৮॥

পূর্ববর্তী গুরুশ্রুতি প্রশ্নকর্তা শিষ্যশ্রুতিকে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে যে উপদেশ দিলেন তাহাতে গুরুকরণের প্রয়োজন অস্বীকৃত হইয়া যায়। সেই হেতু গুরুশ্রুতি শিষ্যের ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অজ্ঞান দূর করিবার জন্য নেতি বাচক উপদেশ দিয়া ছয়টি শ্রুতি বলিতেছেন,—

১৪৯। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে॥

কেন উঃ। ১। ৪॥

**বিদিতাৎ অন্যৎ এব তৎ** (হে শিষ্য, আমরা এই প্রাকৃত মনাদি ইন্দ্রিয় সহায়ে) যাহা জানিয়াছি, তাহা হইতে তিনি পৃথক তত্ত্ব। **অথো অবিদিতাৎ অধি** এমন কি এখন আমরা যাহা জানিনা, পরে হয়তো জানিতে পারিব, তাদৃশ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অজ্ঞান পদার্থ হইতেও তিনি পৃথকতত্ত্ব। **যে নঃ তৎ ব্যাচ-চক্ষিরে পূর্বেষাং ইতি শুশ্রুম** যাঁহারা আমাদের নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই পূর্বাচার্যদের মুখে এই প্রকার উপদেশই শুনিয়াছি।১৪৯॥

১৫০। যদ্‌বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

কেন উঃ।১।৫॥

**যৎ বাচা অনভ্যুদিতং** যিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহার বাগিন্দ্রিয়েও যে ব্রহ্মের স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ পায় না, অথচ **যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে** যাঁহার শক্তিতে আমাদের বাগিন্দ্রিয় কথা বলে, **ত্বং তৎ এব ব্রহ্ম বিদ্ধি** তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। **যৎ ইদং উপাসতে** সাধকগণ সাধনের প্রথম অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যেপ্রকার রূপাদি ধ্যান করেন **ইদং ন** ব্রহ্ম ঐ প্রকার নহেন। (শ্রীভাগবতম্ ২। ১। ১৬-২১॥)॥ ১৫০॥

১৫১। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

কেন উঃ। ১। ৬॥

**মনসা যৎ ন মনুতে** এই প্রাকৃত মন যাঁহাকে মননের বিষয় করিতে পারে না, অথচ **যেন মনঃ মতং আহুঃ** যাঁহার দ্বারা এই মন বিষয়চিন্তা করে **তৎ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি** তিনিই ব্রহ্ম, এই প্রকারেই তুমি তাঁহাকে জানিবে। **যৎ ইদং উপাসতে** সাধকগণ সাধনের প্রথমাবস্থায় ব্রহ্ম সম্পর্কে যে প্রকার মনে করেন, বা ধ্যান করেন **ন ইদং** ব্রহ্ম ঐ প্রকার নহেন॥ ১৫১॥

১৫২। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

কেন উঃ। ১। ৭॥

**চক্ষুষা যৎ ন পশ্যতি** এই প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, অথচ **যেন চক্ষুংষি পশ্যতি** যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমাদের এই চক্ষু প্রাকৃত বিষয় দর্শন করে, **ত্বং তৎ এব ব্রহ্ম বিদ্ধি** তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। **যৎ ইদং উপাসতে** প্রাকৃত চক্ষুর বিষয়রূপে ব্রহ্মের যে প্রতিমা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করা হয় **ইদং ন** ব্রহ্মের রূপ ঐ প্রকার নহে। ॥ ১৫২॥

১৫৩। যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

কেন উঃ। ১। ৮॥

**শ্রোত্রেণ যৎ ন শৃণোতি** এই প্রাকৃত কর্ণে যাঁহার বাক্য শ্রুত হয় না, অথবা বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত তাঁহার কথা এই প্রাকৃত কর্ণে শুনিয়াও তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না (৩৬। শ্রুতি দ্রষ্টব্য), অথচ **যেন ইদং শ্রোত্রং শ্রুতম্** যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া এই প্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাকৃত শব্দ শ্রবণ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ত্বং তৎ এব ব্রহ্ম বিদ্ধি** তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। **যৎ ইদং উপাসতে** যুক্তিতর্কনিপুণ তার্কিকগণ যে প্রকারভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করেন, **ইদং ন** ব্রহ্মতত্ত্ব ঐ প্রকার নহেন॥ ১৫৩॥

১৫৪। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রামাণাৎ॥
কঠ উঃ। ১। ২। ৮॥

**অবরেণ প্রোক্তঃ এষঃ ন সুবিজ্ঞেয়ঃ** যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় সাধন ভজন না করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্র বিচার করত ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাদৃশ পণ্ডিত ব্যক্তির উক্তিতেও এই ব্রহ্মতত্ত্ব উত্তমরূপে জ্ঞানগোচর হয় না।

(কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সাধন-বলে তাঁহাকে দর্শন করা না যাইবে, ততক্ষণ বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য নির্ণয়ে) **বহুধা চিন্ত্যমানঃ** বহুপ্রকার অপসিদ্ধান্তের আবর্তে পড়িয়া অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকিতে হয় (৫১। শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। **অনন্য প্রোক্তে অত্রগতিঃ ন অস্তি** শিষ্য যদি উপযুক্ত হয় (৩৯-৪০॥ শ্রুতি দ্রষ্টব্য), এবং উপদেষ্টা আচার্য যদি ব্রহ্মদর্শী হন, তবে তাদৃশ আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই উপযুক্ত শিষ্যকে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে ঐপ্রকার অপসিদ্ধান্তের আবর্তে পড়িতে হয় না। **অণু প্রমাণাৎ অণীয়ান্** সাধন ভজন বিহীন কোনো তার্কিক পণ্ডিত এই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেও, তদপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি তার্কিক সে সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া তদপেক্ষা সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন। **হি অতর্ক্যম্** ইহার কারণ—ব্রহ্মতত্ত্ব তর্কযুক্তির বিষয় নহে, (উহা একমাত্র সাধনের দ্বারা উপলব্ধির বিষয়। ৫০। ও ১১৭—১২১। শ্রুতি দ্রষ্টব্য।) ॥১৫৪॥

১৫৫। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥
কঠ উঃ ১।২।৯॥

ঋষি যম শিষ্য নচিকেতাকে বলিতেছেন,—**প্রেষ্ঠ, এষা মতিঃ যাং ত্বং আপঃ তর্কেণ ন আপনেয়া** হে প্রিয় শিষ্য, ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ-জন্যে যে শ্রদ্ধা তুমি লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিয়াছ, তাহা শাস্ত্রতাৎপর্য নির্ণয়ে কেবল মাত্র তর্কযুক্তি শ্রবণে লাভ হয় না। **অন্যেন এব প্রোক্তা সুজ্ঞানায়** সাধন বিহীন তার্কিক হইতে পৃথক কোনো ব্রহ্মদর্শী আচার্যের কৃপা-উপদেশে এই প্রকার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য তোমার শ্রদ্ধালাভ হইয়াছে। **নচিকেতঃ, সত্য-ধৃতিঃ বত অসি** হে নচিকেতা, তোমার সত্যই ব্রহ্মতত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণ করিবার মত নিষ্ঠা লাভ হইয়াছে। **নঃ তাদৃক প্রষ্টা ভূয়াৎ** আমাদের নিকটে তোমার ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুই যেন আসে ॥১৫৫॥

১৫৬। জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥

কঠ উঃ ।১।২।১০॥

ঋষি যম শিষ্য নচিকেতাকে বলিলেন,—**সেবধিঃ অনিত্যং হি অধ্রুবৈঃ তৎ ধ্রুবং ন প্রাপ্যতে** বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ফল অনিত্য, (কেন না অনিত্য জাগতিক দ্রব্য ও মরণশীল ঋত্বিকগণের সহায়ে কর্ম করা হয়)। এই অনিত্য কর্মকাণ্ড আচরণ দ্বারা সেই নিত্যবস্তু ব্রহ্মানন্দ পাওয়া যায় না, **ইতি অহং জানামি** ইহা আমি জানি। **হি ততঃ ময়া অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ** এই তত্ত্ব জানিয়াও আমি কিন্তু স্বর্গীয় লোকপালত্ব কামনায় অনিত্য যজ্ঞীয় দ্রব্যের সহায়ে নাচিকেত নামক অগ্নি চয়ন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে **নিত্যং প্রাপ্তবান্ অস্মি** (এই দেখ কি প্রকার) নিত্যপদ আমি পাইয়াছি। (এই উক্তিটি যমের আক্ষেপোক্তি। কারণ অনিত্য জগতের যম পদও অনিত্য) ॥১৫৬॥

১৫৭। কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥

কঠ উঃ ।১।২।১১॥

**নচিকেতঃ, কামস্য আপ্তিম্, ক্রতোঃ অনন্ত্যম্,** ঋষি যম বলিলেন—হে নচিকেত, মানবের কামনার পরিসমাপ্তি, কাম্য বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনন্ত ফল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্, অভয়স্য পারম্,** এই জগতে ধন সম্পদে প্রতিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়-সুখ-কামীর নির্ভয় হইবার কথা, **স্তোম-মহৎ উরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং** অণিমা-মহিমাদি অষ্টসিদ্ধির উচ্চ প্রশংসা, (এই যাহাকিছু কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি শ্রবণ করা যায়, তাহা) **ধীরঃ ধৃত্যা দৃষ্ট্বা অত্যস্রাক্ষীঃ** বুদ্ধিমান তুমি ধৈর্যসহকারে বিচার করত ত্যাগ করিয়াছ ॥১৫৭॥

১৫৮। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥
কঠ উঃ। ১।২।২৪॥

**দুশ্চরিতাৎ অ-বিরতঃ, অশান্তঃ, অ-সমাহিতঃ, অশান্ত-মানসঃ বা** (হে নচিকেতা, যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিগর্হিত আচরণ ত্যাগ করে নাই, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় লাভের জন্য ব্যস্ত, বুদ্ধিকে একাগ্র করিতে অক্ষম, অথবা যাহার মন সর্বদা প্রাকৃত বিষয় চিন্তায় চঞ্চল, (সে ব্যক্তি কখনো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না)। **অপি প্রজ্ঞানেন এনম্ আপ্নুয়াৎ** পরন্তু প্রজ্ঞানের সহায়ে—অর্থাৎ পরাভক্তি সহায়ে এই আনন্দ-ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। (গীতা ১৮।৫০—৫৫॥ দ্রষ্টব্য) ॥১৫৮॥

১৫৯। পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥
কঠ উঃ।২।১।২॥

**পরাচঃ কামান্ বালাঃ অনুযন্তি** এই জগতের অনিত্য ভোগ্যবিষয় কামনা করিয়া যাঁহারা বৈদিক ও স্মার্ত কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি বালকসদৃশ **তে বিততস্য মৃত্যোঃ পাশং যন্তি** ঐ সমস্ত ব্যক্তি অবিদ্যাগ্রস্ত বলিয়া কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সর্বত্রব্যাপ্ত মৃত্যুর অধীন হন। **অথ ধীরাঃ অধ্রুবেষু ধ্রুবং অমৃতত্বং বিদিত্বা** যাঁহারা বুদ্ধিমান বেদতাৎপর্য বিচারক্ষম, তাঁহারা এই সমস্ত অনিত্য কর্মাচরণের প্রকৃত তাৎপর্য নিত্যসত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন—ইহা অবগত হইয়া, **ইহ ন প্রার্থয়ন্তে** এই জগতের স্বর্গভোগাদি কিছুই প্রার্থনা করেন না ॥১৫৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৬০। *** তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। *** ॥

বৃহদারণ্যক উঃ ৪।৪।২২।

তং এতং ব্রাহ্মণাঃ বেদানুবচনেন এই ব্রহ্মকে বেদালোচনারত ব্রাহ্মণগণ বেদের ব্রাহ্মণাংশ অর্থাৎ—কর্মকাণ্ড ও আরণ্যক অর্থাৎ—উপনিষদ-ভাগ বিচার করিয়া উহার তাৎপর্য উপলব্ধি করত যজ্ঞেন দানেন অনাশকেন বেদোক্ত কর্মাচারণ, দান ও ভোগ্যবিষয়ে রাগদ্বেষ রহিত অবস্থায় কেবলমাত্র শরীর রক্ষার্থে যতটুকু ভোগ প্রয়োজন ততটুকু ভোগ করিয়া তপসা বিবিদিষন্তি তপস্যাসহায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এতং এব বিদিত্বা মুনিঃ ভবতি বেদোক্ত কর্মকাণ্ডাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন—ইহা অবগত হইয়া ঐ সমস্ত জ্ঞানিগণ মুনি হন; ( অর্থাৎ—ইন্দ্রিয়ভোগ্য স্বর্গাদি কোনও অনিত্য বিষয় কামনা করেন না। কেবল মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা প্রাপ্তির আশায় বৈদিক ও স্মার্ত কর্ম করেন ) ॥১৬০॥

১৬১। যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪।১৮।

যদা অতমঃ ব্রহ্মের যে অবস্থায় বা স্বরূপে অবিদ্যা বা প্রকৃতির কোনও ক্রিয়া বা ব্যাপার থাকে না তৎ ন দিবা ন রাত্রিঃ সেই অবস্থাটি আলোকও নহে, অন্ধকারও নহে; অথবা বিদ্যাও নহে, অবিদ্যাও নহে; অথবা দিনও নহে, রাত্রিও নহে; ন সন্, ন চ অসন্ সেটি ভাবসত্তাও নহে, অভাব পদার্থও নহে; কেবলঃ শিবঃ এব তৎ অক্ষরং তৎ সবিতুঃ বরেণ্যম্ সেই অক্ষর ব্রহ্মই ( নির্বিশেষবাদী মতে—সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মই ) বেদোক্ত সন্ন্যাসের মহামন্ত্র 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' পদের বাচ্য ব্রহ্ম, এবং দেবশ্রেষ্ঠ সূর্যের বরণীয়। পুরাণী প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা বেদজ্ঞান তাঁহা হইতেই ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরা জগতে প্রচারিত হইয়াছে ॥১৬১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৬২। নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ ।৪।১৯।

**এনম্ ন উর্ধ্বং, ন তির্যঞ্চং, ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ** অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বরূপটির উপর-নীচ, পার্শ্বদেশ, মধ্যভাগ, ইত্যাদি কিছুই নির্ণয় করা যায় না। কারণ **যস্য নাম মহদ্‌যশঃ** বেদ তাঁহার সর্বব্যাপী নামে পরিচয় দিয়াছেন। অতএব **তস্য প্রতিমা ন অস্তি** তাঁহার কোনও উপমা বা প্রতিমা হইতে পারে না ॥ ১৬২ ॥

১৬৩। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ ।৬।১৯।

এই শ্রুতিটি ১০৪ শ্রুতিতে উক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষ রস-আনন্দব্রহ্ম—যাঁহার পরিচয় ১৩৭-১৪০ শ্রুতি দিয়াছেন, সেই পরমপুরুষের সবিশেষ তত্ত্ব ও নির্বিশেষ ভাব (১২৩-১২৫ শ্রুতি)—এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছেন। ইহাতে দেখা যাইবে ব্যাপারত উভয় স্বরূপই একই প্রকার ভাবার যোগ্য।

**নিষ্কলং** তিনি স্বরূপত দেহ-দেহী ভেদ-শূন্য অখণ্ড একরস, অতএব তাঁহার পৃথক কোনো কলা—অর্থাৎ অবয়ব নাই। নির্বিশেষ পক্ষে,—যেহেতু তিনি নির্বিশেষ, সেহেতু তাঁহার কোনো অবয়ব নাই। **নিষ্ক্রিয়ং** সেই পরম-পুরুষ 'আনন্দরসময় নিশ্চিন্ত নায়কলক্ষণ'। তাঁহার সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া নাই। (সৃষ্টিকার্যাদি তাঁহার অংশ পরমেশ্বর নারায়ণ করেন। অতএব জগৎ ব্যাপারে তিনি নিষ্ক্রিয়)। নির্বিশেষ পক্ষে—যেহেতু তিনি নির্বিশেষ, সে হেতু নির্বিশেষের কোনো ক্রিয়া সম্ভব নহে। **শান্তং** যেহেতু তিনি 'নিশ্চিন্ত নায়কলক্ষণ' বাধ্যবাধকতা শূন্য, সেহেতু পরম শান্ত। নির্বিশেষ পক্ষে—যেহেতু নির্বিশেষে কোনো ক্রিয়া বা দ্বৈত ভাব নাই, সে হেতু নির্বিশেষ ভাবটি পরম শান্ত। **নিরবদ্যং** প্রাকৃত গুণ-দোষ বর্জিত **নিরঞ্জনং** নির্লিপ্ত। **দগ্ধেন্ধনং অনলং ইব** নিরবশেষে ইন্ধন দগ্ধ হইলে কেবলমাত্র উত্তাপ রূপে যেমন সেই অগ্নির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অনুভব হয়, এই তত্ত্বটি তৎ সদৃশ। **অমৃতস্য পরং সেতুং** এই তত্ত্বের স্বরূপেই সাধকের অমৃতত্ব লাভের সর্বোত্তম সম্প্রতিষ্ঠা বর্তমান ॥

এই শ্রুতির সবিশেষব্রহ্ম পরমপুরুষ তাৎপর্য—শ্রীজীব গোস্বামী কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ', এবং নির্বিশেষ তাৎপর্য—আচার্য শ্রীমৎ শঙ্করের বেদান্ত দর্শনের 'আভাষভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥ ১৬৩ ॥

১৬৪। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ।১।৯॥

**জ্ঞ-অজ্ঞৌ, ঈশ-অনীশৌ, দ্বৌ অজৌ** এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ও অল্পজ্ঞ জীবাত্মা হইয়া পরমেশ্বর স্বরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপারের প্রভু হইয়াছেন, আর জীবরূপে প্রভুত্বহীনও হইয়াছেন। এই দুইটিই কিন্তু জন্ম রহিত অনাদি। **হি একা অজা ভোক্তৃ-ভোগ্য-অর্থযুক্তা** আরও একটি জন্মরহিত তত্ত্ব আছে, ইহাই ভোক্তার ভোগের জন্য পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্য পদার্থ রূপে অনাদিকাল হইতে বর্তমান। (এইটি প্রকৃতি বা প্রধান গীতা ১৩।২০॥)। **আত্মা অনন্তঃ বিশ্বরূপঃ চ** আত্মা সংখ্যায় অনন্ত। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আত্মা আছেন, **হি অকর্তা** তথাপি এই আত্মা কিন্তু অকর্তা, (এমন কি নিজের গতিবিধি সম্পর্কেও কর্তৃত্বহীন। ৭৯ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। **যদা এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্ম বিন্দতে** সাধক যখন এই পরমেশ্বর বা পরমাত্মা, জীবাত্মা ও প্রকৃতি—এই তিনটিকেই এক ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে তখনই সে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে ॥ ১৬৪ ॥

১৬৫। এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ।১।১২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ এতৎ ত্রিবিধং সর্বং ব্রহ্ম প্রোক্তম্** ভোক্তা জীব, ভোগ্যা প্রকৃতি, ভোগের ব্যবস্থাপক পরমাত্মা-পরমেশ্বর, এই ত্রিবিধ তত্ত্ব—সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে ( ভাগবতম্ ।১১।৩।৩৭।। )। **এতৎ নিত্যং এব আত্ম সংস্থম্ জ্ঞেয়ম্** এই ব্রহ্মই হৃদয়-গুহায় নিত্য জ্যোতির্ময় রূপে ( ৯৩-৯৪ শ্রুতি ) অবস্থান করিতেছেন বলিয়া জানিবে। **অতঃপরং বেদিতব্যং হি কিম্-চিৎ ন** ( ভোক্তা জীব, ভোগ্যা প্রকৃতি, ভোগব্যবস্থাপক পরমাত্মা-পরমেশ্বর,—এই সমস্তই ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মই শুদ্ধ জ্যোতির্ময় পুরুষ রূপে জীব হৃদয়াকাশে বর্তমান, ) এই তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর আর কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় নাই ।। ১৬৫ ।।

১৬৬। সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ।।

শ্বেতাশ্বতর উঃ ।১।৮।।

**ক্ষরং অক্ষরং চ ব্যক্ত-অব্যক্তং চ সংযুক্তং এতৎ বিশ্বং ঈশঃ ভরতে** ক্ষর—প্রাকৃতদেহ যাহা বিনাশী ও পরিদৃষ্ট হয়, আর অক্ষর—আত্মা যাহার কোনো ক্ষয় বা বিনাশ নাই কিন্তু অব্যক্ত,—এই উভয়কে সংযুক্ত করিয়া পরমেশ্বর এই বিশ্ব পালন করিতেছেন। **চ অনীশঃ আত্মা ভোক্তৃভাবাৎ বধ্যতে** এই বিশ্বে দেহসংযোগ, জন্ম, মৃত্যু, দেহধারী অবস্থায় কর্ম-প্রবৃত্তি, প্রভৃতি কোনো প্রাকৃত ব্যাপারে জীবাত্মার কর্তৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও ( গীতা ১৮।৬১।। ) "আমি কর্ম করি, আমি ভোগ করি" এই প্রকার অভিমান বশত জীবাত্মা সংসারে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ( গীতা ৩।২৭।। ) **দেবং জ্ঞাত্বা সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে** ( যে দেবতা প্রতি দেহের হৃদয়পদ্মে অবস্থান করিয়া দেহস্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা করত কর্ম করিতেছেন, সেই ) হৃষীকেশকে জানিতে পারিলে ( 'আমি কর্তা' এই মিথ্যা অভিমান দূর হয়, এবং ) সমস্ত কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ।। ১৬৬ ।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৬৭। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥

কঠ উঃ।১।৩।১।।

**সুকৃতস্য ঋতং পিবন্তৌ লোকে পরমে পরার্ধে গুহাং প্রবিষ্টৌ** নিজকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগকারী যে দুইজন পুরুষ এই প্রাকৃত উপাদানে গঠিত দেহপুরীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হৃদয়-গুহায় অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সম্পর্কে **যে চ পঞ্চাগ্নয়ঃ ত্রিণাচিকেতাঃ ব্রহ্মবিদঃ** যাঁহারা বেদোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (ছান্দোগ্য উঃ।৫।৪-১০।। দ্রষ্টব্য) অবগত হইয়া তিনবার নাচিকেতা অগ্নি চয়ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্ হইয়াছেন,—(অর্থাৎ বৈদিক কর্মকাণ্ড যাজন করিয়া কর্মের ফল অনিত্য বুঝিয়া নিত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন,) (৩৯ শ্রুতি দ্রষ্টব্য) সেই ব্রহ্মবিদ্গণ **ছায়া-আতপৌ বদন্তি** বলেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ,—(উপাদানে অভেদ হইলেও ব্যবহারে ও যোগ্যতায় ভেদ বর্তমান)।। ১৬৭ ।।

১৬৮। অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ।৪।৫

**স্বরূপাঃ বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং একাং অজাং** নিজানুরূপ বহু সন্তান, অর্থাৎ কার্যবস্তু উৎপাদনকারিণী রক্ত—অর্থাৎ রজগুণ বা তেজপদার্থ, শুক্ল—অর্থাৎ সত্ত্বগুণ বা জল, আর কৃষ্ণ-অর্থে তমগুণ বা অন্ন,—এই ত্রিগুণা ত্রিবর্ণা একটি অজা—অর্থাৎ জন্মরহিতা প্রকৃতি আছেন। **একাং অজাং একঃ হি অজঃ জুষমাণঃ অনুশেতে** এই একই অনাদি প্রকৃতিকে কোনো অজ-আত্মা সেবাপরায়ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ ভোগ করে। **অন্যঃ ভুক্তভোগাম্ এনাম্ জহাতি** অপর অজ-আত্মা ভোগ সমাপনান্তে এই অজাপ্রকৃতিকে ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করে। (মায়িক ভোগ্যবস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি সুখের আশায় ভোগ করিতে চেষ্টা করে, জ্ঞানিগণ ত্যাগ করেন)॥ ১৬৮॥

১৬৯। য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি
কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ॥
কঠ উঃ। ২। ২। ৮॥

(শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য মতে)—**সুপ্তেষু যঃ এষঃ পুরুষঃ কামং কামং নির্মিমাণঃ জাগর্তি** অন্তঃকরণ ভিন্ন দেহেন্দ্রিয় নিদ্রিত হইলেও এই যে পুরুষ অভিপ্রেত ভোগ্য বিষয়সমূহ অন্তঃকরণরূপে অভিব্যক্ত অবিদ্যা দ্বারা নির্মাণ করত জাগ্রত থাকেন। (অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী মতে) **এষঃ পুরুষঃ সুপ্তেষু যঃ কামং কামং নির্মিমাণঃ জাগর্তি** এই পুরুষ নিদ্রিত হইলে যিনি জাগিয়া থাকিয়া পুরুষের কামনানুযায়ী ভোগ্য অবিদ্যাসহায়ে নির্মাণ করত স্বপ্নাকারে দর্শন করান, (এই শ্রুতি ব্যাখ্যায় উভয় মতে ভেদ হইতেছে এই যে, আচার্য শঙ্কর মতে জীবাত্মাই স্বপ্নের নির্মাতা, আর অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতে,—জীবাত্মার চিত্তে আহিত কামনা সংস্কারানুযায়ী পরমাত্মাই স্বপ্নের নির্মাতা। শ্রুতির পরবর্তী অংশের ব্যাখ্যা উভয় মতেই এক। ইতি—লেখক।) **তৎ এব শুক্রং তৎ ব্রহ্ম তৎ এব অমৃতং উচ্যতে** তিনিই শুদ্ধ, তিনিই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া বেদে কথিত হন। **সর্বে লোকাঃ তস্মিন্ শ্রিতাঃ** পৃথিবী, স্বর্গ প্রভৃতি লোক তাঁহাতেই আশ্রিত। **তৎ উ কঃ চন ন অত্যেতি** তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। **এতৎ বৈ তৎ** ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা॥ ১৬৯॥

১৭০। ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥
কঠ উঃ। ২। ২। ৫॥

**ন প্রাণেন ন অপানেন কঃ চন মর্ত্যঃ জীবতি** প্রাণ-অপান প্রভৃতি বায়ু পরিচালনার দ্বারাই কোনো বিনাশশীল দেহধারী জীব এই দেহে বাঁচিয়া থাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পারে না। **তু যস্মিন্ এতৌ উপাশ্রিতৌ** প্রকৃতপক্ষে এই দেহ ও জীবাত্মা যাঁহাতে আশ্রিত, **ইতরেণ জীবন্তি** সেই দেহ ও জীবাত্মা হইতে পৃথক পরমাত্মার ইচ্ছায়ই এই দেহধারী জীব দেহে বাঁচিয়া থাকে ॥ ১৭০ ॥

১৭১। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রীকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥

মাণ্ডুক্য উঃ। ১ ॥

**ইদং সর্বং ওঁ এতৎ অক্ষরম্ ইতি** এই যাহা কিছু বাচ্য ও বাচক রূপে আছে, সমস্তই ওঁ—এই অক্ষরাত্মক ধ্বনি, ইহাতেই সমস্ত বুঝায়। **তস্য উপব্যাখ্যানম্** সর্বমূল যে অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্ম, তাঁহাকে যতদূর সম্ভব মানববুদ্ধির নিকটবর্তী করিবার জন্য এই ওঙ্কার ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।—**ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যৎ ইতি সর্বং ওঙ্কারঃ এব** অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালে পরিচ্ছিন্ন ও অবচ্ছিন্ন রূপে যাহা কিছু সমস্তই ওঙ্কার। **যৎ চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তৎ অপি ওঙ্কার এব** আর যাহা কিছু ত্রিকালাতীত এবং এই ত্রিকালের বিষয় হইতে বিলক্ষণ—অর্থাৎ পৃথক লক্ষণবিশিষ্ট, তাহাও ওঙ্কারই ॥ ১৭১ ॥

১৭২। সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥

মাণ্ডূক্য উঃ। ২ ॥

**এতৎ সর্বং হি ব্রহ্ম** এই সমস্তই ব্রহ্ম। **অয়ং আত্মা ব্রহ্ম** এই যে আত্মা, ইনিও ব্রহ্ম। **সঃ অয়ং আত্মা চতুষ্পাৎ** এই আত্মাব্রহ্ম চারিটি অবস্থা বিশিষ্ট ॥

পাদশব্দের দুইটি অর্থ। পদ্যতে অনেন ইতিপাদঃ—যাহার সহায়ে কাম্যবস্তু পাওয়া যায়। পদ্যতে ইতি পাদঃ—যাহা প্রাপ্তব্য তাহা পাদ। পাদ শব্দের এই দুইটি তাৎপর্যের প্রথম তাৎপর্যে পরবর্তী তিনটি শ্রুতি বলিতেছেন। চতুর্থ শ্রুতি দ্বিতীয় তাৎপর্যে বলিবেন। (শঙ্কর ভাষ্য) ॥ ১৭২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৭৩। জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥

মাণ্ডূক্য উঃ। ৩॥

**জাগরিত স্থানঃ** আত্মার যে অবস্থাটিতে দেহেন্দ্রিয় জাগ্রত থাকিয়া কর্মেব্যাপৃত হইয়া বিষয় ভোগ করেন, ও **বহিঃ-প্রজ্ঞঃ** বাহিরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অনুভব এবং **স্থূলভুক্** বাহিরের স্থূল রূপরসাদি ভোগ করেন, **প্রথমঃ পাদঃ বৈশ্বানরঃ** এইটিই আত্মার প্রথম পাদ বা অবস্থা। এই অবস্থাপ্রাপ্ত আত্মাকে বৈশ্বানর বা বিরাট্ বলে। **সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ** এই বৈশ্বানরের মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, শরীর, মুত্রাশয়, পাদ ও মুখ,—এই সাতটি অঙ্গ; এবং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত,—এই উনিশটি মুখ—অর্থাৎ উপলব্ধি ও কর্ম স্থান আছে॥ ১৭৩॥

বৈশ্বানর অর্থে বিরাট। একটি ভূভাগের উপরে বহু বৃক্ষলতা গুল্ম সমষ্টিকে যেমন বন বলা হয়, সেই প্রকার ব্রহ্ম-অধিষ্ঠানে প্রাকৃত সৃষ্টি-সমষ্টিকে বিরাট বলা হইয়াছে। প্রত্যেকটি জীবদেহও এক একটি বিরাট, কেন না বহু জীবকোশ-সমষ্টিতে একটি জীবদেহ হইয়াছে। প্রতি জীবদেহে যেমন একটি অহং প্রত্যয়গত আত্মা আছে, সেইপ্রকার মূল বিরাটেরও একটি আত্মা আছে। মূল বিরাটের আত্মাকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়। জীবদেহস্থ আত্মাকে এতদর্থে 'সূত্রাত্মা' বলা হয়। জীবদেহস্থ অহং প্রত্যয়গত আত্মাটি ঐ দেহাশ্রিত অপরাপর সমস্ত জীবের সূত্রাত্মা। এই সূত্রাত্মা দেহত্যাগ করিলে দেহ বিনাশের সাথে সাথে দেহাশ্রিত সমস্ত জীব ধ্বংস হয়। বিরাট দেহের সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ বিরাটদেহ ত্যাগ করিলে তদাশ্রিত এই সৃষ্টি ধ্বংস হয়। এই কারণে মূল বিরাট ও জীবদেহ-বিরাট, এই উভয়ই জাগ্রত অবস্থায় বৈশ্বানর পদবাচ্য। (ব্রহ্মাকেও হিরণ্যগর্ভ বলা হয়)। ইতি—লেখক।

১৭৪। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্ত-ভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥

মাণ্ডূক্য উঃ। ৪॥

**স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ** দেহী-আত্মার নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় ভোগ হয়। যদিও স্বপ্নাবস্থায় বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকে, তথাপি অন্তরিন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি অহঙ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ও চিত্ত ক্রিয়াশীল থাকায় **তৈজসঃ** এই অবস্থাটির নাম আত্মার তৈজস অবস্থা। এই তৈজস অবস্থায় তেজময় অন্তঃকরণ মনাদির বহির্বিষয় ভোগ না থাকায় অতিশয় শক্তিশালী হইয়া চিত্তে আহিত **প্রবিবিক্তভুক্** বাসনাগুলি স্বপ্নাকারে ভোগ হয়। এই অবস্থাটিতেও জাগ্রত অবস্থার ন্যায় **সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতি-মুখঃ** সাতটি অঙ্গ ও উনিশটি উপলব্ধি—কর্মস্থান থাকে। **দ্বিতীয় পাদঃ** ইহাই আত্মার দ্বিতীয় পাদ॥ ১৭৪॥

১৭৫। **যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥**

মাণ্ডূক্য উঃ। ৫॥

**যত্র সুপ্তঃ কঞ্চন কামং ন কাময়তে** নিদ্রাকালে যে অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে আত্মার কোনো কাম্য বিষয় চিন্তা করার মত অবস্থাও থাকে না, অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়গুলিও নিষ্ক্রিয় হয় বলিয়া **কঞ্চন স্বপ্নং ন পশ্যতি** কোনো স্বপ্নও দেখে না **তৎ সুষুপ্তম্** সেই অবস্থাটি দেহী আত্মার সুষুপ্তাবস্থা। **সুষুপ্তস্থানঃ একীভুতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব** সুষুপ্তাবস্থায় সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিক্ষেপ রহিত হওয়ায় আত্মা একক অবস্থায় নিজের স্বরূপানুভূতি মাত্র অবলম্বনে **আনন্দময়ঃ হি আনন্দভুক্** আনন্দময় হইয়া আনন্দই ভোগ করেন। **চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ** এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত থাকায় পুনর্বার স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থাপ্রাপ্তি হয় বলিয়া 'চেতমুখ', এবং জীবাত্মা এই অবস্থায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই ত্রিকালের সর্ববিষয় জ্ঞাতা পরমাত্মার সহিত একীভূত অবস্থায় অবস্থান করেন বলিয়া 'প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত হন। জীবাত্মার সুষুপ্তাবস্থা চেতমুখ প্রাজ্ঞই **তৃতীয়ঃ পাদঃ** তৃতীয় পাদ॥ ১৭৫॥

১৭৬। **এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥**

মাণ্ডূক্য উঃ। ৬॥

( সুষুপ্তাবস্থায় জীবাত্মা যেমন প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার যোগ্যতা অটুট রাখিয়াই আনন্দময় অবস্থায় আনন্দভোগ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পারেন ) **হি এষঃ সর্বেশ্বরঃ, এষঃ সর্বজ্ঞঃ, এষঃ অন্তর্যামী** এই প্রকারই এই সর্বেশ্বর, ইনিই সর্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবহৃদয়ে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন। **এষঃ সর্বস্য যোনিঃ ভূতানাম্ প্রভব-অপ্যয়ৌ** এই পরমেশ্বরই সমস্ত সৃষ্টপদার্থের উৎপত্তির কারণ ও সৃষ্ট ভূতবর্গের উৎপত্তি-বিলয় স্থান। ( এই ব্যাখ্যা অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতে দেওয়া হইল )।

এই শ্রুতির মায়াবাদী ব্যাখ্যা—**এষঃ** এই প্রাজ্ঞই **সর্বেশ্বরঃ** সর্বেশ্বর **এষঃ সর্বজ্ঞঃ এষঃ অন্তর্যামী** ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী **এষঃ সর্বস্য যোনিঃ ভূতানাং প্রভব-অপ্যয়ৌ** এই সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞই সকল সৃষ্টপদার্থের কারণ ও ভূতবর্গের উৎপত্তি-বিলয় স্থান।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতে, জীবদেহে অবস্থিত আত্মা এই তৃতীয় অবস্থায়—অর্থাৎ সমাধিস্থ অবস্থায় নির্বিকল্পত্ব প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও পরমাত্মা একভাবে অবস্থান করেন। দিনের আলোকে যেমন প্রদীপের আলোর অভিভব হইলেও প্রদীপটির অস্তিত্ব থাকে, এবং তৎকালেই যদি প্রদীপটি অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করে, তবে তাহার আলোক দেখা যায় ; সেই প্রকারেই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় জীবাত্মার অল্পজ্ঞত্ব পরমাত্মার সর্বজ্ঞত্বে একীভূত হইয়া যায় মাত্র। এ অবস্থায়ও জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই সমাধিভঙ্গের পর পুনরায় মায়িক-বিষয়ী হয়। জীবাত্মা ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বা প্রদীপবৎ, আর পরমাত্মাপরমেশ্বর বৃহৎ অগ্নি বা সূর্যবৎ ৭৩ ও ১০৩ শ্রুতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মা-পরমেশ্বর উপাদানে এক হইলেও যোগ্যতায় এক নহে, এবং উভয়ের পৃথকত্ব স্বতঃসিদ্ধ। পরমেশ্বর মায়াধীশ ( ৪৯, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ) আর জীবাত্মা মায়াবদ্ধ ( ৭৮—৮২ )। এই নিদারুণ ভেদ থাকা সত্ত্বেও পরমার্থত অভেদ। এই ভেদাভেদ কি করিয়া সম্ভব হইয়াছে তাহা অচিন্ত্য।

মায়াবদী মতে, এই সৃষ্টজগৎ পরমাত্মার মায়া। ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। জীবাত্মা মায়ামুক্ত হইলেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম। পরমেশ্বর 'শুদ্ধসত্ত্ব প্রধানা মায়া উপহিতচৈতন্য' বলিয়া তিনি সর্বজ্ঞ স্রষ্টাপুরুষ। সাধক নির্বিকল্প সমাধিতে 'মলিন সত্ত্বপ্রাধান অবস্থা' হইতে 'শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়াগ্রস্ত' অবস্থায় উপনীত হইলে ঈশ্বরের সহিত অভেদাবস্থাপ্রাপ্ত হয় বলিয়াই সর্বজ্ঞাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পরমেশ্বরও মায়িক।' ( বেদান্তসার ১৬—১৮ )॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৭৭। নান্তঃ-প্রজ্ঞং, ন বহিষ্প্রজ্ঞং, নোভয়তঃ-প্রজ্ঞং, ন প্রজ্ঞানঘনং, ন প্রজ্ঞং, নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ॥

মাণ্ডূক্য উঃ। ৭॥

**অন্তঃ প্রজ্ঞং ন** তুরীয়-ব্রহ্ম অন্তকরণের সহায়ে কিছু অনুভব করেন, এমন নহেন; **ন বহিঃ প্রজ্ঞং** বহিরিন্দ্রিয় সহায়ে বহির্বিষয় অনুভব করেন, এমনও নহেন; **উভয়তঃ প্রজ্ঞং ন** জীবের ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় গ্রহণ করত অন্তঃকরণ মনাদির সহায়তায় বিচার বিশ্লেষণ করিয়া অনুভব করেন—এমনও নহেন; ( কারণ, তিনি স্বগতভেদশূন্য অখণ্ড একরস ) (১০৪)। **ন প্রজ্ঞানঘনং** সর্ববিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানবানও নহেন। **ন প্রজ্ঞং ন অপ্রজ্ঞং** তিনি সর্বজ্ঞও নহেন, অসর্বজ্ঞও নহেন। ( শ্রীভাগবতম্ ১০ স্কঃ। ১২—১৩ অঃ। দ্রষ্টব্য )। **অদৃষ্টম্** তাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় কেহ নাই। **অগ্রাহ্যম্** প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তিনি নহেন, অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহেন। **অলক্ষণম্** তাঁহাতে 'ব্যাপ্য-ব্যাপক-পক্ষধর্মাদি লক্ষণ' না থাকায় তিনি অনুমান প্রমাণের বিষয় নহেন। **অব্যপদেশ্যম্** শাস্ত্রবাক্য শ্রবণেও তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে ধারণা করা যায় না ( ১৪৮—১৫৩। দ্রষ্টব্য )। **অব্যবহার্যম্** তৎসদৃশ কোনো কিছু না থাকায় তিনি উপমান প্রমাণের বিষয়ও নহেন। **অচিন্ত্যম্** তিনি সমস্ত প্রমাণের অতীত অপ্রমেয় অচিন্ত্য; **প্রপঞ্চোপশমম্** জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—অথবা বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ,—এই সমস্তের অতীত প্রাকৃত দোষগুণ স্পর্শশূন্য, **শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে** পরম নিশ্চিন্ত বা কোনও প্রকার বাধ্য-বাধকতা শূন্য, সুখময়, ভেদবিকল্পাদি রহিত। তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ চতুর্থ-তুরীয় তত্ত্ব মনে করেন। **সঃ আত্মা সঃ বিজ্ঞেয়ঃ** এই তুরীয় অবস্থা আত্মার সর্বোত্তম স্বরূপ। এই তুরীয় তত্ত্বকেই জানিতে হইবে। ( কিন্তু এই তুরীয় পুরুষটি ) **একাত্মপ্রত্যয় সারম্** একমাত্র শুদ্ধাত্মস্বরূপেই সাক্ষাৎ হয়, অর্থাৎ সাধক সাধন বলে যদি স্বরাট্ ( ২৪০, ২৪১ শ্রুতি ) হইতে পারেন তবেই সাক্ষাৎ হয়॥ ১৭৭॥

১৭৮। সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং, পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ—অকার উকারো মকার ইতি॥

মাণ্ডূক্য উঃ। ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এক্ষণে শ্রুতি ব্রহ্মের বাচক ওম্-এর অক্ষরধ্বন্যাত্মক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। **ওঙ্কারঃ সঃ আত্মা** ওঙ্কারই সেই ব্রহ্ম। **অয়ং অধি-অক্ষরং অধিমাত্রং** ঐ ব্রহ্ম ওঙ্কারের অক্ষর সমষ্টিতেও বর্তমান, অর্থাৎ বাচ্য, এবং পৃথক পৃথক অক্ষরেও বাচ্য। **পাদাঃ মাত্রাঃ** পূর্ববর্তী চারিটি শ্রুতিতে আত্মার যে চারিটি পাদের কথা বলা হইয়াছে, উহার তিনটি ওঙ্কারের তিনটি অক্ষরমাত্রা ও সমষ্টিতে চতুর্থ মাত্রা। **মাত্রাশ্চ পাদাঃ—অকারঃ, উকারঃ, মকারঃ ইতি** ওঙ্কারের মাত্রাগুলিই ব্রহ্ম বা আত্মার চারিটি পাদ,—অ-কার, উ-কার, ম-কার ও সমষ্টিতে ওম্॥ ১৭৮॥

**১৭৯। জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা—আপ্তে-রাদিমত্ত্বাদ্বা। আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামান্, আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ॥**

মাণ্ডূক্য উঃ।৯॥

**আপ্তেঃ বা আদিমত্ত্বাৎ জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ প্রথমা মাত্রা অকারঃ** উভয়ই ব্যাপক ও আদি বলিয়া আত্মার দেহী অবস্থায় জাগ্রত বৈশ্বানর এবং ওম্-এর অ-কার প্রথম মাত্রা। **যঃ হ বৈ এবম্ বেদ** যিনি ওঙ্কারের এই তাৎপর্য জানিয়া উপাসনা করেন, **সর্বান্ কামান্ আপ্নোতি আদিঃ চ ভবতি** তিনি তাঁহার সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করিয়া এই জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হন ॥১৭৯॥

**১৮০। স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ॥**

মাণ্ডূক্য উঃ।১০॥

**স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ উকারঃ দ্বিতীয়া মাত্রা** আত্মার স্বপ্নাবস্থা তৈজস এবং ওঙ্কারের উ—এই দুইটি ব্রহ্মের দ্বিতীয় মাত্রা বা পাদ। **উৎকর্ষাৎ বা উভয়ত্বাৎ** কারণ, আত্মার বৈশ্বানর অবস্থা অপেক্ষা তৈজস অবস্থা শ্রেষ্ঠ। সেইপ্রকার অ-কার অপেক্ষা উ-কার শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু তৈজস অবস্থাটি জাগ্রত ও সুষুপ্তির মধ্যবর্তী অবস্থা। উ-কারটিও ওঙ্কারের অ-উ-ম—এই তিন অক্ষরের মধ্যস্থিত অক্ষর। **যঃ এবং বেদ জ্ঞান সন্ততিং উৎকর্ষতি হ বৈ সমানঃ চ ভবতি** ওঙ্কারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই তাৎপর্য অবগত হইয়া যিনি উপাসনা করেন, তিনি এই সংসারে সকলের হিতার্থে বেদজ্ঞান বিস্তার করিতে পারেন, এবং সকলের জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারেন। তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী হন *। **অস্য কুলে অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি** তাঁহার বংশে কেহ শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ হয় না॥১৮০॥

* ওঙ্কারের এই মধ্যবর্তী তাৎপর্য অবগত হওয়ার অর্থ—মনোময়-কোষের বৃত্তিগুলিকে বিজ্ঞানময় কোষে উন্নীত করা। পাঁচটি কোষের মধ্যে মনোময় কোষটি তটস্থকোষ। এই মনোময় কোষ যদি অন্নময় ও প্রাণময় কোষে বৃত্তিতা লাভ করে—অর্থাৎ যদি ঐ দুইটি কোষের ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, তবে এই সংসারিক বিষয়েই তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা হইবে; আত্মতত্ত্ব, জগৎ-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় কোনা কিছু বোধগম্য হইবে না, বা ঐ তিনটি তত্ত্ব সম্পর্কে তাহার কোনো আগ্রহই হইবে না। মনোময় কোষের বৃত্তিগুলি যদি বিজ্ঞানময় কোষে বৃত্তিতা লাভ করে, তবেই ঐ তিনটি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্পর্কে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে। এই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই গুরু বা আচার্য পদ-বাচ্য। এই অবস্থাকে তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র 'কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির জাগ্রত অবস্থা' বলিয়াছেন। ইতি—লেখক।

১৮১। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা। মিতেরপীতের্বা। মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥

মাণ্ডূক্য উঃ।১১।

**সুষুপ্ত স্থানঃ প্রাজ্ঞঃ মকারঃ তৃতীয়া মাত্রা** দেহী আত্মার সুষুপ্তাবস্থা 'প্রাজ্ঞ' ও ওঙ্কারের তৃতীয় অক্ষর 'ম' ব্রহ্মের তৃতীয় মাত্রা বা পাদ। এইটি **মিতেঃ বা অপিতেঃ** বিষয়টিকে পরিমাপ করে ও লীন করে। অর্থাৎ আত্মার সুষুপ্তাবস্থায় জাগ্রত-বৈশ্বানর ও স্বপ্ন-তৈজস—পরমাত্মা কর্তৃক ঠিক পূর্বপরিমাণ মত রক্ষিত হইয়াই জীবাত্মায় লীন থাকে। সমাধিভঙ্গের পরে, বা সুষুপ্ত অবস্থা হইতে স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন-কালে, সমস্তই পূর্ববৎ আত্মায় ফিরিয়া আসে। ওঙ্কারের উচ্চারণ কালে অ-কার ও উ-কার ম-কারে লীন হয়, পুনরুচ্চারণকালে ফিরিয়া আসে। এইজন্য আত্মার সুষুপ্তিকালে 'প্রাজ্ঞ' এবং ওঙ্কারের 'ম,' উভয়ই অপর দুইটির পরিমাপক ও লয়স্থান। **যঃ এবং বেদ ইদং সর্বং মিনোতি হ বৈ অপীতিঃ চ ভবতি** যিনি ওঙ্কার-ব্রহ্মের এই তাৎপর্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অবগত হইয়া ওঙ্কার অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, তিনি জগতে কাম্য কর্মের অবস্থা বিচারপূর্বক তাহার অনিত্যতা বুঝিয়া কর্মফল-ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করত বৈরাগ্যবান্ জ্ঞানী হন॥ ১৮১॥

১৮২। অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ॥

মাণ্ডুক্য উঃ। ১২॥

**চতুর্থঃ অমাত্রঃ** আত্মা বা ব্রহ্ম ও ওঙ্কারের চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাটি মাত্রাহীন এক অখণ্ড। **অব্যবহার্যঃ** তুরীয় ব্রহ্ম প্রমাণের অতীত, ওঙ্কারের মাত্রাহীন ধ্বনিও প্রাকৃত বাগিন্দ্রিয়ে উচ্চারণ সম্ভব নহে। **প্রপঞ্চোপশমঃ** তুরীয় ব্রহ্মে মায়িক প্রপঞ্চের সম্বন্ধ নাই। সাধক নিঃশেষে প্রপঞ্চাতীত হইয়া তুরীয় তত্ত্বে প্রবেশ করেন। তুরীয় তত্ত্বে প্রবেশ করিলে আর কদাপি প্রপঞ্চে আসিতে হয় না। ওঙ্কারের তুরীয় ধ্বনিতে সমস্ত শব্দঝঙ্কার নিঃশেষ হইয়া যায়। যে সাধক একবার ওঙ্কারের মাত্রাহীন তুরীয় ধ্বনি উচ্চারণ করেন তাঁহাকে আর প্রাকৃত ধ্বনি উচ্চারণ করিতে হয় না, কারণ তৎক্ষণাৎ তিনি মোক্ষলাভ করেন। তাঁহার সমস্ত প্রপঞ্চ সম্বন্ধ দূর হয়। **শিবঃ অদ্বৈতঃ** তুরীয় ব্রহ্ম ওঙ্কার মঙ্গলময় অদ্বিতীয় তত্ত্ব। **এবম্ ওঙ্কারঃ আত্মা এব** এই সমস্ত কারনে ওঁ-টি ব্রহ্মই। **যঃ এবং বেদ আত্মনা আত্মানং সংবিশতি যঃ এবং বেদ** যিনি এই চতুর্থ তুরীয় তত্ত্বের রহস্য অবগত হন, তিনি প্রপঞ্চাতীত হইয়া শুদ্ধাত্মস্বরূপে সেই তুরীয় ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। যিনি এই প্রকার তুরীয় তত্ত্ব ওঙ্কার-ব্রহ্মকে জনেন ( তাঁহার ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। ) ॥১৮২॥

১০৪ মুণ্ডক শ্রুতি অক্ষরব্রহ্ম ও জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে পরমপুরুষের কথা বলিয়াছেন, সেই পরমপুরুষের কথঞ্চিৎ পরিচয় ১২৩-১২৫, ১৩৭-১৪০, ও ১৫৩ শ্রুতি দিয়াছেন। ঐ সমস্ত শ্রুতি আলোচনা করিলে দেখা যায় পরমপুরুষটি শান্ত ও নিষ্ক্রিয়। জগৎ কারণ মায়া বা প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোনো সম্বন্ধ নাই। জগৎ সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে তিনি নিষ্ক্রিয়। ১৭৭ ও ১৮২ শ্রুতি যে তুরীয় ব্রহ্মের সন্ধান দিলেন, সেই তুরীয় ব্রহ্ম ও পরমপুরুষ একই তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি কথিত ভাষা দৃষ্টেই বুঝা যাইতেছে। এই তুরীয় পুরুষটি যে জ্ঞাতব্য—ইহাও বহু শ্রুতি বলিতেছেন। যখন তিনি জ্ঞাতব্য, তখন তাঁহার জ্ঞাতা আছে, এবং জ্ঞাতা থাকিলে তদ্বিষয়ক জ্ঞানও আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। অবশ্য এই জ্ঞাতা প্রাকৃত দেহধারী কেহ নহেন, এবং জ্ঞানটিও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিক জ্ঞান নহে। এ বিষয়ে ১৭৭ শ্রুতিতে **একাত্ম প্রত্যয় সারম্** ও **প্রপঞ্চোপশমম্** এই দুইটি কথায়ই সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই জ্ঞাতার স্বরূপ ২৪১ শ্রুতি বলিয়াছেন।

এক্ষণে জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরকে অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতি যে পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে পরমেশ্বর তত্ত্বটিও তুরীয়, কিন্তু তিনি শান্ত নিষ্ক্রিয় বা প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক রহিত বলিয়া মনে হয় না। ইতি—লেখক।

**১৮৩। স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥**

বৃহদারণ্যক উঃ।৩।৮।৮॥

সঃ উবাচ হ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—**গার্গি, ব্রাহ্মণাঃ এতৎ বৈ তৎ অক্ষরং অভিবদন্তি** হে গার্গি, ব্রহ্মজ্ঞগণ সেই অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ এই প্রকারে বলিয়া থাকেন,—( তিনি ক্ষয় বা বিনাশহীন বলিয়াই অক্ষর। তাঁহার স্বরূপ— ) **অস্থূলং, অনণু** স্থূলও বলা যায় না, অণুও বলা চলে না; **অহ্রস্বং অদীর্ঘং** তাঁহাকে ক্ষুদ্রকায়ও বলা যায় না, দীর্ঘকায়ও বলা চলে না, অর্থাৎ—তাঁহার কোনো পরিমাপ নাই, অতএব তিনি সর্বপ্রকার আকার হইতে পারেন, নাও হইতে পারেন ( শ্রীভাগবতম্ ৮ম স্কঃ ১৯-২০ অঃ দ্রষ্টব্য )। **অলোহিতং অস্নেহম্** তিনি অগ্নিগুণ—অর্থাৎ শুষ্কও নহেন, জলগুণ সম্পন্ন আর্দ্রও নহেন। **অতমঃ অচ্ছায়ম্** আলোকও নহেন, অন্ধকারও নহেন, অথবা তিনি অন্ধকার ও ছায়াহীন। **অবায়ুঃ অনাকাশম্** তাঁহাতে প্রাণবায়ু ও অভ্যন্তরাকাশ নাই, অথবা তিনি বায়ু বা আকাশের মত অদৃশ্য নহেন। **অসঙ্গং অরসং অগন্ধং** তিনি অসঙ্গ—অর্থাৎ অনাসক্ত নহেন, ( প্রাকৃতবৎ ) রস বা গন্ধ তাহাতে নাই ( ৭১ শ্রুতিতে "রসো বৈ সঃ" দ্রষ্টব্য )। **অচক্ষুষ্কং অশ্রোত্রং অবাক্ অমনঃ** ( প্রাকৃত দেহধারী জীববৎ ) তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, বাগিন্দ্রিয় বা মন নাই, ( ১৩২, ১৩৮ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। **অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্** তিনি উত্তাপ নহেন, তাঁহাতে পৃথক্ প্রাণ নাই, খাদ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গ্রহণের জন্য তাঁহার মুখ নাই—অর্থাৎ তাঁহার ক্ষুধা নাই। **অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্** তাঁহাকে পরিমাপ করিবার মত কিছু নাই, তাঁহার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ বলিয়াও কিছু নাই। (শ্রীভাগবতম্ ১০। ৯। ১২-১৬॥ দ্রষ্টব্য) **তৎ কিঞ্চন ন অশ্নাতি, তৎ কঃ চন ন অশ্নাতি** তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, কেহ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে পারে না। (শ্রীভাগবতম্ ১০।৮।৩২-৩৯॥ দ্রষ্টব্য) ॥১৮৩॥

১৮৪। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচোঽন্যা যাং যাং দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ॥

বৃহদারণ্যক উঃ।৩.৮।৯॥

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—**গার্গি, এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ** হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট বা প্রচণ্ড শাসনে সূর্য, চন্দ্র, প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র সমূহ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্টস্থানে বর্তমান আছে। **গার্গি, এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ** হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে দ্যুলোক ও পৃথিবী নির্দিষ্ট কক্ষপথে ধৃত অবস্থায় বর্তমান আছে। (অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র পৃথিবী, দ্যুলোক, সমস্তই নিজ নিজ পথে থাকিয়া চলিতেছে,—ইহা সেই অক্ষর ব্রহ্মের শক্তি ও শাসনে সম্ভব হইতেছে।) **গার্গি এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে নিমেষাঃ মুহূর্তাঃ অহোরাত্রাণি অর্ধমাসাঃ মাসাঃ ঋতবঃ সংবৎসরাঃ ইতি বিধৃতাঃ তিষ্ঠতি** হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট শাসনেই কালের পরিমাপ—নিমেষ মুহূর্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর,—সমস্তই নির্দিষ্ট নিয়মে চলিতেছে।, **গার্গি এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রাচ্যঃ নদ্যঃ, অন্যাঃ প্রতীচঃ, অন্যাঃ যাং যাং দিশং অনু স্যন্দন্তে** হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রচণ্ড শাসনেই তুষারশুভ্র পর্বতমালা হইতে কোনো নদী পূর্বদিকে, কোনো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নদী পশ্চিমে, অন্যান্য নদীসমূহ যাহার যাহার দিকানুযায়ী প্রবাহিত হইতেছে। **গার্গি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে দদতঃ মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি** হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ দাতা মানবদের প্রশংসা করেন,( নতুবা তাঁহারা সমদর্শী, তাঁহারা কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করিতে ইচ্ছুক নহেন )। **দেবাঃ যজমানং অন্বায়ত্তাঃ, পিতরঃ দর্বীং অন্বায়ত্তাঃ** তাঁহারই বিধানানুযায়ী দেবগণ যজমানের উপর নির্ভর করেন, পিতৃগণ তাঁহাদের সন্তান, সন্ততিদের কৃত দর্বীহোম ( শ্রাদ্ধ তর্পণের ) উপরে আশা করেন ॥ ১৮৪ ॥

এই শ্রুতিতে প্রমাণ হইল অক্ষরব্রহ্ম ক্রিয়াশীল, শাসন-সংরক্ষণ ক্রিয়া তাঁহার আছে। এই ক্রিয়াশীল ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন। কারণ নির্বিশেষে ক্রিয়া থাকিতে পারে না। ক্রিয়া ও শক্তি থাকিলেই শক্তিমান কর্তা সবিশেষে হইয়া পড়েন। এই শ্রুতিতে যে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলিলেন, তিনি শক্তিমান ও ক্রিয়াশীল। এই শক্তিমান ক্রিয়াশীল ব্রহ্ম—যে হেতু অক্ষর,সে হেতু মায়াতীত অপ্রাকৃত। শ্রুতি এই অক্ষরব্রহ্মতত্ত্বটিকে স্থলবিশেষে 'সবিশেষ' ও 'নির্বিশেষ' বলিয়াছেন। যখন অক্ষরব্রহ্ম ক্রিয়াশীলরূপে বর্ণিত হন, তখন তাঁহাকে সবিশেষ না বলিয়া উপায় নাই। আবার যখন তাঁহাকে সর্বব্যাপী অসমবায়ীকারণ ও 'এই সমস্তই ব্রহ্ম'—এই প্রকারে বলা হয়, তখন তাঁহাকে নির্বিশেষ বলিতে হয়। এতদ্‌ভিন্ন আর একটি দিব্যপুরুষের কথাও শ্রুতি শুনাইলেন যিনি চরম তুরীয়-তত্ত্ব।

একই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে এই তিনপ্রকার বিভিন্ন উক্তি অবলম্বনে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। বিভিন্ন মতবাদী আচার্য তাঁহাদের মতবাদের অনুকূল যুক্তিতর্ক অবলম্বন করিয়া শ্রুতিগুলির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদী আচার্যগণ বলেন,—১০৪ শ্রুতি কথিত দিব্যপুরুষই 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' চতুর্থ তুরীয়তত্ত্ব। তাঁহার স্বরূপ সম্পর্কে কোনো বিধি-নিষেধ, সবিশেষ-নির্বিশেষ, অস্তি-নাস্তি, প্রভৃতি বিচারকরা নিরর্থক। কারণ—ঐ তত্ত্বটি অচিন্ত্য, প্রাকৃত মন ও বুদ্ধির অগোচর। অতএব শ্রুতি যে প্রকারভাবে তাঁহার কথা বলিতেছেন, ঐ প্রকার ভাবেই তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে, কোনো লক্ষণা বা কষ্ট কল্পনা করা চলিবে না।

এই মতানুযায়ী বুঝা যায়, ঐ অত্যাশ্চর্য দিব্যপুরুষই অক্ষরব্রহ্ম, পরমাত্মা, জীবাত্মা, প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা, বিদ্যা, জ্ঞান, সবিশেষব্রহ্ম, নির্বিশেষব্রহ্ম, কর্তা, অকর্তা,—সবকিছু। এই সবকিছু হইয়াও তিনি নিজ শুদ্ধস্বরূপে আনন্দরসময়রূপে সদা বিরাজমান। ( শ্রীজীবগোস্বামী কৃত 'সর্বসম্বাদিনী' দ্রষ্টব্য ) ইতি—লেখক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## জীবাত্মার স্বরূপ।

১৮৫। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে ॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৫। ৯॥

**বালাগ্রশতভাগস্য শতধা ভাগঃ কল্পিতস্য চ সঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ** কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার একভাগকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিতে পারিলে, তাহার একভাগ যে প্রকার সূক্ষ্ম হয়, জীবদেহস্থিত আত্মা তদ্রূপ সূক্ষ্ম বলিয়া জানিবে। **সঃ চ আনন্ত্যায় কল্পতে** এই জীবাত্মা সংখ্যায় অনন্ত বলিয়া কল্পিত হয়॥ ('কল্পিত হয়' বলার তাৎপর্য—আত্মা এক ও অখণ্ড, এবং সেই এক অখণ্ড আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি বলে এক থাকিয়াই দৃশ্যত বহু হইয়াছেন।) ৬১ ও ৭০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য। ১৮৫॥

১৮৬। নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৫। ১০॥

**এষঃ ন এব স্ত্রী, ন চ পুমান্** এই জীবাত্মা স্বরূপতঃ স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। **অয়ং ন নপুংসকঃ এব** ইনি নপুংসকও নহেন। **যৎ যৎ শরীরং আদত্তে তেন তেন সঃ রক্ষ্যতে** কর্ম ও বাসনানুযায়ী যে প্রকার দেহলাভ হয়, আত্মা তদনুযায়ী অভিমান করিয়া থাকেন॥ ১৮৬॥

১৮৭। সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
র্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৫। ১১॥

**গ্রাস-অম্বু-বৃষ্ট্যা আত্ম-বিবৃদ্ধি-জন্ম** যেরূপে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে স্থূল দেহ বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকারেই **সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈঃ চ** প্রথমত ভোগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আকাঙ্ক্ষা, তারপর ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ, তারপর সেই বিষয়ের অনুচিন্তন, তাহার ফলে বিষয়ের প্রতি মোহগ্রস্ত হইয়া **অনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু কর্মানুগানি রূপাণি অভিসম্প্রপদ্যতে** প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্মভোগানুক্রমে জীবাত্মা তাঁহার অপূর্ণ কামনা পূরণের জন্য, সেই সেই ভোগের উপযুক্ত স্ত্রী, পুরুষাদি দেহ লাভ করিয়া কাম্য বিষয় ভোগ করেন ॥ ১৮৭ ॥

১৮৮। গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৫। ৭॥

**যঃ গুণ-অন্বয়ঃ ফল-কর্ম-কর্তা** যিনি প্রাকৃত দেহগত সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণান্বিত হইয়া ফলভোগ কামনায় কর্ম করেন, **সঃ চ এব তস্য কৃতস্য উপভোক্তা** তিনি কিন্তু তাঁহার সেই কৃত কর্মের উপভোক্তা। **সঃ বিশ্বরূপঃ** সেই আত্মা এই বিশ্বে স্থাবর, জঙ্গম,—যত প্রকার জীবদেহ আছে, সমস্ত দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, কারণ জীবাত্মা **ত্রিগুণঃ ত্রিবর্ত্মা** ত্রিগুণের বশীভূত' সেই জন্য গুণানুযায়ী তিনটি পথের অধিকারী। এই তিনটি পথ হইতেছে—মনুষ্য যোনি, মনুষ্যেতর জীবযোনি, বৃক্ষাদি স্থাবর-যোনি। (অথবা—দেবযান, পিতৃযান ও হীন যান। অথবা অধর্মমার্গ, ধর্মমার্গ ও জ্ঞান-ভক্তিমার্গ)। **সঃ প্রাণাধিপঃ স্বকর্মভিঃ সঞ্চরতি** জীবাত্মা পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর হইয়া নিজ কর্মানুযায়ী বিভিন্নদেহে ভ্রমণ করেন ॥

জীবাত্মায় প্রাকৃত দেহ সংযোগকর্তা জীবাত্মা নহেন, পরমাত্মাই এই সংযোগ কর্তা (৭৮ শ্রুতি)। জীবাত্মা কৃতকর্মেরও সাক্ষাৎ ভোক্তা নহেন সাক্ষাৎ ভোক্তা পরমাত্মা, (গীতা ৯। ২৪ ॥, ১৩। ২৩॥, এবং ১৬৭। ও ৭৯। শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। জীব অনুভোক্তা। জীবাত্মাকে প্রাণাধিপ বলা হইয়াছে, প্রাণের উপরে জীবাত্মার আধিপত্য ঔপচারিক। প্রকৃতপক্ষে প্রাণবায়ুর উপরে জীবাত্মার কোনো আধিপত্য নাই। দেহত্যাগের সময় প্রথমে প্রাণ বায়ুই দেহত্যাগ করে, পরে শ্মশানযজ্ঞে দেহ আহুতি প্রদত্ত হইলে জীবাত্মা দেহ হইতে নির্গত হন (বৃহদারণ্যক উঃ। ৬। ২। ১৪ ॥) ॥ ১৮৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৮৯। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৫। ৮॥

**যঃ রবিতুল্য-রূপঃ অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ** সেই আত্মা স্বরূপতঃ সূর্যের জ্যোতির ন্যায় জ্যোতি বিশিষ্ট হইয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়-আকাশে অবস্থান করেন। **বুদ্ধেঃ গুণেন সঙ্কল্প-অহঙ্কার-সমন্বিতঃ চ আত্মগুণেন** এই আত্মা প্রাকৃত বুদ্ধিগুণে সঙ্কল্প ও অহঙ্কার সমন্বিত হইয়া, 'এই সমস্ত আমার নিজগুণ,'— এই প্রকার অভিমান বশত **হি অপরঃ এব আরাগ্রমাত্রঃ দৃষ্টঃ** নিকৃষ্ট ও গোতাড়ন জন্য ব্যবহৃত লৌহ শলাকার অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে দৃষ্ট হন॥ ১৮৯॥

**ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠান।—**

১৯০। উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ,—
স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ৮। ১॥

**উদ্দালকঃ হ আরুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রং উবাচ** একদা অরুণ ঋষির পুত্র উদ্দালক-আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন,—**সোম্য, স্বপ্ন-অন্তং মে বিজানীহি ইতি** হে সোম্য, যে প্রকারে জীবের স্বপ্নাবস্থা শেষ হয়, সেই সুষুপ্তির কথা আমার নিকটে অবগত হও। **যত্র পুরুষঃ স্বপিতি এতৎ নাম তদা সোম্য, সতা সম্পন্নঃ ভবতি** যে অবস্থায় দেহীজীব সুষুপ্ত—এই নাম প্রাপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে সে 'সৎ' শব্দ-বাচ্য পরমাত্মার সহিত একীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ সুষুপ্ত অবস্থার তাৎপর্য—**স্বং অপীতঃ ভবতি** স্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া। (জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



একই প্রকার। ৮১ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।) **তস্মাৎ এনম্ স্বপিতি ইতি আচক্ষতে** সেই জন্যই এই অবস্থাটিকে লোকে সুপ্ত, বা নিজ স্বরূপপ্রাপ্ত অবস্থা বলিয়া থাকে। **হি স্বম্ অপীতঃ ভবতি** কারণ এই অবস্থায় আত্মা প্রাকৃত দেহাবেশ বর্জন করিয়া নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হন॥ ১৯০ ॥

১৯১। স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তন-মলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়তে, এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ৮। ২॥

**সোম্য, সঃ যথা সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ শকুনিঃ দিশং দিশং পতিত্বা** হে সোম্য, (সুষুপ্তাবস্থায় জীবের আত্মা পরমাত্মাকে আশ্রয় করে, ইহার কারণ—) যেমন কোনো পক্ষীকে সুদৃঢ় সূত্রে বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দিলে, সে নানাদিকে উড়িয়া **অন্যত্র আয়তনং অলব্ধ্বা বন্ধনং এব উপশ্রয়তে** অন্য কোনো স্থানে আশ্রয় না পাইয়া শেষে তাহার বন্ধন স্থানেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, **এবম্ এব খলু তৎ মনঃ দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্র আয়তনং অলব্ধ্বা প্রাণং এব উপশ্রয়তে** সেই প্রকারেই স্বপ্নাবস্থায় মনোময় কোষাশ্রিত জীবাত্মা চিত্তে আহিত ভোগ সংস্কার সমূহে বিচরণ করিয়া, কোথাও তৃপ্তিরূপ আশ্রয় না পাইয়া, শেষে পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সুষুপ্ত হইয়া পড়ে। **হি সোম্য মনঃ প্রাণবন্ধনং** ইহার কারণ মনাদি কোষাশ্রিত আত্মার পরমাত্মার সহিতই বন্ধন আছে, (জীবাত্মা পরমাত্মারই আশ্রিত। এই শ্রুতিতে প্রাণ অর্থে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। কেন উঃ। ১। ২॥, ১৪৭ শ্রুতি)॥ ১৯১ ॥

১৯২। তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬।৮।৪॥

পূর্বশ্রুতি বলিলেন জীবের আত্মা পরমাত্মার আশ্রিত। এখন শ্বেত কেতু প্রশ্ন করিতেছেন,—**তস্য মূলং ক্ব স্যাৎ?** তাহা হইলে এই দেহের মূল বা আশ্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কি? বা কোথায়? **অন্নাৎ অন্যত্র** পিতা উত্তর দিলেন,—এই যে তুমি দেখিতে পাও অন্ন হইতে দেহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেহের মূল অন্ন হইতে ভিন্ন পদার্থ। **সোম্য এবম্ এব খলু অন্নেন শুঙ্গেন অপঃ মূলং অন্বিচ্ছ** হে সোম্য, তুমি যেমন দেহের মূল অন্ন বুঝিয়াছ, এই প্রকার যুক্তি অবলম্বনেই অন্নরূপ অঙ্কুর বা কারণ অবলম্বনে বিচার করিলে অন্নের মূলে জলরূপ কারণ বুঝিতে পারিবে। **সোম্য, অদ্ভিঃ শুঙ্গেন তেজঃ মূলং অন্বিচ্ছ, তেজসা শুঙ্গেন সৎ মূলং অন্বিচ্ছ** হে সোম্য, জলরূপ কারণ হইতে তেজ কারণ পাইবে। তেজের কারণ বিচার করিলে একটি সৎ মূল পাইবে। **সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সৎ-মূলাঃ সৎ-আয়তনাঃ সৎ-প্রতিষ্ঠাঃ** হে সোম্য, এই যাহা কিছু উৎপন্ন বস্তু দেখিতেছ, এই সমস্তেরই মূল ঐ সৎ। এই সমস্তই ঐ সতে আশ্রিত, এবং সতেই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। (ঐ সৎ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ সংকে আশ্রয় করিয়াই সকলের স্থিতি, সতেই সমস্ত লয় হয় বলিয়া সংই প্রতিষ্ঠা) ॥১৯২॥

**১৯৩। *** সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ॥**

ছান্দোগ্য উঃ ৬।৮।৬॥

ঋষি আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন,—**সোম্য, অস্য প্রয়তঃ পুরুষস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে** হে সোম্য, মরণকালে জীবের বাক্‌শক্তি মনে উপসংহৃত হয়। অর্থাৎ—বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বাহিরে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মনে সেই সমস্ত ক্রিয়ার মনন চলিতে থাকে। **মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি** তাহারপর মন মুখ্যপ্রাণে মিলিত হয়, পরে প্রাণ তেজে মিশিয়া যায়। **তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যতে** শেষে ঐ তেজ সেই মূলকারণ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয় ॥১৯৩॥

**১৯৪। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥**

ছান্দোগ্য উঃ।৬।৮।৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সঃ যঃ এষঃ অণিমা** যে সৎ কারণ হইতে এই জড় ও চিৎ পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সৎ এই সমস্তের সূক্ষ্মতম মূল কারণ। **ইদং সর্বং ঐতদাত্ম্যম্** এই সমস্তই ঐ সদাত্মক। (অর্থাৎ—তিনিই সকলের আত্মা)। **তৎ সত্যম্** ঐ সদাখ্য আত্মাই সত্য। **সঃ আত্মা** সেই যে আত্মা **ত্বম্ তৎ অসি** তুমিও তাঁহার আশ্রিত, অথবা তুমিও সেই আত্মা হও। ('তৎ' পদটি ষষ্ঠি বিভক্তি ও প্রথমা বিভক্তি,—দুইই হয়। অদ্বৈতবাদীগণ প্রথমা বিভক্তি, আর অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদীগণ ষষ্ঠী বিভক্তির পক্ষে ব্যাখ্যা করেন। উপনিষদের এই প্রকরণটি কোনপক্ষ বেশী সমর্থন করে তাহা বিচার্যবিষয়। ইতি—লেখক)। **শ্বেতকেতঃ ইতি** হে শ্বেতকেতু, তুমি এই প্রকার আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। এই উপদেশ পাইয়া শ্বেতকেতু **ভুয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়িতু ইতি** পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবান, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। **সোম্য, তথা ইতি উবাচ হ** পিতা বলিলেন,—সোম্য, তাহাই হউক ॥১৯৪॥

১৯৫। যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি। তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তে-ঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬।৯।১-২॥

মহর্ষি আরুণি বলিলেন **সোম্য, মধুকৃতঃ যথা মধু নিস্তিষ্ঠন্তি** হে সোম্য মধুমক্ষিকাগণ যখন মধুচক্রে মধুসঞ্চয় করে, তখন **নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারং রসং একতাং গময়ন্তি** নানা স্থানের বিভিন্ন বৃক্ষের রস সংগ্রহ করিয়া, সেই রস একরসে পরিণত করে। **যথা তে তত্র অহং অমুষ্য বৃক্ষস্য রসঃ, অহং অমুষ্য বৃক্ষস্য রসঃ অস্মি ইতি বিবেকং ন লভন্তে** মধুচক্রেস্থিত এই বিভিন্ন বৃক্ষের রস যেমন বলিতে পারে না—'আমি অমুক বৃক্ষের রস,' 'আমি অমুক বৃক্ষের রস এখানে আসিয়াছি'; **এবম্ এব খলু সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য সতি সম্পদ্যামহে ইতি ন বিদুঃ** হে সোম্য, জীবের সুষুপ্তিকালে, সমাধিস্থ অবস্থায় ও নির্বাণ মোক্ষে এই প্রকার অবস্থায়ই হয়। তখন এই সমস্ত জীব সেই পরমাত্মা বা ব্রহ্মে এক হইয়া যায় বলিয়া আমি ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় এক হইয়া গিয়াছি,—ইহা জানিতে পারে না, (কোথা হইতে আসিয়াছি, আমি কে?—ইহা জানিবে কি প্রকারে?) ॥১৯৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সমাধি দুই প্রকার—নির্বিকল্প ও সবিকল্প। এই শ্রুতি নির্বিকল্প সমাধি, সুষুপ্তি, নির্বাণ মোক্ষ, ও মহাপ্রলয়ে জীবাত্মার আত্মচেতনার অবস্থা বলিলেন। সবিকল্প সমাধি দুই প্রকার। প্রথম প্রকারে একমাত্র আনন্দময়-কোষাবচ্ছিন্ন অবস্থায় আনন্দ ভোগ করিয়া পরে ব্যুত্থান-অবস্থায়ও মনে কিছু আনন্দ থাকে। কিন্তু সেই আনন্দের বিষয় কিছু বলিতে পারে না। ( বেদান্ত সার ১৮ )॥

অপর সবিকল্প সমাধিতে সাধক স্বরাট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাহা দেখেন বা ভোগ করেন, তাহা জাগ্রত দেহী অবস্থায়ও বলিতে পারেন, কারণ অনুভবটি থাকিয়া যায়। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বৈষ্ণব আচার্যগণ এই প্রকার সবিকল্প সমাধির কথা বলেন। ( ভক্তি রসামৃত সিন্ধু পূর্ব বিভাগ ও ভাষ্যপীঠক দ্রষ্টব্য )।

ইহা ভিন্ন আর একপ্রকার সমাধি দেখা যায়। এই প্রকার সামাধিতে সাংখ্যকারিকায় লিখিত প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে যে সমস্ত জাগতিক বস্তু আছে তাহা উপলব্ধির নয়টি বাধা দূর হইয়া বস্তু দর্শন ও শব্দাদি শ্রবণ হয়। এই প্রকার সমাধিতে পারমার্থিক লাভ হয় না। ইহা যোগের একটি বিভূতি মাত্র। ( সাংখ্য কারিকা ও পতঞ্জল যোগ দর্শন, দ্রষ্টব্য )।

সুষুপ্তি ভঙ্গে জাগ্রত অবস্থায়, ও নির্বিকল্প সমাধিভঙ্গে দেহী অবস্থায়, এবং মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টিতে, জীবের যে প্রকার অবস্থা হয় তাহা শ্রুতি বলিতেছেন।—

১৯৬। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌ যদ্‌ ভবন্তি তদাভবন্তি॥

ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌। ৬। ৯। ৩॥

সুষুপ্তিভঙ্গের পর **তে ইহ ব্যাঘ্রঃ বা, সিংহঃ বা, বৃকঃ বা, বরাহঃ বা, কীটঃ বা, পতঙ্গঃ বা, দংশঃ বা, মশকঃ বা, যৎ যৎ ভবন্তি** জীব নিজ কর্মানুযায়ী যে প্রকার দেহ ও দেহাভিনিবেশ লাভ করিয়াছে,—যেমন ব্যাঘ্র, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, শূকর, কীট, পতঙ্গ, দংশনকারী, মশক, ইত্যাদি,—যে যে প্রকার দেহে অভিনিবিষ্ট ছিল **তৎ আভবন্তি** সেই দেহাভিনিবেশই প্রাপ্ত হয়॥ ১৯৬॥

এই শ্রুতিতে জানা গেল, যে সমস্ত জীবের কর্ম ক্ষয় হয় নাই তাহারা মহাপ্রলয়ে কারণ-ব্রহ্মে লীন থাকিয়া পরবর্তী সৃষ্টিতে পূর্ববর্তী দেহই প্রাপ্ত হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



( শ্রীভাগবতম্ ১০। ৩। ৩১॥ )। সুষুপ্তি ও নির্বিকল্প সমাধি কার্যত যখন একই প্রকার, তখন নির্বিকল্প সমাধিভঙ্গের পর সাধকের যথাবস্থিত দেহাভিনিবেশ ফিরিয়া আসে। ইতি—লেখক।

১৯৭। অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনাঽনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ১১। ১॥

আত্মা অবিনাশী। সেই আত্মা এই বিনাশীদেহ আশ্রয় করিয়াও বাঁচিয়া থাকিয়া আনন্দ ভোগ করিতে চাহে। কারণ আত্মা স্বরূপত আনন্দময়, আনন্দ ভোগ করাই তাহার স্বভাব। শ্রুতি ইহাই দেখাইতেছেন। **সোম্য, অস্য মহতঃ বৃক্ষস্য মূলে যঃ অভ্যাহন্যাৎ** মহর্ষি আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন,—হে সোম্য, এই যে আমাদের সম্মুখে বিশাল বৃক্ষটি রহিয়াছে, যদি কেহ ইহার মূলে আঘাত করে, ( তবে একটি দুটি আঘাতেই বৃক্ষটি মরিবে না। বৃক্ষটি ) **জীবন্ স্রবেৎ** বাঁচিয়া থাকিয়াই আঘাত প্রাপ্ত স্থানটিকে আরোগ্য করিবার জন্য রসক্ষরণ করিবে। **মধ্যে যঃ অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ** বৃক্ষটির মধ্যদেশে আঘাত করিলেও বাঁচিয়া থাকিয়া রসক্ষরণ করিবে। **যঃ অগ্রে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ** বৃক্ষটির অগ্রভাগে আঘাত করিলেও বাঁচিয়া থাকিয়া রসক্ষরণ করিবে। **সঃ এষঃ জীবেন আত্মনা অনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানঃ তিষ্ঠতি মোদমানঃ** ইহার কারণ,—এই বৃক্ষটিতে জীবাত্মা অনুস্যূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই বৃক্ষটিতে চৈতন্য আত্মা আছেন বলিয়াই জল ও মৃত্তিকার সার পান করিয়া ( এমন কি আঘাত প্রাপ্ত হইলে, সেই ক্ষত স্থান আরোগ্য করিয়া ) বাঁচিয়া থাকে, বা বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। কারণ, এই বৃক্ষদেহেও আত্মা আনন্দিত হইবার জন্য চেষ্টান্বিত॥ ১৯৭॥

১৯৮। অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি। দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি। তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি। সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতীতি॥

ছান্দোগ্য উঃ। ১১। ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জীবাত্মা প্রাণের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া দেহের সর্বাংশে পরিব্যাপ্ত। এই ব্যাপ্তি কিন্তু আত্মার পক্ষে প্রদীপ শিখার আলোকের ব্যাপ্তি বৎ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ ৮১, ৮, ১৬৭, ১৮৯, শ্রুতি তাৎপর্যে বাধা হইবে। এই শ্রুতি তাহা বুঝাইতেছেন।—

**যৎ জীবঃ অস্য একাং শাখাং জহাতি অথ সা শুষ্যতি** যেমন জীবাত্মা এই বৃক্ষের কোনো একটি শাখা হইতে আপনাকে সঙ্কুচিত করিলে সেই শাখাটি শুকাইয়া যায়, **দ্বিতীয়াং জহাতি অথ শুষ্যতি** দ্বিতীয় শাখা ত্যাগ করিলে সেটিও শুকাইয়া যায়, **তৃতীয়াং জহাতি অথ সা শুষ্যতি** তৃতীয় শাখা ত্যাগ করিলে সেটিও শুকাইয়া যায়। **সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতি ইতি** আত্মা বৃক্ষটিকে সমগ্রভাবে যদি ত্যাগ করেন, তবে গাছটি সামগ্রিক ভাবেই শুকাইয়া যাইবে, ( ইহাকেই দেহত্যাগ বা মৃত্যু বলে )॥ ১৯৮॥

১৯৯। এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যম্। স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ॥

ছান্দোগ্য উঃ।৬।১১।৩।

**এবম্ এব খলু সোম্য বিদ্ধি উবাচ হ** মহর্ষি আরুণি বলিলেন,—হে সোম্য, এই বৃক্ষটির বাঁচা ও মরার মতই মানুষের বাঁচা ও মরার ব্যাপার বুঝিবে। **জীবাপেতং বাব কিল ইদং ম্রিয়তে** জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিলেই দেহ মরে। **জীবঃ ন ম্রিয়তে** জীবাত্মা মরে না। **সঃ যঃ এসঃ অনিমা ইদং সর্বং ঐতদাত্ম্যং** সেই সৎ-পদবাচ্য যে মূল কারণটি রহিয়াছে, সেই সূক্ষ্মতম মূল কারণই এই সমস্ত জীবন্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। **তৎ সত্যম্** ঐ সদাখ্য কারণ—ব্রহ্মই সত্য। **সঃ আত্মা** তিনিই আত্মা। **শ্বেত কেতঃ ত্বং তৎ অসি** হে শ্বেতকেতু, তুমিও তাঁহারই আশ্রিত, অথবা তুমি সেই ব্রহ্মই। **ভগবান্, ভূয়ঃ এব মা বিজ্ঞাপয়তু** শ্বেতকেতু বলিলেন,—হে ভগবান, পুনরায় আমাকে বুঝাইয়া বলুন। **উবাচ হ তথা ইতি** ঋষি বলিলেন, তথাস্তু॥ ১৯৯॥

এই শ্রুতিতে 'জীব' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য—জীবাত্মার স্থুল দেহী অবস্থায় অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পাঁচটি কোষ থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মৃত্যুতে অন্নময় ও প্রাণময় কোষ দুইটি ত্যাগ হইলেও আত্মার অপর তিনটি কোষসমন্বিত আত্মাও 'পুরুষবিধ,' অতএব জীব-পদ-বাচ্য। ৮৩—৯২ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ॥

২০০। ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি, ভিন্ধীতি, ভিন্নং ভগব ইতি, কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি, ভিন্না ভগব ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ।৬।১২।১॥

অতঃ ন্যগ্রোধফলং আহর মহর্ষি আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে আদেশ করিলেন,—ঐ বটবৃক্ষের একটি ফল আনয়ন কর। **ইদং ভগবঃ ইতি** পুত্র বটফল আনিয়া বলিলেন,—ভগবান, এই যে বটফল আনিয়াছি। **ভিন্ধি ইতি** পিতা বলিলেন,—ফলটি ভাঙ্গ। (পুত্র আদেশমত ফলটি ভাঙ্গিয়া বলিলেন,—) **ভগবঃ ভিন্নং ইতি** ভগবান, ভাঙ্গিয়াছি। পিতা প্রশ্ন করিলেন,—**অত্র কিম্ পশ্যসি?** উহাতে কি দেখিতেছ? পুত্র উত্তর দিলেন,—**অণ্ব্যঃ ইব ইমাঃ ধানাঃ** ইহার মধ্যে অণুসদৃশ্য বীজ আছে। পিতা বলিলেন,—**অঙ্গ, আসাম্ একাং ভিন্ধি ইতি** বৎস, উহার একটি বীজ ভাঙ্গ। পুত্র বীজ ভাঙ্গিয়া বলিলেন—**ভগবঃ, ভিন্না ইতি** ভগবান, ভাঙ্গিয়াছি,। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—**অত্র কিম্ পশ্যসি?** ঐ বীজ ভাঙ্গিয়া উহার মধ্যে কি দেখিতেছ? পুত্র উত্তর দিলেন,—**ভগবঃ ন কিং চন** হে ভগবান্, বীজের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২০০ ॥

২০১। তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়সে এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ১২। ২॥

**তং উবাচ হ** পিতা আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন,—**যং বৈ সোম্য এতং অণিমানং ন নিভালয়সে** হে সোম্য, বীজের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বীজের যে সূক্ষ্মাংশটি তুমি দেখিতে পাইলে না, **এতস্য বৈ অণিম্নঃ এষঃ মহান্যগ্রোধঃ এবম্ তিষ্ঠতি** ঐ প্রকার একটি ক্ষুদ্রবীজের সূক্ষ্মাংশ হইতে এই বিশাল বটবৃক্ষটি উৎপন্ন হইয়া আমাদের সম্মুখে বর্তমান আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সোম্য, শ্রদ্ধৎস্ব ইতি** হে বৎস, আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহা শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বাস কর, (কারণ,—এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে শব্দপ্রমাণ—অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্য ভিন্ন অন্য কোনো প্রমাণ নাই।) ॥২০১॥

২০২। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥

ছান্দোগ্য উঃ।৬।৮।৭।

অতঃপর মহর্ষি আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন,— **সঃ যঃ এষঃ অণিমা ইদং সর্বং ঐতদাত্ম্যং** সেই সৎ পদবাচ্য যে মূলকারণটি রহিয়াছে, সেই সূক্ষ্মতম মূলকারণটিই এই বীজগুলির অঙ্কুরের সহিতও একাত্ম হইয়া বর্তমান আছেন (বলিয়াই ঐ সূক্ষ্ম বীজাঙ্কুর হইতে এই মহাবৃক্ষের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সম্ভব হয়।) **তৎ সত্যম্** ঐ সদাখ্য ব্রহ্মই সত্য। **সঃ আত্মা** তিনিই সকলের আত্মা, অর্থাৎ—উৎপত্তি, আশ্রয় ও লয় স্থান। **শ্বেতকেতঃ ত্বং তৎ অসি** হে শ্বেতকেতু, তুমিও তাঁহারই আশ্রিত, অথবা—তুমিও সেই ব্রহ্মই। (পুত্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—) **ভগবান্, ভূয়ঃ এব মা বিজ্ঞাপয়তু** হে ভগবান, পুনর্বার আমাকে বুঝাইয়া বলুন। **সোম্য তথা ইতি উবাচ হ** পিতা বলিলেন,—হে সোম্য, তাহাই বলিতেছি॥ ২০২॥

২০৩। লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি। স তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬।১৩।১॥

**এতৎ লবণংউদকে অবধায় অথ প্রাতঃ মা উপসীদথাঃ** মহর্ষি আরুণি, পুত্র শ্বেত কেতুকে বলিলেন,—এই লবণ-খণ্ড জলে ফেলিয়া রাখিয়া আগামী কল্য প্রাতে জলপাত্রটি আমার নিকটে আনিবে। **সঃ তথা চকার** শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। **তং উবাচ হ** তখন মহর্ষি আরুণি তাঁহাকে বলিলেন,—**অঙ্গ, দোষা যৎ লবণং উদকে অবাধাঃ তৎ আহর ইতি** হে বৎস, রাত্রে যে লবণ-খণ্ড জলে রাখিয়াছিলে উহা বাহির কর। **তৎ হ অবমৃশ্য ন বিবেদ** শ্বেতকেতু সেই জল অনুসন্ধান করিয়া লবণ-খণ্ড দেখিতে পাইলেন না॥ ২০৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২০৪। যথা বিলীনমেবাঙ্গাস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি অন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬।১৩।২॥

অতঃপর মহর্ষি আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন,—

**অঙ্গ অস্য অন্তাৎ আচাম** হে বৎস, ঐ জলের উপরিভাগ লইয়া আচমন কর। শ্বেতকেতু পিতার নির্দেশানুসারে আচমন করিলেন। তখন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—**কথম্ ইতি** জলে কি প্রকার স্বাদ পাইলে? পুত্র বলিলেন,— **লবণং ইতি** লবণ স্বাদ পাইলাম। পিতা পুনরায় বলিলেন,— **মধ্যাৎ আচাম ইতি** ঐ জলের মধ্যভাগ লইয়া আচমন কর। পুত্র তাহা করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—**কথম্ ইতি** কি প্রকার স্বাদ পাইলে? পুত্র বলিলেন,— **লবণং ইতি** লবণ স্বাদ পাইলাম। পিতা বলিলেন,— **অন্তাৎ আচাম ইতি** ঐ জলের নিম্নভাগ লইয়া আচমন কর। পুত্র আচমন করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—**কথম্ ইতি** কি প্রকার স্বাদ পাইলে? পুত্র উত্তর দিলেন,—**লবণং ইতি** লবণ স্বাদ পাইলাম। **এতৎ অভিপ্রাস্য অথ মা উপসীদথাঃ** পিতা বলিলেন,—এই জল ত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন কর। **তৎ হ তথা চকার** শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন, এবং ভাবিয়া দেখিলেন,—**যথা বিলীনং এব তৎ শশ্বৎ সংবর্ততে** বিলীন হইয়াও তো ঐ লবণখণ্ড জলেই বিদ্যমান আছে! **তং উবাচ হ** পিতা তখন বলিলেন,—**সোম্য, অত্র বাব কিল সৎ ন নিভালয়সে অত্র এব কিল সৎ ইতি** হে সোম্য, যেমন ঐ জলে মিশিয়াও লবণখণ্ড বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তুমি তাহা দেখিতে পাইলে না, সেই প্রকারেই এই জড় প্রকৃতির পরিণামভূত দেহে সেই সৎ আত্মা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাহায্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না॥ ২০৪॥

২০৫। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ১৩। ৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মহর্ষি আরুণি বলিলেন, **সঃ যঃ এষঃ অণিমা ইদং সর্বং ঐতদাত্ম্যং** সেই সৎ শব্দবাচ্য যে মূল কারণটি রহিয়াছেন, তিনি এই জলে লীন লবণখণ্ডের মত এই সব পদার্থেই একাত্ম হইয়া বিদ্যমান আছেন। **তৎ সত্যং** সেই সূক্ষ্ম মূলকারণ ব্রহ্মই সত্য। **সঃ আত্মা** তিনিই আত্মা। **শ্বেতকেতঃ ত্বং তৎ অসি ইতি** হে শ্বেতকেতু, তুমি তাঁহারই আশ্রিত, অথবা—তুমি সেই ব্রহ্মই ॥ ২০৫।

১৯০ হইতে ২০৫ পর্যন্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি জানাইলেন,—জগতের মূল কারণ সৎ পদবাচ্য ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই জগতের প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মই সকলের আশ্রয়, ব্রহ্মই আত্মা। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। জীবন্ত বস্তুর জীবনীশক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি।

এক্ষণে কেন-উপনিষদের শ্রুতি একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে দেখাইতেছেন যে, কোনো শক্তিমান যদি তাহার শক্তির গর্ব করে, তবে উহা তাহার বৃথা গর্ব। সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের শক্তি। তিনি যাহাকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, সে ততটুকু শক্তি প্রকাশ করিতে পারে। সেই প্রদত্ত শক্তিও ব্রহ্মের নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার প্রদত্ত শক্তি প্রত্যাহার করিতে পারেন।

পৃথিবীতে অসুরভাবাপন্ন মানবকুল যখন ধর্মের গ্লানি করে, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন পরমেশ্বর পৃথিবীতে লৌকিকলীলায় অবতীর্ণ হইয়া অসুর বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন করেন ( গীতা ৪।৭-৮ ॥ )। কখনো বা তিনি কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিতে এমন শক্তি সঞ্চার করেন যে, সেই সঞ্চারিত বিশেষ শক্তিবলে ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম ও শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন। এই বিশেষ শক্তিও ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাঁহারই শক্তি ( গীতা ৭।১১ ॥ ) এই আখ্যায়িকায় শ্রুতি দৃষ্টান্তসহকারে তাহা দেখাইতেছেন।—

২০৬। ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব। তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥

কেন উঃ। ৩।১-২ ॥

**ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ বিজিগ্যে** পরমেশ্বরই দেবতাদের হিতের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



( দেবতাদের মধ্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়া দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদিগকে ) পরাজিত করিয়াছিলেন। **তস্য ব্রহ্মণঃ হ বিজয়ে দেবাঃ অমহীয়ন্ত** পরমেশ্বরের সেই বিজয়লাভে দেবতাগণ মহিমান্বিত হইলেন। **তে ঐক্ষন্ত—অয়ং বিজয়ঃ অস্মাকং এব** দেবতাগণ মনে করিলেন,—এই অসুরদিগকে আমরাই পরাজিত করিয়াছি। **অয়ং মহিমা অস্মাকং এব** এই যুদ্ধজয়ের গৌরব আমাদেরই ॥

**তৎ হ এষাং বিজজ্ঞৌ** পরমেশ্বর কিন্তু দেবতাদের এই মিথ্যা অভিমান জানিতে পারিলেন। **তেভ্য হ প্রদুর্বভুব** পরমেশ্বর একদিন দেবসভায় আবির্ভূত হইলেন। **তৎ ন ব্যজানত** দেবতাগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ( দেবতাগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,— ) **কিম্ ইদং যক্ষং ইতি** আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত এই পূজনীয় মহদ্ভূতটি কে ? ॥ ২০৬ ॥

২০৭। তেঽগ্নিমব্রুবন্,—জাতবেদ, এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি ॥

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি। অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥

কেন উঃ। ৩।৩-৫ ॥

**তে অগ্নিং অব্রুবন্** দেবতাগণ অগ্নিদেবকে বলিলেন,—**জাতবেদ, কিম্ এতৎ যক্ষং ইতি এতৎ বিজানীহি** হে জাতবেদ, আপনি যাইয়া এই মহদ্ভূত পূজনীয়টি কে, তাহা জানিয়া আসুন। **তথা ইতি** দেবগণের অনুরোধে অগ্নিদেব সেই পূজ্যের সমীপে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন ॥

**তৎ অভ্যদ্রবৎ** দেবগণের অনুরোধে অগ্নিদেব গর্বিত হইয়া সেই মহাদ্ভুতের সমীপবর্তী হইলে **তং অভ্যবদৎ,—কঃ অসি ইতি** সেই পূজনীয় অগ্নিদেবকে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ?

**অব্রবীৎ অহং অগ্নিঃ বৈ অস্মি ইতি** অগ্নি গর্বিতভাবেই বলিলেন,—আমি স্বয়ং অগ্নিদেব। **জাতবেদাঃ বৈ অহং অস্মি ইতি** কর্মীমানবের যজ্ঞকুণ্ডে আমি প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া তাহাদের আহুতি গ্রহণ করত, অদৃষ্ট বেদসমূহ —অর্থাৎ অদৃষ্ট কর্ম ও কর্মফলসমূহ সৃষ্টি করি বলিয়া, আমার আর একটি নাম জাতবেদ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্যং ইতি** সেই পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি যদি তাহাই হও, তবে এখন তোমার কি সামর্থ্য আছে?

**যৎ ইদং পৃথিব্যাং ইদং সর্বং অপি দহেয়ম্ ইতি** অগ্নি বলিলেন,—এই যে পৃথিবী, ইহাতে যাহাকিছু আছে সমস্তই আমি ভস্মীভূত করিতে পারি। ॥ ২০৭ ॥

২০৮। তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন। তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে। নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥

কেন উঃ। ৩৬ ॥

**এতৎ দহ ইতি তস্মৈ তৃণং নিদধৌ** 'এইটি ভস্মীভূত কর',—এই কথা বলিয়া পরমেশ্বর অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ ফেলিয়া দিলেন। **সর্বজবেন তৎ উপপ্রেয়ায় তৎ দগ্ধুং ন শশাক** সেই মহদ্ভূতের এই প্রকার তাচ্ছিল্যে অগ্নিদেব ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মহাবেগে সেই তৃণের উপরে গমন করিলেন। (মহাবেগে গমনের উদ্দেশ্য—তৃণটিকে তো ভস্ম করিবেনই তৃণদাতাকেও দগ্ধ করিবেন। কিন্তু) **তৎ দগ্ধুং ন শশাক** সেই তৃণটিই দগ্ধ করিতে পারিলেন না। **সঃ ততঃ এব নিববৃতে** অগ্নিদেব তখন ঐ চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া দেবসভায় আসিয়া জানাইলেন,—**এতৎ ন বিজ্ঞাতুং অশকং যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি** আমি বুঝিতে পারিলাম না—কে এই মহাদ্ভুত ॥ ২০৮ ॥

২০৯। অথ বায়ুমব্রুবন্—বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥

তদভ্যদ্রবৎ। তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্ মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি। অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥

কেন উঃ। ৩। ৭-৯॥

**অথ বায়ুং অব্রুবন্** তখন দেবগণ বায়ুদেবকে অনুরোধ করিলেন,—**বায়ো এতৎ বিজানীহি কিম্ এতৎ যক্ষং ইতি** হে বায়ুদেব, আপনি জানিয়া আসুন এই অত্যদ্ভুতটি কে। **তথা ইতি** বায়ুদেব স্বীকৃত হইলেন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তৎ অভ্যদ্রবৎ** বায়ুদেব গর্বিত চিত্তে সেই পরমেশ্বর সমীপে উপস্থিত হইলেন। **তং অভ্যবদৎ—কঃ অসি ইতি** পরমেশ্বর তাচ্ছিল্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ?

**বায়ুঃ বৈ অহং অস্মি ইতি অব্রবীৎ** ( তিনি উত্তর দিলেন,—) আমি স্বয়ং বায়ুদেব। **মাতরিশ্বা বৈ অহং অস্মি ইতি** আমিই জীবের প্রাণবায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া, সকলকে জীবিত রাখি। এজন্য আমার আর একটি নাম মাতরিশ্বা ॥

**তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্যং ইতি** ( পরমেশ্বর বলিলেন,— ) তাহাই যদি হয়, তবে এখন তোমার কি সামর্থ্য আছে ?

**যৎ ইদং পৃথিব্যাং ইদং সর্বং অপি আদদীয়** ( বায়ুদেব বলিলেন,— ) এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আমি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে পারি ॥ ২০৯ ॥

২১০। তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন। তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥

কেন উঃ। ৩। ১০ ॥

**তস্মৈ তৃণং নিদধৌ—এতৎ আদৎস্ব ইতি** পরমেশ্বর বায়ুদেবতার সম্মুখে একটি তৃণ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—এইটি তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ কর।

পবনদেব **সর্বজবেন তৎ উপপ্রেয়ায় তৎ আদাতুং ন শশাক** তাঁহার সমস্ত বিক্রম প্রকাশ করিয়াও সেই তৃণটি তুলিতে পারিলেন না। **সঃ ততঃ এব নিববৃতে** পবন দেব তখন ঐ চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবগণ সমীপে গমন করত বলিলেন,—**এতৎ ন বিজ্ঞাতুম্ অশকম্ যৎ এতৎ যক্ষং ইতি** আমি ইঁহাকে বুঝিতে পারিলাম না, এই পরমাদ্ভুতটি কে ॥ ২১০ ॥

২১১। অথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে।

কেন উঃ। ৩। ১১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**অথ ইন্দ্রং অব্রুবন্ মঘবন্ এতৎ বিজানীহি কিম্ এতৎ যক্ষং ইতি** তখন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন—হে মঘবন্, আপনি নিজে যাইয়া জানিয়া আসুন, এই পরমাদ্ভুতটি কে।

দেবগণের কথানুযায়ী **তথা ইতি তৎ অভ্যদ্রবৎ** দেবরাজ বিনীতভাবে সেই পরমেশ্বরের সমীপবর্তী হইলেন। **তস্মাৎ তিরোদধে** ইন্দ্রকে বিনীতভাবে আসিতে দেখিয়া পরমেশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। (কারণ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন। ছান্দোগ্য উঃ। ১২।৬ ।। দ্রষ্টব্য।) ॥ ২১১ ॥

২১২। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ—কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥

কেন উঃ। ৩। ১২ ।।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ॥ ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

কেন উঃ। ৪। ১ ॥

**তস্মিন্ এব আকাশে বহুশোভমানাং স্ত্রিয়ং উমাং হৈমবতীং আজগাম** ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলে সেইখানে আকাশে বহুশোভা সম্পন্না একটি স্ত্রীমূর্তি আবির্ভূতা হইলেন। এই দেবী স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা—উমা। ইনি কল্পে কল্পে হিমালয়-রাজকন্যারূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া দেবীর আর একটি নাম—হৈমবতী।

**সঃ তাং উবাচ হ—কিম্ এতদ্ যক্ষম্ ইতি** দেবরাজ ইন্দ্র সেই দেবী-ব্রহ্মবিদ্যাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই পরমাদ্ভুত পূজনীয়টি কে?

**সা উবাচ হ—ব্রহ্ম ইতি** দেবী ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেন,—ইনিই ব্রহ্ম। **ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে এতৎ মহীয়ধ্বম্** দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মই জয়লাভ করিয়াছেন, তোমরা মিথ্যা অভিমান করিতেছ।

**ততঃ হ এব ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার** সেই হইতে দেবতাগণ বুঝিতে পারিলেন,—বিশ্বে যেখানে যত শক্তি আছে, সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি, এবং তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন ॥ ২১২ ॥

এই শ্রুতিতে দেখা গেল যে, ব্রহ্মবিদ্যা-উমাদেবী ব্রহ্মতত্ত্বটি জানাইলে তবে ইন্দ্র জানিতে পারিলেন। ইন্দ্রের সম্মুখে ব্রহ্মবিদ্যা উপস্থিত হইলে সেই দেবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পরিচয় জানিতে ইন্দ্র কোনও চেষ্টা করিলেন না, কারণ ইন্দ্র পূর্বেই প্রজাপতির নিকটে অধ্যয়ন কালে দেবী ব্রহ্মবিদ্যাকে জানিয়াছিলেন। ছাঃ উঃ ৮।৮—॥

এই শ্রুতি আরও জানাইলেন ব্রহ্মপরমেশ্বরকে জানিতে হইলে ব্রহ্মবিদ্যা উমাদেবীর কৃপালাভ করা প্রয়োজন, অতএব তিনি উপাস্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মেরই শক্তি, যে হেতু শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, সে হেতু কোনো শ্রুতিবিরোধ হয় না। এই ব্রহ্মবিদ্যা উমাদেবীই শ্রীমদ্ভাগবতের দেবী-কাত্যায়নী-যোগমায়া। এই দেবীর বহু নাম আছে ( ভাগবতম্ ১০। ২। ৬॥, ১০। ২। ১১-১২॥ ও চণ্ডী দ্রষ্টব্য )। এই দেবীর স্বরূপ ও ক্রিয়াও বহুপ্রকার। অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, প্রধান,—এই দেবীরই এক একটা স্বরূপ বিশেষ মাত্র। চণ্ডী ও দেবী-ভাগবতম্ দ্রষ্টব্য। ইতি—লেখক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# সম্প্রতিষ্ঠা।

৪৭ শ্রুতি প্রশ্ন তুলিয়াছেন—'ক্ব চ **সম্প্রতিষ্ঠাঃ**' জীবাত্মার সম্যক্ প্রতিষ্ঠা কি ও কোথায়?' এই সম্প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য—এমন একটি অবস্থায় উপনীত হওয়া, যে অবস্থাটি হইবে—অব্যয় অক্ষয় অপরিবর্তনীয়।

উপনিষদ ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যাতা আচার্যগণের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, এ বিষয়ে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। এক বাদে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষই সম্প্রতিষ্ঠা। আর এক বাদে নিজের পৃথক্ সত্তা রক্ষা করিয়া প্রাকৃত পঞ্চকোষময় দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 'স্বরাটত্বপ্রাপ্তি'ই জীবাত্মার সম্প্রতিষ্ঠা।

প্রথমত নির্বিশেষ সম্প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রুতি বলিতেছেন।—

২১৩ক। *** ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্বান্তরোঽতোঽন্যদার্তং।

বৃহদারণ্যক উঃ। ৩। ৪। ২॥

**ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ** এই চোখের দৃষ্টিশক্তি, সেই পরমাত্মারই দৃষ্টিশক্তি। এই দৃষ্টি শক্তি পরমাত্মার ইচ্ছায় বহির্বিষয় দর্শন করে, কিন্তু সেই পরমাত্মাকে দর্শন করে না। (কারণ জীবত্মার যখন পরমাত্মাকে দেখার মত অবস্থা হয়, তখন আর জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ থাকে না; অতএব পৃথক দেখার প্রশ্নই উঠে না। এই প্রকারেই) **শ্রুতেঃ শ্রোতারং ন শৃণুয়াঃ** এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রোতা পরমাত্মাকে এই শ্রবণেন্দ্রিয় শুনিতে পায় না। **মতেঃ মন্তারং ন মন্বীথাঃ** এই মনের যিনি মননকারী তাঁহাকে এ মন চিন্তা করিতে পারে না। **বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতারং ন বিজানীয়াঃ** এই বুদ্ধির বিজ্ঞাতাকে এই বুদ্ধি জানিতে পারে না। **এষঃ ত আত্মা সর্বান্তরঃ অত অন্যৎ আর্তম্** এই আপনার আত্মার স্বরূপ, (অর্থাৎ—জীবের মায়িক অভিনিবেশে যতক্ষণ দ্বৈতভাব থাকে, ততক্ষণই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ব্যাপার সম্ভব হয়। এই মায়া বা অজ্ঞান দূর হইলেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দূর হইয়া অদ্বয়-ব্রহ্মাবস্থায় তদতিরিক্ত কিছু না থাকায় জ্ঞাতব্য নাই, অতএব জ্ঞানও নাই)। এইপ্রকার অবস্থাই সমস্ত জীবহৃদয়স্থিত আত্মার। এই অদ্বয়-আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাহার হয় নাই, সেই ব্যক্তি আর্ত, (নানাপ্রকার ভেদ বুদ্ধির দ্বারা বিপন্ন) ॥ ২১৩ ক ॥

এই শ্রুতির তাৎপর্য পরবর্তী শ্রুতি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।—

২১৩খ। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥

বৃহদারণ্যক উঃ।২।৪।১৪॥

**যত্র হি দ্বৈতং ইব ভবতি** যে অবস্থায় মানুষে নিজ হইতে পৃথক রূপে অন্য পদার্থ উপলব্ধি করে, (যতক্ষণ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও কিছু নাই—এই জ্ঞান হয় না; অথবা অবিদ্যাকৃত জীবের পঞ্চকোষময় দেহ, দেহী-আত্মচৈতন্য ও পরমাত্মার ভেদ বোধ থাকে, অথবা অজ্ঞানজ পঞ্চকোষ-বিমুক্তিরূপ মোক্ষ না হয়,—ততক্ষণ এই বিশ্বে বহু বিভিন্ন বস্তু আছে বলিয়া বোধ হয়। এই দ্বৈত-ভাবাপন্ন জীবই) **তৎ ইতরঃ ইতরং জিঘ্রতি** একে অপরকে আঘ্রাণ করে, **তৎ ইতরঃ ইতরং পশ্যতি** একে অপরকে দর্শন করে, **তৎ ইতরঃ ইতরং শৃণোতি** একে অপরের কথা শ্রবণ করে, **তৎ ইতরঃ ইতরং অভিবদতি** একে অপরকে উপদেশ প্রদান করে, **তৎ ইতরঃ ইতরং মনুতে** একে অপরের বিষয় চিন্তা করে, **তৎ ইতরঃ ইতরং বিজানাতি** একে অপরকে জানে। **যত্র বৈ অস্য সর্বং আত্মা এব অভুৎ** যে অবস্থায় সাধকের সমস্তই একাত্মা হইয়া যায়, (অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিস্থ অবস্থায়, অথবা নির্বাণমোক্ষ লাভ হইলে, যখন সাধকের আত্মা সর্বপ্রকার বিশেষ ও দ্বৈত বর্জিত অদ্বয়ব্রহ্মে লয় পায়,) **তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ** তখন কিসের দ্বারা কি আঘ্রাণ করিবে? **তৎ কেন কং পশ্যেৎ** সেই নির্বিশেষ অদ্বয় অবস্থায় কে কাহাকে কিসের দ্বারা দেখিবে? **তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ** সে অবস্থায় কে কাহার কথা শুনিবে? **তৎ কেন কং অভিবদেৎ** তখন কে কাহাকে উপদেশ দিবে? **তৎ কেন কং মন্বীত**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তখন কে কাহার কথা চিন্তা করিবে? **তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ** (যখন সাধক ব্রহ্মে একীভূত হইয়া যায়, তখন সর্বপ্রকার দ্বৈত ও বিশেষ বর্জিত অবস্থায়) কে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে? **যেন ইদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ** যাঁহার সহায়ে জীব এই জাগতিক বস্তু জানে, (সাধক যদি সেই অদ্বয় ব্রহ্মেই লয় হয়, তবে সে) তাঁহাকে কেমন করিয়া জানিবে? (অজ্ঞাত বা সন্দেহযুক্ত বস্তু সম্পর্কেই অভিনব জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব। যেহেতু নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞান ও সন্দেহ সম্ভব নহে, সেহেতু ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থায় ব্রহ্ম-সম্পর্কীয় জ্ঞান সম্ভব নহে। যেহেতু ঐ অবস্থাটি বিশেষ বর্জিত অদ্বয়তত্ত্ব, সেই হেতু জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই)। **অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ।** মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন) হে মৈত্রেয়ি, যিনি একমাত্র বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কি করিয়া জানিবে? (তিনি জ্ঞাতব্য হইলেই 'দ্বৈতাপত্তি' দোষ হইবে)। ।২১৩।।

২১৪। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

মুণ্ডক উঃ ।৩।২।৮।।

**স্যন্দমানাঃ নদ্যঃ যথা নামরূপে বিহায় সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি** প্রবহমান নদীজল যেমন তাহাদের নাম, রূপাদি পরিত্যাগ করিয়া নির্বিশেষে সমুদ্রে মিশিয়া যায়, **তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ** সেই প্রকারেই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহার পার্থিব নাম, রূপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া **পরাৎপরং দিব্যং পুরুষং উপৈতি** অব্যাকৃত অক্ষর ব্রহ্মে নির্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন ।।২১৪।।

এই শ্রুতিটি অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতে পৃথক ব্যাখ্যা আছে। তাহা পরে আলোচিত হইবে। এক্ষণে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত অবস্থায় কি প্রকার চিন্তা করেন তাহা শ্রুতি বলিতেছেন।—

২১৫। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ। তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু। তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ॥

বৃহদারণ্যক উঃ।১।৪।১০।।

ইদং অগ্রে ব্রহ্ম বৈ আসীৎ (৫৯ শ্রুতিতে কথিত এই প্রাকৃত দেহে প্রবিষ্ট জীবাত্মা) এই দেহাভিমানী জীব হইবার পূর্বে নির্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মই ছিলেন। তৎ আত্মানং এব অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি অবেৎ (মানব অজ্ঞান বশতঃ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে) তখন দেহস্থিত আত্মচৈতন্য—যাহাকে 'আমি' বলা হয়, সেই আমিই ব্রহ্ম,—ইহা অবগত হয়। তস্মাৎ তৎ সর্বং অভবৎ এই জ্ঞান লাভ হইলে,—(যেহেতু এই নামরূপে ব্যাকৃত বিশ্ব ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নহে, এবং ব্রহ্ম এক অখণ্ড অদ্বিতীয়, সেই হেতু) সেই জ্ঞানী সর্বব্যাপী হন। তৎ দেবানাং যঃ যঃ প্রত্যবুধ্যত এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান দেবতাদের মধ্যে যে কেহ অবগত হইয়াছিলেন, সঃ এব তৎ অভবৎ সেই দেবতাই ব্রহ্মস্বরূপ হইলেন। ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তথা ঋষিগণের ও মনুষ্যগণের মধ্যেও যাঁহারা এই ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও সর্বাত্মক ব্রহ্ম হইয়াছেন। এতৎ তৎ পশ্যন্ বামদেবঃ ঋষিঃ প্রতিপেদে হ এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইহা অবগত হইয়া, (পশ্যন্ পদের অর্থ 'দেখিয়া'—এই অর্থ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ তাহা হইলে ২১৩ শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে।) বামদেব ঋষি জানিয়াছিলেন,—অহং মনুরভবং সূর্যঃ চ ইতি আমিই মনু হইয়াছি, আমিই সূর্য হইয়াছি—ইত্যাদি। (এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে ৪।৩।২৬।। আছে।) তৎ ইদং এতর্হি অপি যঃ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি এবং বেদ উক্ত বিষয়ে এখনও যে ব্যক্তি 'আমি ব্রহ্মই'—এই প্রকার জানেন সঃ ইদং সর্বং ভবতি তিনি এই সমস্তই হন। দেবাঃ চন তস্য অভূত্যৈ ন ঈশতে হ দেবতাগণও সেই সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বাধা দিতে সমর্থ হন না। হি সঃ এষাং আত্মা ভবতি কারণ, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বাত্মক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হন বলিয়া, দেবতাদেরও আত্মা হন। (অতএব আত্মা কখনও নিজের অনিষ্ট করেন না) **অথ যঃ অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহং অস্মি ইতি অন্যাং দেবতাং উপাস্তে** পক্ষান্তরে যে কেহ—'ঐগুলি আমা হইতে পৃথক, আমি অপর সমস্ত হইতে পৃথক; অথবা আমার উপাস্য দেবতা আমা হইতে পৃথক'—এই প্রকার ভেদবুদ্ধি সহকারে নিজ হইতে পৃথক দেবতার উপাসনা করে, **সঃ ন বেদ** সে ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। **যথা পশুঃ সঃ দেবানাং** পশু যেমন মানুষের ভোগ্য, ঐপ্রকার ভেদবুদ্ধি বিশিষ্ট উপাসকও দেবতাদের ভোগ্য হয়। **যথা হ বৈ বহবঃ পশবঃ মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুঃ** যেমন বহু পশু একটি প্রতিপালক মনুষ্যকে ভোগ প্রদান করে, **এবম্ এক-একঃ পুরুষঃ দেবান্ ভুনক্তি** তেমনি দেবতা-উপাসক প্রত্যেক মানুষই দেবগণকে ভোগ দিয়া পালন করে। **একস্মিন্ এব পশৌ আদীয়মানে অপ্রিয়ং ভবতি** পশু পালকের একটি পশুও যদি ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক গৃহীত হয়, তবে সেই পশুপালক দুঃখিত হয়, **বহুষু কিম্ উ** বহু পশু হারাইলে তাহার দুঃখের পরিমাণ আর কি বলিব? **তস্মাৎ এষাং তৎ ন প্রিয়ম্ যৎ মনুষ্যাঃ এতৎ বিদ্যুঃ** এই কারণেই এই মনুষ্য কর্তৃক উপাসিত দেবতাদের পক্ষে ইহা কখনই প্রিয় হইতে পারে না যে, মানুষেরা এই আত্মতত্ত্ব অবগত হউক ॥২১৫॥

এই শ্রুতি বলিলেন, মহর্ষি বামদেব "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান লাভ করিয়া সর্বাত্মক ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হইয়া অবগত হইলেন যে, আমিই মনু হইয়াছি, আমিই সূর্য হইয়াছি, ইত্যাদি। ইহার সম্পূর্ণ মন্ত্রটি যথা:—

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং নৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা।
অহং ভূমিমদদামার্যয়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবা মো অনুকেতমায়ন্॥

ঋগ্বেদ।৪।৩।২৬॥

আমিই মনু হইয়াছি, আমিই সূর্য, মহাজ্ঞানী কক্ষীবান্ ঋষিও আমি, আমি অর্জ্জুনপুত্র কুৎসম, নৃঞ্জেও আমি। ইহারা আমাকে দেখিয়াছিল। কবি শুক্রও আমি। আমি অত্যাচারী রাজাদের পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরণ করি। আমি মেঘ হইয়া মর্ত্যলোকে বর্ষণ করি। আমিই জল রূপে খাদ্য পরিপাক করি। আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেবগণ ভোগপ্রাপ্ত হয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই প্রকারে অহং-ব্রহ্মের সর্বব্যাপীত্ব জ্ঞান সম্পর্কে মীমাংসাদর্শন মতে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।—

মানবের জ্ঞান দুই প্রকার, বৃত্তি জ্ঞান ও ক্রিয়াজ্ঞান। ইন্দ্রিয় সাহায্যে বস্তু-বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, উহা বৃত্তিজ্ঞান। এই বৃত্তিজ্ঞান জ্ঞেয়বস্তুনিষ্ঠ। যেমন জল-জ্ঞান জলবস্তুনিষ্ঠ। জলের সংস্পর্শে আসিলেই জলের ধর্ম আর্দ্রতা ও তরলতা জ্ঞান হইবেই। ইহার জন্য জ্ঞাতার বুদ্ধি বিবেচনা, ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনোই অপেক্ষা নাই।

ক্রিয়াজ্ঞান হয় শাস্ত্রোপদেশে বা লোকমুখে শুনিয়া। যেমন শাস্ত্র বলিতেছেন "আপোনারায়ণঃ" জলকে নারায়ণ জ্ঞান করিবে। এই জলকে নারায়ণ জ্ঞান করা জলবস্তুনিষ্ঠ নহে, উহা জ্ঞাতার বুদ্ধিনিষ্ঠ মাত্র। জ্ঞাতা ইচ্ছা করিলে জলকে নারায়ণ জ্ঞান করিতে পারে, নাও করিতে পারে। এই ক্রিয়াজ্ঞানকে ঔপদেশিক-জ্ঞান বা শ্রৌতজ্ঞানও বলা হয়।

ক্রিয়াজ্ঞান বা ঔপদেশিকজ্ঞান দুই প্রকার,—'বাচ্যার্থতাৎপর্যাবগাহী' ও 'অর্থবাদ'। যে বিষয়টি পূর্বে অবিজ্ঞাত ছিল, বর্তমানে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল, পরে ঐ বস্তু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর,—এতাদৃশ শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পর্যবসিত না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা বাচ্যার্থ-তাৎপর্যাবগাহী ক্রিয়াজ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—৮৮.শ্রুতি বলিলেন,—'আনন্দ-ব্রহ্মকে যে জানে সে কখনও ভীত হয় না।'

আমি সংসারী মানব। সংসারে আমার বহু ভয়ের বিষয় আছে। এই ভয় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায় কি করিয়া, তাহা আমি জানিতাম না। শ্রুতি আমাকে শুনাইলেন,—'আনন্দ-ব্রহ্মকে অবগত হও, তাহা হইলে আর কোনও ভয় থাকিবে না'। এই হইল ঐ শ্রুতি-উপদেশের বাচ্যার্থ।

এই উপদেশ শ্রবণমাত্রেই আমার ভয় দূর হইবে না। ভয় দূর হইবে তখন, যখন আমি ঐ শ্রুতির বাচ্যার্থ-তাৎপর্য যে আনন্দ-ব্রহ্ম,—সেই আনন্দ-ব্রহ্মে সাধন-বলে অবগাহন করিব। যতকাল পর্যন্ত আমি আনন্দ-ব্রহ্মে অবগাহন না করিতেছি—অর্থাৎ তাঁহাকে না জানিতেছি, ততকাল ঐ শ্রুতির তাৎপর্য-জ্ঞান আমার পক্ষে বাচ্যার্থ তাৎপর্যাবগাহী ক্রিয়াজ্ঞান মাত্র।

যে শাস্ত্রবাক্যের স্বার্থে কোনো তৎপর্যই নাই, বা বাচ্যার্থতাৎপর্যাবগাহনের জন্য কোনও সাধন উল্লেখ নাই, উহা অর্থবাদ। যেমন 'জলকে নারায়ণ বলিয়া জানিবে' এই শাস্ত্রবাক্যটি অর্থবাদ। কারণ—নারায়ণ বলিতে যাহা বুঝায়, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রকারে জলকে দেখিবার জন্য কোনো সাধন উল্লেখ নাই। এই অর্থবাদমূলক শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য,—সাধারণ লোকে জলাশয়ের জল যাহাতে কলুষিত না করে, তাহার জন্য তাহাদের অন্তরে ভীতি ও সম্ভ্রম সঞ্চার করা মাত্র।

'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদোক্ত মহাবাক্য শ্রবণে প্রথমে শ্রোতার ঐ বিষয়ে বাচ্যার্থতাৎপর্যাবগাহী ক্রিয়া জ্ঞান হয়। এই ক্রিয়াজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা প্রাকৃত মন-বুদ্ধিতে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

এই উপদেশ প্রাপ্ত সাধক সাধনবলে যখন নির্বিকল্প সামাধিপ্রাপ্ত হন, অথবা মোক্ষলাভ করেন, তখন তাঁহার যে স্বরূপাবস্থা হয়, তাহা ২১৩ শ্রুতি বলিলেন। ঐ অবস্থায় জ্ঞেয় ও জ্ঞাতায় অভেদ হওয়ায় দ্বৈতজ্ঞান নাই—ইহা শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। ঐ অবস্থায় কাহারও কোনো পৃথক সত্তা থাকে না (১৯৫ শ্রুতি দ্রষ্টব্য), অতএব কেহ কিছু বলিতেও পারে না।

এক্ষণে বামদেব ঋষি যৎকালে ঐ মন্ত্রটি দর্শন করিলেন বা উচ্চারণ করিলেন, তখন তাঁহার অবস্থাটি বিচার্য।

দেহী মানুষ যখন কথা বলে, দেখে, তখন তাহার দ্বৈত অবস্থা। এই দ্বৈতাবস্থাটিই ব্রহ্ম সম্পর্কে জীবের অজ্ঞান অবস্থা। বামদের যখন মন্ত্রটি দেখিলেন ও উচ্চারণ করিলেন, তৎকালে নিশ্চয়ই তাঁহার দ্বৈতাবস্থা। অতএব ব্রহ্ম বিষয়ে তিনি তৎকালে অজ্ঞান,—ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

বিচারে যদি দেখা যায়, ঐ মন্ত্রদ্রষ্টা বামদেব অজ্ঞান অবস্থায় মন্ত্রটি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং ঐ ঋষিই সামাধিস্থ অবস্থায় সমস্ত ভেদজ্ঞান বর্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু প্রাকৃত মন ও বুদ্ধি যখন শুদ্ধব্রহ্মকে বিষয় করিতে পারে না (১২৪ ও ৮০। শ্রুতি দ্রষ্টব্য), তখন ঋষির ঐ উক্তি স্বার্থে তাৎপর্যহীন অর্থবাদ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য হইবে, সবই যখন ব্রহ্ম তখন বামদেব ঋষিও ব্রহ্ম, চন্দ্র সূর্যও ব্রহ্ম। সেই হিসাবে আমিও ব্রহ্ম, আপনিও ব্রহ্ম। যেহেতু ব্রহ্ম অখণ্ড অদ্বৈত, সেহেতু আমরা সব এক অখণ্ড অদ্বৈত পদার্থ, অতএব ১৯৫ শ্রুতি মতে আমাদের পৃথক সত্তার পরিচয় জ্ঞান থাকা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, আমাদের তো পৃথক জ্ঞান আছেই, ঋষি বামদেবেরও বেশ পৃথক জ্ঞান আছে। নচেৎ মনু, সূর্য, কক্ষিবান্ ইত্যাদি বলিলেন কি করিয়া? এগুলি তো সবই ভেদজ্ঞানের পরিচায়ক!

এই অজ্ঞান ও জ্ঞান লইয়া অনাদিকাল হইতে বাদানুবাদ চলিতেছে। উহার কোনো শেষ মীমাংসা নাই। তাহার কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞান ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রহ্ম যখন প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর ও অচিন্ত্য, তখন বিচারের দ্বারা শেষ মীমাংসা সম্ভব নহে।

ঋষি বামদেব উক্ত মন্ত্রটি অবগত হইয়া যতকাল এই সংসারে দেহীমানবরূপে বর্তমান ছিলেন, ততকাল তিনি 'আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য হইয়াছি,' ইত্যাদি অভিমান করিতে পারেন, কিন্তু মনু ও সূর্য যে কর্ম করেন, তাহা করা ঋষির পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হয় নাই। আর দেহান্তে যদি তিনি অদ্বয় ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার মনু-সূর্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি বলা যায় পরবর্তী সৃষ্টিতে যখন ব্রহ্ম হইতেই মনু-সূর্য সৃষ্টি হইবে, তখন তিনি মনু-সূর্যাদি হইবেন,—তাহা হইলে ১৯৫ শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হইবে এবং গীতা ৮।১৬, ২১॥ শ্লোক-সিদ্ধান্ত বিরোধও হইবে। যদি বলা যায় ঋষি পূর্বসৃষ্টিতে মনু-সূর্য ছিলেন, সেই স্মৃতিই উক্ত মন্ত্রদৃষ্টে উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রের অব্যাপ্তি দোষ হইবে। অতএব মনে হয় এই মন্ত্রটি গুণবাদমূলক অর্থবাদ। ঐ মন্ত্রের স্বার্থে কোনো তাৎপর্য নাই।

'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'তত্ত্বমসি', মহাবাক্য গুরুমুখে শ্রবণের পর, 'আমি ব্রহ্ম',— এই প্রকার মনন করিতে হয়। যে মন 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার মনন করে, সেই মনও কিন্তু প্রাকৃত। যোগাবলম্বনে নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মাত্মৈক্য হয়। সমাধিভঙ্গে জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় সাধকের বহির্বিষয়াবেশ সম্ভব। প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ ও তজ্জনিত মোহের কবল হইতে সাধক কথঞ্চিৎ মুক্ত থাকেন। দেহান্তে অদ্বয় ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। এই অদ্বয় ব্রহ্ম তত্ত্ব নির্বিশেষ, অতএব নিশ্চয়ই তাঁহাতে দুঃখও নাই, আনন্দও নাই। ইহাই অদ্বৈতমতে সম্প্রতিষ্ঠা। ৪৭ শ্রুতিতে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল 'ক্ক চ সম্প্রতিষ্ঠা?' শ্রুতি তাহার উত্তরে অদ্বৈত-সম্প্রতিষ্ঠা বলিলেন।

এক্ষণে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্প্রতিষ্ঠা আলোচিত হইতেছে।—

২১৬। মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবানীতি॥

বৃহদারণ্যক। ২।৪।১॥

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন গৃহী। তৎকালে প্রায় সমস্ত ঋষিই গৃহী ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গৃহস্থাশ্রম যে বাধক নহে, ইহা এই যাজ্ঞবল্ক্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বশিষ্ঠ, জনক, আরুণি, গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণের গার্হস্থ্য আশ্রমে অবস্থান দেখিয়াই বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৪।১৭—২১॥) কশ্যপ ঋষি গার্হস্থ্য আশ্রমের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—সমস্ত আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ। কেন না গার্হস্থ্য আশ্রমেই ভোগ বাসনা দূর করা সম্ভব, যাহা অন্য অশ্রমীদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

তথাপি বেদে চতুরাশ্রম অবলম্বনের বিধি দিয়াছেন। বেদ-বিধি অনুসারে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শেষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। মহর্ষির দুই পত্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা কাত্যায়নী দেবী সরলা ও সংসারী ছিলেন। কনিষ্ঠা মৈত্রেয়ী দেবী ছিলেন বুদ্ধিমতী ও বিদুষী।

স্ত্রী বর্তমানে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। মহর্ষি কাত্যায়নী দেবীর সম্মতি অনায়াসেই পাইলেন, কিন্তু বিদুষী মৈত্রেয়ীদেবীর সম্মতি প্রার্থনামাত্রেই পাইলেন না। এই সম্মতি গ্রহণের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন।—

**যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে মৈত্রেয়ি, হন্ত ইতি অহং অস্মাৎ স্থানাৎ উৎ-যাস্যন্ বৈ অস্মি** মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রীকে বলিলেন,—প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আমি তোমার অনুমতি গ্রহণ করিয়া এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পরবর্তী আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। (সে জন্য আমার অপর স্ত্রী) **অনয়া কাত্যায়ন্যা তে অন্তং করবাণি ইতি** ঐ কাত্যায়নী দেবীর সহিত তোমার বৈষয়িক সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করি। (অর্থাৎ আমার যাহা বিষয় সম্পদ্ আছে, তাহা তোমাদের দুইজনের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে ইচ্ছা করি) ॥২১৬॥

২১৭। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥

বৃহদারণ্যক উঃ।২।৪।২॥

**সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—ভগোঃ যৎ নু বিত্তেন পূর্ণা ইয়ং সর্বা পৃথিবী মে স্যাৎ** সেই মৈত্রেয়ীদেবী বলিলেন,—হে পূজনীয়, যদিই বা এই ধনধান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পূর্ণা বসুন্ধরা সামগ্রিক ভাবে আমার নিজস্ব হয়, **তেন কথং অমৃতা স্যাম্** তাহা হইলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব ?

**যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ— ন ইতি** যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না, তাহা তুমি লাভ করিতে পারিবে না। **যথা উপকরণবতাম্ জীবিতং এব তথা এব তে জীবিতং স্যাৎ** যে প্রকার ধনবানেরা জীবিত কালে তাহাদের সম্পদ্ ভোগ করে, ( মৃত্যুর পর অথবা জন্মান্তরে আর সে ধন-সম্পদের সহিত তাহাদের কোনও পরিচয় থাকে না, ) তোমার জীবনও তাদৃশই হইবে। **তু বিত্তেন অমৃতত্বস্য আশা ন অস্তি** কারণ বিত্তসাধ্য কর্মের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কোনও আশা নাই। ( যে জ্ঞানিগণের উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ হয়, তাঁহারা বিত্তের বশীভূত নহেন ) ॥২১৭॥

'অমৃতত্ব' অর্থে—যে আনন্দ অবিনাশী নিত্যনূতন ও অনায়াসলভ্য, এবং যাহা পাইলে তদ্ভিন্ন অপর পদার্থ লাভের আকজ্ক্ষা হয় না।

২১৮। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ২।৪।৩।

**সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ— যেন অহং অমৃতা ন স্যাং তেন অহং কিং কুর্যাম্** মৈত্রেয়ী বলিলেন,—যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না, সেই বিত্ত লইয়া আমার কি লাভ হইবে ? **ভগবান্ যৎ এব বেদ তৎ এব মে ব্রূহি ইতি।** হে ভগবান্, আপনি এই অমৃতত্ব সম্পর্কে যাহা অবগত আছেন, তাহাই আমাকে বলুন। (অর্থাৎ সেই জ্ঞানের ভাগ আমি প্রার্থনা করি। )॥ ২১৮ ॥

২১৯। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ২।৪।৪ ॥

**স যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ,— অরে, নঃ প্রিয়া বত সতী প্রিয়ং ভাষসে** যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,— হে মৈত্রেয়ি, তুমি এতাবৎ কাল আমার প্রিয় কর্ম করিয়া প্রিয়া হইয়াছ, এখনও আমার প্রিয় কথাই বলিতেছে। **এহি আস্স্ব**



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তে ব্যাখ্যাস্যামি** এস, এখানে উপবেসন কর। আমি তোমাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিতেছি। **তু ব্যাচক্ষাণস্য মে নিদিধ্যাসস্ব ইতি** আমি যখন ব্যাখ্যা করিব, তুমি কিন্তু তখন আমার উক্তির তাৎপর্য নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে॥ ২১৯ ॥

২২০। স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ২।৪।৪ ॥

**সঃ উবাচ হ— অরে, পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ন ভবতি** মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,— হে মৈত্রেয়ি, এই সংসারে পতির সুখের জন্য স্ত্রীর নিকটে পতি প্রিয় হয় না। **তু আত্মনঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি** পরন্তু স্ত্রীর নিজের সুখের জন্যই পতি স্ত্রীর প্রিয় হয়। **অরে, জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ন ভবতি, তু আত্মনঃ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি** স্ত্রীর সুখের জন্য স্বামীর নিকটে স্ত্রী প্রিয়া হয় না, স্বামীর নিজের সুখের জন্যই স্ত্রী প্রিয়া হয়। **অরে, পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ন ভবন্তি,**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তু আত্মনঃ কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি** হে মৈত্রেয়ি, পুত্রগণের নিজেদের সুখের জন্য তাহারা পিতামাতার প্রিয় হয় না, পিতামাতার নিজের সুখের জন্যই সন্তান প্রিয় হয়। **অরে, বিত্তস্য কামায় বিত্তং ন প্রিয়ং ভবতি তু আত্মনঃ কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি** ধন-সম্পদের জন্যই ধনসম্পদ প্রিয় হয় না, ধনসম্পদ ধনীর ভোগ সম্পাদন করিলে তবে তাহা বিত্তবানের প্রিয় হয়। **অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্মঃ প্রিয়ং ন ভবতি তু আত্মনঃ কামায় ব্রহ্মঃ প্রিয়ং ভবতি** ব্রাহ্মণের নিজ সুখের জন্য ব্রাহ্মণ কাহারও প্রিয় হন না, ব্রাহ্মণ যাহার স্বার্থসাধন করেন, তাহারই নিকটে ব্রাহ্মণ প্রিয় হন। **অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং ন প্রিয়ং ভবতি, তু আত্মনঃ কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি** যোদ্ধা-ক্ষত্রিয় তাঁহার নিজের স্বার্থের জন্য অপরের প্রিয় হইতে পারেন না, যোদ্ধা অপরের স্বার্থ রক্ষা করেন বলিয়াই প্রিয় হন। **অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ন ভবন্তি, তু আত্মনঃ কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি** স্বর্গাদি লোকের অধিবাসীদের সুখের জন্য এই পৃথিবীর মানুষের নিকটে স্বর্গ প্রিয় নহে, মানুষ স্বর্গে যাইয়া নিজে সুখ ভোগ করিতে পারিবে বলিয়াই স্বর্গাদি লোক মানুষের প্রিয়। **অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ ন প্রিয়াঃ ভবন্তি, তু আত্মনঃ কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি** দেবতাদের সুখের জন্য মানুষে দেবপূজা করে না, দেবতারা পূজকের সুখবিধান করেন বলিয়াই মানুষে দেবতাদেব পূজা করে। **অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি ন প্রিয়াণি ভবন্তি, তু আত্মনঃ কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি** হে মৈত্রেয়ি, এই ভূতপঞ্চক গঠিত দেহও দেহের সুখের জন্য জীবের নিকটে প্রিয় হয় না, এই দেহে যে আত্মা আছেন, সেই আত্মার সুখের জন্যই এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আত্মার প্রিয়। **অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ন ভবতি, তু আত্মনঃ কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি** হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, এ জগতে যাহার যাহাকিছু প্রিয় বস্তু আছে, তাহা ঐ বস্তুর জন্যই প্রিয় নহে। ঐ বস্তুসমূহ যদি আত্মার অনুকূল হয়, তবেই তাহা আত্মার প্রিয় হয়। **অরে মৈত্রেয়ি আত্মা বৈ দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ** হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকেই দেখিতে হইবে। (এই দর্শনের উপায় ও দর্শন পাইলে কি লাভ হইবে, তাহা জানিবার জন্য গুরুমুখে) বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রুত বিষয় তাৎপর্য বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। এবং গুরু-উপদিষ্ট পন্থায় সাধন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইবে। **অরে শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন আত্মনঃ বৈ দর্শনেন ইদং সর্বং বিদিতম্** হে মৈত্রেয়ি, গুরু উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রুতবিষয় বিচারপূর্বক অবধারণ করত সাধনের দ্বারা সেই আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। তবে এই সংসারের রহস্য জানা যাইবে॥

( এই শ্রুতির শেষ দুইটিতে যে জ্ঞাতব্য বা দর্শনীয় আত্মার কথা বলা হইয়াছে, ইনি পরমাত্মা-পরমেশ্বর। জীবাত্মা নিজেকে নিজে দেখিবার জন্য শ্রবণাদি সাধন করিবে, ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ। ৫০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )॥ ২২০ ॥

২২১। য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎ-সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৮।৭।১ ॥

**যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ** যে আত্মা-ব্রহ্ম পাপ-পুণ্যের অতীত জরাহীন মৃত্যুহীন শোকহীন, **বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ** যাঁহার কোনো ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, **সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ** যিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম, যাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিবার মত কেহ বা কোনো কিছু নাই, **সঃ অন্বেষ্টব্যঃ, সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ** ( বেদাদি শাস্ত্রে ও আচার্যের নিকটে ) সেই ব্রহ্মতত্ত্বই অনুস্ধান করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মতত্ত্বটি কি করিয়া অবগত হওয়া যায়, তাহাই ( আচার্যসমীপে ) বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। **যঃ তং আত্মানং অনুবিদ্য বিজানাতি** যে সাধক সেই ব্রহ্মকে শাস্ত্র ও আচার্যগণের উপদেশানুযায়ী সাধন করিয়া বিশেষভাবে জানিতে পারেন, **সঃ সর্বান্ চ লোকান্ সর্বান্ চ কামান্ আপ্নোতি** সেই সাধক সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে পারেন, সেই সাধকের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। **ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ** এই বাণী ব্রহ্মা বলিয়াছেন॥ ২২১ ॥

২২২। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৪।৪।২১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ তম্ এব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত** ধীমান ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু সেই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইবার উপায় আচার্যের নিকটে অবগত হইয়া পরাভক্তি সাধন করিবে। **বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়াৎ** বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না। **হি তৎ বাচঃ বিগ্লাপনং** কারণ ঐপ্রকার বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে বিভিন্ন মতের কথা জানা হয়, তাহাতে সাধনে নিষ্ঠার অভাব হইতে পারে॥ ২২২ ॥

২২৩। ওঁ। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্ধ্বং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ ॥

ছান্দোগ্য উঃ।৭।১।১॥

**ভগবঃ অধীহি ইতি নারদঃ সনৎকুমারং উপসসাদ হ** 'হে ভগবান্ আমাকে অধ্যাপন করুন',—এই প্রার্থনা করিয়া নারদ ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার সমীপে শিষ্যরূপে উপনীত হইলেন। **তং উবাচ হ** সনৎকুমার নারদকে বলিলেন,— **যৎ বেত্থ তেন মা উপসীদ** তুমি এপর্যন্ত যাহা অবগত হইয়াছ, সেই জ্ঞান লইয়াই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। **ততঃ ঊর্ধ্বং তে বক্ষ্যামি** আমি তোমাকে তোমার জ্ঞাত-বিষয়াতিরিক্ত যাহা আছে তাহাই বলিব। **সঃ উবাচ হ** নারদ বলিলেন,— ॥ ২২৩ ॥

২২৪। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৭। ১। ২॥

**ভগবঃ, ঋগ্বেদং যজুর্বেদং সামবেদং চতুর্থং আথর্বণং পঞ্চমং ইতিহাস-পুরাণং অধ্যেমি** হে ভগবান, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, বেদের মধ্যে চতুর্থ অথর্ববেদ, ও পঞ্চমবেদ স্থানীয় ইতিহাস-পুরাণ আমি অধ্যয়ন করিয়াছি বলিয়া মনে করি। এতদ্ভিন্ন **বেদানাং বেদং** বেদাদিশাস্ত্রের ভাষা বুঝিবার জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্র, **পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যং একায়নং** পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াবিধিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, দৈবদুর্বিপাক নিবারক শান্তিস্বস্ত্যয়নবিধি জ্ঞাপক তন্ত্রশাস্ত্র, রত্ন সংগ্রহ ও পরীক্ষা বিষয়ক নিধি-শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতিশাস্ত্র,—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি। আরও অধ্যয়ন করিয়াছি **দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং** শাস্ত্রের শব্দার্থনির্ণায়ক নিরুক্ত ও শিক্ষা-কল্পাদি। ইহা ছাড়াও আমি শিক্ষা করিয়াছি **ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং** রসায়নশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, সর্পদেবজনবিদ্যা অর্থাৎ—শিল্প ও নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা।—**ভগবঃ এতৎ অধ্যেমি** হে ভগবান্, আমি এই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ২২৪ ॥

( পাশ্চাত্য গবেষক পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের অনুবর্তী এ দেশীয় পণ্ডিতবর্গ বহু চেষ্টা করিয়াও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ রচনার (?) কাল খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসরের এদিকে আনিতে পারেন নাই। যদি তাহাই হয়, তথাপি সেই পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা কতদূর উন্নত ছিল, তাহা এই শ্রুতিতে তৎকালের শিক্ষনীয় বিষয়ের উল্লেখে জানা যাইতে পারে। বেদ-উপনিষদগুলির আবির্ভাবকাল, তৎকালে ভারতীয় আর্যসমাজের ও তাহার পার্শ্ববর্তী অনার্য সমাজের অবস্থা, এবং দেশের অবস্থা সম্পর্কে এতদ্দেশীয় ভাবধারানুযায়ী গবেষণা জানিতে হইলে Rigvedic India. by A. C. Dass বইখানা পড়া কর্তব্য। ইতি—লেখক।

ইতিহাস ও পুরাণের সংজ্ঞা,—

ধর্মার্থকাম মোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তকথা যুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

শব্দকল্প দ্রুম ॥

যে গ্রন্থে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের উপদেশ থাকে, এবং প্রাচীন কাহিনী থাকে, তাহাকে ইতিহাস বলা হয় ॥

যে গ্রন্থে মূল ভগবদ্‌সৃষ্টি ও গৌণ ব্রহ্মার সৃষ্টি বর্ণনা আছে, এবং তৎসহ জীবের বংশ বর্ণনা, মন্বন্তরের কথা ও প্রখ্যাত রাজবংশের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে পুরাণ বলা হয় ॥

বেদের অর্থতাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া পুরণ করেন বলিয়া ঐ প্রকার গ্রন্থকে পুরাণ বলা হয় ॥ শব্দকল্পদ্রুম ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২২৫। সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিচ্ছ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি তং হোবাচ যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নমৈবৈতৎ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৭। ১। ৩॥

ভগবঃ, সঃ অহং মন্ত্রবিৎ এব অস্মি ন আত্মবিৎ নারদ বলিলেন,—হে ভগবান, আমি কেবলমাত্র শাস্ত্রের ভাষা ও কর্মকাণ্ড জানি, কিন্তু আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। (শাস্ত্রজ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম,—ব্রহ্মবিবিদিষা,—অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত করে। নারদের সেই ব্রহ্মবিবিদিষা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তাঁহার শাস্ত্র অধ্যয়ন ও কর্মকাণ্ড যাজন নিষ্ফল হয় নাই। ১৬০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।) ভগবৎ-দৃশেভ্যঃ ময়া শ্রুতং হি এব আত্মবিৎ শোকং তরতি ইতি আপনার ন্যায় জ্ঞানিগণের মুখে শুনিয়াছি য, একমাত্র ব্রহ্মবিদই সংসার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন। সঃ অহং ভগবঃ শোচামি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পরিয়া, হে ভগবান, আমি সংসার দুঃখ ভোগ করিতেছি। ভগবান্, তং মাং শোকস্য পারং তারয়তু ইতি হে ভগবান, এই দুঃখার্ত আমাকে দুঃখসাগর পার করিয়া দিন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

তং উবাচ হ যৎ বৈ কিম্ চ এতৎ অধ্যগীষ্ঠাঃ ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার নারদকে বলিলেন,—হে নারদ, তুমি এযাবৎকাল যতকিছু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, এতৎ নাম এব উহা সমস্ত নাম মাত্র।( অর্থাৎ ভাষা মাত্র—। ভাষা গৃহীত ও বাক্যরূপে প্রচারিত হয় প্রাকৃত মন ও বাগিন্দ্রিয় কর্তৃক। ঐ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃত ব্রহ্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে পারে না, প্রকাশ করিতেও পারে না। ৮০, ও ৮৮, শ্রুতি দ্রষ্টব্য)॥ ২২৫॥

বেদান্ত দর্শন মতে জীবাত্মার জীবত্ব ঔপাধিক। এই উপাধি দুই প্রকার,—'করণ-উপাধি' ও 'সম্বন্ধ-উপাধি'।

করণ-উপাধি হইতেছে,—জীবের মন, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়—যাহার দ্বারা সে এই জগতের যাবতীয় বিষয় উপলব্ধি করে।

অজ্ঞান দেহেন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞানপদার্থ আত্মা, যে সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীব হইয়াছেন, সেই সম্বন্ধটিকে 'উপাধি-সম্বন্ধ' বলা হয়। আত্মার জীবত্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সাধন রহস্য, গুরুতত্ত্ব, মোক্ষ,—এই সমস্তই এই 'সম্বন্ধ-উপাধি' জ্ঞানের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে।

এই সম্বন্ধ-উপাধি বুঝাইবার জন্য দার্শনিকগণ কাষ্ঠের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। কাষ্ঠে অগ্নি আছে। ঐ অগ্নি প্রকাশিত হইলে কাষ্ঠের কাষ্ঠত্ব নাশ পায়। কাষ্ঠস্থিত অগ্নি প্রকাশিত হইয়া কাষ্ঠত্ব নাশ করত নির্বাপিত হয়, বা কাষ্ঠত্ব রূপ বন্ধন মুক্ত হইয়া জগৎ-ব্যাপী নির্বিশেষ অগ্নিসত্তার সহিত একীভূত হইয়া যায়।

জীবদেহে জ্ঞানপদার্থ আত্মা আছে। ঐ আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান প্রকাশিত হইলে জীবত্ব নাশ পায়। জীবের আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া জীবত্ব রূপ অজ্ঞান বিনাশ করত নির্বাণ বা জীবত্ব রূপ দেহবন্ধন মুক্ত হইয়া সর্বব্যাপী নির্বিশেষ ব্রহ্মে মোক্ষ লাভ করে। অথবা স্বরাট হইয়া ( ২৪০, ২৪১ শ্রুতি ) ভগবানের নিত্যধামে গমন করে।

অগ্নি কাষ্ঠত্ব নাশক। আত্মা যেহেতু জ্ঞান স্বরূপ, সে হেতু অজ্ঞানকৃত কর্মদেহ নাশক। অগ্নি কাষ্ঠত্ব নাশক হইয়াও, যে সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে না, সেই সম্বন্ধটি 'অগ্নির উপাধি-সম্বন্ধ'। জীবের আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও, যে সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অজ্ঞানদেহী জীবরূপে অভিমান করেন, উহাই 'আত্মার উপাধি-সম্বন্ধ'।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সংসর্গে যেমন কাষ্ঠস্থিত অগ্নি প্রকাশ পাইয়া কাষ্ঠত্ব বিনাশ করে, সেই প্রকারেই জ্ঞানী আচার্যের কৃপা-সংসর্গে মানবাত্মার আত্মস্বরূপজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া জীবত্ব দূর করে।

নদীপ্রবাহে ভাসমান কাষ্ঠে প্রবল অগ্নিসংসর্গ হইলেও যেমন ঐ জলে ভাসমান কাষ্ঠস্থিত অগ্নি প্রকাশ পায় না, অধিকন্তু যে অগ্নি ভাসমান কাষ্ঠের সংসর্গ করিতে যায়, তাহারই নির্বাপণ সম্ভাবনা দেখা যায় ; সেই প্রকারেই সংসার প্রবাহে ভাসমান ভোগাসক্ত মানবের মহাজ্ঞানী-ভক্ত-আচার্যের সংসর্গ হইলেও তাহার জ্ঞান বা পরাভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু যে জ্ঞানীভক্ত ঐ প্রকার বিষয়াসক্ত মানবের সংসর্গ করেন, তাঁহার জ্ঞান-ভক্তি নির্বাপিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

নদীপ্রবাহে ভাসমান কাষ্ঠ নদীর তরঙ্গাভিঘাতে বা অন্য কোনো কারণে যদি উপকূলে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে সেই স্থানে কিছুকাল সূর্যকিরণ ও শুষ্কবায়ুতে তাহার অভ্যন্তরস্থিত রস শুকাইলে, তখন প্রজলিত অগ্নিসংসর্গে ঐ কাষ্ঠের অগ্নি প্রকাশিত হইয়া কাষ্ঠ নাশ করত নির্বাণ প্রাপ্তহয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সংসার প্রবাহে ভাসমান মানব সংসার দুঃখের অভিঘাতে, অথবা অন্য কোনো কারণে যখন বিষয়বৈরাগ্য লাভ করে, তখন শাস্ত্রোক্ত আত্মতত্ত্ব-বিচার শ্রবণ ও সদাচার অবলম্বনে চিত্তস্থ বিষয়বাসনা দূর হইলে, জীবন্মুক্ত জ্ঞানী-ভক্ত-কৃপা-সংসর্গে পরাজ্ঞান-ভক্তি লাভ করিয়া, দেহান্তে নির্বাণ মোক্ষ, বা আনন্দরস-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ( শ্রীভাগবতম্ ১১।৩।১৮-৩৩।। ; ১১।৭।১৯-২০।। ; গীতা ৭।৩।, ৭।১৬,১৯।, ৪।৩৫, ৪০।।, ১৮।৫১-৫৫। ) ॥

২২৬। স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি। ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি। নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ব্রবীত্বিতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ।৭।৫।।

**সঃ যঃ নামব্রহ্ম ইতি উপাস্তে** মহর্ষি সনৎকুমার নারদকে বলিলেন,—যে সমস্ত ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদাদি শাস্ত্রব্রহ্মের অধ্যয়নরূপ উপাসনা করে, তাহাদের **যাবৎ নাম্নঃ গতং তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি** যত দূর পর্যন্ত নামের গতি, ততদূর পর্যন্ত যথেচ্ছা গতি হয়। ( অর্থাৎ,—যাহারা কেবল বিদ্বানের নাম ও তাহার বিদ্যা-ঘটিত উপাধি শুনিয়াই সম্মান করে, তাহাদের মধ্যে ঐ বিদ্বানের প্রতিষ্ঠা হয় মাত্র )। **যঃ নাম ব্রহ্ম উপাস্তে ইতি** যে ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদাদি শাস্ত্র-ব্রহ্মের অধ্যয়নরূপ উপাসনাই করে, তাহার ইহাই লাভ হয়। **ভগবঃ, নাম্নঃ ভূয়ঃ অস্তি** নারদ প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবান, নাম হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? **নাম্নঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি** সনৎকুমার উত্তর দিলেন,—নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিষয় নিশ্চয়ই আছে। **তৎ মে ব্রবীতু** নারদ বলিলেন,—হে ভগবান, আমাকে তাহা বলুন ।।২২৬।।

২২৭। বাগ্ বাব নাম্নো ভূয়সী বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং, দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্র-বিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণ-বনস্পতীঞ্চ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলিকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চ যদ্বৈ বাঙ্ নাভবিষ্যন্ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি ॥**

ছান্দোগ্য উঃ ॥৭।২।১॥

**বাক্ বাব নাম্নঃ ভূয়সী** সনৎকুমার নারদকে বলিলেন,—( শাস্ত্রাদি কেবলমাত্র অধ্যয়ন করা অপেক্ষা অধীত শাস্ত্রবিদ্যা বাক্যে প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তি অপরকে ঐ শাস্ত্রের তাৎপর্য বুঝাইতে পারে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে ) নাম মত্র অধ্যয়ন অপেক্ষা বাক্যে উহা প্রকাশকরা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। **বাক্ বৈ ঋগ্বেদং যজুর্বেদং সামবেদং আথর্বণং চতুর্থং ইতিহাসং পুরাণং বিজ্ঞাপয়তি** আচার্যের উপদেশরূপ বাক্যই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, ইতিহাসপুরাণ নামক পঞ্চমবেদ—মানুষকে জানাইয়া থাকে। **বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যং একায়নং (বাক্ বৈ বিজ্ঞাপয়তি, )** ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদি, অঙ্কশাস্ত্র, শান্তি-স্বস্ত্যয়নবিধি, রত্নপরীক্ষার উপায়, তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি শাস্ত্র.—এ সমস্তই বাক্যেরদ্বারাই মনুষ্য সমাজে প্রচারিত হয়। **দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং ( বাক্ বৈ বিজ্ঞাপয়তি )** নিরুক্ত ও ছন্দাদি শাস্ত্র, বেদতাৎপর্য-ব্রহ্মবিদ্যা, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র,জ্যোতিষ শাস্ত্র, শিল্প ও কলা বিদ্যা, এ সমস্তই বাক্য অবলম্বনেই প্রচারিত হয়। **দিবং পৃথিবীং বায়ুং আকাশং আপঃ তেজঃ দেবাং মনুষ্যাং পশূং বয়াংসি তৃণবনস্পতীং শ্বাপদানি আকীটপতঙ্গ পিপীলিকং (বাক্ বৈ বিজ্ঞাপয়তি)** স্বর্গাদি লোকের অবস্থা, পৃথিবীর কোথায় কি আছে না আছে, বায়ু-আকাশ-জল-তেজের স্বরূপতত্ত্ব, দেবতাদের পরিচয়, মনুষ্যজাতির পরিচয়, পশু-পক্ষী-হিংস্রপশু হইতে সমস্ত কীটপতঙ্গ পিপালিকাদির পরিচয়, তৃণ হইতে বৃহৎবৃক্ষের পরিচয়,—এই সমস্ত বাক্যই জানাইয়া থাকে। **ধর্মং চ অধর্মং চ সত্যং চ অনৃতং চ সাধু চ অসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চ অহৃদয়জ্ঞং চ ( বাক্ বৈ বিজ্ঞাপয়তি )** ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিথ্যা, সাধু-অসাধু, ভাল মন্দ—এ সমস্তও বাক্যই জানায়। **যৎ বৈ বাক্ ন অভবিষ্যৎ ন ধর্মঃ ন অধর্মঃ ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ** যদি এই বাক্য না থাকিত তবে ধর্মাধর্ম কিছুই জানা যাইত না। **ন সত্যং ন অনৃতং ন সাধু ন অসাধু ন হৃদয়জ্ঞঃ ন অহৃদয়জ্ঞঃ** সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, কোনটি মনোরম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কোনটি বিরক্তিকর—ইহা কিছুই জানা যাইত না। **বাক্ এব এতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি** বাক্যই এই সমস্ত জানাইয়া থাকে। **বাচং উপাস্স্ব ইতি** (অতএব হে নারদ, তুমি) বাগ্‌ব্রহ্মের উপাসনা কর, কেন না, নামব্রহ্ম অপেক্ষা বাগ্‌ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ ॥ ২২৭ ॥

ইহার পর নারদ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি জানিতে চাহিলে, মহর্ষি সনৎকুমার বলিলেন, বাক্‌ব্রহ্ম অপেক্ষা মনোব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। মনে যদি বাক্য বলিবার সঙ্কল্প হয় তবেই বাক্য উচ্চারিত হয়। অতএব মনোব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ।

সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের আর তিনটি অবান্তর বিভাগ,—অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত। অহঙ্কারের ক্রিয়া—কোনো কার্য সম্পাদনের সংকল্প করা। বুদ্ধি বিচার-পূর্বক স্থির করে,—কি প্রকারে ঐ কার্য করিতে হইবে। চিত্তের কার্য—যাহা কিছু ঘটে, তাহা স্মরণ করিয়া রাখা।

নারদের প্রশ্নানুক্রমে সনৎকুমার বলিলেন,—মন অপেক্ষা অহঙ্কার—অর্থাৎ সঙ্কল্প করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ। ছাঃ উঃ ৭।৪।১-২॥

যে ব্যক্তি নিজ সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করিতে পারে সে—বুদ্ধিমান কর্মীর যত দূর গতি ততদূরের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পায়। ছাঃ উঃ ৭।৪।৩॥

এই সঙ্কল্পব্রহ্ম অপেক্ষা চিত্তব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ চিত্তে আহিত কর্মসংস্কার স্মৃতিই সমস্ত কর্মের প্রবর্তক। যদি কাহারও কোনো কিছু স্মরণ না থাকে, তবে সে কিছুই করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এই চিত্তের স্মৃতি শক্তিতে বলীয়ান, সে ব্যক্তি মেধাবীগণের অধিকার যে সমস্ত লোকে হয়, সেই সমস্ত লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৭।৫।১-৩॥

চিত্তব্রহ্ম অপেক্ষা ধ্যানব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। কোনও বিষয় অবলম্বনে একাগ্রমনে চিন্তা-করাই ধ্যান। কোনো বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ ধ্যানের দ্বারাই করা যায়। দেবসদৃশ মানবগণ সেই জন্যই ধ্যান করেন। ধ্যানী ধ্যানগম্য সমস্ত বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ॥ছাঃ উঃ ।৭।৬।১-২ ॥

ধ্যানব্রহ্ম অপেক্ষা বিজ্ঞান-ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। জ্ঞেয়-পদার্থ সম্যক্ বিশ্লেষণ করত তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়। যেমন সাধারণ ব্যক্তির দুগ্ধ বিষয়ক উপলব্ধি হইতেছে জ্ঞান, একজন রসায়ন-বিজ্ঞানীর দুগ্ধ বিষয়ক উপলব্ধি হইতেছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের দ্বারাই বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্ররহস্য, এবং জগতের যাবতীয় বস্তুরহস্য অবগত হওয়া যায়। যে কেহ এই বিজ্ঞানব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি বিজ্ঞানীদের লভ্য সমস্ত লোকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন ॥ ছাঃ উঃ ।৭।৭।১-২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২২৮। বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি। বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলিকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৭। ৮। ১॥

**বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ** ( সনৎকুমার নারদকে বলিলেন,—হে নারদ, ) শারীরিক ও মানসিক বল কিন্তু বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। **শতং বিজ্ঞানবতাং অপি হ একঃ বলবান্ আকম্পয়তে** একশত বিজ্ঞানীকে একটিমাত্র বলবান্ কম্পান্বিত করিতে পারে। **সঃ যদা বলী ভবতি অথ উত্থাতা ভবতি** কোনো ব্যক্তি বলবান্ হইলে, সে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারে। **উত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি** যে ব্যক্তি কর্মে উন্নত, সেই গুরু সেবা, সাধুসেবা, প্রভৃতি করিতে পারে। **পরিচরন্ উপসত্তা ভবতি** সাধু-গুরু সেবা করিয়া, সে তাঁহাদের কৃপাপাত্র হয়। **উপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি** সাধু-গুরু সেবাদ্বারা তাঁহাদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সদাচার শিক্ষা পায়। **শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি** ( সে ব্যক্তি সদাচারী হইলে তখন ) সাধু-গুরু মুখে সদুপদেশ শ্রবণ করিতে পারে ও উপদিষ্ট বিষয় বিচার করত তাৎপর্য উপলব্ধি করে। তারপর সেই বলবান্ কর্মী সাধু-গুরু-কৃপা-উপদেশানুযায়ী সাধন-ভজন করিয়া সাধ্যতত্ত্ব বিষয়ে বিজ্ঞাতা হয়। ( হে নারদ, এই যে পৃথিবী দেখিতেছ, ) **বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি** বলের দ্বারাই এই পৃথিবী তাহার নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। **বলেন অন্তরিক্ষং, বলেন দ্যৌঃ, বলেন পর্বতাঃ, বলেন দেবমনুষ্যাঃ, বলেন পশবঃ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদানি আকীট-পতঙ্গপিপীলিকং বলেন লোকঃ তিষ্ঠতি** বল সহায়েই অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যে পর্বত সমূহ, ইহাও বলেই প্রতিষ্ঠিত। দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, হিংস্রপশু ও তৃণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইতে বৃহৎ-বৃক্ষ পর্যন্ত—সকলেই নিজ বলেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। **বলং উপাস্স্ব ইতি** ( অতএব হে নারদ, তুমি ) বল-ব্রহ্মের উপাসনা কর ॥ ২২৮।

অতঃপর সনৎকুমার নারদকে বলিলেন,—যে বল-ব্রহ্মের উপাসনা করে সে শারীরিক বলের দ্বারা যতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব ততদূর পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে ॥ ছাঃ উঃ।৭.৮।২॥

বল অপেক্ষা অন্নব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ শারীরিক ও মানসিক বল খাদ্যের উপরে নির্ভর করে ॥ ছাঃ উঃ।৭।৯।১॥

অন্নব্রহ্ম অপেক্ষা জলব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ অন্নের উৎপত্তি জলের উপরে নির্ভরশীল ॥ ৭।১০।১॥

জলব্রহ্ম অপেক্ষা তেজব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ, কারণ তেজই জলের হেতু। যে ব্যক্তি তেজব্রহ্মের উপাসনা করে সে তেজীয়ান হইয়া তেজের যতদূর গতি ততদূরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় ॥৭।১১।১-২॥

তেজব্রহ্ম অপেক্ষা আকাশব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ—আকাশেই সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি তেজস্বী পদার্থ অবস্থান করে। আকাশই তাহাদের আশ্রয় ॥৭।১২।১॥

আকাশব্রহ্ম অপেক্ষা স্মৃতিব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ স্মৃতিই সমস্ত স্মরণ করে ॥৭।১৩।১॥

স্মৃতিব্রহ্ম অপেক্ষা আশা—অর্থাৎ কামনা-ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ—মানব আশা করিয়াই সমস্ত করে ॥৭।১৪।১॥

আশাব্রহ্ম অপেক্ষা প্রাণব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ—এপর্যন্ত যাহা বলা হইল তৎসমুদয়ই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। দেহে প্রাণ না থাকিলে সে দেহে কিছুই হয় না। প্রাণবন্ত দেহই কার্যকর হয় ।৭।১৫।১-৩॥

প্রাণের এই স্বরূপ যিনি অবগত হন তিনি গৌণ অতিবাদী ॥৭।১৫।৪॥

সনৎকুমার মুখ্য অতিবাদীর সংজ্ঞা বলিতেছেন।—

২২৯। এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ।৭।১৬।১॥

**তু যঃ সত্যেন অতিবদতি এষঃ বৈ অতিবদতি** ( যে হেতু প্রাণ বিকারী পদার্থ, সে হেতু প্রাণ চরমতত্ত্ব নহে। নারদ প্রাণ ব্রহ্মের উৎকর্ষ শ্রবণ করিয়া উহাকেই চরমতত্ত্ব মনে করিয়া নীরব হইলেন দেখিয়া, মহর্ষি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সনৎকুমার বলিলেন,—হে নারদ,) প্রকৃত পক্ষে কিন্তু, যিনি চরমতত্ত্ব অবগত হইয়া তৎ বিষয়ে সত্য বলেন তিনিই প্রকৃত অতিবাদী।

নারদ বলিলেন,—**সঃ অহং সত্যেন অতিবদানি ইতি** তাহা হইলে আমি সেই চরম সত্য অবগত হইয়া অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।

সনৎকুমার বলিলেন,—**তু সত্যং এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্** তাহা হইলে সত্য ভাষণ কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইবে।

নারদ বলিলেন,—**ভগবঃ সত্যং বিজিজ্ঞাসে ইতি** হে ভগবান্, আমি সত্যভাষণ কাহাকে বলে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি ॥২২৯॥

'অতিবাদী' শব্দের তাৎপর্য—যাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া শ্রোতাকে উপলব্ধি করানো যায় না, তাহাই যিনি বাক্য সহায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করেন এবং যিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন—তাঁহারা উভয়েই অতিবাদী। এই শ্রুতি বলিলেন—অতিবাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে 'সত্য' বলা যায়। ইহার তাৎপর্য ২৯ শ্রুতি দেখিতে হইবে। ব্রহ্মতত্ত্ব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—ইহা বহু শ্রুতি বলিয়াছেন। তথাপি শ্রুতি ও আচার্যগণ যে বাক্যের দ্বারা অতিবাদের বিষয়—ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে বলিতেছেন, ইহা 'সত্য'-ভাষণ। কারণ—শ্রুতি ও আচার্যগণের উদ্দেশ্য সৎ, অতএব 'সত্য' পদের 'স'। ব্রহ্ম-পরমেশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে ভাষায় যাহা বলা হইয়াছে বা হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনায় যথার্থ নহে—এই জন্য 'সত্য' পদের মধ্যবর্তী 'ৎ'। শ্রুতি ও আচার্য গণের প্রমুখাৎ ব্রহ্ম—পরমেশ্বরতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্য তাঁহাদের উপদিষ্ট পন্থায় সাধন করত ব্রহ্মানন্দ বা প্রেমানন্দ লাভ করে, অতএব শ্রুতি ও আচার্যগণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব—যাহা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—তাহা বাচ্যার্থে অযথার্থ হইলেও পরিণামে শুভফল-প্রসূ হওয়ায় 'সত্য' পদের 'ত্যি'। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে—'অবাঙ্মনসোগোচরঃ' ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে বেদাদি শাস্ত্র ও আচার্যগণ যাহা বলিয়াছেন উহা 'সত্যভাষণ,' 'অতিবাদ' নহে। ইতি—লেখক॥

২৩০। যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥

ছান্দোগ্য উপনিষদ্।৭।১৭।১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সনৎকুমার বলিলেন,—**যদা বৈ বিজানাতি অথ সত্যং বদতি** যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু সম্পর্কে বিশেষ বিচারপূর্বক প্রমাজ্ঞান লাভ করেন, তখনই সেই ব্যক্তি ঐ বস্তু সম্পর্কে সত্য বলিতে পারেন। **অবিজানন্ সত্যং ন বদতি** বিশেষরূপে না জানিয়া সত্য বলা যায় না। **বিজানন্ এব সত্যং বদতি** কোনো বস্তু সম্পর্কে যিনি সবিশেষ জানেন, তিনিই তৎসম্পর্কে সত্য বলিতে পারেন। **বিজ্ঞানং এব তু বিজিজ্ঞাসিতব্যম্** এই সবিশেষ জানার পদ্ধতিটি কিন্তু জানা কর্তব্য।

নারদ বলিলেন,—**ভগবঃ বিজ্ঞানং বিজিজ্ঞাসে ইতি** হে ভগবান, আমি এই বিশেষরূপে জানিবার পদ্ধতি জানিতে ইচ্ছা করি ॥২৩০॥

কোনো বস্তু সম্পর্কে প্রমাজ্ঞান—অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান, ও ভ্রম বা অজ্ঞান,—এই দুইটির যে কোনো একটি উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রমাজ্ঞান বুঝিতে হইলে ভ্রমের স্বরূপ জানা বিশেষ প্রয়োজন।

কোনো বস্তু বিষয়ে 'ব্যপদেশ দোষ' ও 'ব্যভিচার দোষ' বর্জিত 'ব্যবসায়াত্মক' জ্ঞানকে 'প্রমাজ্ঞান' বলে। অব্যবসায়াত্মক, ব্যপদেশদোষ ও ব্যভিচারদোষযুক্ত যে উপলব্ধি—উহাই অজ্ঞান বা ভ্রম।

ব্যপদেশ দোষ তিন প্রকার,—'প্রাদেশিক ব্যপদেশ দোষ, বিবর্ত ব্যপদেশ দোষ ও নিরংশ ব্যপদেশ দোষ'।

যে বস্তুর যে কয়টি যোগ্যতা আছে, সেই কয়টি যোগ্যতা জ্ঞাতার তৎ তৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে যে জ্ঞান হয়, উহা প্রমাজ্ঞান। আর তাহা না হইয়া কয়েকটি মাত্র যোগ্যতা ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হইয়া, যদি জ্ঞাতায় সামগ্রিক জ্ঞানের অভিমান জন্মায়, তবে উহা অজ্ঞান বা প্রাদেশিক-ব্যপদেশ-দোষযুক্ত ভ্রম।

ইহার দৃষ্টান্ত,—দ্রোণাচার্য প্রথমে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র পঞ্চমবর্ষীয় বালক অশ্বত্থামা কোনো দিন গরুর দুধ দেখে নাই, খায়ও নাই। হস্তিনাপুরে যাইয়া অশ্বত্থামা কুরুবংশীয় রাজবালকদের দুধ খাওয়া দেখিতে পায়। অশ্বত্থামা শুনিল যে, পদার্থটি দুধ। দেখিল—বস্তুটি সাদা। অনুভব করিল—বস্তুটি তরল।

অশ্বত্থামা গৃহে যাইয়া মায়ের কাছে আব্দার ধরিল,—সে দুধ খাইবে। নিরুপায়া দরিদ্রা জননী চাউল বাঁটিয়া জলে গুলাইয়া পুত্রকে দিলেন। পুত্র ঐ পিঠুলিগোলা সাদা জলকেই দুধজ্ঞানে খাইয়া রাজকুমারদের সাথে খেলিতে গেল।

রাজকুমারদের ধাত্রী দুধ আনিয়া রাজকুমারদের পান করাইতেছে দেখিয়া অশ্বত্থামা বলিল,—আমিও আজ দুধ খাইয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



একটি বালক জিজ্ঞাসা করিল,—কতখানি দুধ খাইয়াছিস্?

কেন! এই এতবড় এক বাটি দুধ খাইয়াছি।

অত দুধ তোর মা পাইল কোথায়?

কেন! ঘর হইতে চাউল আনিয়া বাঁটিয়া জলে গুলাইয়া দিল।

দূর বোকা! ও না পিঠুলিগোলা জল। দুধ হয় গরুর বাঁটে।

হাঁ, দুধ হয় গরুর বাঁটে!! আমার মার চাইতে তোমরা বেশী বুদ্ধিমান্? মা বলিয়াছেন উহাই দুধ।

তখন রাজকুমারেরা অশ্বত্থমাকে জোরপূর্বক লইয়া যাইয়া, গরু দোহাইয়া, সেই দুধ তাহাকে খাওয়াইয়া দিলে, তবে দুধ সম্পর্কে অশ্বত্থমার ভ্রম দূর হইল।

অশ্বত্থমার এই প্রাদেশিক ব্যপদেশ ভ্রমের কারণ,—সে সাদা তরল একটি বস্তু দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল উহার নাম দুধ। দুধের স্বাদ, গন্ধ ও উৎপত্তি স্থল সে জানিত না। সেইজন্য পিঠুলিগোলা জলের সাদা বর্ণ, তরলত্ব ও মায়ের মুখে উহাই দুধ শুনিয়া তাহার দুধ সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞানের অভিমান জন্মিয়াছিল। এবং সেই জ্ঞানের অভিমান লইয়া সে রাজকুমারদেব সাথে তর্কও করিয়াছে। তাহারপর যখন অশ্বত্থমা দুধের উৎপত্তি, স্বাদ ও গন্ধ জানিতে পারিল, তখন তাহার ঐ ভ্রম দূর হইল।

পরতত্ত্ব সম্পর্কে যদি কাহারও এইপ্রকার প্রাদেশিক ভ্রম উপস্থিত হয়, তবে তাহা দূর করা সম্ভব নহে।

বিবর্ত ভ্রমের দৃষ্টান্ত,—রজ্জুতে সর্প জ্ঞান। বিবর্ত ভ্রমে তিনটি হেতু থাকে,—'সংস্কার', 'দোষ', 'অসম্প্রয়োগ'।

পূর্ব হইতেই সর্প সম্পর্কে 'জ্ঞানসংস্কার' থাকা প্রয়োজন। রজ্জুটি সর্পবৎ ও তাহার অবস্থিতিস্থলে উপযুক্ত আলোকের অভাব হইতেছে—'দোষ'। যে ভ্রমে পতিত হইয়াছে, সে বস্তুটি ভাল করিয়া দেখে নাই, অতএব চক্ষু ইন্দ্রিয়ের 'অসম্প্রয়োগ' ঘটিয়াছে।

এই বিবর্ত ভ্রমের অধিকরণ রজ্জুটির সম্যক দর্শন হইলে, তবে ভ্রম দূর হয়। পরতত্ত্ব সম্পর্কে বিবর্তভ্রম উপস্থিত হইলে তাহা দূর হয় না। কারণ—এ জগতে এমন কেহ নাই যে, ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইয়া সেই পরতত্ত্বটি—অর্থাৎ ভ্রমের অধিকরণটিকে দেখাইয়া দিবে।

নিরংশভ্রমের দৃষ্টান্ত,—আকাশের নীল বর্ণ। আমরা দেখি আকাশ নীল, কিন্তু উহার কোনো বর্ণ নাই। যুক্তি স্বীকার না করিলে নিরংশ-ভ্রম দূর হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কোনো বস্তুতে রাগ বা দ্বেষ থাকিলে সেই বস্তু বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না হইয়া, যে জ্ঞান হয়, উহাই 'ব্যভিচারদোষযুক্ত অজ্ঞান'। আরও একপ্রকার ব্যভিচারী অজ্ঞান হয়—সম্মোহন বিদ্যার কবলে পতিত ব্যক্তিতে। সম্মোহিত ব্যক্তিকে সম্মোহনকারী যাহা অনুভব করাইতে ইচ্ছা করে, সম্মোহিত ব্যক্তি তাহাই দেখে, অনুভব করে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ভারতে সাধুবেশধারী বহু প্রতারক আছে, যাহারা এই সম্মোহন-বিদ্যাবলে পথের ধুলা প্রসাদ বলিয়া মানুষকে খাওয়ায়; কৃষ্ণ, কালী, শিব, প্রভৃতি ঠাকুর দেবতাও দেখায়।

জ্ঞানের এই ব্যভিচার দোষটি জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ ও তাহার ক্রিয়া বিচার, এবং তদ্বিষয়ে জ্ঞাতার জ্ঞানের ফল বিচারে জানা যাইতে পারে। যেমন, কোনো ব্যক্তি তাহার ইষ্ট ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকিলে, তখন বিচার করিতে হইবে—যে হেতু ভগবান প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন (৮০ শ্রুতি), তিনি "প্রজ্ঞান" প্রাপ্ত ব্যক্তির "একাত্ম-প্রত্যয়সার" অবস্থায় জ্ঞেয় (৮০ ও ১৭৭ শ্রুতি)। অতএব ঐ দ্রষ্টা প্রজ্ঞান লাভ করিয়া একাত্মপ্রত্যয়সার অবস্থায় পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন কিনা। অতঃপর ইহাও বিচার্য—পরমেশ্বর দর্শনের ফল (৫১ শ্রুতি) দ্রষ্টায় প্রকাশ পাইয়াছে কি না।

কোনো অবিজ্ঞাত আয়াস-সাধ্য বিষয় জানিতে হইলে, যে প্রচেষ্টা বা সাধন জ্ঞাতায় থাকা প্রয়োজন, তাহা যদি জ্ঞাতায় না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে—জ্ঞাতার ঐ জ্ঞান 'অব্যবসায়াত্মক', এবং উহা কার্যকর বা ফলপ্রসূ নহে।

মহাভারতের অন্তর্গত গীতায় জানা যায়—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন পাইয়াছিলেন; কিন্তু অভিমন্যুর মৃতদেহ দর্শন করিয়া তিনি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবদ্দর্শনের ফল বা গীতাজ্ঞানের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাময়িক কৃপায় 'বিশ্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপ' দর্শন পাইয়াছিলেন, সাধন করিয়া যোগ্যতা লাভ করত শ্রীকৃষ্ণকৃপায় দর্শন করেন নাই। অর্জুনের গীতা-জ্ঞানটিও শ্রৌত-জ্ঞান, গীতায়-উক্ত পদ্ধতিতে সাধন করিয়া আত্মার রহস্য অবগত হন নাই। সেই জন্যই অভিমন্যুর মৃতদেহ দর্শনরূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি-জ্ঞানের সহিত গীতায়-উক্ত আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে ঔপদেশিক জ্ঞান সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অর্জুনের প্রত্যক্ষবৃত্তি জ্ঞানই জয়লাভ করিয়াছিল।

শাস্ত্রতাৎপর্য উপলব্ধিতে 'ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপটব,'—এই চারটি দোষের যে কোনো একটি দোষে দুষ্ট উপদেষ্টার উপদেশে শ্রোতার যে জ্ঞান হয়—উহাও অজ্ঞান।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ভ্রমের** স্বরূপ পূর্বে দেখানো হইয়াছে।

**প্রমাদ** অর্থে অসতর্কতা। ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র আলোচনা করিতে—হইলে,—

"উপক্রমোপসংহারোঽভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে॥

প্রাচীনকৃত শ্লোক

গ্রন্থের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, অর্থবাদ, উপপত্তি, ফল,—এই সাতটি লিঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে।"

যদি কেহ এই সাতটি লিঙ্গের কোনো একটি সম্পর্কে অসতর্ক হন, তবে তিনি সেই গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইবেন। এতাদৃশ প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তির উপদেশে শ্রোতার যে জ্ঞান হয়, উহাও অজ্ঞান।

**উপক্রম**—গ্রন্থকর্তা বা বক্তা তাঁহার বক্তব্য উত্থাপনের জন্য যে ভূমিকা গ্রন্থ বা বক্তৃতার প্রারম্ভে গ্রহণ করেন,—উহাই উপক্রম। এই উপক্রম গ্রন্থকর্তা বা বক্তা নিজে রচনা করিতে পারেন, অথবা বক্তব্যের অনুকূল কোনো ঘটনা উপলক্ষ্যরূপে উপক্রমে সন্নিবেশ করিতে পারেন। উপক্রমে যাহা থাকিবে সমগ্র গ্রন্থে বা বক্তৃতায় সেই প্রসঙ্গই আলোচিত হইবে।

গীতার উপক্রম—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীত অর্জুনের যুদ্ধে অনিচ্ছা। যুদ্ধে গুরুজন ও স্বজন হত্যা জনিত পাপের ভয়, অধিকতর শক্তিশালী বিপক্ষের নিকটে পরাজয়ের ভয়, আত্মীয়-স্বজন বিনাশ করিয়া জয়লাভ হইলেও স্বজনবিহীন রাজ্যভোগের দুঃখ-ভয়,—এই তিনটি ভয় দূর করিয়া অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। ইহাই গীতার **উপক্রম**।

**উপসংহার**—যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, বা বক্তা বক্তৃতা করিলেন, তাহা যে সার্থক হইল, তাহার পরিচয়, এবং সমগ্র বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তব্যের সার-সংক্ষেপ তিনটি শ্লোক—১৮। ৫৯॥, ১৮।৬০॥, ১৮।৬৬॥, গীতার সার্থকতা—১৮।৭৩॥ এবং ১৮।৭৮॥ এই দুইটি শ্লোক। সর্বসমেত এই পাঁচটি শ্লোক গীতার **উপসংহার**।

**উপপত্তি ও অভ্যাস**—গ্রন্থকর্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য-সাধক সিদ্ধান্ত—উপপত্তি। উক্ত উপপত্তি পুনঃ পুনঃ কথন—অভ্যাস।

ভগবদ্‌ভক্তি সহকারে প্রারব্ধ কর্ম সম্পাদন চেষ্টা ও কর্মফল ভগবানকে সমর্পণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিয়া, কর্মফল ভোগে নিষ্কাম হওয়া গীতার **উপপত্তি**। এই উপদেশ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অধ্যায়েই দিয়াছেন বলিয়া—**অভ্যাস**।

**অপূর্বতা**—বেদে সমস্ত বিষয়ই কথিত হইয়াছে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং এতদতিরিক্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কে বেদকে অতিক্রম করিয়া কোনো নূতন সত্যকথা একাল পর্যন্ত কেহ শুনাইতে পারেন নাই। এই কারণে প্রকৃতপক্ষে কোনো সংশাস্ত্রের অপূর্বতা অসম্ভব। তথাপি প্রতি শাস্ত্র-গ্রন্থেরই অপূর্বতা আছে। রত্নাকর সমুদ্রগর্ভে বহু রত্ন থাকিলেও সাধারণ মানুষে তাহা খুঁজিয়া পায় না। অভিজ্ঞ ডুবুরী সমুদ্র হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাজারে আনিলে সাধারণ মানুষে তাহা পায়। বেদ-সমুদ্র হইতে এক একজন শাস্ত্রকর্তা পাত্র ও কালানুযায়ী এক এক প্রকার সিদ্ধান্তরত্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের **অপূর্বতা**।

ভগবদ্‌ভক্তি সহকারে নিষ্কাম কর্মযোগ গীতার **অপূর্বতা**।

**ফল**—শাস্ত্রগ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তানুযায়ী সাধন করিলে সাধকের যাহা লাভ হয়, তাহাই **ফল**।

গীতার ফল—ব্রাহ্মীস্থিতি ২ অঃ ৭২ শ্লোঃ।

**অর্থবাদ**—গ্রন্থকর্তার মূল সিদ্ধান্তের স্বার্থে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে বা প্রকরণবলে আসিয়া গিয়াছে, সেই প্রসঙ্গ—**অর্থবাদ**।

গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের যোগ-উপদেশটি অর্থবাদ।

( অর্থবাদের আরও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে, বা তিন প্রকার অর্থবাদ আছে। সেই তিনটি—অনুবাদ, গুণবাদ ও ভূতার্থবাদ। এই তিনটির এই স্থলে প্রয়োজন নাই, অতএব আলোচনা অনাবশ্যক। )

শাস্ত্রার্থ-তাৎপর্য নির্ণয়ে এই সাতটি লিঙ্গ ও তৎসহ সেই গ্রন্থের 'প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অভিধেয়' নির্ণয় প্রথমেই করিতে হয়।

গীতা গ্রন্থের **'প্রয়োজন'**—সম্মুখবর্তী কলিকালে অল্পায়ু অল্পবুদ্ধি উদরান্নের জন্য সর্বদা কর্মব্যস্ত মানব যাহাতে অল্পায়াসে বেদোক্ত শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা প্রদান।

এই প্রয়োজন সাধনের জন্য সবিশেষ-ব্রহ্ম-পরমেশ্বর গীতার **সম্বন্ধ তত্ত্ব**।

ভগবদ্‌ভক্তি সহায়ে প্রারব্ধ কর্ম সম্পাদন ও কর্মফল ভগবানে সমর্পণ গীতার **অভিধেয় তত্ত্ব**।

সাতটি লিঙ্গ ও প্রয়োজন, সম্বন্ধ, অভিধেয়,—এই তিনটি—সর্বসমেত দশটি লিঙ্গের বাহিরে যাহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্যের ব্যাপ্তি না ঘটে, অর্থাৎ—না যায়, তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জন্য 'শব্দার্থবৃত্তির' সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই 'শব্দার্থবৃত্তি' বহু। একই শব্দের বহু অর্থ হয়, তাহার মধ্যে যে অর্থটি গ্রহণ করিলে ঐ দশটি লিঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য হইবে, সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াই বাক্যের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে।

এই শব্দার্থবৃত্তি ছাড়া 'বাক্যার্থ বৃত্তি' তিন প্রকার—'অভিধা বৃত্তি, লক্ষণা বৃত্তি ও ব্যঞ্জনা বৃত্তি'।

বাক্যটি শ্রবণ মাত্রেই যে তাৎপর্য উপলব্ধি হয়, উহাই অভিধা-বৃত্তি।

বাক্যের অভিধাবৃত্তি যদি পূর্বোক্ত দশটি লিঙ্গের বাধক হয়, তবে লক্ষণা বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে হয়। গীতায় ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য অভিধা বৃত্তিতে গ্রহণ করিলে সমগ্র বেদের নিন্দা করা হইবে, এবং তাহাতে গীতা গ্রন্থের মূল ভিত্তি ধ্বংস হইয়া লিঙ্গ অতিক্রম করিবে। সেই জন্য উহার তাৎপর্য অভিধা-বৃত্তিতে না করিয়া, লক্ষণা-বৃত্তির সাহায্যে করিতে হইবে। তাহাতে তাৎপর্য হইবে—বেদ অর্থে বেদোক্ত কর্মকাণ্ড। তাহাও ভগবদ্‌ভক্তি বিহীন কর্মকাণ্ড, অতএব 'গৌণী লক্ষণা' হইবে।

বাক্যের ব্যঞ্জনা বৃত্তি—বাক্যের তাৎপর্য যখন অভিধা ও লক্ষণা বৃত্তি অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র 'প্রকরণ বলে' ভিন্নার্থ প্রতিপাদক হয়, তখন সেই অর্থটি বাক্যের ব্যঞ্জনা। দর্শন শাস্ত্রে ও অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে বাক্যের ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রচলন বা প্রয়োগ নাই। রসশাস্ত্রেই ব্যঞ্জনাবৃত্তির সমাদর হয়।

শাস্ত্রতাৎপর্য উপলব্ধির জন্য যে পদ্ধতি এখানে আলোচিত হইল—ইহার যে কোনো একটি বিষয়ে অসতর্ক হইলে, শাস্ত্রতাৎপর্য গ্রহণে প্রমাদ ঘটিয়া অজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে।

**বিপ্রলিপ্সা**—যিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা বা উপদেষ্টা, তিনি শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য অবগত আছেন, কিন্তু সেই প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতাকে শুনাইলে, ব্যাখ্যাতা বা উপদেষ্টার বৈষয়িক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, নিজ স্বার্থের অনুকূল বিকৃত ব্যাখ্যা করা—**বিপ্রলিপ্সা**।

**করণাপটব**—চিত্ত ও বুদ্ধির দুর্বলতার জন্য উপযুক্ত স্মৃতিশক্তি ও বিচার-শক্তির অভাব।

এই চারিটি (**ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপটব**) দোষযুক্ত ব্যক্তির উপদেশে শ্রোতার অজ্ঞান লাভ সম্ভব। এই জন্যই পারমার্থিক উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্ত সমস্ত শাস্ত্রই নিঃস্বার্থ শাস্ত্রজ্ঞ আচার্যের নিকটে যাইয়া, তাঁহার ছাত্র বা শিষ্য হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



( আমাদের দেশে একটি সুপ্রচলিত উপদেশ আছে—"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।" এইটি বেদানুগত আর্যশাস্ত্রের বাণী নহে। বেদানুগত শাস্ত্র ও আচার্যগণ অন্ধবিশ্বাসকে আদৌ স্থান দেন নাই। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ এ বিষয়ে অতিশয় কঠোর। ইতি—লেখক। )

শ্রীনারদের উক্তিতেই জানা গিয়াছে তিনি বেদাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ-জ্ঞান হয় নাই। শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে নারদ 'ব্রহ্মবিবিদিষু' ( ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ) হইয়া শ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীসনৎকুমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন।

এক্ষণে ভ্রম বা অজ্ঞানকে প্রতিরোধ করিয়া কি প্রকারে 'প্রমাজ্ঞান'—অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার জন্য প্রধান কর্তব্য ঋষি বলিতেছেন।—

২৩১। যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

ছান্দোগ্য উঃ। ৭।১৮।১ ॥

**যদা বৈ মনুতে অথ বিজানাতি** যখন কেহ তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় শাস্ত্রে অধ্যয়ন ও আচার্যপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া, সেই অধীত ও শ্রুত বাক্যের তাৎপর্য সম্পর্কে মনন করে,—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করে, তখন সে ঐ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। **অমত্বা ন বিজানাতি** জ্ঞেয় বিষয় শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিচার না করিয়া কেহ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। **মত্বা এব বিজানাতি** বিচারের দ্বারাই সত্যজ্ঞান লাভ হয়। **মতিঃ এব তু বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি** এই মনন বা বিচার প্রবৃত্তি কিসে লাভ হয়, তাহা কিন্তু জানা উচিত।

নারদ বলিলেন,—**ভগবঃ মতিং বিজিজ্ঞাস ইতি** হে ভগবান, এই বিচার-প্রবৃত্তি বা মননেচ্ছা কিসে হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৩১ ॥

২৩২। যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥

ছাঃ উঃ। ৭।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**যদা বৈ শ্রদ্দধাতি অথ মনুতে** কোনো বিষয়ে প্রয়োজনবোধ উপস্থিত হইলে, তখন সেই বিষয় সম্পর্কে মানুষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া মনন করে। **অশ্রদ্দধৎ ন মনুতে** যে বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই, সে বিষয়ে কেহ চিন্তা বা বিচার করে না। **শ্রদ্দধৎ এব মনুতে** কোনো বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলে, তবে মানুষে সে বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে চেষ্টা করে। **শ্রদ্ধা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য** এই শ্রদ্ধার স্বরূপটি কিন্তু জানা প্রয়োজন।

নারদ বলিলেন,—**ভগবঃ শ্রদ্ধাং বিজিজ্ঞাস ইতি** হে ভগবন, আমি শ্রদ্ধার স্বরূপটি জানিতে ইচ্ছা করি।। ২৩২।।

**২৩৩। যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥**

ছাঃ উঃ। ৭। ২০। ১॥

সনৎকুমার বলিলেন,—**যদা বৈ নিস্তিষ্ঠতি অথ শ্রদ্দধাতি** যখন কেহ কোনো বিষয়ে—'ইহা আমাকে জানিতেই হইবে, ইহা আমাকে করিতেই হইবে',—এই প্রকার নিষ্ঠাবান্ হইবে, তখন তাহার ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়-গুলির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। **অনিস্তিষ্ঠন্ ন শ্রদ্দধাতি** নিষ্ঠাবান্ না হইলে শ্রদ্ধা হয় না। **নিস্তিষ্ঠন্ এব শ্রদ্দধাতি** কোনো বিষয় সাধনে নিষ্ঠা হইলে, তবে তাহার উপায়গুলির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। **নিষ্ঠা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি** নিষ্ঠার স্বরূপটি কিন্তু জানা উচিত।

নারদ বলিলেন,—**ভগবঃ নিষ্ঠাং বিজিজ্ঞাস ইতি** হে ভগবান, আমি নিষ্ঠার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি॥ ২৩৩॥

**২৩৪। যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥**

ছাঃ উঃ। ৭। ২১। ১॥

মহর্ষি সনৎকুমার বলিলেন,—**যদা বৈ করোতি অথ নিস্তিষ্ঠতি** যখন কেহ তাহার প্রয়োজন সাধন করে, তখন সেই সাধনে নিষ্ঠা হয়। **অকৃত্বা ন**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**নিস্তিষ্ঠতি** যদি কোনো ব্যাপারে নিজস্ব প্রয়োজন বোধ না থাকে, তবে সেই ব্যাপার নিষ্পাদনে নিষ্ঠা বা একাগ্রতা হয় না। **কৃত্বা এব নিস্তিষ্ঠতি** নিজ প্রয়োজনে কিছু করিতে হইলেই সেই বিষয়ে কর্তার নিষ্ঠা হয়। **কৃতিঃ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি** এই কর্তা নিষ্ঠা সহকারে কেন তাহার প্রয়োজন সাধন করে, সেই রহস্যটি কিন্তু জানা উচিত।

নারদ বলিলেন,—**ভগবঃ কৃতিঃ বিজিজ্ঞাস ইতি** হে ভগবান্, আমি এই কর্তার রহস্যটি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৩৪ ॥

**২৩৫। যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥**

ছাঃ উঃ। ৭। ২২। ১ ॥

মহর্ষি সনৎকুমার বলিলেন,—**যদা বৈ সুখং লভতে অথ করোতি** যদি কেহ কোনো ব্যাপারে সুখ লাভের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে, তখন সে সেই ব্যাপার নিষ্পাদন করে। **অসুখং লব্ধ্বা ন করোতি** যে ব্যাপারে সুখ হয় না, সে কার্য কেহ করে না, ( বা কার্য করিতে যাইয়া যদি সুখ না পায়, তবে সে কার্য সে করে না )। **সুখং এব লব্ধ্বা করোতি** সুখ পাইলেই নিষ্ঠা সহকারে সেই কার্য করে। **সুখং তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি** সুখের রহস্যটি কিন্তু জানা কর্তব্য।

নারদ বলিলেন,—**ভগবঃ সুখং বিজিজ্ঞাস ইতি** হে ভগবান্, আমি এই সুখের রহস্যটি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৩৫ ॥

**২৩৬। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥**

ছাঃ উঃ। ৭। ২৩। ১ ॥

সনৎকুমার বলিলেন,—**যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্** যে পদার্থটি ভূমা—অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত, তাহাই সুখ বা সুখের বিষয়। **অল্পে সুখম্ ন অস্তি** যাহা অল্প, অর্থাৎ যাহা উৎপত্তি-বিনাশশীল ও সীমাবদ্ধ, তাহা প্রাপ্তিতে সুখ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ভুমা এব সুখম্** সুখের বিষয় অনন্ত হইলে তবে সুখ হয়। **ভুমা এব তু বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি** এই ভূমাকেই জানা কর্তব্য।

নারদ বলিলেন,—**ভগবঃ ভূমানং বিজিজ্ঞাস ইতি** হে ভগবান, আমি সেই ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৩৬ ॥

মানব মনের উপরে অবিদ্যা-মায়ার 'বিক্ষেপিকা' ও 'আবরিকা' নামক দুইটি বৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে। আগামী কোনো সুখভোগ্য বস্তু সম্পর্কে মানুষ ঐ বিক্ষেপিকা বৃত্তির বশবর্তী হইয়া অতিশয় উচ্চ আশা পোষণ করে, নানাপ্রকার রঙিন্ স্বপ্নের জাল বোনে। বাস্তবে যখন সেই বস্তুটি লাভ হয়, তখন সে দেখে যে, প্রাপ্ত বস্তুটি তাহার কল্পনা হইতে নিকৃষ্ট। ইহা একটি অসুখী হওয়ার হেতু।

ভোগ্য বস্তুনিষ্ঠ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ,—এই পাঁচটিই মানুষে ভোগ করে। অনিত্য পদার্থে ঐ পাঁচটি বিনাশশীল বা ক্ষয়শীল। যে হেতু মানুষের ভোগ বাসনা অনন্ত ও নিত্য, সেই হেতু ভোগ্য পদার্থের রূপ-রসাদি ক্ষয় হওয়ায়, মানুষের উহা দুঃখের হেতু হয়।

মনের উপরে মায়ার বিক্ষেপিকা-বৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকায় মানুষ নিত্য নূতন রূপ-রসাদি ভোগ করিতে চাহে। ইহাকে বেদান্তের ভাষায় 'বস্ত্বন্তরাকাঙ্ক্ষা' বলা হয়। ইহার ফলে কোনো বস্তুর রূপ-রসাদি কিছুকাল ভোগ করিয়া উহা আর ভাল লাগে না, কারণ উহাতে আর নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন সেই ব্যক্তি অন্য বস্তুর জন্য লালায়িত হয়। ইহাও দুঃখের হেতু।

মায়ার আবরিকা বৃত্তি ভেগ্যবস্তুর রূপ-রসাদি অনুভবকারী মনের উপরে ক্রিয়াশীল হইয়া, যে বস্তু ভোগ হইতেছে, তন্নিষ্ঠ গুণগুলি আর অনুভব করিতে দেয় না। এই কারণেও মানুষ অসুখী হয়।

যদি এমন কোনো বস্তু পাওয়া যায়, যাহার রূপ-রসাদি অনন্ত অসীম, তবেই মানব তৃপ্ত হইতে পারে, তাহার বস্ত্বন্তর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে। ঋষি সনৎকুমার তাহারই সন্ধান দিলেন, সেই বস্তুটি **ভুমা**, অর্থাৎ—**ব্রহ্ম**।

২৩৭। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি ॥

ছাঃ উঃ। ৭। ২৪। ১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মহর্ষি সনৎকুমার বলিলেন,—**যত্র অন্যৎ ন পশ্যতি, অন্যৎ ন শৃণোতি অন্যৎ ন বিজানাতি সঃ ভূমা** যাঁহাকে দর্শন, শ্রবণ ও জানা হইলে আর কিছু দেখিবার, শুনিবার, জানিবার মত অবশিষ্ট থাকে না, তিনিই ভূমা। যে ব্যক্তি ভূমাকে পাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে অপর কোনো বস্তুই অভিনব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সবকিছু ভূমাতেই বর্তমান আছে। ইহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মতে ব্যাখ্যা।

অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা—যে অবস্থায় সাধকের দ্রষ্টা-শ্রোতা-জ্ঞাতা রূপে পৃথক সত্ত্বা থাকে না, সেইটিই ভূমা।

**অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি তৎ অল্পম্** যে অবস্থায় মানব কামনাযুক্ত হইয়া বিভিন্ন বস্তু অভিনবরূপে দেখে, অভিনবরূপে শ্রবণ করে, জানে সেই অবস্থায় তাহার দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সসীম, অতএব ক্ষুদ্র।—ইহা অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী ব্যাখ্যা।

অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা—যে অবস্থায় আত্মা হইতে পৃথক কিছু দর্শন হয়, শ্রবণ হয়, এবং জ্ঞান হয় সেইটিই অনিত্য, ক্ষুদ্র।

**যঃ বৈ ভূমা তৎ অমৃতম্** যিনি ভূমা তিনিই অবিনাশী অসীম আনন্দ ব্রহ্ম। **অথ যৎ অল্পং তৎ মর্ত্যম্** আর যাহা সসীম, তাহাই বিনাশী প্রাকৃত বস্তু।

নারদ প্রশ্ন করিলেন,—**ভগবঃ সঃ ভূমা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি** হে ভগবন্, সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? অর্থাৎ—কোথায় থাকেন?

সনৎকুমার উত্তর দিলেন,—**স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নি ইতি** তিনি নিজ মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত। অথবা কোনো মহিমায়ও প্রতিষ্ঠিত নহেন ॥ ২৩৭ ॥

নারদের প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার যে উত্তর দিলেন, তাহাতে 'মহিমা' ব্যাপারটা বুঝা গেল না। সেই জন্য মহর্ষি বলিতেছেন,—

২৩৮। গো অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি। ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥

ছাঃ উঃ। ৭। ২৪। ২ ॥

**ইহ গো-অশ্বং হস্তি-হিরণ্যং দাস-ভার্যং ক্ষেত্রাণি আয়তনানি ইতি মহিমা আচক্ষতে ইতি** এই সংসারে গো, অশ্ব, হস্তি, স্বর্ণাদি রত্ন, দাস-দাসী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সুন্দরী স্ত্রী, ভূ-সম্পত্তি, সুবৃহৎ বাসগৃহ, এই সমস্তকেই মানুষের মহিমা বলা হয়। **অহং এবম্ ন ব্রবীমি** আমি এই প্রকার মহিমার কথা বলিতেছি না। **হি অন্যঃ অন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ** কারণ—এই সমস্ত একে অন্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। (যেমন ধনবানের মহিমা ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ধনবান ব্যক্তি হইতে তাহার ধন পৃথক পদার্থ। ধন বিনষ্ট হইলে ধনবত্তারূপ মহিমা বিনষ্ট হয়, কিন্তু ব্যক্তিটি থাকে। আমি এই প্রকার ভূমা হইতে পৃথক বিনাশশীল কোনো মহিমার কথা বলি নাই)। **ব্রবীমি ইতি উবাচ হ** আমি যে মহিমার কথা বলিতেছি, তাহা হইতেছে—। ঋষি বলিলেন,— ॥ ২৩৮ ॥

২৩৯। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদ-হমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি ॥

ছাঃ উঃ। ৭।২৫।১ ॥

**সঃ এব অধস্তাৎ, সঃ উপরিষ্টাৎ, সঃ পশ্চাৎ, সঃ পুরস্তাৎ** (ভূমা কাহারও উপরে প্রতিষ্ঠিত নহেন, কারণ—) তিনিই তাঁহার নিম্নে, তিনিই তাঁহার ঊর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, **সঃ দক্ষিণতঃ সঃ উত্তরতঃ** তিনিই তাঁহার দক্ষিণে, তিনিই তাঁহার বামে অবস্থান করিতেছেন। **সঃ এব ইদং সর্বং ইতি** এই যাহাকিছু আছে সমস্তই তিনি। (দ্বৈতভাবে এই প্রকারে তাঁহাকে দর্শন পাওয়া যায়। শ্রীভাগবতম্ ১০।৯।১৩॥, ১০।১৩। ৪৬-৫৪ ॥)॥

**অথ অতঃ অহঙ্কার-আদেশ এব** অতঃপর আচার্য কর্তৃক (অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', 'সোঽহং', মন্ত্রে) উপদিষ্ট হইলে, সেই উপদিষ্ট ব্যক্তি মনন করেন **অহং এব অধস্তাৎ, অহং উপরিষ্টাৎ, অহং পুরস্তাৎ, অহং দক্ষিণতঃ, অহং উত্তরতঃ, অহং এব ইদং সর্বং ইতি** (যে হেতু আমিই ব্রহ্ম, সেই হেতু আমিই আমার মহিমা, আমিই আমার প্রতিষ্ঠা, কেননা আমি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, অতএব) আমিই আমার নিম্নে, আমিই আমার উর্ধ্বে, আমিই পশ্চাতে আমিই সম্মুখে, আমিই আমার দক্ষিণে, আমিই বামে, আমিই এই যাহাকিছু সমস্ত ॥ ২৩৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৪০। অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি ॥

ছাঃ উঃ। ৭।২৫।২ ॥

অথ অতঃ আত্মা-আদেশঃ এব যাঁহারা আচার্যকর্তৃক 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম সর্বব্যাপী,—এইপ্রকারে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা মনন করেন,— আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা উত্তরতঃ, আত্মা এব ইদং সর্বমিতি ( যে হেতু এক অখণ্ড আত্মা সর্বব্যাপী, সে হেতু ) আত্মাই আত্মার নিম্নে, ঊর্ধ্বে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে,—সর্বত্র এক অখণ্ড আত্মা। এই যাহা কিছু সমস্তই এক অখণ্ড আত্মা। এবং সেই আত্মাই আমি।

এবং পশ্যন্, এবং মন্বানঃ এবং বিজানন্ যে সাধক এই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত সর্বব্যাপী পরমপুরুষ ব্রহ্মকে দ্বৈতভাবে দর্শন করেন, নির্বিশেষভাবে ব্রহ্ম ও নিজেকে এক মনে করেন, অদ্বৈত আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়া জানেন, সঃ বৈ এষঃ আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ তিনি নিশ্চয়ই নিজ আত্মাতেই আনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সুখভোগের জন্য পৃথক কিছু প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার যোগ্যতালাভ যাঁহার হয়, তাঁহার স্ত্রীপুরুষরূপে দ্বিধাবিভক্ত আত্মা ( ১০০। শ্রুতি দ্রষ্টব্য ) পুনরায় এক হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই প্রকার ব্যক্তিকেই আত্মানন্দ বা আত্মারাম বলা হয়। সঃ স্বরাট্ ভবতি ( জীবের দেহ ও আত্মা পরস্পর পৃথক। জীবাত্মা তাহার দেহেন্দ্রিয় সংযোগ বা বিয়োগের কর্তা নহে। দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালনকর্তাও জীবাত্মা নহে। জীবাত্মার দেহেন্দ্রিয় সংযোগ, বিয়োগ ও পরিচালন কর্তা পরমেশ্বর। ৪৮, ৬২-৬৯, ৭৮, ৭৯, ৮০, ১০৩ শ্রুতি। গীতা ১৮।৬১-৬২ ॥ দ্রষ্টব্য। কিন্তু যিনি এই প্রকার আত্মারামত্ব লাভ করেন, তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ থাকে না। তাঁহার দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক পরমাত্মা নহেন। তখন ) তিনি স্বরাটত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ নিজেই নিজের পরিচালক হন, ( তাঁহার দেহ তখন আর আত্মা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পৃথক প্রাকৃত দেহ নহে। পরবর্তী শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। **তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি** তখন তাঁহার সমস্ত লোকে যথেচ্ছ গতি হয়। তিনি ইচ্ছা করিলেই যে কোনো লোকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারেন।

**অথ অতঃ যে অন্যথা বিদুঃ** ইহা ভিন্ন যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে অন্যপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, **তে অন্যরাজানঃ ক্ষয্যলোকাঃ ভবন্তি** তাঁহারা অপর কাহারও নিয়ন্ত্রণাধীন বিনাশশীল লোকের অধিবাসী হন। **সর্বেষু লোকেষু তেষাং অকামচারঃ ভবতি** সমস্ত লোকেই তাঁহাদের পরাধীন গতি হয় ॥ ২৪০ ॥

২৩৯ ও এই শ্রুতির প্রথমাংশ বিশেষ বিচার্য। 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' মতে ঋষি সনৎকুমার 'অহংব্রহ্ম' এইপ্রকার উপদেশ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান সম্পর্কে 'আদেশ' পদটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য—আমি ব্রহ্ম বা সর্বব্যাপী আত্মা—এইপ্রকার ব্যাপার যদিও বস্তুত সত্য, কিন্তু এতদ্বিষয়ে 'ঔপদেশিক ক্রিয়াজ্ঞানে' একটি অভিমান ভিন্ন বস্তুনিষ্ঠ 'প্রমাজ্ঞান' হয় না। কারণ—অদ্বৈত মতে নির্বিশেষ আত্মা বা ব্রহ্মে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের স্বীকৃতি নাই। ২১৩ শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

পূর্বমীমাংসকগণ এইপ্রকার 'ঔপদেশিক জ্ঞানমাত্র উৎপাদক' বেদবাক্যগুলিকে অর্থবাদ বলিয়াছেন, কারণ—উহার স্বার্থে কোনও তাৎপর্য নাই। (প্রভাকর বৃত্তি ১৮৫৭॥)। এতৎ সম্পর্কে তাঁহারা 'বনবাসী রাজপুত্রন্যায়' বলিয়া থাকেন।—

এক রাজা তাঁহার পুত্রটিকে অতি শিশুকালেই বহু দূরে এক তপোবনে ব্রাহ্মণ গৃহে প্রেরণ করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহে দারিদ্র্যের মাধ্যেই রাজপুত্র প্রতিপালিত হন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকেই পিতামাতা বলিয়া জানিতেন, নিজের স্বরূপ পরিচয় জানিতেন না। এক সিদ্ধমহাত্মা একদিন সেই রাজকুমারকে বলিলেন,—তুমি রাজপুত্র, ভবিষ্যতে রাজা হইয়া রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করিবে।

এই সাধুবাক্যে রাজপুত্রের বিশ্বাস হইল যে, তিনি রাজপুত্র, রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ তাঁহার ভাগ্যে আছে। এই বিশ্বাস ও বিশ্বাসানুযায়ী মনন ভিন্ন তাঁহার তৎকালে বনবাস ও দারিদ্র্যজনিত ক্লেশ কিছুই দূর হইল না। অধিকন্তু তাঁহার মনে 'আমি রাজপুত্র' এই অভিমান জাগ্রত হইয়া বহু অনর্থের হেতু হইল।

এই প্রকার 'আমি ব্রহ্ম, আমি আত্মা সর্বব্যাপী' ইত্যাকার মনন করা যায় বটে, কিন্তু ঐ প্রকার মননের দ্বারা দেহ ও দৈহিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যায় না, বা যতকাল মোক্ষলাভ না হয়, ততকাল পতনভয়ও নিবৃত্ত হয় না। অধিকন্তু ঐ প্রকার ঔপদেশিক জ্ঞান যদি এই জগতের প্রাকৃত সুখভোগ্য কোনো পদার্থের বৃত্তিজ্ঞানের সহিত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হয়, তবে বৃত্তিজ্ঞানের জয় হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায়। এই প্রকার ঘটনার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

এই দুইটি শ্রুতি আলোচনা করিলে মনে হয়, দ্বৈত ভাবে সেই পরমপুরুষকে জানাই সর্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার দর্শন পাইলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-আত্মা বিষয়ক জ্ঞান আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার।" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। অঃ। ৪॥ ইতি—লেখক।

**২৪১। তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্বমিতি॥**
ছাঃ উঃ। ৭। ২৬। ১॥

সনৎকুমার বলিতেছেন,—**এবং পশ্যতঃ এবং মন্বানস্য এবং বিজানতঃ** যে ব্যক্তি সেই সবিশেষ ব্রহ্ম পরমপুরুষকে স্বমহিমায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিক দর্শন করেন, নিজেকে ব্রহ্মের সহিত বস্তুত অভিন্ন মনে করেন, এবং নিজ আত্মাকে সর্বব্যাপী এক অখণ্ড আত্মচৈতন্য বলিয়া জ্ঞান করেন,—এই তিন প্রকার জ্ঞানই যাঁহার আছে, **তস্য হ বা এতস্য** সেই স্বরাজ্য প্রাপ্ত স্বরাট্‌জ্ঞানীর যে দেহ দেখা যায়, উহা তাঁহার শুদ্ধাত্মা হইতে পৃথক প্রাকৃত দেহ নহে। (ঐ দেহে প্রাকৃতবৎ যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই চিনির পুতুলের মত এক অখণ্ড আত্মচৈতন্য মাত্র। এই স্বরাট্‌পুরুষের) **আত্মতঃ প্রাণঃ, আত্মতঃ আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মতঃ আপঃ, আত্মতঃ অন্নং, আত্মতঃ বলং, আত্মতঃ মনঃ, আত্মতঃ বিজ্ঞানং, আত্মতঃ সঙ্কল্পঃ, আত্মতঃ চিত্তং,** শুদ্ধ-আত্মা হইতেই দেহ, প্রাণ, আকাশ (ব্যোমতত্ত্বের অনুরূপ), তেজ, জল, রক্তমাংসাদি, শারীরিক শক্তি অন্তঃকরণ—মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-চিত্ত,—সমস্তই প্রকাশ পায়। **আত্মতঃ বাক্‌** তাঁহার যে বাগিন্দ্রিয়াদি দেখা যায়, উহাও আত্মা হইতেই প্রকাশিত এবং অভিন্ন। **আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মর, আত্মতঃ ধ্যানং, আত্মতঃ মন্ত্রাঃ আত্মতঃ কর্মাণি** তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সম্পর্কে চিন্তা, তাহা পূরণের জন্য মন্ত্রণা এবং কর্ম,—এই সমস্তই তাঁহার আত্মা হইতেই হইয়া থাকে। **আত্মতঃ আবির্ভাবতিরোভাবৌ** তাঁহার আত্মা হইতেই আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে, (অর্থাৎ জীব যেমন কর্মাধীন হইয়া জন্মমৃত্যু ভোগ করে, স্বরাটপুরুষের জন্ম-মৃত্যু সে প্রকার নহে। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বেচ্ছাধীন)। **আত্মতঃ নাম আত্মতঃ এব ইদং সর্বমিতি** (স্বরাট্পুরুষের দেহ ও আত্মায় কোনো ভেদ নাই। তাহাতে যাহা কিছু প্রাকৃতবৎ দেখা যায়, উহা বস্তুতঃ এক অখণ্ড আত্মা।) সেই অহংপদবাচ্য আত্মা হইতেই প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়াদির সব প্রকাশ পায় ॥২৪১॥

২৪২। তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মনমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥

ছাঃ উঃ। ৮। ১। ৬॥

**তৎ যথা ইহ কর্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়ত** যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের কর্মদ্বারা অর্জিত ভোগ ক্ষয় হয়, অথবা এই কর্মময় পৃথিবী যেমন একদিন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, **এবং এব অমুত্র পুণ্যজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে** এই প্রকারেই মানুষের পুণ্যের দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদিলোকও বিনাশ পাইবে, এবং পুণ্যবানের পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গচ্যুত হইতে হইবে। (গীতা ৮। ১৬॥, ৯। ২০-২১॥) **তৎ যঃ ইহ আত্মানং চ এতাং সত্যান্ কামান্ অননুবিদ্য ব্রজন্তি তেষাং সর্বেষু লোকেষু অকামচারঃ ভবতি** অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত কাম্যবস্তু যে ব্রহ্মজ্ঞান,—তাহা না জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করে, সেইব্যক্তি যে কোনো লোকেই যাউক না কেন, তাহার পরাধীন গতিই হয়। **অথ যঃ ইহ আত্মানং চ এতান্ সত্যান্ কামান্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি তেষাং সর্বেস্থু লোকেষু কামচারঃ ভবতি** পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইহলোকেই সাধন করিয়া প্রকৃত কাম্যবস্তু যে ব্রহ্মজ্ঞান—তাহা লাভ করিয়া পরলোক গমন করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত লোকেই স্বাধীন গতিলাভ করে ॥২৪২॥

এই শ্রুতির ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে পরাভক্তি বুঝিতে হইবে। (গীতা ১৮।৫৫—৫৫ ॥) কারণ—যে ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে নির্বাণমোক্ষলাভ হয়, ইহা সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই ব্রহ্মজ্ঞানে স্বরাটত্ব লাভ হইয়া সর্বত্র স্বাধীন গতি হয়, অতএব নিশ্চয়ই তাহার দ্বৈত ভাব ও পৃথক সত্বা থাকে।

মায়াবাদী ব্যাখ্যাতাগণ ২৩৯ শ্রুতি হইতে ২৪৩ শ্রুতি পর্যন্ত শ্রুতিগুলিকে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি বলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এই স্বরাটত্ব লাভের কথা অর্থবাদ মাত্র, উহার স্বার্থে কোনও তাৎপর্য নাই।

পূর্বমীমাংসক আচার্যগণ অদ্বৈতবাদী ও মায়াবাদী মতবাদকে এবং তাঁহাদের গ্রাহ্য শ্রুতিগুলিকে অবান্তর ও অর্থবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ অদ্বৈত সম্প্রতিষ্ঠা—মোক্ষ, ও এই দ্বৈত সম্প্রতিষ্ঠা—স্বরাটত্ব লাভ,—উভয়ই স্বীকার করেন। তবে তাঁহাদের মতে নির্বাণমোক্ষ অপেক্ষা এই স্বরাট্ অবস্থাটিই উৎকৃষ্ট, এবং সর্বতোভাবে কাম্য। এ বিষয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী পক্ষে প্রবল শ্রুতিপ্রমাণ বিদ্যমান, দার্শনিক যুক্তিও অতিশয় প্রবল। ইতি—লেখক।

২৪৩। তদেষ শ্লোকো—

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ॥ ইতি।

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিরাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৭।২৬।২॥

মহর্ষি সনৎকুমার শিষ্য নারদকে বলিলেন,—তৎ এষঃ শ্লোকঃ এই স্বরাটের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি মন্ত্র আছে।—

**পশ্যঃ মৃত্যুং ন পশ্যতি** যে সাধক সেই পরমপুরুষ আনন্দব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি আর মৃত্যুপতি যমকে দর্শন করেন না। (পূর্ব শ্রুতিতে যে আবির্ভাব-তিরোভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা স্বরাটপুরুষের ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করিলে সাধারণ জীববৎ এই মর জগতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। আবার ইচ্ছামাত্রেই এই জগতে দেহত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে প্রাকৃত দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ—সবল ব্যক্তির পরিচ্ছদ পরিধানের ন্যায় ইচ্ছাধীন)। **ন রোগং উত ন দুঃখতাম্** তাঁহার কোনো ব্যাধি-পীড়াও হইতে পারে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কোনো দুঃখ ভোগের কথা তো উঠেই না। **পশ্যঃ সর্বং হ পশ্যতি** উক্ত স্বরাট পুরুষ ইচ্ছা করিলে সমস্তই দেখিতে পারেন, করিতেও পারেন। (অর্থাৎ, তিনি ইচ্ছা করিলে যমের বাড়ী যাইয়া যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, জরা-ব্যাধি-দুঃখও ভোগ করিতে পারেন)। **সর্বশঃ সর্বং আপ্নোতি ইতি** এই স্বরাটপুরুষ সর্বাবস্থায় ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কিছুই লাভ করিতে পারেন।

**সঃ একধা, ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা, সপ্তধা নবধা, একাদশঃ শতং চ দশ সহস্রাণি চ বিংশতি** এই স্বরাটপুরুষ একমূর্তিতে থাকিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে এককালেই নিজেকে তিন, পাঁচ, সাত, নয়, একাদশ, শত, সহস্র মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া **পুনঃ এব একঃ চ স্মৃত** পুনরায় এক মূর্তি হইতে পারেন। (শ্রীভাগবতম্ ১০।৬৯।২॥)

**আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ** (সনৎকুমার সংক্ষেপে সাধন বলিতেছেন,) ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ রসাদি যাহাকিছু আহরণ করা হয়—উহাই আহার, সেই আহার শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ মন-বুদ্ধি-চিত্ত শুদ্ধ হয়। **সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ** অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিবার মত মেধালাভ হয়। **স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ** ঐপ্রকার মেধা লাভ হইলে সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি দূর হয়। **মৃদিতকষায়ায় তস্মৈ ভগবান্ সনৎকুমারঃ তমসঃ পারং দর্শয়তি** বিষয় জনিত রাগদ্বেষাদি দোষমুক্ত নারদকে ভগবান সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা দর্শন করাইলেন, বা প্রদান করিলেন। **তং স্কন্দঃ ইতি আচক্ষতে তং স্কন্দঃ ইতি আচক্ষতে** জ্ঞানিগণ ভগবান সনৎকুমারকেই মহাজ্ঞানী স্কন্দ বলিয়া থাকেন॥ ২৪৩॥

'আহারশুদ্ধি' ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু—যাহা আহরণ করা হয়, তাহাই আহার পদবাচ্য। আহার্য বস্তুগুলি যেমন শাস্ত্রসম্মত শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, তেমনি ঐ বস্তুগুলির আহরণ ক্রিয়াটিও সৎ হওয়া প্রয়োজন। অসদুপায়ে সংগৃহীত, অথবা অসদুপায়ে অর্জিত অর্থের দ্বারা ক্রীত আহার্য দ্রব্যগুলি যদি শাস্ত্রসম্মতও হয়, তথাপি উহা 'অমেধ্য' বলিয়া গণ্য হইবে। উহা গ্রহণ করিলে চিত্ত অশুদ্ধ হইবে। অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ, বা ঐ প্রকার অর্থের দ্বারা সংগৃহীত কোনো বস্তু, যদি কেহ কোনো মুমুক্ষু জীবন্মুক্ত পুরুষকে দান করেন, তবে সেই দানগ্রহীতা জীবন্মুক্ত পুরুষ ঐ আহার দোষে দুষিত হইয়া অধঃপতিত হন। শ্রীমদ্‌ভাগবত, মনুসংহিতা, মহাভারত, তন্ত্র, প্রভৃতি গ্রন্থে এই আহার শুদ্ধির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইতি—লেখক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# ঔপনিষদিক সাধন।

সর্বপ্রকার বৈদিক-মতবাদ-সম্মত দশোপনিষদ্ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—এই এগার খানা উপনিষদ আলোচনা করিলে দেখা যায়,—মানবের সদসৎ বিচার-বুদ্ধি প্রকাশ পাইলে বেদ প্রথমে তাহাকে ভগবদ্ভক্তি সহকারে স্বর্গাদি ভোগ-সুখ কামনায় সকাম-কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ-সুখ কামনায় কর্ম করিতে করিতে শেষে এমন জন্ম লাভ হয়, যে জন্মে বৈদিক সৎকর্মলভ্য স্বর্গাদি ভোগ সুখের ক্ষুদ্রতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তদ্বিষয়ে আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না, ( ২১ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। এই প্রকার জ্ঞান উপস্থিত হইলে উপনিষদ্ সেই ব্যক্তিকে কেবলমাত্র আত্মসুখ তাৎপর্যে কর্ম না করিয়া সর্বসাধারণের হিতার্থে কর্ম করিয়া, সেই কর্মফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, ( ১১—১৫ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। এই প্রকার কর্মফল পরমেশ্বরকে সমর্পণের কথা সুস্পষ্ট ভাবে উপনিষদে উল্লেখ না থাকিলেও উপনিষদ্-সদৃশ গীতার ইহাই প্রধান উপদেশ।

কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তি সহকারে শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিলে, সেই কর্মী 'ব্রহ্মবিবিদিষা' লাভ করিয়া সদ্গুরু-সমীপে গমন করেন। তখন সদ্গুরু সেই কর্মফলে অনাসক্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ শিষ্যকে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিয়া, ঐ তিনটি তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনপদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেন। এ বিষয়ে বহু শ্রুতি আলোচিত হইয়াছে।

বেদোক্ত আধ্যাত্মিক সাধন পদ্ধতি মূলত একপ্রকার হইলেও সাধনের অঙ্গগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার এক এক ভাগের বিশেষ একটি অঙ্গের প্রাধান্য দিয়া আচার্যগণ জ্ঞান, ভক্তি, যোগ,—এই তিনটি নামকরণ করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ আচার্যগণের এই ব্যবস্থার ফলে, সাধনেচ্ছু শিষ্য তাহার যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা পাইয়াছে।

যে সাধন পদ্ধতিতে পরমেশ্বরে প্রীতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহার উপাসনা প্রধান —আত্মতত্ত্ব এবং জগৎতত্ত্ব-জ্ঞান, ও মনাদি ইন্দ্রিয়-সংযম-প্রচেষ্টা—যোগ, গৌণভাবে বর্তমান,—সেই সাধন পদ্ধতি ভক্তি বলিয়া খ্যাত। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।৩।৪৭—৫৫॥, শ্রীল রূপগোস্বামীকৃত 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' পৃঃ ১।৯॥, ও ঐ শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যে সাধন-পদ্ধতিতে আত্মতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় বেদান্ত বিচারলব্ধ জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিয়া ভগবদ্‌ভক্তি ও যোগ গৌণ ভাবে বর্তমান—তাহাই জ্ঞান। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১।৩।২৬—৩৪॥, ২।১।১৫—২১॥ দ্রষ্টব্য।

বাহিরের বিষয়গ্রাহী মনোবৃত্তিগুলিকে বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া পরমেশ্বরে, বা পরমাত্মজ্যোতিতে, অথবা আত্মস্বরূপে,—এই তিনটির যে কোনো একটিতে অচঞ্চল ভাবে স্থাপন করা, অথবা মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করা—'যোগ সাধন' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৭৪, ৯৪, ১৮১,২৯১, ৯৭ শ্রুতি দ্রষ্টব্য। এই যোগ সাধনেও ঈশ্বরোপাসনা—অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

এই তিনপ্রকার বৈদিক সাধনপদ্ধতির মধ্যে, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের ক্রিয়াত্মক ব্যাপার গুলি প্রায় এক প্রকার; গীতা ১৩।৭—১১॥ এবং ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু পূর্ববিভাগ দ্রষ্টব্য। ভাবাত্মক ব্যাপারে জ্ঞান ও ভক্তি সাধনে ভেদ আছে। জ্ঞানমার্গে সাধনের প্রথমদিকে 'মলিনসত্ত্বপ্রধান' রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহির্বিষয় হইতে মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যাহার করিবার জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট 'শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ঈশ্বরতত্ত্বের' ধ্যানাদি ভক্তি অঙ্গ যাজন করা হয়। এই প্রকার ভক্তি অবলম্বন করিয়া সাধকের চিত্তবৃত্তিগুলি যখন প্রাকৃত বিষয় গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত হয়, তখন ঈশ্বরোপাসনারূপ ভক্তি যাজনও ত্যাগ হইয়া যায়। জ্ঞানমার্গে সাধক নিজেই যখন অদ্বয়-ব্রহ্ম, তখন তিনি আবার কোন ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন? ২১৩ শ্রুতি ও 'বেদান্ত-পঞ্চদশী' দ্রষ্টব্য।

ভক্তিমার্গে ঈশ্বরতত্ত্বকেই চিন্ময়-অদ্বয়-ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। এই উপাসনা ও তদঙ্গীভূত ভক্ত ও ভগবানে দ্বৈত বুদ্ধি মোক্ষ লাভের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া যায়।

( ভারতে একমাত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু প্রবর্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া, আর যত ভক্তসম্প্রদায় আছেন, সকলেরই সাধ্যতত্ত্ব বা চরম লক্ষ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মে মোক্ষলাভ। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত স্বরাটত্ব লাভ করিয়া দ্বৈতভাবে আনন্দ-রস-ব্রহ্মের আনন্দ-রস উপভোগের প্রসঙ্গ অন্য কোনো সম্প্রদায়ী সিদ্ধাচার্যগণ বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।—ইতি লেখক। )

যোগমার্গে ঈশ্বরোপাসনা অতিশয় গৌণ। প্রধানত যোগ-বিঘ্ন নিবারণের জন্য যোগমার্গে ঈশ্বরোপাসনা করা হয়। দ্বিতীয়ত যোগসাধনেচ্ছু ব্যক্তির যদি আসন ও প্রাণায়াম করিবার মত দৈহিক যোগ্যতা, বয়স ও যোগাভ্যাস করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাব থাকে, তবে বর্তমান জন্মে ঈশ্বরোপাসনা করিলে আগামী জন্মে পরমেশ্বরের কৃপায় ঐ অভাবগুলি দূর হইয়া যোগাভ্যাস করিবার যোগ্যতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা লাভ হয়। এই দুইটি কারণেই যোগমার্গে ভগবদুপাসনা করা হয়।

এখন ভক্তিমার্গে সর্বপ্রধান অবলম্বন ভগবৎ-নামমন্ত্র সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করিয়া, ক্রমে অপরাপর বিষয় সম্পর্কীয় শ্রুতি আলোচনা করা যাইতেছে।—

**বেদোক্ত ভক্তি।—**

বৃহাদরণ্যক উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রুতি বলিতেছেন,—

প্রাচীনকালে বিদেহরাজ জনক তৎকালে ঋষিদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় ঋষিগণ সমাগত হইলে, রাজা জনক একসহস্র গাভী স্বর্ণভূষিত করিয়া সভায় উপস্থিত করত বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি আমার এই দান গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করুন।

প্রথমত সমবেত ব্রাহ্মণগণ কেহই হঠকারিতা প্রকাশ করিলেন না। কিছুকাল পরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার ছাত্রগণের প্রধান সামশ্রবাকে বলিলেন,—হে সামশ্রবা, এই গাভীগুলি আমাদের গৃহে লইয়া যাও।

রাজা জনকের পুরোহিত ঋষি অশ্বল একটু উপহাস ভঙ্গীতে বলিলেন,—তাহা হইলে আপনিই বোধ হয় আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ ?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,—আমি ব্রহ্মিষ্ঠগণের চরণে প্রণাম করি। তবে এখন আমার কিছু গোধনের প্রয়োজন আছে, সেই জন্য রাজার দান গ্রহণ করিলাম॥ বৃঃ আঃ উঃ॥ ৩। ১। ১—২॥

২৪৪। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্বং মৃত্যুনাঽভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি।

হোত্রর্ত্বিজাঽগ্নিনা বাচা বাগ্বৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ্ যেয়ং বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিঃ॥

বৃঃ আঃ উঃ। ৩। ১। ৩॥

ঋষি অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন,—উবাচ হ যাজ্ঞবল্ক্য ইতি হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, (তাহার পর গোধন লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাইবেন)। **যৎ ইদং সর্ব্বং মৃত্যুনা আপ্তং মৃত্যুনা অভিপন্নম্** যে হেতু কর্ম্মলভ্য যাহাকিছু—এমন কি কর্ম্মসাধক বস্তুগুলিও বিনাশশীল, কর্ম্মের কর্ত্তাও যখন মৃত্যু কবলিত, তখন **যজমানঃ কেন মৃত্যোঃ আপ্তিং অতিমুচ্যত ইতি** যাজন করিতে আগ্রহশীল যজমান কোন উপায় অবলম্বনে এই মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে? (যজমান = সাধন করিতে ইচ্ছুক শিষ্য)।

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, **হোত্রা ঋত্বিজা অগ্নিনা বাচা** বাক্যরূপ হোতা, ঋত্বিক্, ও অগ্নি দ্বারা যে যজ্ঞ করা যায়, তাহাতে যজমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। **বাক্ বৈ যজ্ঞস্য হোতা** এই যজ্ঞের বাক্যই হোতা **তৎ ইয়ং যা বাক্ সঃ অয়ং অগ্নিঃ সঃ হোতা** এই যে বাক্য ইনিই এই মুক্তি যজ্ঞের অগ্নি, ইনিই হোতা, ইনিই ঋত্বিক্ প্রভৃতি সমস্তই হইয়া থাকেন। **সঃ মুক্তিঃ সা অতিমুক্তিঃ** এই বাক্যই মুক্তির উপায়, এবং এই উপায়েই অতিমুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ সাধিত হয়॥ ২৪৪॥

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত এই **বাক্যটির স্বরূপ** কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,—

২৪৫। সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ॥

কঠ উঃ। ১। ২। ১৫॥

ঋষি যম নচিকেতাকে বলিলেন,—**সর্বে বেদাঃ যৎ পদং আমনন্তি** সমস্ত বেদাদি শাস্ত্র যে একটি শব্দকে সর্বার্থসাধকরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, **সর্বাণি তপাংসি যৎ বদন্তি চ** বেদরহস্য-অনুসন্ধানরত ঋষিগণের তপস্যার ফলরূপে যাহা কথিত হয়, **যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যং চরন্তি** যে বাক্যটির রহস্য জানিবার জন্য তত্ত্বপিপাসু ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক গুরুকুলে বাস করেন, **তে তৎ পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি** আমি তোমাকে সেই রহস্যপূর্ণ বাক্যটি সংক্ষেপে বলিতেছি।— **এতৎ ওঁ ইতি** সেই বাক্যটি হইতেছে—ওঁ। ২৪৫॥

(এই ওঁ-কারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ১৭১—১৮২॥ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)।

২৪৬। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
ব্রতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

কঠ উঃ। ১। ২। ১৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঋষি যম বলিতেছেন,— **হি এতৎ অক্ষরং ব্রহ্ম এব** যে হেতু এই অক্ষরটি সাক্ষাৎ ব্রহ্মই, এবং **হি এতৎ অক্ষরং পরং এব** যে হেতু এই শব্দব্রহ্মটি সমস্তবেদের সার-নির্ব্বর্ধ, **হি এতৎ অক্ষরং জ্ঞাত্বা** সেই হেতু এই ওঁ-কাররূপ শব্দব্রহ্মের রহস্য অবগত হইয়া, **যঃ যৎ ইচ্ছতি তস্য তৎ** যে যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়॥ ২৪৬॥

২৪৭। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

কঠ উঃ। ১। ২। ১৭॥

ঋষি যম বলিতেছেন,—**এতৎ শ্রেষ্ঠং আলম্বনম্** যে কোনো ব্যাপার সিদ্ধ করিবার জন্য এই ওঁ-কারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। **এতৎ পরং আলম্বনম্** চরম অবলম্বনীয়ও এই ওঁ-কার। (গীতা ৮।১৩-১৩॥)। **এতৎ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে** এই অবলম্বনীয় ওঁ-কারের রহস্য সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিলে সাধক পরব্রহ্মের ধামে গমন করত মহামহিমা প্রাপ্ত হন॥ ২৪৭॥

কঠোপনিষদের তিনটি শ্রুতি ওঁ-কারের মহিমা যে প্রকার ভাষায় প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, তাহাতে বেদোক্ত অন্যান্য মন্ত্র—এমন কি গায়ত্রী-মন্ত্রের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ উঠিতে পারে। এই জন্য পূর্বমীমাংসাদর্শন হইতে 'বিধি-বিচার' সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

'অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাপনং বিধিঃ' যাহা শ্রোতার জানা নাই, স্বাভাবিক উপায়েও কদাপি জানা সম্ভব নহে, তাহাই জানাইয়া তদ্‌বিষয়ে শ্রোতাকে সচেষ্ট করে যে বাক্য—উহাই বিধি।

এই বিধি চার প্রকার,—'উৎপত্তি বিধি, বিনিয়োগ বিধি, অধিকার বিধি, প্রয়োগ বিধি'।

কর্তার প্রয়োজন সাধক উপায়টি জানা নাই, তাহাকে সেই উপায় জানানো 'উৎপত্তি বিধি'। নচিকেতা ব্রহ্মের স্বরূপ বা আত্মতত্ত্ব জানিতেন না, ঋষি যম তাঁহাকে জানাইলেন—**'ওমিত্যেতৎ'** ওঁ—এই ধ্বন্যাত্মক বস্তুটিই ব্রহ্ম বা আত্মা।

কি প্রকার যোগ্যতা থাকিলে কর্তার প্রয়োজন-সাধক উপায়টি কার্যকর করা যাইবে, তাহা জানানো, 'অধিকার বিধি'। ঋষি যম জানাইলেন—**'যদিচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'** ঐ ওঁ-কারের অধিকার লাভ করিবার জন্য 'উপনীত' হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। যাঁহারা ওঁ-কারের অধিকার পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই ব্রহ্মচর্য-বিধি পালন করেন।

উৎপত্তি বিধি অবলম্বন করিলে কি কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তাহা জানানো—'বিনিয়োগ বিধি'। ঋষি যম ২৪৫—২৪৭ এই তিনটি শ্রুতিতে জানাইলেন—এই ওঁকার অবলম্বন করিয়া যঃ যৎ **ইচ্ছতি তস্য তৎ** যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই সিদ্ধ হয়। অতএব **এতৎ অক্ষরং হি পরম্** এই অক্ষরটিই চরম উপায়। নানাপ্রকার কামনা-যুক্ত মানবের পক্ষে এই ওঁকারই **শ্রেষ্ঠং পরং আলম্বনম্** পরম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

উৎপত্তিবিধি, অধিকারবিধি ও বিনিয়োগ বিধি প্রাপ্ত ব্যক্তি কি প্রকারে উৎপত্তিবিধি কার্যকরী করিবে, তদ্‌বিষয়ে উপদেশ—প্রয়োগবিধি। ঋষি যম শিষ্য নচিকেতাকে উপরোক্ত তিনটি বিধি জানাইলেন, কিন্তু প্রয়োগ বিধি জানাইলেন না।

বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে কতিপয় কাম্য যজ্ঞে ষোড়শ ঋত্বিকের মধ্যে যিনি ব্রহ্মার পদে বরিত হন, তাঁহার কর্তব্য—যদি অপর পঞ্চদশ ঋত্বিকের কাহারও কোনো ভুল-ত্রুটি ঘটে, তবে কেবলমাত্র ওঁ উচ্চারণ করিয়া একটি আহুতি দেওয়া। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই একক ওঁ-এর ব্যবহার বা প্রয়োগ দেখা যায়। বেদে বা তন্ত্রশাস্ত্রে আর কোথাও একক ওঁ-কারের প্রয়োগ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; প্রাচীন আচার্যগণের যে সমস্ত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাতেও কোথাও দেখি নাই। ইতি—লেখক।

বেদে দেখা যায় বহু অক্ষর সমন্বিত মন্ত্রের সহিত ওঁ-এর প্রয়োগ আছে। গীতায় ৮।১৩॥ শ্লোকে একক প্রণবের যে প্রয়োগ বিধি দেখা যায়, তাহাতে শ্লোকস্থিত 'ব্যাহরণ' পদের তাৎপর্যে মতভেদ আছে। ব্যাহরণ পদের অর্থ যদি উচ্চারণ করা বা মনে স্মরণ করা হয়, তবে 'প্রয়াণকালে'—অর্থাৎ আত্মার দেহত্যাগকালে তাহা সম্ভব হইবে না। কারণ—

২৪৮। অথ যদাঽস্য বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি।

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ১৫। ২॥

**অথ যদা অস্য বাক্ মনসি, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যতে** মৃত্যুকালে ঐ মানবের বাগিন্দ্রিয় (উপলক্ষণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় * ) মনে উপসংহৃত হয়, অর্থাৎ লয় হয়। তাহার পর ক্রমান্বয়ে মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ সেই পরমদেবতা পরমাত্মায় লয় হয়। **অথ ন জানাতি** তখন সেই মরণাপন্ন ব্যক্তি আর কিছুই জানিতে পারে না। ২৪৮॥

* "মহাশয়, কাক হইতে এই ভাণ্ডস্থিত দধি রক্ষা করিবেন"।—এই বাক্যে 'কাক' পদের দ্বারা দধি বিনষ্টকারী কুকুর বিড়ালাদিকেও বুঝায়। এই প্রকারে পদের তাৎপর্যে পদবাচ্য ভিন্ন অপর যাহা বুঝায়, তাহাই উপলক্ষণ।

এই শ্রুতিতাৎপর্যে জানা যায়—দেহত্যাগক্ষণে প্রণব উচ্চারণ সম্ভব নহে। এই কারণে গীতার ঐ শ্লোকের উদ্দেশ্য—সাধক তাঁহার সাধনের বিষয়ীভূত করিয়া প্রণব সর্বদা ব্যবহার করিবেন। বেদ, স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রে এই প্রকারেই ওঁ-কারের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু যদি একক প্রণব জপের ফলে সকলের পক্ষে সর্বার্থ-সিদ্ধি সম্ভব হইত, তবে কেন বেদ গায়ত্রী উপদেশ করিলেন ?

প্রণবের বিনিয়োগ প্রশ্নোপনিষৎ শ্রুতি বলিতেছেন।—

২৪৯। পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীর-মলোহিতং শুভ্রমক্ষরম্ বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি ॥

প্রশ্ন উঃ। ৪। ১০॥

মহর্ষি পিপ্পলাদ সৌর্যায়িনী গার্গ্যকে বলিলেন,—**যঃ হ বৈ তৎ অচ্ছায়ং অশরীরং অলোহিতং শুভ্রং অক্ষরং বেদয়তে** যে কেহ সেই ছায়াহীন জ্যোতির্ময়, উপাধিদেহবর্জিত, লোহিতাদি কোনো নির্দিষ্ট বর্ণহীন, বিশুদ্ধ, ( ক্ষয়রহিত ব্রহ্মকে ) অক্ষরব্রহ্ম প্রণব রূপে জানেন **সঃ পরং অক্ষরং এব প্রতিপদ্যতে** তিনি শব্দব্রহ্ম প্রণবের বাচ্য পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। **সোম্য যঃ তু বেদয়তে সঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বঃ ভবতি** হে সোম্য, যিনি ( এই শব্দব্রহ্ম প্রণব অবলম্বনে ) পরব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও স্বরাট্ হইয়া থাকেন ॥ ২৪৯ ॥

( উপাধিদেহ=আত্মা হইতে পৃথক দেহ। )

২৫০। তদেষ শ্লোকঃ —

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ, ইতি ॥

প্রশ্ন উঃ। ৪। ১১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পিপ্পলাদ বলিলেন,—**তদেষঃ শ্লোকঃ** এই বিষয়ে একটি মন্ত্র আছে,—**সোম্য, সর্বৈঃ দেবৈঃ সহ বিজ্ঞানাত্মা চ প্রাণাঃ ভূতানি যত্র সম্প্রতিষ্ঠন্তি** হে সোম্য, ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণের সহিত জীবাত্মা ও তাহার দেহস্থিত ইন্দ্রিয়সমষ্টির অবধারক প্রাণ, এবং স্থূলদেহের উপাদান ভূতপঞ্চক যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত (থাকিয়া এই কার্যদেহ গঠন করিয়াছে), **যঃ তু তৎ অক্ষরং বেদয়তে** যিনি সেই অক্ষরব্রহ্মকে জানেন **সঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বং এব আবিবেশ ইতি** তিনি সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া সমস্তই প্রাপ্ত হন, সর্বত্র গমন করিতে পারেন॥ ২৫০ ॥

২৫১। অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি—ইতি। তস্মৈ স হোবাচ॥

প্রশ্ন উঃ। ৫। ১॥

**অথ এনং হ শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ** অনন্তর মহর্ষি পিপ্পলাদকে শিবিপুত্র সত্যকাম প্রশ্ন করিলেন,—**ভগবন্ মনুষ্যেষু সঃ যঃ হ বৈ প্রায়ণ-অন্তং তৎ ওঙ্কারং অভিধ্যায়ীত** হে ভগবান, মনুষ্যগণের মধ্যে যে কেহ যাবজ্জীবন যম ও নিয়ম (যম ও নিয়ম ২৭৫ শ্রুতি ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য) অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মের বাচক প্রণবের ধ্যান করেন, **সঃ তেন কতমং বাব লোকং জয়তি? ইতি** সেই সাধক প্রণব-সাধন অবলম্বনে কোন লোকটি জয় করেন?

**তস্মৈ সঃ উবাচ হ** ঋষি তাঁহাকে বলিলেন,—॥ ২৫১ ॥

২৫২। এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি॥

**সত্যকাম, যৎ এতৎ বৈ পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম ওঙ্কারঃ** হে সত্যকাম, এই যে বেদপ্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম—এতদুভয়ই ওঁকার স্বরূপ। (এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পরব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নিজ হইতে বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, সেইজন্য এই বিশ্বও তদতিরিক্ত কিছু নহে। এই অনন্ত বিশ্বরূপে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাই অপরব্রহ্ম। বিশ্ব সৃজন করিয়াও পরব্রহ্ম অনন্ত অব্যয় অক্ষর স্বরূপে নিত্য বর্তমান। এই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম—উভয়েরই বাচক—ওঁ)। **তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন এব আয়তনেন একতরং অন্বেতি**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই কারণেই বেদজ্ঞেরা এই ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক অবলম্বনে পরব্রহ্মের বিষয়ীভূত ব্রহ্মানন্দ এবং অপরব্রহ্মের বিষয়ীভূত স্বর্গাদি সুখ,—ইহার যে কোনও একটা সাধন করিতে পারেন।। ২৫২॥

২৫৩। স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি॥

প্রশ্ন উঃ। ৫। ৩॥

( ওঁকারে অ, উ, ম,—এই তিনটি অক্ষর মাত্রা সন্নিবিষ্ট আছে। ) **সঃ যদি একমাত্রং অভিধ্যায়ীত** সাধক যদি ঐ প্রণবের মাত্রা অ-কারের তাৎপর্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রণব অবলম্বনে সাধন করেন, **সঃ তেনৈব সংবেদিতঃ তূর্ণং এব জগত্যাং অভিসম্পদ্যতে** তবে তিনি দেহান্তে অ-কার মাত্রাত্মক কর্মফলদাতা দেবতার সহিত চন্দ্রলোকে সাক্ষাৎ করিয়া, অতিসত্বর তাঁহার কর্মফল ভোগের জন্য এই জগতে জন্মগ্রহণ করেন। **তং ঋচঃ মনুষ্যলোকং উপনয়ন্তে** ( প্রণবের প্রথম মাত্রা অ-কার ঋগ্বেদাত্মক, সেই জন্য ) তাঁহাকে ঋগ্বেদীয় কর্মকাণ্ডের স্বরূপ-প্রতীক—প্রণবের প্রথম মাত্রা অ-কার মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি করায়। **সঃ তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সম্পন্নঃ মহিমানং অনুভবতি** ( এই প্রকার সৎকর্মজনিত মনুষ্যদেহলাভ করিয়া ) সেই ব্যক্তি ঐ দেহে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া, ক্রমে ক্রমে প্রণবের পূর্ণ মহিমাজ্ঞান লাভ করে॥ ২৫৩॥

২৫৪। অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভি—রুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে॥

প্রশ্ন উঃ। ৫। ৪॥

**অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে** অতঃপর যদি কেহ প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'-কারের তাৎপর্য অবগত হইয়া ( ১৮০ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ) প্রণবের ধ্যান করেন, তবে **সঃ যজুর্ভিঃ সোমলোকং উন্নীয়তে** সেই ব্যক্তি প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা যজুর্বেদাত্মক 'উ'-কার সহায়ে চন্দ্রলোক-স্বর্গে গমন করেন। **সঃ সোমলোকে বিভূতিং অনুভূয় পুনঃ আবর্ততে** তিনি চন্দ্রলোক-স্বর্গে সুখভোগ করিয়া পুনরায় এই কর্মময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ( প্রণবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দ্বিতীয় মাত্রার জ্ঞান অর্থে—প্রথম মাত্রা ও দ্বিতীয় মাত্রার জ্ঞান বুঝিতে হইবে। কারণ—স্বর্গপ্রাপ্তি কর্মানুষ্ঠান ও উপাসনার ফল ) ॥ ২৫৪ ॥

২৫৫। যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ॥

প্রশ্ন উঃ। ৫। ৫ ॥

**যঃ পুনঃ ত্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ এতং পরং পুরুষং অভিধ্যায়ীত** যে সাধক ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা 'ম'-কারের তাৎপর্য জ্ঞান লাভ করিয়া এই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের ধ্যান করেন, ( এবং তৎসহ প্রণবের প্রথম মাত্রাত্মক কর্মকাণ্ড ও দ্বিতীয় মাত্রাত্মক যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের অধীশ্বর যজ্ঞেশ্বরের উপাসনা করেন ), **সঃ তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ ( ভবতি )** তিনি সূর্যমণ্ডলে অর্থাৎ—দেবযান মার্গে গমন করেন ( ২৫ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। **যথা পাদ-উদরঃ ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ সঃ পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ** যে প্রকারে সর্প তাহার পুরাতন চর্ম্ম নিঃশেষে ত্যাগ করে, সেই প্রকারেই এই প্রণবের তৃতীয়মাত্রার জ্ঞানসম্পন্ন সাধক তাঁহার সমস্ত কৃত পাপ হইতে মুক্ত হন। **সামভিঃ সঃ ব্রহ্মলোকং উন্নীয়তে** সামবেদ স্বরূপ প্রণবের তৃতীয় মাত্রা সহায়ে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থান ব্রহ্মলোকে তিনি গমন করেন। **সঃ এতস্মাৎ পরাৎ জীবঘনাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষং ঈক্ষতে** এই ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সাধক, এই পার্থিব জীব হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ সমস্ত জীব হৃদয়পুরীত অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন ॥২৫॥

২৫৬। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ।—

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥

প্রশ্ন উঃ ।৫.৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ** মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন,—এই বিষয়ে দুইটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র আছে। (তাহার প্রথমটি)—

**তিস্রঃ মাত্রাঃ মৃত্যুমত্যঃ** ওঁ কারের তিনটি মাত্রা অ, উ, ম, পৃথকভাবে গৃহীত হইলে উহা বিনাশশীল হইয়া থাকে। (অর্থাৎ যে সাধক ঐ তিনটি মাত্রাকে পৃথকভাবে জানিয়া কর্মকাণ্ড, কর্মফল লাভের জন্য দেবার্চনা, ও সকাম ভাবে পরমেশ্বরের ধ্যান করেন, তাঁহাদের সেই সাধন ফল বিনাশশীল হয়)। **অনবিপ্রযুক্তাঃ অন্যোন্যসক্তাঃ সম্যক্ প্রযুক্তাসু** প্রণবের মাত্রাগুলিকে পৃথক পৃথক ফললাভের উপায় রূপে না দেখিয়া, একমাত্র ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক রূপে গুরু-উপদেশানুযায়ী উপাসিত হইলে, **বাহ্য—আভ্যান্তর মধ্যমাসু ক্রিয়াসু প্রযুক্তাঃ** যখন সাধকের বাগিন্দ্রিয়ে প্রণব উচ্চারিত হইতে থাকে, মনে বা উপাংশুতে জপ হয়, এবং চিত্তে ধ্যান হইতে থাকে, তখন এই প্রকার ত্রিবিধ সাধন নিরত **জ্ঞঃ ন কম্পতে** প্রণবতত্ত্বজ্ঞানী বিচলিত হন না। (অর্থাৎ—তিনি দেহান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহাকে বিচলিত হইতে হয় না)॥ ২৫১॥

২৫৭। ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ। ইতি॥

প্রশ্ন উঃ। ৫।৭॥

**ঋগ্‌ভিঃ এতম্** (যে সাধক প্রণবের প্রথম মাত্রা অ-কারের তাৎপর্য জ্ঞান লাভ করিয়া প্রণব সংযুক্ত) ঋক্‌বেদীয় মন্ত্রে কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদি করেন, তিনি ইহলোকের সুখ-ঐশ্বর্য লাভ করেন।

**যজুর্ভিঃ অন্তরিক্ষম্** (যে কর্মী প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'-কারের তাৎপর্য জ্ঞান লাভ করিয়া প্রণব সংযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা ঋগ্‌বেদীয় ইষ্ট, দত্ত, পূর্ত কর্ম করেন ও তৎসহ) যজুর্বেদোক্ত দেবার্চনা, দেবতার ধ্যান ও যজ্ঞাদি করেন, তিনি অন্তরিক্ষলোক স্বর্গে গমন করেন।

**কবয়ঃ সামভিঃ যৎ তৎ বেদয়ন্তে** যাঁহারা বুদ্ধিমান মেধাবী, তাঁহারা (প্রণবের তিনটি মাত্রার তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া তৃতীয় মাত্রা 'ম'-কারাত্মক) সামবেদীয় ঈশ্বর-উপাসনাযুক্ত ঋগ্বেদীয় ও যজুর্বেদীয় কর্মকাণ্ড আচরণের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন হয়,—ইহা জানেন, (এবং তদনুরূপ আচরণ করেন)।

**বিদ্বান্ যৎ শান্তং অজরং অমৃতং অভয়ং পরং চ তৎ ওঙ্কারেণ আয়তনেন এব অন্বেতি** বেদতাৎপর্ব-জ্ঞানবান ব্যক্তি (প্রণবের তিনটি মাত্রার পৃথক পৃথক ফলের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া,) যাহা শান্ত, বিক্রিয়া-শূন্য, ক্লেশরহিত, আনন্দ স্বরূপ, অভয়প্রদ, পরমতত্ত্ব,—সেই আনন্দ-ব্রহ্মকেই তাঁহার বাচক ও প্রতীক ওঁ-কার অবলম্বনে সাধন করিয়া প্রাপ্ত হন॥ ২৫৭ ॥

২৫৩ হইতে ২৫৭ শ্রুতি যাহা বলিলেন তাহাতে জানা গেল,—প্রণবের তিনটি মাত্রা ঋক, যজুঃ, সাম,—এই তিনটি বেদাত্মক। এই তিনটি বেদ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কোথাও একক প্রণবের প্রয়োগ বিধি নাই। আনন্দব্রহ্ম প্রাপ্তি, বা মোক্ষলাভের উপায় পদ্ধতিও ঐ তিন বেদে দেখা যায় না। ঐ তিন বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্ ও সংহিতা গুলিতে ব্রহ্মোপলব্ধির নির্দেশ আছে বটে, কিন্তু পদ্ধতি নাই।

ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদে দ্বিজের পক্ষে যে গায়ত্রীমন্ত্র সংযুক্ত উপাসনা পদ্ধতি দেখা যায়, উহাও অধিকার বিধি বিচারে সকলের পক্ষে গ্রাহ্য নহে। তাহারপর গায়ত্রীমন্ত্র-জপ সমন্বিত সন্ধ্যা-উপাসনার বিনিয়োগ বিধিতেও ব্রহ্মোপলব্ধি বা মোক্ষলাভের কোনো উল্লেখ নাই, বরং প্রণবের 'সর্বকর্মারম্ভে বিনিয়োগঃ' দেখা যায়।

ব্রহ্মোপলব্ধি বা মোক্ষলাভের জন্য বিনিয়োগ ও প্রয়োগবিধি এবং পদ্ধতি পাওয়া যায় অথর্ববেদে। অথর্ববেদে ঐ উদ্দেশ্যে প্রণব পুটিত জপ্যমন্ত্র বহু আছে, কিন্তু একক প্রণবের বিনিয়োগ ও প্রয়োগ বিধি নাই।

অথর্ববেদের এই সমস্ত মন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং মন্ত্রগুলির প্রয়োগ পদ্ধতি সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহাতে জানা গেল যে, ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভের জন্য অথর্ববেদোক্ত তথা তন্ত্রোক্ত প্রণবপুটিত মন্ত্রই জপ্য, এবং তৎসহ আনুসঙ্গিক পদ্ধতি আচরণীয়।

যদিও ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিতে প্রণব পুটিত গায়ত্রী মন্ত্রের বিনিয়োগে স্পষ্টত ব্রহ্মোপলব্ধির উল্লেখ নাই, তথাপি গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যাতা আচার্যগণ ছন্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক শ্রুতি অবলম্বনে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্যই গায়ত্রী মন্ত্রের বিনিয়োগ বলিয়াছেন। ইহাতেও প্রমাণিত হয়—একক প্রণব ওঁ-কারের ব্যবহার আদৌ শাস্ত্র সম্মত নহে। ইতি—লেখক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৫৮। গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৩।১২।১॥

**যৎ ইদং কিম্ চ ভূতম্** এই যাহাকিছু স্থাবর-জঙ্গম ভূতবর্গ আছে **ইদং সর্বং বৈ গায়ত্রী** ইহা সমস্তই গায়ত্রী। ( ১৭১ মাণ্ডুক্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—'ওঁ এই অক্ষরই এই সমস্ত'। এই শ্রুতি বলিলেন,—'গায়ত্রীই এই সমস্ত'। তাহা হইলে প্রণব ও গায়ত্রী সমানার্থক বুঝিতে হইবে )। **বাক্ বৈ গায়ত্রী** ( প্রণব যেমন বাক্যরূপে প্রকাশিত হন, তেমনি ) গায়ত্রীও বাক্যরূপে প্রকাশিত হন। **বাক্ বৈ ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ** বাক্যই এই সমস্ত জীবের মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়া, তাহার অভাব-অভিযোগ হইতে ত্রাণ করেন। (এই তাৎপর্যেও প্রণব ও গায়ত্রী মন্ত্র সমান। ব্রহ্ম সূত্র ১।১।২৫ ॥ শঙ্কর ভষ্য দ্রষ্টব্য। ) ॥ ২৫৮ ॥

২৫৯। যা বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥

যদ্বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৩। ১২। ২—৪ ॥

**যা বৈ সা গায়ত্রী. সা বাব ইয়ম্, যা ইয়ং পৃথিবী** ঐ যে গায়ত্রী, উহাই কিন্তু ইহা—যাহাকে আমরা এই পৃথিবী বলি। **হি অস্যাং ইদং সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্** কারণ ঐ শক্তিরূপিণী গায়ত্রীতেই এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। **এতাং এব ন অতিশীয়তে** এই শক্তিকে কেহই অতিক্রম—অর্থাৎ অবহেলা করিতে পারে না ॥

**যা বৈ সা পৃথিবী বাব ইয়ং অস্মিন্ পুরুষে ইদং যৎ শরীরম্** সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের ধারয়ত্রী গায়ত্রীশক্তিরূপিণী এই যে পৃথিবী, ইনিই উপাদান ও শারীরিক শক্তিরূপে এই পুরুষে—অর্থাৎ জীবদেহে বর্তমান আছেন। **হি**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**অস্মিন্ ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ এতাং এব ন অতিশীয়ন্তে** এই গায়ত্রীতেই প্রাণাদি সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। কেহই এই শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না॥

**যৎ বৈ তৎ পুরুষে শরীরং ইদং বাব তৎ** যে শক্তি এই পুরুষ-শরীরে বর্তমান, উহাই এই গায়ত্রীশক্তি। **যৎ ইদং অস্মিন্ অন্তঃ পুরুষে হৃদয়ম্** এই যে গায়ত্রীশক্তি, ইহাই ঐ দেহমধ্যস্থ হৃদয় গুহায় অবস্থিত পরামাত্মার শক্তি। **হি এতৎ এব ন অতিশীয়ন্তে** এই জন্যই কেহ এই মহাশক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না॥ ২৫৯॥

২৬০। ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু ত্রিষু লোকেষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৫।১৪।১॥

**ভূমিঃ অন্তরিক্ষং দ্যৌঃ ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি** ভূমি, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ,—এই তিনটি স্থান বাচক শব্দে আটটি অক্ষর আছে। **গায়ত্র্যৈ একং পদং অষ্টাক্ষরম্** গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম পাদ 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং (ণ্য = নি + অ)'—ইহাতে আটটি অক্ষর আছে। **অস্যাঃ এতৎ পদং এতৎ উ হ এব** গায়ত্রী মন্ত্রের অষ্টাক্ষরাত্মক এই প্রথম পাদটি অষ্টাক্ষরাত্মক ভূমি-অন্তরিক্ষ-স্বর্গই বটে। **যঃ অস্যাঃ এতৎ পদং এবং বেদ** যে সাধক গায়ত্রীমন্ত্রের এই প্রথমপাদের এই প্রকার তাৎপর্য অবগত হইয়া গায়ত্রীমন্ত্র সাধন করেন, **সঃ এষু ত্রিষু লোকেষু যাবৎ তাবৎ হ জয়তি** সেই সাধক এই তিনলোকে যাহা কিছু আছে, সমস্তই লাভ করেন। (এই শ্রুতির দ্যৌ পদের অর্থ পিতৃলোক বা চন্দ্রলোক স্বর্গ বুঝিতে হইবে। গায়ত্রীর প্রথম পাদ ও প্রণবের প্রথম মাত্রা একার্থক। ২৫৩ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)॥ ২৬০॥

২৬১। ঋচো যজূংষি সামানীত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৫। ১৪। ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ঋচঃ যজুংষি সামানি ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি** বৈদিক ভাষায় ঋক্, যজুঃ, ও সাম—এই তিন বেদের নামের অক্ষর সমষ্টি আট *। **গায়ত্র্যৈ একং পদং অষ্টাক্ষরম্** গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ 'ভর্গোদেবস্য ধীমহি'—ইহারও অক্ষর সমষ্টি আট। **ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যাবতী সঃ তাবৎ হ জয়তি যঃ অস্যাঃ এতৎ এবং পদং বেদ** এই ঋক্, যজুঃ ও সাম,—বেদত্রয়ের কর্মকাণ্ড যাজনে যে ফল লাভ হয়,—অর্থাৎ যে স্বর্গভোগ লাভ হয়, তাহাই সাধক গায়ত্রীমন্ত্রের এই দ্বিতীয় পাদ সাধনের দ্বারা লাভ করিতে পারেন। (ইহাতে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ ও প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা সমানার্থক হইল। ২৫৪ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)॥ ২৬১॥

২৬২। প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদ্ধ হৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি যদ্বৈ চতুর্থং তৎ তুরীয়ং দর্শতঃ পদমিতি দদৃশ ইব হ্যেষ পরোরজা ইতি সর্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্যুপরি তপত্যেবং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৫। ১৪। ৩॥

**প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ (বি-আ-নঃ)—ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি** প্রাণ অপান ও ব্যান্,—এই তিনটিতে আটটি অক্ষর আছে। **গায়ত্র্যৈ একং পদং অষ্টাক্ষরম্** গায়ত্রী মন্ত্রের তৃতীয় পাদ 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ',—ইহাতেও আটটি অক্ষর আছে। **অস্যা এতৎ উ হ** অতএব গায়ত্রীর এই তৃতীয় পদটি প্রাণ-অপান-ব্যানাত্মক। **যঃ অস্যাঃ এতৎ পদং এবং বেদ সঃ ইদং প্রাণী যাবৎ তাবৎ হ জয়তি** যে সাধক গায়ত্রী মন্ত্রের এই তৃতীয় পদটিকে এই প্রকারে জানিয়া সাধন করেন, তিনি এই প্রাণবন্ত জীব যে সমস্ত লোকে গমনাগমন করে, সেই সমস্ত লোকের যাবতীয় ভোগ্য প্রাপ্ত হন। (স্বর্গবাসীগণও প্রাণী বিশেষ)।

**অথ যঃ এষঃ তপতি অস্যা তুরীয়ং, দর্শতং পরোরজাঃ এতৎ এব পরম্** অনন্তর এই যিনি আমাদের তাপ প্রদান করেন (এই সূর্যই) ঐ গায়ত্রী

---

* (ঋচঃ =) ২ + (যজুংষি =) ৩ + (সামানি =) ৩ = ৮ অক্ষর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মন্ত্রের চতুর্থ লক্ষ্য। এই সূর্যের একটি নাম দর্শত, ( কারণ তিনি স্বীয় আলোকে জগতের অন্ধকার দূর করিয়া, জগৎ-জীবের সম্মুখে বস্তু প্রকাশ করেন। গায়ত্রী মন্ত্রের চতুর্থ তাৎপর্য ঐ সূর্য সদৃশ, কেন না গায়ত্রীমন্ত্রের সামগ্রিক তাৎপর্য অবগত হইয়া সাধন করিলে অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় )। সূর্যের আর একটি নাম—পররজ, কারণ সূর্যের কিরণ সমস্ত দিকেই বিকীর্ণ হয়। গায়ত্রীমন্ত্র সহায়েও সমস্ত কিছুই লাভ করা যায়। এই প্রকার তাৎপর্যেই গায়ত্রীর চতুর্থ— অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থ গৃহীত হয়। **যৎ বৈ চতুর্থং তৎ তুরীয়ম্** যাহা প্রথম হইতে চতুর্থ, তাহাই তুরীয় পদবাচ্য। ( তুরীয় বা চতুর্থে পূর্ববর্তী তিনটির যোগ্যতা থাকিয়া অধিক থাকে )।

**হি এষঃ দদৃশে ইব দর্শতঃ পদং ইতি** ( সূর্যের দর্শত ও পররজ নামের আরও হেতু আছে )। এই সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষ ( ২৬৫ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ) যাঁহাকে দর্শনকরা যায় বলিয়াই মনে হয়,—তিনিই দর্শত পদের বাচ্য, **হি এষঃ সর্বং উ রজঃ উপর্যুপরি তপতি এব এষঃ পরোরজা** যে হেতু সমস্ত আলোকই এই সূর্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষের আলোক, ( অঙ্গের কিরণ )। এই পৃথিবীর উর্দ্ধে স্বর্গলোক, স্বর্গের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, তাহারও উর্দ্ধে যে সমস্ত উপর্যুপরি লোক আছে, সে সমস্ত লোকেও এই পুরুষই অলোক ও তাপ প্রদান করেন ( ১৪২ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। এই জন্য ইহার নাম পরোরজ, ( গায়ত্রীমন্ত্রের উপাস্য দেবতা এই সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষঃ )। **যঃ অস্যাঃ এতৎ পদং এবং বেদ সঃ শ্রিয়া যশসা এবং হ এব তপতি** যে সাধক গায়ত্রীমন্ত্রের এই তুরীয় তাৎপর্য অবগত হইয়া সাধন করেন, তিনি সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য ও যশ লাভ করিয়া সূর্যের মত দীপ্তিমান্ হন ॥ ১৬২ ॥

এই শ্রুতি গায়ত্রীমন্ত্রের সাধন ফল যাহা বলিলেন, তাহাতে প্রণব ও গায়ত্রী সমম্বার্থ সাধক বলিয়া প্রমাণিত হইল।

২৬৩। **নৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা তদ্বৈ তৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতং, চক্ষুর্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং তস্মাদ্ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি য এবং ব্রূয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম তদ্বৈ তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণো বৈ বলং তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্বলং সত্যাদোগীয় ইত্যেবম্বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব সা স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৫।১৪।৪॥

সা এষা গায়ত্রী এতস্মিন্ তুরীয়ে দর্শতে পরোরজসি পদে প্রতিষ্ঠিতা এইপ্রকার মহিমান্বিতা গায়ত্রী—এই তুরীয়-দৃষ্টবৎ সর্বপ্রকাশক সমস্ত তেজের মূল আধার সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষেই প্রতিষ্ঠিতা। তৎ বৈ সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ সেই পুরুষই সত্যে প্রতিষ্ঠিত (২৬৫। শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। চক্ষুঃ বৈ তৎ সত্যম্, হি চক্ষু বৈ সত্যম্ চক্ষুই হইতেছে সেই সত্য, কারণ চক্ষুদ্বারা দেখিয়াই সত্য নির্ধারণ করা হয়,—ইহা লোক প্রসিদ্ধ। তস্মাৎ যৎ ইদানীং বিবদমানৌ দ্বৌ—অহং অদর্শম্, অহং অশ্রৌষম্, ইতি এয়াতাম্ এই জন্যই এখনও যদি দুইটি বিবাদ পরায়ণ ব্যক্তি বিচারালয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদের এক পক্ষ যদি বলে, 'আমি ঘটনা দেখিয়াছি', অপরপক্ষ যদি বলে 'আমি ঘটনা শুনিয়াছি', তবে যঃ এবং ব্রূয়াৎ অহং অদর্শম্, তস্মৈ এব শ্রদ্দধ্যাম যে পক্ষ বলে—'আমি দেখিয়াছি', সেই পক্ষের কথাই আমরা বিশ্বাস করি।

তৎ সত্যং বৈ বলে প্রতিষ্ঠিতম্ এই সত্য শারীরিক বলে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণাঃ বৈ তৎ বলম্ জীবের প্রাণশক্তিই ঐ বল। তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ অতএব সত্য জীবের প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তস্মাৎ আহুঃ—বলং সত্যাৎ ওগীয়ঃ এই কারণেই জ্ঞানিগণ বলেন,—শারীরিক ও মানসিক বল, বাচিক সত্য অপেক্ষা ওজস্বী। (যে ব্যক্তি শারীরিক শক্তিতে দুর্বল, সে মানসিক শক্তিতেও দুর্বল, ফলে তাহার পক্ষে বিবাদ স্থলে নিরপেক্ষ ভাবে সত্য বলা সর্বাবস্থায় সম্ভব হয়না। এই বলহীন ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য সাধন করাও সম্ভব হয় না। ২৬৮ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)।

এবং উ এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা এই প্রকারেই এই গায়ত্রী সাধকের প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিতা। সা হ এষা গয়ান্ তত্রে এই গায়ত্রীমন্ত্র বাগিন্দ্রিয় প্রধান সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ হইতে সাধককে ত্রাণ করেন। প্রাণাঃ বৈ গয়াঃ তৎ প্রাণান্ তত্রে প্রাণ-অগ্নিসমূহই হইতেছে ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, গায়ত্রী সেই প্রাণাগ্নিগুলিকে ত্রাণ করেন (অর্থাৎ প্রাণ-অগ্নিকে সবল করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করেন)। তৎ যৎ গয়ান্ তত্রে তস্মাৎ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মন্ত্রের চতুর্থ লক্ষ্য। এই সূর্যের একটি নাম দর্শত, ( কারণ তিনি স্বীয় আলোকে জগতের অন্ধকার দূর করিয়া, জগৎ-জীবের সম্মুখে বস্তু প্রকাশ করেন। গায়ত্রী মন্ত্রের চতুর্থ তাৎপর্য ঐ সূর্য সদৃশ, কেন না গায়ত্রীমন্ত্রের সামগ্রিক তাৎপর্য অবগত হইয়া সাধন করিলে অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় )। সূর্যের আর একটি নাম—পররজ, কারণ সূর্যের কিরণ সমস্ত দিকেই বিকীর্ণ হয়। গায়ত্রীমন্ত্র সহায়েও সমস্ত কিছুই লাভ করা যায়। এই প্রকার তাৎপর্যেই গায়ত্রীর চতুর্থ—অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থ গৃহীত হয়। **যৎ বৈ চতুর্থং তৎ তুরীয়ম্** যাহা প্রথম হইতে চতুর্থ, তাহাই তুরীয় পদবাচ্য। ( তুরীয় বা চতুর্থে পূর্ববর্তী তিনটির যোগ্যতা থাকিয়া অধিক থাকে )।

**হি এষঃ দদৃশে ইব দর্শতঃ পদং ইতি** ( সূর্যের দর্শত ও পররজ নামের আরও হেতু আছে )। এই সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষ ( ২৬৫ শ্রুতি দ্রষ্টব্য ) যাঁহাকে দর্শনকরা যায় বলিয়াই মনে হয়,—তিনিই দর্শত পদের বাচ্য, **হি এষঃ সর্বং উ রজঃ উপর্যুপরি তপতি এব এষঃ পরোরজা** যে হেতু সমস্ত আলোকই এই সূর্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষের আলোক, ( অঙ্গের কিরণ )। এই পৃথিবীর উর্ধ্বে স্বর্গলোক, স্বর্গের উর্ধ্বে ব্রহ্মলোক, তাহারও উর্ধ্বে যে সমস্ত উপর্যুপরি লোক আছে, সে সমস্ত লোকেও এই পুরুষই অলোক ও তাপ প্রদান করেন ( ১৪২ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। এই জন্য ইহার নাম পরোরজ, ( গায়ত্রীমন্ত্রের উপাস্য দেবতা এই সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষঃ )। **যঃ অস্যাঃ এতৎ পদং এবং বেদ সঃ শ্রিয়া যশসা এবং হ এব তপতি** যে সাধক গায়ত্রীমন্ত্রের এই তুরীয় তাৎপর্য অবগত হইয়া সাধন করেন, তিনি সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য ও যশ লাভ করিয়া সূর্যের মত দীপ্তিমান্ হন ॥ ১৬২ ॥

এই শ্রুতি গায়ত্রীমন্ত্রের সাধন ফল যাহা বলিলেন, তাহাতে প্রণব ও গায়ত্রী সমন্বার্থ সাধক বলিয়া প্রমাণিত হইল।

**২৬৩। সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা তদ্বৈ তৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতং, চক্ষুর্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং তস্মাদ্ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি য এবং ব্রূয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম তদ্বৈ তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণো বৈ বলং তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্বলং সত্যাদোগীয় ইত্যেবম্বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব সা স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥**

বৃহদারণ্যক উঃ। ৫।১৪।৪॥

**সা এষা গায়ত্রী এতস্মিন্ তুরীয়ে দর্শতে পরোরজসি পদে প্রতিষ্ঠিতা** এইপ্রকার মহিমান্বিতা গায়ত্রী—এই তুরীয়-দৃষ্টবৎ সর্বপ্রকাশক সমস্ত তেজের মূল আধার সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষেই প্রতিষ্ঠিতা। **তৎ বৈ সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্** সেই পুরুষই সত্যে প্রতিষ্ঠিত ( ২৬৫। শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। **চক্ষুঃ বৈ তৎ সত্যম্, হি চক্ষু বৈ সত্যম্** চক্ষুই হইতেছে সেই সত্য, কারণ চক্ষুদ্বারা দেখিয়াই সত্য নির্ধারণ করা হয়,—ইহা লোক প্রসিদ্ধ। **তস্মাৎ যৎ ইদানীং বিবদমানৌ দ্বৌ—অহং অদর্শম্, অহং অশ্রৌষম্, ইতি এয়াতাম্** এই জন্যই এখনও যদি দুইটি বিবাদ পরায়ণ ব্যক্তি বিচারালয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদের এক পক্ষ যদি বলে, 'আমি ঘটনা দেখিয়াছি', অপরপক্ষ যদি বলে 'আমি ঘটনা শুনিয়াছি', তবে **যঃ এবং ব্রূয়াৎ অহং অদর্শম্, তস্মৈ এব শ্রদ্দধ্যাম** যে পক্ষ বলে—'আমি দেখিয়াছি', সেই পক্ষের কথাই আমরা বিশ্বাস করি।

**তৎ সত্যং বৈ বলে প্রতিষ্ঠিতম্** এই সত্য শারীরিক বলে প্রতিষ্ঠিত। **প্রাণাঃ বৈ তৎ বলম্** জীবের প্রাণশক্তিই ঐ বল। **তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্** অতএব সত্য জীবের প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। **তস্মাৎ আহুঃ—বলং সত্যাৎ ওগীয়ঃ** এই কারণেই জ্ঞানিগণ বলেন,—শারীরিক ও মানসিক বল, বাচিক সত্য অপেক্ষা ওজস্বী। ( যে ব্যক্তি শারীরিক শক্তিতে দুর্বল, সে মানসিক শক্তিতেও দুর্বল, ফলে তাহার পক্ষে বিবাদ স্থলে নিরপেক্ষ ভাবে সত্য বলা সর্বাবস্থায় সম্ভব হয়না। এই বলহীন ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য সাধন করাও সম্ভব হয় না। ২৬৮ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )।

**এবং উ এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা** এই প্রকারেই এই গায়ত্রী সাধকের প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিতা। **সা হ এষা গয়ান্ তত্রে** এই গায়ত্রীমন্ত্র বাগিন্দ্রিয় প্রধান সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ হইতে সাধককে ত্রাণ করেন। **প্রাণাঃ বৈ গয়াঃ তৎ প্রাণান্ তত্রে** প্রাণ-অগ্নিসমূহই হইতেছে ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, গায়ত্রী সেই প্রাণাগ্নিগুলিকে ত্রাণ করেন ( অর্থাৎ প্রাণ-অগ্নিকে সবল করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করেন )। **তৎ যৎ গয়ান্ তত্রে তস্মাৎ**



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**গায়ত্রী নাম** যে হেতু এই মন্ত্রটি প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে পাপপ্রবৃত্তি হইতে পরিত্রাণ করেন, সেই হেতু ইহার নাম গায়ত্রী।

**সঃ যাং এব অমূং সাবিত্রীং অন্বাহ সা এষা এব** আচার্য শিষ্যকে উপনীত করিয়া এই যে—সবিতৃদেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া যাঁহার এক নাম সাবিত্রী, সেই সাবিত্রীনামা গায়ত্রীমন্ত্র উপদেশ করেন। আচার্যোপদিষ্ট গায়ত্রীমন্ত্র উক্তপ্রকার শক্তি ও মহিমান্বিতাই বটে। **সঃ যস্মৈ অন্বাহ তস্য প্রাণান্ ত্রায়তে** আচার্য যাহাকে উপনীত করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র প্রদান করেন, গায়ত্রী তাহারই প্রাণ বা ইন্দ্রিয় সমূহকে পরিত্রাণ করেন ॥ ২৬৩ ॥

এই শ্রুতিটি বিশেষভাবে চিন্তনীয়। শ্রুতির প্রথমভাগে যাহা বলিলেন, তাহাতে প্রত্যক্ষকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। ইহাতে 'ঔপদেশিক জ্ঞান' অপেক্ষা 'ব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের' শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে শাস্ত্র ও আচার্য উপদেশানুসারে সাধন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করা ও জ্ঞেয় রূপে জানাই পরমপুরুষার্থ।

শ্রুতির দ্বিতীয়ভাগে বলিলেন,—'সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। শারীরিক বল সত্য হইতে ওজস্বী'। এতৎসহ ২২৮ শ্রুতিটি দ্রষ্টব্য। তাহারপর ২৫৯ শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া শক্তিমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। সমস্ত শক্তির মূল উৎস পরমেশ্বর তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রুতি-প্রমাণ বলেই সাত্বত তন্ত্রশাস্ত্রগুলি শক্তি উপাসনার বিধি দিয়াছেন। ২১২ শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যাকে হৈমবতী উমা বলিয়াছেন। ভারতে উদাসী-সন্ন্যাসী ও যোগী সম্প্রদায়গুলি তাঁহাদের সাধনের একটি প্রধান অঙ্গরূপে শারীরিক শক্তিচর্চা করেন। এই সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

শ্রুতির চতুর্থভাগে বলিলেন,—'যে ব্যক্তি আচার্যের নিকটে বিধিসম্মত রূপে উপনীত হইয়া গায়ত্রীমন্ত্রে উপদিষ্ট হয়, গায়ত্রী তাহাকে ত্রাণ করেন।' ইহাতে অধিকার বিধিতে গুরুতত্ত্বের প্রয়োজন বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকৃত হইল। আচার্যের সংজ্ঞা,— 'আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্যস্তেন চোচ্যতে ॥'

যিনি শিষ্যকে শাস্ত্রমর্ম বুঝাইয়া তাহা আচরণ করান, এবং নিজেও শাস্ত্র সম্মত আচরণ করেন, তিনিই 'আচার্য' পদ বাচ্য।

কলিতে বৈদিক আচার্যের একান্ত অভাব হওয়ায় তন্ত্রোক্ত বিধান গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রে বেদোক্ত মন্ত্র ও অবৈদিক মন্ত্র উভয়বিধই দেখা যায়। এ বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মহানির্বাণতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র হরিভক্তিবিলাস ও স্মৃতি-সংহিতাগুলি, আলোচনা করিতে পারেন। ইতি—লেখক

২৬৪। সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাঽভ্যনূক্তম্ ॥—
তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ইতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৩।১২।৫-৬ ॥

**সা এষা গায়ত্রী চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা** এই প্রকারে এই গায়ত্রী চারটি পাদ-বিশিষ্টা এবং ছয় প্রকারে অভিব্যক্তা। (সর্বজীবের কর্মক্ষেত্র পৃথিবী, জীবদেহ, জীব হৃদয়, প্রাণ, বাক্য, পঞ্চভূত,—এই ছয় প্রকারে গায়ত্রী শক্তির স্থিত)। **তৎ এতৎ ঋচা অভ্যনূক্তম্** এই গায়ত্রীর প্রকৃত তাৎপর্য যে ব্রহ্ম—তাহাই ঋক্‌মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। (এই স্থলে ঋক্‌মন্ত্র অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ যে সমস্ত বৈদিকমন্ত্র তাহাই বুঝিতে হইবে। ঐ সমস্ত মন্ত্রের উদ্দেশ্য ও গায়ত্রীমন্ত্রের উদ্দেশ্য যে একই ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাও বলা হইল)॥

**অস্য মহিমা তাবান্** সূর্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষ, যাঁহার শক্তি এই গায়ত্রী সেই পুরুষের মহিমাই এই গায়ত্রীর মহিমা। **ততঃ চ পুরুষঃ জ্যায়ান্** এই গায়ত্রীর মহিমা অপেক্ষাও ঐ অবিকারী পুরুষ মহান্। কারণ **সর্বাভুতানি অস্য পাদঃ** এই চরাচর জগৎ ঐ পুরুষের এক পাদ মাত্র। **অস্য ত্রিপাৎ অমৃতং দিবি** ঐ দেবতার অপর ত্রিপাদ-অমৃত স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। (দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত স্বর্গসুখ স্থিত। তৃতীয় পাদে ব্রহ্মজ্ঞানীর আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৮।১-৯॥ দ্রষ্টব্য। চতুর্থপাদ অব্যক্ত ॥ ২৬৪ ॥

এই চতুর্থপাদের অস্তিত্ব জানাইয়াছেন বেদ, কিন্তু স্বরূপ বলেন নাই। ভাগতাচার্যগণ বলেন,—শ্রীমদ্‌ভাগবত এই চতুর্থপাদের স্বরূপ বলিয়াছেন, এবং উহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের অপূর্বতা।

১৬৫। * * * অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্‌মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্‌মভ্যো য এবং বেদ ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ১।৬।৬-৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**অথ অন্তরাদিত্যে যঃ এষঃ হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে** অনন্তর সূর্যমণ্ডল মধ্যে এই যে সুবর্ণ সদৃশ জ্যোতির্ময় পুরুষ সাধক কর্তৃক দৃষ্ট হন, **হিরণ্য শ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্বঃ এব সুবর্ণঃ** যাঁহার শ্মশ্রু, কেশ এমনকি নখাগ্রভাগ হইতে সমস্তই সুবর্ণের মত জ্যোতির্ময় **কপি-আসং পুণ্ডরীকং এবং তস্য অক্ষিণী** চক্ষুর্দ্বয় বানরের পশ্চাৎভাগ অথবা রক্তপদ্মের মত রক্তিম, **তস্য উৎ ইতি নাম** তাঁহারই একটি নাম—উৎ। **সঃ এষঃ সর্বেভ্যঃ পাপ্‌ভ্যঃ উৎ-ইতঃ** কারণ—ঐ দেবতা সমস্ত পাপ ও অজ্ঞানের অতীত বা ঊর্ধ্বে স্থিত। **যঃ এবং বেদ সর্বেভ্যঃ পাপ্‌ভ্যঃ বৈ উদেতি হ** যে সাধক তাঁহাকে এইপ্রকারে অবগত হন, তিনি সমস্ত পাপ ও অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবশ্যই উত্থিত হন ॥ ২৬৫ ॥

২৬৬। ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥

মুণ্ডক উঃ। ২। ২। ৩॥

মহর্ষি অঙ্গিরা শিষ্য শৌনককে বলিলেন,—**সোম্য, ঔপনিষদং মহা-অস্ত্রং ধনুঃ গৃহীত্বা** হে সোম্য, উপনিষদ্‌প্রসিদ্ধ প্রণবরূপ ধনু—মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া, **উপাসা-নিশিতং শরং হি সন্ধয়ীত** ভগবদুপাসনার দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত মন, বা আত্মারূপ বাণ সন্ধান করিবে। অর্থাৎ—ভক্তিপূতচিত্তে একাগ্রমনে প্রণব-বাচ্য পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে। **আয়ম্য তৎ ভাবগতেন চেতসা তৎ অক্ষরং এব লক্ষ্যং বিদ্ধি** যেপ্রকারে যোদ্ধা ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য ভেদ করে, সেই প্রকারেই বিষয়-প্রবৃত্তি হইতে মনকে সবলে আকর্ষণ করিয়া সেই অক্ষরব্রহ্মেই মন স্থির করিবে, বা অক্ষরব্রহ্মরূপ লক্ষ্য ভেদ করিবে ॥ ২৬৬ ॥

২৬৭। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

মুণ্ডক উঃ। ২। ২। ৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**প্রণবঃ ধনুঃ আত্মা হি শরঃ** এই সাধন-সময়ে প্রণব (ওঁকার যুক্ত গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রই) ধনু, মন বা আত্মা ইহার বাণ, **ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যং উচ্যতে** এবং ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। **অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্** প্রমাদশূন্য হইয়া এই লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। (প্রণব ও গায়ত্রীর যে চারটি পাদের কথা—২৫৩ হইতে ২৬৩ শ্রুতি বলিয়াছেন, সেই চারিপাদের প্রথম হইতে তৃতীয় পর্যন্ত তিনটি পাদের বিষয়ীভূত ভোগৈশ্বর্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাধক প্রমাদ)। **শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ** লক্ষ্য ভেদকরিয়া বাণটি যেমন সেই লক্ষ্যস্থলেই নিবিষ্ট থাকে, ব্রহ্মে ঐ প্রকারেই মনস্থির করিবে, বা ব্রহ্মের সহিত একাত্ম হইয়া যাইবে। (পার্শ্ববর্তী বিভূতি ও তজ্জনিত ভৈগৈশ্বর্য, লাভ, প্রতিষ্ঠাদির প্রতি লক্ষ্য করিবে না) ॥ ২৬৭ ॥

২৬৮। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

মুণ্ডক উঃ ।৩।২।৪॥

**অয়ং আত্মা বলহীনেন ন লভ্য** এই ব্রহ্মজ্ঞান—শারীরিক ও মানসিক বল যাহার নাই, সে লাভ করিতে পারে না। (কেননা তাহার পক্ষে সাধন-পরিশ্রম করা সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করিবার মত মনোবলও তাহার নাই)। **ন চ প্রমাদাৎ** যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধন করিতে যাইয়া তদতিরিক্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া প্রমাদ ঘটায়, সেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরিতে পারে না। **অপি চ অলিঙ্গাৎ বা তপসঃ ন** অথবা কেবলমাত্র গার্হস্থ্য-আশ্রমাদি ত্যাগ বা তপস্যার দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। **তু এতৈঃ উপায়ৈঃ যঃ বিদ্বান্ যততে** পরন্তু শারীরিক ও মানসিক বলসম্পন্ন, বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত, শাস্ত্রসম্মত সাধনে যত্নবান ও বিদ্বান—অর্থাৎ বিচারশীল, ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। **তস্য এষঃ আত্মা ব্রহ্মধাম বিশতে** এই প্রকার সাধকের আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন। (ব্রহ্মধাম অর্থে—অদ্বৈত বাদে, নির্বিশেষে মোক্ষ, এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে পরমেশ্বরের নিত্যধাম গোলক-বৈকুণ্ঠ বুঝিতে হইবে।) ॥২৬৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৬৯। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

কঠ উঃ ।১।৩।৩-৪॥

ঋষি যম শিষ্য নচিকেতাকে বলিলেন,—**আত্মানং রথিনং বিদ্ধি তু শরীরং রথং এব** এই দেহে অবস্থিত আত্মাকে একটি রথারোহী ব্যক্তি বলিয়াই জানিবে, এই দেহই তাহার রথ। **বুদ্ধিং তু সারথিং চ মনঃ প্রগ্রহং এব বিদ্ধি** বুদ্ধিতত্ত্বকে সারথি ও মনকে এই রথের ঘোড়ার বল্গা (লাগাম) বলিয়া জানিবে ॥

**ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ** ইন্দ্রিয় গুলিকে এই দেহরথের ঘোড়া বলা হয়। **তেষু গোচরান্ বিষয়ান্** দেহন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিবিশিষ্ট এই রথের স্বাভাবিক গতিপথ—এই জাগতিক রূপ-রসাদি বিষয়ের দিকেই হয়। **মনীষিণঃ আহুঃ—আত্মা-ইন্দ্রিয়-মনঃ-যুক্তং ভোক্তা ইতি** জ্ঞানিগণ বলেন,—শুদ্ধ আত্মা এই দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-সংযুক্ত হইয়াই প্রাকৃত বিষয়ের ভোক্তা হইয়াছেন ॥ ২৬৯ ॥

২৭০। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥

কঠ উঃ ।১।৩।৫-৬॥

**যঃ তু সদা অবিজ্ঞানবান্ মনসা অযুক্তেন ভবতি** যাহার দেহরথের বুদ্ধিসারথি সর্বদা সতর্কতার সহিত কর্তব্যাকর্তব্য বিচার না করিয়া মনরূপ লাগাম শিথিল করে, **তস্য ইন্দ্রিয়াণি সারথেঃ দুষ্ট-অশ্বাঃ ইব অবশ্যানি** তাহার ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়াগুলি অবশীভূত হইয়া দুষ্ট অশ্ব ও দুর্বল সারথি সমন্বিত রথের আরোহীর বিপদের মত বিপদ ঘটায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**যঃ তু সদা বিজ্ঞানবান্ মনসা যুক্তেন ভবতি** যাহার দেহরথের বুদ্ধিসারথি সর্বদা বিচারশীল হইয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করত মন-লাগামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, **সারথেঃ সদশ্বা ইব তস্য ইন্দ্রিয়াণি বশ্যানি** তাহার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত থাকে, এবং বলবান্ সারথির বশীভূত ঘোড়া যেমন ঠিকপথে চলে, সেই প্রকারেই ইন্দ্রিয়জয়ী দেহী সৎপথে চলিতে পারেন ।।২৭০ ।।

২৭১। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥

কঠ উঃ ।১।৩।৭-৮ ।।

**যঃ তু সদা অমনস্কঃ অবিজ্ঞানবান্ অশুচিঃ** যাহার দেহরথের বুদ্ধি সারথি সর্বদা কর্তব্যবিষয়ে অনবহিত, কর্তব্যাকর্তব্য বিচারশূন্য, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লোলুপ, **সঃ তৎ পদং ন আপ্নোতি তু সংসারং অধিগচ্ছতি চ** সেই দেহ রথের রথী আত্মা, সেই পরমপদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। সে ব্যক্তি এই জন্মমৃত্যু-বিশিষ্ট সংসারগতিই লাভ করে ।।

**তু যঃ বিজ্ঞানবান্ সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ভবতি** পরন্তু যে দেহরথের বুদ্ধি সারথি বিচারনিপুণ, মনোযোগী ও সর্বদা পবিত্র ভাব বিশিষ্ট হয়, **সঃ তু তৎ পদং আপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়ঃ ন জায়তে** সেই দেহরথের রথী আত্মাই সেই পরমপদ লাভ করেন, যে পদ হইতে পুনরায় এ সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।। ২৭১ ।।

২৭২। বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

কঠ উঃ ।১।৩।৯।।

**যঃ তু বিজ্ঞান-সারথিঃ মনঃ-প্রগ্রহবান্ নরঃ** যে ব্যক্তির দেহ রথের বিচারশীল বুদ্ধিসারথি মনলাগাম সুদৃঢ়রূপে আয়ত্বাধীন করিতে পরিয়াছে, **সঃ অধ্বনঃ পারং তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং আপ্নোতি** সেই ব্যক্তিই এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সংসাররূপ অজ্ঞানান্ধকার অতিক্রম করিয়া সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৭২ ॥

২৭৩। যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥

কঠ উঃ। ১। ৩। ১৩॥

**প্রাজ্ঞঃ বাক্ মনসি যচ্ছেৎ** বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তি প্রথমে বাক্‌প্রধান ইন্দ্রিয় সমূহ মনে লয় করিবেন, অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ করিবেন। **তৎ জ্ঞানে আত্মনি** তাহার পর সেই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে নিত্যানিত্য-বিচারশীল বুদ্ধিতত্ত্বে লয় করিবেন। **জ্ঞানং মহতি আত্মনি নিযচ্ছেৎ** সেই বুদ্ধিতত্ত্বকে আত্মস্বরূপ-ধ্যানে নিযুক্ত করিবেন। **তৎ শান্তে আত্মনি যচ্ছেৎ** এই প্রকারে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি নিরস্ত হইবে, তখন সেই পরমাত্মায় নিজ আত্মাকে অর্পণ করিবেন। (শ্রীমদভাগবতম্। ২। ১। ১৬-২১॥)॥ ২৭৩॥

কঠোপনিষদের এই আটটি শ্রুতি 'রথন্তর শ্রুতি' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৭। ১৫। ৪১-৪৬॥ ইহার বর্ণনা আছে এবং টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইতি—লেখক।

২৭৪। একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভুতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ১১॥

**একঃ দেবঃ সর্বভুতেষু গূঢ়ঃ** এক অদ্বিতীয় দেবতা সমস্ত জীবহৃদয়ে নিগূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছেন, **সর্বব্যাপী সর্বভুত-অন্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষঃ** তিনিই সর্বব্যাপী, সর্বজীবের পরমাত্মা, এবং সকলের সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা। **সর্বভুত-অধিবাসঃ সাক্ষী চেতা** তিনিই সর্বভূতের আশ্রয়, সমস্ত জীবের সমস্ত কর্মের সাক্ষী, এবং এই জীবদেহের চৈতন্য বিধানকারী। (এতৎ সত্বেও তিনি কিন্তু) **নির্গুণঃ কেবলঃ চ** প্রাকৃত সত্বাদিগুণ ও উপাধি রহিত ॥ ২৭৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৭৫। তৎ কর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ৩॥

( জীব হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মাই দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক। জগতের সমস্ত কর্ম—তাঁহারই কর্ম, ৭৯ শ্রুতি। গীতা ১৮।৬১॥, ৯।২৪॥ এই কারণে মানুষ ঈশ্বরের কর্মই করে, এবং শেষ পর্যন্ত ) **তৎ-কর্ম কৃত্বা** তাঁহার কর্ম করিতে করিতে যখন চিত্ত শুদ্ধ হইয়া কর্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হয়, তখন **ভূয় বিনিবর্ত্য** পুনরায় কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া **একেন** একমাত্র গুরু চরণে শরণাগতি দ্বারা, অথবা **দ্বাভ্যাং** গুরুসেবা ও ভগবদ্ভক্তি দ্বারা, অথবা **ত্রিভিঃ** গুরুসেবা, ভগবদ্ভক্তি ও শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, ( সাধন ) দ্বারা; অথবা **অষ্টভিঃ** গুরুসেবা, ভগবদ্ভক্তি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,—এই আটটির দ্বারা, এবং এতৎ সহ **আত্ম গুণৈঃ** আত্মার নিজগুণ—দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌচ, মাঙ্গল্য, বিষয়-ভোগে অস্পৃহা, অকার্পণ্য, অনায়াস—অর্থাৎ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টি, অনসূয়া, ও **সূক্ষ্মৈ চ** পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্যফলে **কালেন তত্ত্বেন তত্ত্বস্য যোগং সমেত্য এব চ** কালক্রমে এই জন্মে বা জন্মান্তরে পরমেশ্বর-তত্ত্বের সহিত সাধকের আত্মতত্ত্বের যোগ সাধিত হইয়া, সাধক পরমেশ্বরের নিত্যধামে প্রবেশ করেন॥ ২৭৫॥

যম :—অহিংসা, সত্যকথন, অচৌর্য, বিষয়ে অনাসক্তি, অসৎকর্মে লজ্জা, অসঞ্চয়, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, বিষয় বা অসৎ প্রসঙ্গে মৌনাবলম্বন, সুখ-দুঃখে স্থিরতা, ক্ষমা অপরাধে ভয়,—এই দ্বাদশটি যম। শ্রীভাগবতম্ ১১।১৯।৩৩॥

নিয়ম :—শৌচাচার, ইষ্টমন্ত্র জপ, তপস্যা—অর্থাৎ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে চেষ্টা, হোম—অর্থাৎ সাধনানুকুল দেবার্চনা, শ্রদ্ধা, অতিথি সৎকার, ইষ্টার্চনা, তীর্থভ্রমণ, পরোপকার, নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টি, গুরুসেবা,—এই দ্বাদশটি নিয়ম। শ্রীভাগবতম্ ১১। ১৯। ৩৪॥

প্রত্যাহার :—ইচ্ছা মাত্রেই বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ গুলিকে প্রাকৃত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করণ।

অনসূয়া—অপরের উৎকর্ষে ক্ষুব্ধ না হওয়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৭৬। আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ
কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ৪॥

(মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ। সেই কর্ম যদৃচ্ছাক্রমে না করিয়া) **যঃ গুণান্বিতানি কর্মাণি আরভ্য** যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত সৎকর্ম করিতে আরম্ভ করিয়া **সর্বান্ ভাবান্ চ বিনিযোজয়েৎ** ঐ সমস্ত সৎকর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখেন, অথবা সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বরকে অর্পণ করেন, **তেষাং অভাবে কৃতকর্মনাশঃ** সেই কর্মীর কর্মসমূহের ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায়, তাঁহার কৃত কর্মবন্ধন নাশ হয়। **সঃ কর্মক্ষয়ে তত্ত্বতঃ অন্যঃ যাতি** সেই ব্যক্তির কর্মক্ষয় হওয়ায়, তিনি কর্মফল হইতে পৃথক ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন॥ ২৭৬॥

২৭৭। দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।

তান্নু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু বিদিত্বোর্ধ্বা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্॥

ছান্দোগ্য উঃ। ১। ৪। ২—৩॥

**দেবাঃ বৈ মৃত্যোঃ বিভ্যতঃ ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্** দেবগণ বা দেবতুল্য বুদ্ধিমান্ মানবগণ মৃত্যু বা আসুরিক পাপ হইতে ভীত হইয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই তিন বেদ বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। (তাঁহারা মনে ভাবিয়াছিলেন যে, বৈদিক সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকিলে পাপ ও পাপের ফল মৃত্যু তাঁহাদের আর দেখিতে পাইবে না। এই আশায়) **তে ছন্দোভিঃ অচ্ছাদয়ন্** তাঁহারা বেদোক্ত কর্মকাণ্ডীয় মন্ত্র সমূহের দ্বারা নিজদিগকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা সর্বদা বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক কর্ম করিতেন। (এখনও দেখা যায়, যে সমস্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ভাল ক্রিয়াকর্ম জানেন, তাঁহারা বহুপ্রকার করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ভূতশুদ্ধি, ইত্যাদি করিয়া থাকেন।) **যৎ এভিঃ অচ্ছাদয়ন্ তৎ ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্** যে হেতু তাঁহারা এই বেদমন্ত্র সমূহের দ্বারা নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, সেই হেতু বেদমন্ত্র গুলি 'ছন্দ' নামে প্রসিদ্ধ হইল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**মৎস্যং উদকে যথা পরিপশ্যেৎ** অভিজ্ঞ মৎস্যশিকারী যেমন জলে মৎস্য থাকিলে তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পারে, (এবং কি প্রকারে ঐ মৎস্য ধৃত হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করে,) **মৃত্যুঃ তান্ উ এবম্, তত্র ঋচি সাম্নি যজুষি পর্যপশ্যেৎ** সেই প্রকারে মৃত্যু বা পাপও সেই বেদোক্ত কর্মীদিগকে ঋক্-সাম-যজুর্বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই দেখিতে পাইলেন। (অর্থাৎ সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাঁহারা অসৎকর্ম হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিতে পারিলেন না)। **তে নু বিদিত্বা ঋচঃ সাম্নঃ যজুষঃ ঊর্ধ্বাঃ স্বরং এব প্রাবিশন্** সৎকর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা—কর্মের দ্বারা যে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না, এবং কর্মমাত্রেই সদসৎ মিশ্রিত, ইহা অবগত হইয়া ঋক্-সাম-যজুর্বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে উঠিয়া স্বর-শব্দ বাচ্য অক্ষরব্রহ্ম ওঙ্কারকে অবলম্বন করিলেন ॥ ২৭৭ ॥

২৭৮। যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্ ॥

ছান্দোগ্য উঃ ১। ৪। ৪ ॥

**যদা বৈ ঋচং অপ্নোতি** যখনই কেহ ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, **ওঁ ইতি এব অতিস্বরতি** তখনই তিনি ওঁ এই অক্ষরটিকে মন্ত্রের প্রথমেই উচ্চারণ করেন, (কারণ বৈদিক মন্ত্র পাঠের ইহাই বিধি)। **এবং সাম, এবং যজুঃ** সামবেদীয় মন্ত্র পাঠেরও এই বিধি, যজুর্বেদীয় মন্ত্রেরও এই বিধি।

**এতৎ যৎ অক্ষরং** এই যে ওঙ্কার অক্ষরটি **এষঃ উ স্বরঃ** ইহাই স্বর শব্দ বাচ্য। (কারণ—এক প্রণবের মধ্যে সর্বপ্রকার বর্ণ-ধ্বনি নিহিত আছে, এবং উচ্চারণের একটি বিশেষ সুরঝঙ্কারও আছে)। **এতৎ অমৃতং অভয়ম্** এই ওঙ্কারই অবিনাশী ও অভয় ব্রহ্মতত্ত্ব। **তৎ প্রবিশ্য দেবাঃ অমৃতাঃ অভয়াঃ অভবন্** এই ওঙ্কার রূপ শব্দব্রহ্মের মহিমা অবগত হইয়া তাহাকেই অবলম্বন করত দেবগণ অমর ও নির্ভয় হইলেন, (মৃত্যু বা পাপ তাঁহাদের আর স্পর্শ করিতে পারিল না) ॥২৭৮॥

এই শ্রুতি ঋক্ সাম যজুর্বেদীয় মন্ত্রের বিধি উল্লেখ করিলেন, কিন্তু অথর্ববেদীয় মন্ত্রের বিধি বলিলেন না। অথর্ববেদে এমন বহু মন্ত্র দেখা যায়, যাহার প্রারম্ভে ওঁ ব্যবহৃত না হইয়া হ্রীঁং, ক্লীঁং, প্রভৃতি বীজ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই বীজগুলি প্রণবের সমানার্থক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এখন প্রশ্ন হইতেছে—যদি অথর্ববেদীয় বীজগুলি প্রণবের সমানার্থক হয়, তবে সুপ্রসিদ্ধ প্রণব ব্যবহার না করিয়া ঐ জটিল বীজগুলি ব্যবহৃত হইল কেন ?

ইহার উত্তর—বৈদিক অধিকার-বিধি বিচারে দেখা যায়, যাঁহারা বেদবিধি অনুসারে উপযুক্ত বয়সে আচার্য কর্তৃক উপনীত হন, তাঁহারাই প্রণবের অধিকার প্রাপ্ত হন। অনুপনীত ও পতিত্ব দোষযুক্ত ব্যক্তির প্রণবে অধিকার নাই। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত স্মৃতিবচন দুইটি বিচার্য।

"একাহ জপহীনস্তু সন্ধ্যাহীনঃ দিনত্রয়ম্।
দ্বাদশাহমনগ্নিশ্চ শূদ্রঃ এব ন সংশয়ঃ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পাঃ হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

উপনীত ব্যক্তি যদি একদিনও গায়ত্রী জপবিহীন হন, পর পর তিনদিন পূর্ণাঙ্গ সন্ধ্যা না করেন, এবং পর পর দ্বাদশ দিন তাঁহার নিত্যহোম না করা ঘটে, তবে সে ব্যক্তি শূদ্র তুল্য, অর্থাৎ তাহার আর বেদোক্ত মন্ত্রাদিতে কোনো অধিকার থাকে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়॥

এই জন্যই কলির ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ শূদ্রতুল্য। তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধি রক্ষা হয় না। অথর্ববেদ-আগমোক্ত বিধি অনুসারে দীক্ষা সংস্কারের দ্বারাই শুদ্ধি রক্ষিত হয়॥"

অথর্ববেদ ও তদনুগত তন্ত্রশাস্ত্রগুলিকেই আগমশাস্ত্র বলা হয়। এই আগমোক্ত মন্ত্র সম্পর্কে স্মৃতিশাস্ত্র বলেন,—

"কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গস্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতি ভাবিতঃ।
দ্বাপরেতু পুরাণোক্তো কলাবাগমঃ সম্ভবঃ॥

হরিভক্তি বিলাস। ৫। ৩॥

সত্যযুগে বেদোক্ত বিধানানুযায়ী সাধন পদ্ধতি অবলম্বিত হইত। ত্রেতাযুগে মন্বাদিস্মৃতি প্রচলিত ছিল। দ্বাপরে পৌরাণিক বিধি গৃহীত হইত। কলিকালে তন্ত্রোক্ত বিধানই মানবের হিতকর।"

কলিকালে মানবের বহু বিষয়ে অযোগ্যতা ও উপযুক্ত আচার্যের অভাব ঘটিবে বুঝিয়াই সর্বজ্ঞ বেদ আগম-ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এই আগমোক্ত বিধান সম্পর্কে মনুস্মৃতি বলেন—

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্যাদন্যান্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণঃ উচ্যতে॥ ২। ৮৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কেবলমাত্র তান্ত্রিক দীক্ষামন্ত্র জপের দ্বারাই মানবের পরমার্থ সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ তাঁহার বৈদিক ক্রিয়াকর্ম করিতে সমর্থ হউন বা না হউন, তিনি যদি তান্ত্রিক মন্ত্র জপ করেন ও সর্বজীবে মৈত্র্য অর্থাৎ সকলের হিতকামী হন, তাহা হইলেই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ॥'

এই কারণেই শ্রীমন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'হরের্নামৈব কেবলম্'। বর্তমান যুগে অপরাপর ধর্মমতেও ভগবন্নামমন্ত্র জপ ও প্রার্থনার ব্যবস্থাই প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই **বৈদিক ভক্তি ও জ্ঞান সাধন।**

**যোগ সাধনঃ—**

যোগ সাধনের আটটি অঙ্গ,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি।

যম ও নিয়ম কি ব্যাপার, তাহা ২৭৫ শ্রুতি ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। আসন অর্থে বসিবার কৌশল। এই আসন বহুপ্রকার। আসনের সার্থকতা—প্রাণায়ামের উপযুক্ত করিয়া দেহ প্রস্তুত করা। সাধারণত আমাদের দেহ যে প্রকার অবস্থায় থাকে, তাহাতে প্রাণায়াম করিলে যক্ষ্মা, হাঁপানি, প্রভৃতি কঠিন পীড়া হয়। সেই জন্য বিচক্ষণ যোগাচার্য উপযুক্ত শিষ্যকে নিজের নিকটে রাখিয়া প্রথমে আসন অভ্যাস করান। আসন-প্রক্রিয়া অতিশয় জটিল, গ্রন্থ পড়িয়া ও ছবি দেখিয়া উহা বুঝা যায় না। আসনে ক্ষুদ্র ত্রুটি থাকিতে প্রাণায়াম আরম্ভ করিলে মহাবিপদ ঘটে।

এই আসন অভ্যাস আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে দুইটি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। শিষ্যের বয়স পনরো বৎসরের মধ্যে হইবে, এবং দৈহিক যোগ্যতা—অর্থাৎ সুগঠিত দেহ ও নীরোগ স্বাস্থ্য প্রয়োজন। এই দুইটি বিষয়ে সামান্য ত্রুটি থাকিলেও পারমার্থিক যোগাভ্যাস সম্ভব নহে। এ বিষয়ে যোগ-সংহিতা গ্রন্থ পঠিতব্য এবং যোগাচার্যগণের সহিত আলোচনীয়। (এখানে যোগাচার্য বলিতে সেই সমস্ত আচার্যগণের কথা বলিতেছি—যাঁহারা সর্বপ্রকার বিষয় ত্যাগ করিয়া, অতি অল্প সংখ্যক শিষ্য পরিবৃত হইয়া, নির্জনে কুটির নির্মাণ করত, শাস্ত্র সম্মত প্রকৃত পারমার্থিক যোগ সাধন করেন)।

প্রসিদ্ধ একাদশ-উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বিশেষভাবে যোগমার্গ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৭৯। যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচার্য্য পৃথিব্যা অধ্যাভরত ॥
যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্বুবর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ২।১—২।।

যোগ সাধনের প্রারম্ভে যোগবিঘ্ন নাশের জন্য ঋষি সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিতেছেন,—**তত্ত্বায় সবিতা প্রথমং মনঃ ধিয়ঃ যুঞ্জানঃ** তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের জন্য যোগারম্ভে সূর্যদেব আমাদের মন ও বুদ্ধিকে পরমাত্মনিষ্ঠ করুন, এবং **অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য পৃথিব্যাঃ অধি আভরত** ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতা অগ্নিপ্রভৃতির পার্থিব বস্তু-প্রকাশ-শক্তিকে এই পার্থিব দেহস্থিত শ্রেষ্ঠবস্তু পরমাত্মায় নিয়োজিত করুন ॥

**বয়ং সবিতুঃ দেবস্য সবে** আমরা সবিতাদেবের কৃপালাভ করিয়া **যুক্তেন মনসা শক্ত্যা স্বুবর্গেয়ায়** পরমাত্মনিষ্ঠ মনের দ্বারা যথাশক্তি পরমার্থ লভের জন্য প্রযত্ন করিতেছি ॥২৭৯।

২৮০। যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ স্বুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ২। ৩॥

**স্বুবঃ যতঃ ধিয়া দিবং বৃহৎ-জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ দেবান্** সুখ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধির জন্য যত্ন করিতে পারে যে বুদ্ধি; সেই বুদ্ধি স্বয়ংপ্রকাশ মহজ্জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির নিমিত্ত আমার ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাদিগকে **মনসা যুক্তায়** মনের সহিত সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত যাহাতে প্রবুদ্ধ করিতে পারে,—**সবিতা, তান্ প্রসুবাতি** হে সূর্যদেব, সেই প্রকারে আপনি আমার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥২৮০॥

২৮১। যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ ।২।৪।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে** যে সকল বিদ্বান্ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধির মনাদি অন্তঃকরণ জন্য বিনিয়োগ করেন, **উত ধিয়ঃ যুঞ্জতে** অধিকন্তু বুদ্ধিকেও সর্বদা ব্রহ্মতত্ত্বে ব্যাপৃত রাখেন, (সেই বিদ্বানদের পক্ষে) **বিপ্রস্য বৃহতঃ বিপশ্চিতঃ সবিতুঃ দেবস্য ইৎ মহী পরিষ্টুতিঃ** সর্বব্যাপক মহান্ সর্বজ্ঞ সূর্যদেবের এইপ্রকার মহতী স্তুতি করা কর্তব্য। (কারণ সূর্যদেবই) **হোত্রাঃ বি-দধে বয়ুনাবিৎ একঃ** কর্মীদিগকে সকাম যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত করেন, এবং কোন কর্মী মনে মনে কি কামনা করে, তাহাও তিনি জানেন। তিনিই একমাত্র সর্বসাক্ষী ॥২৮১॥

২৮২। যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি
র্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ ।২।৫॥

**বাং পূর্ব্যং ব্রহ্ম নমোভিঃ যুজে** (হে ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাগণ,) আপনাদের সৃজনকর্তা ও পূর্ব্ববর্তী যে ব্রহ্ম, আমি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে সমাহিত হইতেছি। **পথি এব সূরেঃ শ্লোকঃ বি-এতু** এই সন্মার্গে সাধন-প্রবৃত্ত আমার এই স্তুতি সমস্ত দেবতার কর্ণগোচর হউক। **অমৃতস্য বিশ্বে পুত্রাঃ যে দিব্যানি ধামানি আ-তস্থুঃ তে শৃণ্বন্তু** অমৃতের পুত্রগণ যাহারা দিব্যস্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা আমার এই প্রার্থনা-স্তুতি শ্রবণ করুন ॥২৮২॥

২৮৩। সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্তমক্ষিপৎ ॥

শ্বেঃ উঃ। ২।৭ ॥

**প্রসবেন সবিত্রা পূর্ব্যং ব্রহ্ম জুষেত** জীবের দেহধারণোপযোগী খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী সবিতাদেবের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া সনাতন ব্রহ্মের সেবা করিবে। **তত্র যোনিং কৃণবসে** সেই ব্রহ্মপরমেশ্বরে ভক্তিলাভ কর। **হি তে পূর্তং ন অক্ষিপৎ** কারণ পরমেশ্বরে ভক্তি থাকিলে এই সংসারে ইষ্ট-দত্ত-পূর্তকর্মাদি তোমাকে বন্ধন করিবে না ॥ ২৮৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৮৪। ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ২।৮ ॥

**ত্রিঃ-উন্নতং শরীরম্** যে দেহে মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত, অর্থাৎ সুগঠিত দেহ ও স্বাস্থ্যবান্, তাদৃশ ব্যক্তি দেহকে **সমং স্থাপ্য** সরলভাবে স্থাপন করত ( অর্থাৎ উপযুক্ত যোগী-গুরুর শিক্ষাধীনে আসন অভ্যাসের দ্বারা মেরুদণ্ড সরল করত ) **ইন্দ্রিয়াণি মনসা হৃদি সন্নিবেশ্য** ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের সাহায্যে হৃদয়ে সম্যক নিয়ন্ত্রিত করিয়া **ব্রহ্ম-উড়ুপেন বিদ্বান্ সর্বাণি ভয়াবহানি স্রোতাংসি প্রতরেত** অক্ষরব্রহ্ম-প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে যোগতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান সমস্ত ভয়াবহ সংসারস্রোত অতিক্রম করেন ॥ ২৮৪ ॥

২৮৫। প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ২।৯ ॥

**সংযুক্তচেষ্টঃ বিদ্বান্** শাস্ত্রবিহিত নিয়মিত আহারাদি সদাচার অবলম্বনকারী ( গীতা ৬।১৭॥ ) যোগশাস্ত্রাভিজ্ঞ **ইহ প্রাণান্ প্রপীড্য** এই যোগাবলম্বনের উপযোগী আসনে অভ্যস্ত হইয়া পঞ্চপ্রাণবায়ু সংযত করত প্রাণায়াম অবলম্বনে **প্রাণে ক্ষীণে** প্রাণবায়ু স্থির ও সরল হইলে,—অর্থাৎ পুরক ও কুম্ভক সহায়ে প্রাণবায়ু স্থির করিয়া **নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত** নাসিকাপুটের মধ্য দিয়া (সুষুম্না দিয়া ) শ্বাসত্যাগ করিবেন। **দুষ্ট-অশ্বযুক্তং বাহং ইব এনং মনঃ অপ্রমত্তঃ ধারয়েত** তাহারপর দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের সতর্ক সারথির ন্যায় একাগ্রমনে ধ্যেয় বস্তুতে মনস্থির করিবেন। ( পতঞ্জল যোগসূত্র ২।৪৯-৫৫, ও ৩।১১-১৩॥ দ্রষ্টব্য ) ॥ ২৮৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৮৬। সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ২।১০

**শর্করা-বালুকা-বহ্নি-শব্দ-জল-আশ্রয়-বিবর্জিতে** যে স্থানে পাথরকুচি, বায়ুতাড়িত ধুলাবলি, অগ্নিভয়, জনকোলাহল, সাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, জনসাধারণের গমনাগমন, প্রভৃতি যোগসাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, এইপ্রকার নিরাপদ এবং **শুচৌ সমে** পবিত্র সমতল ভূমিতে যোগসাধনের স্থান নির্ণয় করা উচিত। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন **মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুঃ পীড়নে** চক্ষুর পীড়াদায়ক না হইয়া মনোরম হয়। এইপ্রকার নিরাপদ স্থানে কোনো **নিবাত-গুহা-আশ্রয়েণ প্রযোজয়েৎ** প্রবল বায়ুপ্রবাহবর্জিত নির্জন গুহাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করিবে ॥ ২৮৬ ॥

২৮৭। লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ২।১৩ ॥

**লঘুত্বং আরোগ্যং অলোলুপত্বং** মেদ বর্জিত হাল্কা শরীর, দেহ ও মনের রোগহীনতা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি ঔদাসীন্য, **বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবং চ** গাত্রচর্মের স্বচ্ছতা, কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য ও মাধুর্য, **শুভঃ গন্ধঃ** গাত্রে সুগন্ধ, সর্বদা সন্তুষ্ট ভাব ও বিরোধ বর্জিত অবস্থা, **মূত্র-পুরীষং অল্পং** মলমূত্রের অল্পতা,—এই লক্ষণ গুলি **যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি** যোগসাধনের প্রথম স্তরেই প্রকাশ পায়,—ইহা যোগাভিজ্ঞ আচার্যগণ বলিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৮৮। নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎ স্ফটিক শশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ।২।১১॥

**যোগে ব্রহ্মণি অভিব্যক্তিকরাণি** যোগ সাধনে সাধকের চিত্তে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পূর্বে, তদভিব্যক্তিসূচক **নীহার-ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাম্** তুষার, ধূম, সূর্য, বায়ু ও অগ্নির ক্রিয়া ও রূপ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ-যোগী যোগ সাধনকালে কোনো সময়ে বরফের মত শীতল অনুভব করেন, কখনও বা ধূমের গন্ধ প্রাপ্ত হন, কখনও কখনও সূর্যের প্রখর তাপ বা অগ্নিতাপের মত তাপ অনুভব করেন। তৎসহ যোগসাধন কালে তাঁহার চক্ষু সমীপে **খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্** জোনাকীর আলোর মত আলো, বিদ্যুতের ঝলক্, স্ফটিক ও চন্দ্রের মত রূপ প্রকাশিত হইতে থাকে। **এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি** এই সমস্ত লক্ষণ ও রূপদর্শন যোগসিদ্ধির পূর্বাভাস ॥ ২৮৮ ॥

২৮৯। পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ২। ১২॥

**পৃথ্বী-অপ্‌-তেজঃ-অনিল-খে সমুত্থিতে** যোগসাধনকালে যোগী পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতের গন্ধাদি পঞ্চগুণ পৃথক পৃথক ভাবে অবগত হইতে পারিলে, এবং **পঞ্চ-আত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে** ঐ পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া দেহের উপরে কি প্রকার হয়, তাহা উপলব্ধি করত তৎ তৎ ভূততত্ত্বের উদয়াস্ত ধরিয়া সাধন করিতে পারিলে, **যোগ-অগ্নিময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য** সেই যোগীর দেহ যোগাগ্নিতে বিশুদ্ধ হয়, **তস্য ন রোগঃ ন জরা ন মৃত্যুঃ** তাঁহার দেহে জরা-ব্যাধি হয় না, তাঁহার মৃত্যুও জরাব্যাধির ফল নহে॥ (শিব সংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা, পবন বিজয়-স্বরোদয়, প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)॥ ২৮৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৯০। যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ২। ১৫॥

**যদা যুক্তঃ ইহ দীপ উপমেন আত্মতত্ত্বেন ব্রহ্মতত্ত্বং তু প্রপশ্যেৎ** যখন যোগী তাঁহার হৃদয় গুহায় দীপ ও তাহার শিখার ন্যায় আত্মতত্ত্বের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব স্পষ্টত দেখিতে পান, তখন তিনি **অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং দেবং জ্ঞাত্বা** সেই অজ নিত্য সর্বপ্রকার প্রাকৃত দোষস্পর্শ শূন্য বিশুদ্ধ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া **সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে** সর্বপ্রকার অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হন॥ ২৯০॥

২৯১। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥

কঠ উঃ। ২। ৩। ১১॥

**স্থিরাং ইন্দ্রিয়ধারণাং তাং যোগং ইতি মন্যন্তে** (ঋষি যম শিষ্য নচিকেতাকে বলিলেন,—) যোগতত্ত্ববিদ্‌গণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যাহার করিয়া অচঞ্চলভাবে ধারণ করার জন্য যে সাধন, তাহাকেই যোগসাধন বলেন। **তদা অপ্রমত্তঃ ভবতি** (যোগী যতকাল এই মর জগতে থাকিবেন) ততকাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ভোগ সম্পর্কে অপ্রমত্ত অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—এমন ব্যাপার হইতে বিরত থাকিবেন, এবং যোগশাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম বা আচরণ করিবেন না। **হি যোগঃ প্রভব-অপ্যয়ৌ** কেন না যোগ সাধনের ফল উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম আচরণাদির ফলে যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকেন॥ ২৯১॥

পতঞ্জল যোগ দর্শন, ঘেরণ্ড সংহিতা, শিবসংহিতা প্রভৃতি যোগ সংহিতা এবং যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, চন্দ্রকেশ্বরতন্ত্র, মহাযোগেশ্বরতন্ত্র প্রভৃতি যোগ শাস্ত্র বলেন যে, যোগী যোগভ্রষ্ট হইলে উৎকট ভোগী হইয়া অধঃপাতে যায়। কিন্তু গীতা (৬। ৪০—৪৫॥) অন্যপ্রকার বলিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় গীতায় শ্রীভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কথিত যোগ হইতে এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যোগের পার্থক্য আছে। ইতি—লেখক।

২৯২। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥

কঠ উঃ। ২। ৩। ১৬॥

**শতং চ একা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ** একশত নাড়ী ও আরও একটি নাড়ী (যাহার নাম যোগশাস্ত্রে সুষুম্না নাড়ী)—হৃদয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। **তাসাং একা মূর্ধানং অভিনিঃসৃতা** তাহার মধ্যে ঐ একটি সুষুম্না নাড়ী মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়াছে। **তয়া উর্ধ্বং আয়ন্ অমৃতত্বং এতি** যোগী মৃত্যুকালে এই সুষুম্না নাড়ী অবলম্বনে প্রাণবায়ু বহির্গত করিয়া দিতে পারলে, তবে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। **বিষ্বঙ্ অন্যাঃ উৎক্রমণে ভবন্তি** বিভিন্নদিকে প্রসারিত অপর কোনো নাড়ী অবলম্বনে প্রাণত্যাগ হইলে, সংসারগতি লাভ হয়॥ ২৯২॥

২৯৩। যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

কঠ উঃ।২।৩।১৪॥

**অস্য যে কামাঃ হৃদি শ্রিতাঃ** সাধকের জন্মজন্মান্তরীন সংস্কার রূপে যে সমস্ত কামনা হৃদয়ে আশ্রিত থাকে, তাহা **যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে** (ভগবৎদর্শনের ফলে ৫১ শ্রুতি) সমস্ত যখন বিদূরিত হয়, **অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি** তখন এই মরণশীল মানব অমরত্ব লাভ করেন, এবং **অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে** এই দেহাবস্থিত অবস্থায়ই (দেহাভিনিবেশ শূন্য হইয়া) ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন॥ ২৯৩॥

২৯৪। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥

মুণ্ডক উঃ।৩।১।৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**যং ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ পশ্যন্তি** যে ব্রহ্মকে নির্মলচিত্ত সাধক যোগীগণ দর্শন করেন, **এষঃ জ্যোতির্ময়ঃ শুভ্রঃ আত্মা হি** সেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাখ্য ব্রহ্মকেই **সত্যেন তপসা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ** সত্যাশ্রয়, তপস্যা ( গীতা ১৭। ১৪-১৬ ॥ ), সম্যক্ জ্ঞান ( ২৪০-২৪১, ও ১৭৭ শ্রুতির 'একাত্মপ্রত্যয়সারম্' দ্রষ্টব্য ) ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা **অন্তঃশরীরে নিত্যং লভ্যঃ** দেহাভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে সর্বদাই দর্শন পাওয়া যায় ॥ ২৯৪ ॥

২৯৫। সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥

মুণ্ডক উঃ। ৩। ১। ৬॥

**সত্যং এব জয়তে** সত্যই জয়লাভ করে, **অনৃতং ন** মিথ্যা জয়লাভ করিতে পারে না। **যত্র সত্যস্য তৎ পরমং নিধানম্** যে স্থানে বা যে সাধকে সত্যাশ্রয় বর্তমান, সেই স্থানে বা সেই সাধকে সর্বোত্তম পুরুষার্থ সম্ভব হয়। **আপ্তকামাঃ ঋষয়ঃ যেন হি আক্রমন্তি** আপ্তকাম ঋষিগণ যে পথে গমন করেন, সেই **দেবযানঃ পন্থাঃ সত্যেন বিততঃ** দেবযান পথ ( অর্থাৎ ক্রমোমুক্তির পথ ) সত্যের দ্বারা আস্তীর্ণ, অর্থাৎ সত্যাশ্রয়ী না হইলে সে পথে কেহ চলিতে পারে না ॥ ২৯৫ ॥

২৯৬। স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা—
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥

মুণ্ডক উঃ। ৩।২।১॥

**যে ধীরাঃ অকামাঃ** যে সমস্ত বুদ্ধিমান সাধক নিষ্কাম হইয়া **পুরুষং উপাসতে** তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষকে ( গুরু পদে বরণ করিয়া ) উপাসনা করেন অর্থাৎ গুরু-উপদেশানুযায়ী সাধন ভজন করেন, **তে এতৎ শুক্রং অতিবর্তন্তি**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহারা জীবদেহোৎপত্তির কারণ পিতৃশুক্রকে অতিক্রম করেন, ( তাঁহারা পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য পিতৃশুক্র আশ্রয় করেন না, পরন্তু মোক্ষলাভ করেন )। **হি সঃ এতৎ পরমং ধামং ব্রহ্ম** কারণ—সেই তত্ত্বজ্ঞ গুরু এই সকলের চরম আশ্রয় যে ব্রহ্ম, **যত্র বিশ্বং নিহিতং** যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইতেছে, **শুভ্রং ভাতি** ( বিশ্বের আশ্রয় হইয়াও যিনি ) সর্বদোষ বর্জিত, **তৎ বেদ** সেই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত আছেন ॥২৯৭॥

২৯৭। উপনিষদং ভো ব্রূহীতি। উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা, বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্ ॥

যো বা এতামেবং বেদ অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥

কেন উঃ। ৪।৭-৯॥

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান দুর্জ্ঞেয়। আচার্যের মুখে শ্রবণ করিয়া শিষ্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন,—**ভোঃ উপনিষদং ব্রূহি ইতি** হে ভগবান বেদের রহস্য ব্রহ্মবিদ্যা আমাকে বলুন।

আচার্য উত্তর দিলেন,—**তে উপনিষৎ উক্তা** তোমাকে সেই উপনিষদ্ই বলিয়াছি। **ব্রাহ্মীং বাব উপনিষদং তে অব্রূম ইতি** এ পর্যন্ত তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা রহস্যই তোমাকে বলিয়াছি ॥

( তবে যে তুমি আমাকর্তৃক কথিত ব্রহ্মবিষয়ক রহস্যবিদ্যা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছনা, তাহার কারণ—) **তপঃ দমঃ কর্ম ইতি তস্যৈ প্রতিষ্ঠা** তপস্যা ( গীতা ১৭।১৪—১৬। ) এবং শ্রুত বিষয় মনন, ইন্দ্রিয় সংযম ও বৈদিক সৎকর্ম হইতেছে—উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা। **বেদাঃ সর্বাঙ্গানি** ঋগাদি চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ ও শিক্ষা-কল্পাদি ষড়ঙ্গ হইতেছে এই ব্রহ্মবিদ্যার সর্বাঙ্গ। **সত্যং আয়তনম্** সত্যাশ্রয়—ইহার আবাসস্থল। ( এই গুলি যথাযথ আচরণ করিলে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ বোধগম্য হইবে )॥

**এতাং নঃ বৈ এবং বেদ** ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় স্বরূপ উপরোক্ত বিষয়গুলি যিনি যথাযথ রূপে অবগত হন, এবং আচরণ করেন, **পাপ্মানং অপহত্য অনন্তে জ্যেয়ে স্বর্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি** তিনি সমস্ত পাপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্ত স্বর্গলোক—ভগবৎ-ধামে প্রতিষ্ঠিত হন ॥২৯৭॥

২৯৮। যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্।

কঠ উঃ।২।৩।১৫

**ইহ যদা হৃদয়স্য সর্বে গ্রন্থয়ঃ প্রভিদ্যন্তে** এই সংসারে মানবদেহে সাধন করিবার ফলে যখন আত্মা হইতে পৃথক বিষয় -ভোগবাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া চিত্ত নির্মল হয়, ('প্র'—এই উপসর্গের তাৎপর্য—স্বর্গের ইন্দ্রত্বলাভের সম্ভাবনাও যদি উপস্থিত হয়, তবে যে ব্যক্তি সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তিকেও উপেক্ষা করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি) **অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি** তখন এই বিনাশশীল দেহে যতদিন এই সংসারে অবস্থান করেন ততদিন অমরের ন্যায় নির্ভীক হন। (কারণ তখন তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন যে, এই দেহান্তে তাঁহার আনন্দব্রহ্ম লাভ হইবে)। **এতাবৎ হি অনুশাসনম্** মানবের জন্য বেদ কর্মকাণ্ডাদি যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রদান করিয়া তাহা পালন করিতে অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থি মোচন পর্যন্তই কার্যকর হইয়া থাকে।

আনন্দ-ব্রহ্ম জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ পরিশূন্য স্বয়ংপ্রকাশ, অতএব তিনি সাধনের বিষয় নহেন। মানুষ সাধন করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে মাত্র। বেদ মানুষের প্রাথমিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে রুচি ও সামর্থ্যানুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করত অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে মুক্তি দিয়াই নিরস্ত হইলেন ।২৯৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# বিবিধ বিষয়ক শ্রুতি।

২৯৯। ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং
অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥

মুণ্ডক উঃ ।১।১।১॥

**বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব** ( এই বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে পরবর্তীকালে যিনি ) বিশ্বের কর্তা হইয়া উৎপন্ন বিশ্বের পালক হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মা সমস্ত দেবতার অগ্রে জাত হইয়াছিলেন। **সঃ সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং ব্রহ্ম বিদ্যাং জ্যেষ্ঠপুত্রায় অথর্বায় প্রাহ** লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্তবেদ ও বেদের সার ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে বলিয়াছিলেন ॥ ২৯৯ ॥

( এই কারণে সমগ্র বেদের একটি নাম—অথর্বন। পরবর্তীকালে ব্যাসদেব বেদের 'ঋক্', 'যজুঃ' ও 'সাম'গুলি পৃথক পৃথক করিয়া ঋক্-বেদ, সাম-বেদ, ও যজুঃ-বেদ,—এই তিনটি নামকরণ করেন। অবশিষ্ট সমস্ত অথর্ববেদ নামে প্রচলিত হয়। ইহাই হিন্দুপণ্ডিত মনীষিগণের সুদৃঢ় অভিমত )।

৩০০। অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-
ঽথর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥

মুণ্ডক উঃ ।১।১।২॥

**ব্রহ্মা যাং অথর্বণে প্রবদেত** ব্রহ্মা তাঁহার পুত্র অথর্বাঋষিকে যে বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, **অথর্বা তাং পুরা অঙ্গিরে উবাচ** অথর্ব সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাচীনকালে অঙ্গিরা ঋষিকে বলিয়াছিলেন। **সঃ ভারদ্বাজায় সত্য-বহায় প্রাহ** অঙ্গিরাঋষি ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবহ ঋষিকে সেই বিদ্যা উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করেন। এই প্রকারে **ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে পর-অবরম্** ভারদ্বাজ অঙ্গিরা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বেদাচার্যদিগকে অবলম্বন করিয়া গুরুশিষ্য পরম্পরা বেদবিদ্যা জগতে প্রচারিত হইয়াছে ॥৩০০॥

বেদে বহুপ্রকার সাধনোপায় বর্ণিত হইয়াছে। সে সমস্তেরই উদ্দেশ্য গৌণ-মুখ্যভেদে একমাত্র ব্রহ্মোপলব্ধি। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন,—

৩০১। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥
যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥

কঠ উঃ।২।১।১৪-১৫॥

**দুর্গে বৃষ্টং উদকং যথা পর্বতেষু বিধাবতি** দুর্গম পর্বতাদিতে বর্ষিত বৃষ্টিধারাসমূহ যেমন সেই পর্বতাদি হইতে (বিভিন্ন নদ-নদী রূপে একই সমুদ্রের দিকে) প্রবাহিত হয়, **এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যন্** এই প্রকারেই বেদোক্ত ধর্মগুলি পৃথক পৃথক বলিয়া মনে হইলেও (ঐ সমস্ত ধর্মের লক্ষ্য ও গতি সেই অদ্বয়ব্রহ্ম, এবং সেই জন্যই) **তান্ এব অনুবিধাবতি** সেই ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপের দিকেই সমস্ত ধর্ম একলক্ষ্যে প্রধাবিত হইতেছে ॥

**যথা শুদ্ধং উদকং শুদ্ধে আসিক্তং** যেমন শুদ্ধ জল শুদ্ধজলে প্রক্ষিপ্ত হইলে মিশিয়া এক হইয়া যায়, **তাদৃগেব ভবতি** ইহাও সেই প্রকার ব্যাপার। **গৌতম, বিজানতঃ মুনেঃ আত্মা এবং ভবতি** হে গৌতম, জ্ঞানবান মুনির আত্মাও এই প্রকারে শুদ্ধ ব্রহ্মে লয় হয় ॥ ৩০১ ॥

এই শ্রুতির তাৎপর্য,—নদীর জল ঘোলা, সমুদ্রের জল নির্মল। নদীর জলের ময়লা বাদ দিলে শুদ্ধ জল সমুদ্রের জলের সহিত এক হইয়া যায়। জীবদেহস্থিত আত্মা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানমালিন্যরহিত হইলেই ব্রহ্মেলীন হইয়া যায়।

এই দুইটি শ্রুতির দ্বিতীয় তাৎপর্য:—সব ধর্মই মানবাত্মাকে সেই এক অদ্বিতীয় নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মে পৌছাইয়া দিতে পারে। সেই ধর্মটি কিন্তু গতিশীল সত্য ধর্ম হওয়া প্রয়োজন। প্রবহমান নদ-নদীর জলই যেমন সমুদ্রের দিকে গমন করে,—বদ্ধ জলাশয়ের জল যাইতে পারে না, বা জল ভ্রমোৎপাদক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মরীচিকা যেমন জলের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, তেমনি বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাষ, ধর্মের উপমা প্রাধান্যে ধর্মবৎ কিছু, এবং ধর্মের ছল,—এই পাঁচটিও সর্বথা পরিত্যজ্য। এতৎবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীভাগবতে ৭ম স্কঃ, ১৫শঃ অঃ, ১২-১৪ শ্লোক ও তাহার ক্রমসন্দর্ভটীকা দ্রষ্টব্য॥

যাগ-যজ্ঞ দেবার্চনা করিতে হইলে যজমান ঋত্বিক বা পুরোহিত নিযুক্ত করেন। যাঁহারা ঋত্বিক বা পুরোহিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে সাধনের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধি অথবা—যে দেবতার অর্চনা করা হইবে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তত্ত্বোপলব্ধি করিয়াছেন—এমন একজন থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে যজমানের যাগ-যজ্ঞ, দেবার্চ্চনা ফলপ্রদ হয় না, ঋত্বিক-পুরোহিতদেরও অনিষ্ট হয়।

এই বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়াছেন।—

প্রাচীনকালে কুরুদেশে একবার শিলাবৃষ্টিতে শস্য বিনাশ হয়। তখন চক্রপুত্র উষস্তি বালিকা পত্নীসহ দেশত্যাগ করিয়া এক হস্তিপালকদের গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন॥ ছাঃ। ১।১০।১॥

সেখানেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঋষি উষস্তি একদিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া ভিক্ষার্থে বাহির হইয়া কোথাও ভিক্ষা পাইলেন না। শেষে দেখিলেন এক হস্তিপালক কতকগুলি কদর্য মার্ষকলাই সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে।—

৩০২। স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি।

এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ॥

ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি॥

ছাঃ উঃ।১।১০।২-৪॥

**সঃ হ কুল্মাষান্ খাদন্তং ইভ্যং বিভিক্ষে** ঋষি উষস্তি সেই কদর্য মাষকলাই ভক্ষণরত হস্তিপালকের নিকটে ভিক্ষা চাহিলেন। **তং উবাচ হ** হস্তিপালক তাঁহাকে বলিল,—**যৎ চ যে ইমে মে উপনিহিতাঃ** হে ব্রাহ্মণ, এই যে মাষকলাইগুলি আমার সম্মুখের পাত্রে দেখিতেছেন **ইতঃ অন্যে ন বিদ্যন্তে** ইহা ভিন্ন অন্য কোনও কিছু আমার গৃহে নাই॥২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**উবাচ হ** ঋষি উষস্তি ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—**এতেষাং মে দেহি ইতি** ইহা হইতেই আমাকে কিছু দাও।

**তস্মৈ তান্ প্রদদৌ** হস্তিপালক ব্রাহ্মণকে সেই উচ্ছিষ্ট মাষকলাইগুলি প্রদান করিল। (ক্ষুধার্ত ঋষি সেইখানে বসিয়াই কলাইগুলি খাইতেছেন দেখিয়া হস্তিপালক বলিল,)—**হন্ত অনুপানং ইতি** (হে ব্রাহ্মণ, আপনি এখানে বসিয়াই কলাইগুলি খাইতেছেন,) এখন আপনার পানীয় জল যে দিব, তাহাও দুর্ভাগ্যবশত আমার উচ্ছিষ্ট।

**উবাচ হ** ঋষি বলিলেন,—(তোমার প্রদত্ত জল আমি পান করিব না। উহা পান করিলে) **মে উচ্ছিষ্টং বৈ পীতং স্যাৎ** আমাকর্তৃক তোমার উচ্ছিষ্ট পান করাই হইবে।

হস্তিপালক বলিল,—**এতে অপি উচ্ছিষ্টাঃ ন স্বিদ্** এই মাষকলাইগুলি আমার উচ্ছিষ্ট নহে কি?

**ইতি উবাচ হ** হস্তিপালক এই প্রকার প্রশ্ন করিলে ঋষি উষস্তি বলিলেন,—**ইমান্ অখাদন্ ন বৈ অজিবিষ্যম্ ইতি** এই কলাইগুলি না খাইলে আমি বাঁচিতাম না। কিন্তু **মে কামঃ উদপানং ইতি** তৃষ্ণার পানীয় জল আমার ইচ্ছামত লাভ করিতে কোনও অসুবিধা নাই, (অতএব তোমার উচ্ছিষ্ট পাত্রের জলে আমার প্রয়োজন নাই) ॥ ৩০২ ॥

(স্মৃতিশাস্ত্রে আপৎকালীন ধর্মাচরণ প্রসঙ্গে এই শ্রুতি প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে)।

ঋষি হস্তিপালক প্রদত্ত মাষকলাইগুলির কিছু পরিমাণ খাইয়া অবশিষ্ট তাঁহার স্ত্রীর জন্য গৃহে আনিলেন। বালিকাটি সেদিন ভিক্ষায় যাইয়া ভাল ভিক্ষা পাইয়াছিল। সেই জন্য সেই কলাইগুলি না খাইয়া রাখিয়াদিল॥ ছাঃ উঃ ১। ১০। ৫ ॥

সেই রাত্রি গতে প্রভাতে শয্যা ত্যাগকালে ঋষি বালিকা স্ত্রীকে বলিলেন,—হায়, যদি আজ প্রাতে গৃহে কিছু অন্ন পাইতাম, তবে বোধহয় কিছু ধনলাভ হইত। এই দেশের রাজা যজ্ঞ করিতেছেন। সেই যজ্ঞস্থলে যাইতে পারিলে বোধহয় রাজা আমাকেও ঋত্বিক পদে বরণ করিতেন। (কিন্তু এই সুদূরপথ অনাহারে যাই কি প্রকারে।) ছাঃ উঃ।১।১০।৬॥

বালিকাবধূটি বলিল,—হে স্বামিন্, গতকাল আপনি আমাকে যে মাষকলাইগুলি দিয়াছিলেন, ঐগুলি আছে। আপনি ইচ্ছাকরিলে ঐগুলি খাইতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঋষি সানন্দে সেই কদর্য মাষকলাইগুলি আহার করিয়া রাজার যজ্ঞসভায় গমন করিলেন ছাঃ উঃ।১।১০।৭ ॥

( রাজার যজ্ঞে যাঁহারা ঋত্বিক পদে বরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের বেশভূষাও তদনুরূপ। মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অনাহার ক্লিষ্ট দরিদ্র ঋষি উষস্তিকে কেহ অভ্যর্থনা করিলেন না, বা তাঁহারা পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করিলেন না )।

ঋষি উষস্তি যে স্থানে ঋত্বিকগণ বসিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন তাহারই অনতিদূরে বসিয়া কিছুকাল ঋত্বিকগণের ক্রিয়াকর্ম দেখিয়া বুঝিলেন যে, রাজার যজ্ঞে বরিত ঋত্বিকগণের মধ্যে একটিও তত্ত্বজ্ঞ সাধক নাই। তখন তিনি যজ্ঞের প্রথম ঋত্বিক্ প্রস্তাবপাঠককে ( তন্ত্রধারকে ) বলিলেন,—

৩০৩। প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি—ইতি ॥

এবমেবোদ্গাতারমুবাচোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥

ছাঃ উঃ। ১।১০।৯-১০ ॥

**প্রস্তোতঃ, যা দেবতা প্রস্তাবং অন্বায়ত্তা** হে প্রস্তাব পাঠক, যে দেবতা তোমার পঠিত প্রস্তাবে অনুগত আছেন, **তাং অবিদ্বান্ চেৎ প্রস্তোষ্যসি** সেই দেবতাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তবে **তে মূর্ধা বিপতিষ্যতি ইতি** তোমার মুণ্ডপাত হইবে। ( এই কথা শুনিয়া প্রস্তাবপাঠক পাঠ বন্ধ করিলেন )॥

**এবম্ এব উদ্গাতারং উবাচ** এই প্রকারে ঋষি উষস্তি উদ্গাতাকেও বলিলেন,—**উদ্গাতঃ, যা দেবতা উদ্গীথং অন্বায়ত্তা** হে উদ্গাতা, যে দেবতা তোমার উদ্গীথে অনুগত আছেন, **তাং অবিদ্বান্ চেৎ উদ্গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি** তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্গীথ-সাম গানকর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে। ( তাঁহার এই কথায় সামগানও স্থগিত হইয়া গেল )॥ ৩০৩ ॥

অতঃপর ঋষি উষস্তি সমস্ত ঋত্বিকগণকে ঐ প্রকার প্রশ্ন করায় কেহই উত্তর দিতে পারিলেন না। যজ্ঞই স্থগিত হইয়া গেল। সংবাদ পাইয়া রাজা উপস্থিত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩০৪। অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষাণী-ত্যুষস্তিরস্মি চক্রায়ণ ইতি হোবাচ ॥

স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্যৈষিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্যাঽন্যানবৃষি ॥

ছাঃ উঃ। ১।১১।১-২ ॥

**অথ যজমানঃ এনং হ উবাচ** তখন যজ্ঞের যজমান রাজা ঋষি-উষস্তিকে সবিনয়ে বলিলেন,—**অহং ভগবন্তং বৈ বিবিদিষাণি ইতি** আমি পূজনীয় আপনাকে জানিতে বাসনা করি।

**উবাচ হ,—অস্মি চক্রায়ণঃ উষস্তিঃ ইতি** ঋষি বলিলেন,—আমি চক্র ঋষির পুত্র উষস্তি ॥

**সঃ উবাচ হ** রাজা বলিলেন,—**অহং ভগবন্তং বৈ এভিঃ সর্বৈঃ আর্ত্বিজৈঃ পর্যৈষিষম্** আমি আপনাকেই ( আপনার ন্যায় সাধক পুরুষকেই ) যজ্ঞের ঋত্বিকপদে বরণ করিবার জন্য অন্বেষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু **অহং ভগবতঃ বৈ অবিত্ত্যা অন্যান্ অবৃষি** আমি আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি না পাইয়া অপর সকলকে বরণ করিয়াছি ॥ ৩০৪ ॥

৩০৫। ভগবাংস্ত্বেব মে সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি তথেতি হ যজমান উবাচ ॥

ছাঃ উঃ। ১।১১।৩ ॥

( রাজা আরও বলিলেন, )—**ভগবান্ তু এব মে সর্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ ইতি** হে ভগবান্, আপনিই আমার যজ্ঞে ঋত্বিক-কর্মের জন্য সর্বতোভাবে বৃত হউন। ( উষস্তি বলিলেন, )—**তথা ইতি** তাহাই হউক। **অথ তর্হি এতে এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাম্** তবে এইপ্রকার ব্যবস্থা হইলে এই ঋত্বিকগণই আমার পরিচালনাধীনে মন্ত্র পাঠ, সামগানাদি করুন। **তু এভ্যঃ যাবৎ ধনং দদ্যাঃ তাবৎ মম দদ্যাঃ ইতি** আরও একটি কথা এই যে, এই সমস্ত ঋত্বিকগণকে আপনি যে পরিমাণ ধন দক্ষিণা দিবেন, আমাকেও সেই পরিমাণ দক্ষিণা দিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



(আমাকে বেশী দিলে এই সমস্ত ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ অন্তরে দুঃখ পাইবেন, অতএব তাহা করিবেন না)।

**যজমানঃ হ উবাচ, তথা ইতি** যজমান রাজা বলিলেন,—বেশ, তাহাই হইবে ॥ ৩০৫ ॥

অতঃপর প্রস্তাব পাঠক সবিনয়ে উষস্তিকে প্রশ্ন করিলেন,—কোন দেবতা সমস্ত প্রস্তাবমন্ত্রে অন্বিত আছেন তাহা আমাকে বলুন? ছাঃ উঃ। ১।১১।৪॥

ঋষি উত্তর দিলেন,—সেই দেবতা হইতেছেন—প্রাণ। কারণ এই চরাচর ভূতবর্গ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া প্রাণেই লয় হয়॥ (এই প্রাণদেবতা কিন্তু কেবল মাত্র প্রাণ বায়ু নহে, ইনি প্রাণব্রহ্ম। ৮৬, ১১৮ শ্রুতি এবং ব্রহ্মসূত্র ১।১।২৩॥ এর শঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ছাঃ উঃ। ১।১১।৫॥

এই প্রকারে উদ্গাতা ও প্রতিহর্তাও জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষি উত্তর দিলেন, উদ্গীথে আছেন আদিত্য এবং প্রতিহারে আছেন অন্ন-দেবতা। (এই আদিত্য ও অন্নও প্রাকৃত আদিত্য ও অন্ন নহে। উহা আদিত্যব্রহ্ম ও অন্নব্রহ্ম)। ছাঃ উঃ। ১।১১।৬-৯॥

প্রশ্নগুলির উত্তরে সর্বকারণের কারণ সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয় পরব্রহ্মের উল্লেখ না করিয়া উপচারক্রমে প্রাণব্রহ্মাদি বলার হেতু,—পরব্রহ্মতত্ত্বটি দুর্জ্ঞেয়। (৩৬। শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। পারমার্থিক সাধনভজনে কিছু অগ্রসর না হইলে, এতদ্বিষয়ক শাস্ত্র ও আচার্যের বাণী বুঝা যায় না। উক্ত ঋত্বিকগণ ছিলেন সাধনভজনহীন। সেই কারণে ঋষি "শাখাচন্দ্র ন্যায়ে" উপদেশ করিয়াছেন।

"শাখাচন্দ্র ন্যায়" তাৎপর্য—কোনও ব্যক্তি শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখিয়া তাহার সঙ্গীকে দেখাইতে ব্যর্থ হইয়া শেষে বলিল,—ঐ যে মাঠের মধ্যে গাছটি রহিয়াছে, উহার সর্বোচ্চ শাখাটি প্রথম দেখ। তাহারপর ঐ শাখার দক্ষিণ পার্শ্বেই চাঁদ দেখিতে পাইবে।

এই প্রকারে মূল বক্তব্যে শ্রোতা বা প্রশ্নকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টাকে 'শাখাচন্দ্র ন্যায়' বলা হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উষস্তি উপাখ্যানে শ্রুতি জানাইলেন,—বৈদিক ক্রিয়াকর্মে যজমান যাঁহাদের ঋত্বিকপদে বরণ করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন তত্ত্ববেত্তা সাধক থাকা প্রয়োজন, নচেৎ যজমানের ক্রিয়াকর্ম নিষ্ফল হইবে, এবং ঋত্বিকদেরও অনিষ্ট হইবে। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পূজা-অর্চনাদিও এই প্রকারই বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই উপাখ্যানে সেই সুপ্রাচীনকালের সাধারণ জনসমাজের যে চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

এক্ষণে পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক সাধনবিহীন ব্যক্তির পক্ষে পরব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি সম্ভব নহে,—এতদ্ বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন :—

৩০৬। তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

কঠ উঃ। ১।২।১২ ॥

( যদিও ব্রহ্ম সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয়, তথাপি তিনি ) **গূঢ়ং অনুপ্রবিষ্টং** নিগূঢ় ভাবে সর্বত্র প্রবিষ্ট আছেন বলিয়া **দুর্দর্শং** কঠোর সাধনের ফলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। ( অথচ তিনি প্রতিটি জীবের ) **গহ্বরেষ্ঠং গুহাহিতং পুরাণম্** প্রাকৃত কামনা-বাসনাবহুল মানবের অন্তর-হৃদয়গুহায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত। **ধীরঃ তং দেবং অধ্যাত্ম-যোগ-অধিগমেন মত্বা** ধীমান ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ অবলম্বনে তাঁহাকে অবগত হইয়া **হর্ষশোকৌ জহাতি** জাগতিক সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হন ॥৩০৬॥

শুদ্ধব্রহ্ম কিভাবে সর্বত্র নিগূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহা তিনটি কঠশ্রুতি বলিতেছেন।—

৩০৭। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

কঠ উঃ। ২।২।৯ ॥

**যথা একঃ অগ্নিঃ ভুবনং প্রবিষ্টঃ** যেমন এক অগ্নিই পার্থিব বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট অবস্থায় **রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব** ( নিজ স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া ) সেই সেই কাষ্ঠাদির স্বভাবানুযায়ী প্রতিভাত হন ( অর্থাৎ কাষ্ঠে অগ্নি থাকা সত্ত্বেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যেমন তাহার তাপ, ও আলোক ধর্মের প্রকাশ কাষ্ঠাবস্থায় দেখা যায় না) **তথা একঃ সর্ব-ভুত-অন্তরাত্মা** সেইপ্রকারেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে **রূপং রূপং প্রতিরূপঃ** প্রতিটি জীবদেহের অন্তরে থাকিয়া অজ্ঞান জীবরূপেই প্রকাশ পাইতেছেন, (এই অবস্থায় তাঁহার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না)। **বহিঃ চ** তথাপি তিনি ঐ জীবদেহ ও জগদাখ্য অবিদ্যা কর্তৃক অস্পৃষ্ট রূপেই সর্বত্র বিরাজমান॥ ৩০৬॥

৩০৮। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

কঠ উঃ। ২।২।১০॥

**যথা একঃ বায়ুঃ ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভুব** যেমন একই বায়ু পৃথিবীতে পবন, প্রাণবায়ু, অপানবায়ু প্রভৃতি নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, **তথা একঃ সর্বভুতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিঃ চ** সেই প্রকারেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সর্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়া—মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশ পান। **বহিঃ চ** তৎসত্ত্বেও তিনি কিন্তু এই সমস্ত নাম ও রূপের অতীত॥ ৩০৮॥

৩০৯। সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥

কঠ উঃ। ২।২।১১॥

**সূর্যঃ যথা সর্ব-লোকস্য চক্ষুঃ** সূর্য যেমন সমস্ত জীবের চক্ষুর অধিপতি হইয়াও **চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ ন লিপ্যতে** চক্ষু সম্বন্ধীয় পীড়া বা অপবিত্র দৃশ্য দর্শনজনিত পাপাদিতে লিপ্ত হন না; **তথা একঃ সর্বভুতান্তরাত্মা লোকদুঃখেন ন লিপ্যতে বাহ্যঃ** সেই প্রকারেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সর্বভূতের হৃদয় গুহায় অবস্থান করিয়া তৎ তৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিয়াও লৌকিক সুখ-দুঃখে অভিভূত হন না, কারণ তিনি উহার বাহিরে ॥ ৩০৯ ॥

সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয় ব্রহ্ম-পরমাত্মা নিগূঢ় ভাবে জীব-হৃদয় গুহায় অবস্থান করিয়া কি করিতেছেন ও অধ্যাত্মযোগ সহায়ে তাঁহাকে কিপ্রকারে জানা যায়, শ্রুতি তাহা বলিতেছেন।—

৩১০। একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥
কঠ উঃ।২।২।১২॥

**সর্বভূত অন্তরাত্মা একঃ বশী** সমস্ত জীবের হৃদয়স্থিত পরমাত্মা এক, এবং তিনিই সকলের একমাত্র নিয়ন্তা। **যঃ একং রূপং বহুধা করোতি** ঐ পরমাত্মা স্বকীয় অদ্বিতীয় সত্তাকেই বিভিন্ন দেহ-উপাধি ভেদে বহু জীবাত্মারূপে বিভক্ত করিয়া থাকেন। **যে ধীরাঃ আত্মস্থং তং অনুপশ্যন্তি** যে সমস্ত বিচক্ষণ সাধক নিজ নিজ হৃদয়গুহায় সেই পরমাত্মার শুদ্ধস্বরূপ সাধন বলে দর্শন করেন, **তেষাং সুখং শাশ্বতং** তাঁহাদের (সেই পরমাত্মা দর্শন জনিত) আনন্দ স্থায়ী হয়। **ইতরেষাং ন** এই প্রকার পরমাত্মদর্শী ভিন্ন অন্য কাহারও আনন্দ নিত্যকাল স্থায়ী হয় না ॥৩১০।

৩১১। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥
কঠ উঃ।২।২।১৩॥

**যঃ একঃ অনিত্যানাং নিত্যঃ চেতনানাং চেতনঃ** যে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সমস্ত অনিত্যপদার্থের নিত্য আশ্রয় ও কারণ, এবং সমস্ত চেতন পদার্থের চেতয়িতা, (সেই তিনিই) **বহূনাং কামান্ বিদধাতি** বহু জীবের বহুপ্রকার কাম্য বস্তু লাভের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। **যেঁ ধীরাঃ আত্মস্থং তং অনুপশ্যন্তি**



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যে সমস্ত বিচক্ষণ সাধক, দেহস্থিত হৃৎপদ্মে সেই পরমাত্মারূপে পরমেশ্বরকে সাধন বলে দর্শন করেন, **তেষাং শাশ্বতী শান্তিঃ** তাঁহাদেরই চিরশান্তি লাভ হয়। **ইতরেষাং ন** আত্মদর্শীভিন্ন শাশ্বতী-শান্তি লাভ আর কাহারও হয় না ॥৩১১॥

৩১২। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
মুণ্ডক উঃ।২।২।৭॥

**যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ব বিদ্** যে পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ, বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় কার্য কি প্রকারে করিতে হয় তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞ, **ভুবি যস্য এষঃ মহিমা** এই পৃথিবীতে সংঘটিত যাবতীয় ব্যাপার সেই পরমেশ্বরেরই মহিমা। **এষঃ আত্মা হি দিব্যে ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ** এই পরমেশ্বরই আত্মারূপে জ্যোতির্ময় হৃদয়াকাশে অবস্থান করিতেছেন ॥৩১২ ॥

৩১৩। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥
মুণ্ডক উঃ।৩।১।৭॥

( সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম জীবহৃদয়-গুহা রূপ ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থান করিলেও তিনি ) **বৃহৎ চ** সর্ববৃহৎ ও মহান্। **দিব্যং অচিন্ত্য-রূপং চ** তিনি স্বয়ং প্রকাশ ( অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশক অপর কেহ নাই ), এবং তাঁহার রূপ এই প্রাকৃত মনে চিন্তা করা যায় না। ( ব্রহ্ম যেমন সর্ববৃহৎ, তেমনি আবার ) **তৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি** তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর রূপে বিরাজমান। **তৎ দূরাৎ সুদূরে চ ইহ অন্তিকে চ** ( একই কালে ) তিনি দূর হইতেও সুদূরে আছেন, এই আমাদের অতি সন্নিকটেও আছেন। **ইহ পশ্যৎসু তৎ গুহায়াং নিহিতং** এই এখানেই যে সমস্ত চক্ষুষ্মান জীব তাহাদের চক্ষুর সাহায্যে প্রাকৃত বস্তুসমূহ দেখিতেছে, তাহাদেরই হৃদয় গুহায় তিনি সর্বদা অবস্থান করিতেছেন। ( কিন্তু তাহারা তাঁহাকে দেখিতে বা জানিতে পারিতেছে না ) ॥২১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩১৪। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥

মুণ্ডক উঃ।৩।১।৮।

(পরমেশ্বর নিকটে থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁহাকে দেখা যায় না, এবং কি উপায়ে দেখা যায়, তাহা বলিতেছেন,—) **চক্ষুষা ন গৃহ্যতে** এই চক্ষুর দ্বারা সেই পরমেশ্বরের রূপ দৃষ্ট হয় না। **বাচা অপি ন** এই বাগিন্দ্রিয়ের ভাষায় তাঁহার স্বরূপের বর্ণনা হয় না। **অন্যৈঃ দেবৈঃ ন** এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি আদিত্যাদি দেবতাগণ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না। **তপস্যা বা কর্ম্মণা ন** তপস্যা বা বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাও পরমেশ্বর দর্শন হয় না। (তপস্যা ও সৎকর্মানুষ্ঠান যদি নিষ্কাম হইয়া করা যায়, তবে 'ব্রহ্ম বিবিদিষা' অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানিবার জন্য ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়, এবং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ গুরুলাভ হয়। কিন্তু শাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তপস্যা ও সৎকর্মের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না)। **তু জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ** 'ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-জ্ঞানগম্য নহে' (৮০ শ্রুতি)—এইপ্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ সাধনের দ্বারা (৩০৫ শ্রুতি) যখন বিশুদ্ধ সত্ত্ব হন, অর্থাৎ—প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াভিনিবেশ শূন্য শুদ্ধাত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, **ততঃ ধ্যায়মানঃ তং নিষ্কলং পশ্যতে** তখন ধ্যানযোগে সেই পৃথক কলাহীন—অর্থাৎ দেহ-দেহীভেদশূন্য অখণ্ড একরস ব্রহ্মপরমাত্মাকে দর্শন করেন ॥ ৩১৪ ॥

৩১৫। * * * তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি ॥ * * *

এই শ্রুতির ব্যাখ্যা ১৬০ সংখ্যক শ্রুতিতে দ্রষ্টব্য ॥ সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন, সৎকর্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদির ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয় ॥ ৩১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩১৬। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥

কঠ উঃ। ১।২।২০ ॥

**অণোঃ অণীয়ান্** ব্রহ্ম অণু হইতেও সূক্ষ্ম, আবার **মহতঃ মহীয়ান্** বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর। **আত্মা অস্য জন্তোঃ গুহায়াং নিহিতঃ** তিনিই আত্মারূপে ঐ জীবের হৃদয়গুহায় নিগূঢ় ভাবে বর্তমান আছেন। **অক্রতুঃ ধাতুপ্রসাদাৎ আত্মনঃ** সর্বপ্রকার প্রাকৃত ভোগকামনা বর্জিত সাধকের ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ রহিত হইলে তিনি শুদ্ধাত্মস্বরূপে **তং মহিমানং পশ্যতি** সেই মহামহিমান্বিত পরমাত্মা-পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, এবং **বীতশোকঃ** দুঃখ হইতে চিরমুক্ত হন ॥ ৩১৬ ॥

কঠোপনিষদে নচিকেতা, ঋষি যমকে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্ন দুইটির প্রথমটি হইতেছে,—

৩১৭। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥

কঠ উঃ। ১।১।২০ ॥

নচিকেতা ঋষি যমকে বলিলেন **প্রেতে মনুষ্যে ইয়ং যা বিচিকিৎসা** মানুষ মরিয়াগেলে এই যে সংশয় উপস্থিত হয়,—**একে অস্তি ইতি চ একে অয়ং ন অস্তি ইতি** কেহ বলেন মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব আছে, কেহ বলেন মৃত্যুর পরে আত্মার আর কোনও অস্তিত্ব নাই। (অতএব) **ত্বয়া অনুশিষ্টঃ অহং এতৎ বিদ্যাম্** আপনা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি এই বিষয়টি জানিতে চাই। **বরাণাং এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ** আপনি যে আমাকে তিনটি বর দিতে চাহিয়াছেন, সেই তিনটির মধ্যে এইটি আমার প্রার্থনীয় তৃতীয় বর ॥ ৩১৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার জন্য নাস্তিকগণ যে প্রকার যুক্তি উপস্থিত করেন,—বৃহদারণ্যক উপনিষদ তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।—

৩১৮। যৎ সমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং নং পুনরাভবেৎ।
মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্‌ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি॥
জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্॥
তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি॥

বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮।৬-৭॥

**যৎ বৃক্ষং সমূলং আবৃহেয়ুঃ** যদি একটি বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়, তবে সেই বৃক্ষটি **ন পুনঃ আভবেৎ** পুনরায় আর জন্মে না। **মর্ত্যঃ স্বিদ্ মৃত্যুনা বৃক্‌ণঃ** মরণশীল মানুষ যখন মরিয়া যায়, (তাহারপর সে আবার) **কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি** কোন মূল হইতে জন্মাইবে?

**জাত এব ন জায়তে** যাহা একবার জন্মাইয়াছে, তাহা আর পুনরায় জন্মায় না। (যেটি একবার জন্মাইয়া সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে), **কঃ নু এনং পুনঃ জনয়েৎ** এমন কে আছে যে, সেইটিকে পুনরায় জন্মাইতে পারে? **বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম** (বেদাদি শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণেরা যে,) বিজ্ঞান, আনন্দ ও ব্রহ্মের কথা বলেন, (অর্থাৎ—এই দেহাতিরিক্ত অবিনাশী আত্মার দেহান্তর গ্রহণ, জগৎকারণ ব্রহ্ম, ইত্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান; মৃত্যুর পর স্বর্গে সুখপ্রাপ্তি ও নরকে দুঃখপ্রাপ্তির কথা; ব্রহ্ম-পরমাত্মা-পরমেশ্বরের অলৌকিক মহিমা; ইত্যাদি—যাহা বলা হয়, তাহা সমস্তই) **রাতিঃ দাতুঃ পরায়ণম্** (ঐ ধর্মবক্তা ব্রাহ্মণদিগের) ধন সংগ্রহের জন্য মূর্খ ধনবান দাতাদের প্রতি প্রযোজ্য। **তৎ-বিদঃ তিষ্ঠমানস্য (পরায়ণম্)** (যদি বল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও দানাদি করেন,—তাহার কারণ হইতেছে) প্রকৃত রহস্যবিদ্‌গণ যে দানাদি পুণ্য কর্ম করেন, উহা মূর্খ ধনবান দিগকে প্ররোচিত করিবার জন্য॥

এই শ্রুতিটির আস্তিক্য ব্যাখ্যা আচার্য শঙ্কর করিয়াছেন।—

(কেহ যদি মনে করে যে মানুষ) **জাতঃ এব** জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যমান থাকে (মৃত্যুর পর তাহার আর কিছুই থাকে না, তবে আমি বলি) **ন**—তাহা নহে। (মানুষের আত্মা একদেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায়) **জায়তে** দেহপ্রাপ্ত হইয়া জন্মায়। (এখন প্রশ্ন হইতেছে) **কঃ নু এনং পুনঃ জনয়েৎ** কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহাকে পুনরায় জন্ম প্রদান করে? (বেদ অভ্রান্ত। সেই বেদে মানবের পরমার্থ বর্ণনায়) **বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম** আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ লাভ ও সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা ও কারণ রূপে ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন। (দেখা যায় বেদ যে উপদেশ দিয়াছেন, তদনুযায়ী সাধন করিয়া) **রাতিঃ দাতুঃ পরায়ণং তিষ্ঠমানস্য তদ্‌বিদঃ ইতি** ধনদানে সমর্থ কর্মী যজমানও ব্রাহ্মণগণের মত আনন্দ লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকেন ॥ ৩১৮ ॥

নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু শ্রুতি উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে আরও কয়েকটি শ্রুতি দেওয়া যাইতেছে।—

৩১৯। পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥

কঠ উঃ। ২।২।১ ॥

যম বলিলেন,—**অবক্রচেতসঃ অজস্য** যাঁহার অন্তরে কোনও দুরভিসন্ধি নাই, অথবা সর্ববিষয়ে নিত্য জ্ঞানবান্ ও জন্মাদি বিক্রিয়া রহিত, সেই পরমাত্মার **একাদশ-দ্বারং পুরম্** মুখ, নাসিকাদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাভি, মলদ্বার, মূত্রদ্বার ও ব্রহ্মরন্ধ্র,—এই একাদশ দ্বারযুক্ত একটি গৃহ আছে, (এই গৃহই জীবদেহ। এই গৃহস্বামীকে) **অনুষ্ঠায় ন শোচতি** ধ্যান করিয়া জানিতে পারিলে, সাধক সমস্ত দুঃখের অতীত হন, **বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে** এবং এই দেহান্তে মোক্ষলাভ করেন। **এতৎ বৈ তৎ** হে নচিকেতা, ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা ॥ ৩১৯ ॥

৩২০। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥

কঠ উঃ। ২।১।৩ ॥

**যেন এতেন এব রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান মৈথুনান্ চ বিজানাতি** যে পরমাত্মার সহায়ে জীব রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মিলন জনিত সুখ অনুভব করে, (সেই পরমাত্মার নিকটে) **তত্র কিং পরিশিষ্যতে** এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জগতে অবিজ্ঞেয়রূপে কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? **এতৎ বৈ তৎ** ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত ধর্মাধর্মের অতীত পরমাত্মা॥ ৩২০॥

**নচিকেতার দ্বিতীয় প্রশ্ন,—**

৩২১। অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥

কঠ উঃ। ১।২।১৪॥

**ধর্মাৎ অন্যত্র, অধর্মাৎ অন্যত্র** মানুষের প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম হইতে পৃথক অধর্ম হইতেও পৃথক, **অস্মাৎ কৃত-অকৃতাৎ অন্যত্র** এই কার্য-কারণাত্মক জগৎব্যাপারে থাকিয়াও যে বস্তু ইহাদ্বরা অস্পৃষ্ট, **ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ অন্যত্র** এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এই ত্রিকালাতীত, **যৎ তৎ পশ্যসি তৎ বদ** এই প্রকার কিছু যদি আপনি দেখিয়া থাকেন তবে তাহাই বলুন॥

(এই প্রশ্নের উত্তর ২৪৫-২৪৭ শ্রুতি দিয়াছেন। আরও কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে।—)

৩২২। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

কঠ উঃ। ২।১।৪॥

**যেন স্বপ্ন-অন্তং চ জাগরিত-অন্তং চ উভৌ অনুপশ্যতি** যাঁহার সহায়ে জীব স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় সৃষ্ট বস্তুসমূহ সত্য বলিয়া অনুভব করে, সেই **মহান্তং বিভুং আত্মানং মত্বা ধীরঃ ন শোচতি** মহান্ বিভু পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া বিবেকী ব্যক্তি আর এই জগতের ক্ষয়-ক্ষতিতে শোক করেন না॥

৩২৩। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কঠ উঃ। ২।৩।৩॥

**অস্য ভয়াৎ অগ্নিঃ তপতি** ঐ পরমাত্মার ভয়েই অগ্নি আলো ও তাপ দেন। **ভয়াৎ সূর্যঃ তপতি** তাঁহারই ভয়ে সূর্য আলোক ও উত্তাপ দিয়া থাকেন। **ইন্দ্রঃ**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**চ বায়ুঃ চ পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ চ ভয়াৎ ধাবতি** তাঁহারই ভয়ে ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন, বায়ু প্রবাহিত হন, পঞ্চমদেবতা মৃত্যু স্বকার্য করেন ॥ ৩২৩ ॥

৩২৪। সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ১১ ॥

**সর্ব-আনন-শিরঃ-গ্রীবঃ** এ জগতে যত প্রকার মুখ মস্তক গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায়, উহা সমস্তই পরমাত্মার সম্পদ, ( ৭৮ শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। **সঃ ভগবান্ সর্বব্যাপী সর্ব-ভূত-গুহাশয়ঃ** সেই পরমাত্মাই ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান। তিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বজীবের হৃদয় গুহায় অবস্থান করেন। **তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ** অতএব তিনিই সমস্তের মধ্যে থাকিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন ॥ ৩২৪ ॥

৩২৫। সর্বতঃ পাণি-পাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ১৬ ॥

**তৎ সর্বতঃ পাণি-পাদং** সেই পরমাত্মা-পরমেশ্বর সর্বত্র কর-চরণবান্; অর্থাৎ যত জীবের যত হস্ত পদ আছে, উহা সমস্তই সেই পরমাত্মারই। **সর্বতঃ অক্ষি-শিরঃ-মুখম্** যত চক্ষু মস্তক মুখ ( দেখা যায়, সমস্তই সেই এক-অদ্বিতীয় ) পরমাত্মার। **সর্বতঃ শ্রুতিমৎ** সর্বজীবের সমস্ত কর্ণও তাঁহারই কর্ণ। **লোকে সর্বং আবৃত্য তিষ্ঠতি** ( পরমাত্মাই জীবদেহে প্রত্যগাত্মারূপে ) সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩২৫ ॥

৩২৬। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৪। ৩ ॥

৩২৩ ও ৩২৪ শ্রুতি বলিলেন—বিশ্বে যত জীবের যত দেহ ও ইন্দ্রিয় দেখা যায়, উহা সমস্তই পরমাত্মার সম্পদ। ১৮৬ শ্রুতি বলিয়াছেন—জীবাত্মার স্বরূপে কোনও পৃথক দেহ নাই, অতএব সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে। ৭৮ শ্রুতি বলিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পরমাত্মাই জীবাত্মায় দেহ সংযোগ করেন। ৩১৮ ও ১৯ শ্রুতি বলিলেন নবদ্বার বা একাদশ দ্বারযুক্ত প্রাকৃত দেহপুরীর কর্তা ও পরিচালক পরমাত্মা দেহাভ্যন্তরে হৃদয়-গুহায় অবস্থান করিয়া সমস্ত জীবের দেহেন্দ্রিয় পরিচালনা করেন। জীবাত্মা পরমাত্মার পরিচালনাধীনে কামনানুযায়ী দেহসংযোগ লাভ করিয়া বিষয়ের অনুভোক্তা মাত্র, ১৬৭ শ্রুতি দ্রষ্টব্য। এই সমস্ত কারণে শ্রুতি বলিতেছেন,—

**ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্** অসি ( হে পরমাত্মা পরমেশ্বর, ) তুমিই নারী হইয়াছ, তুমিই পুরুষদেহ ধারণ করিয়াছ। **ত্বং কুমারঃ উত বা কুমারী** তুমিই কুমার ও কুমারী ( হইয়া খেলা করিতেছ )। **ত্বং জীর্ণঃ দণ্ডেন বঞ্চসি** তুমিই আবার জরাগ্রস্থ বৃদ্ধরূপে দণ্ডে ভর করিয়া কষ্টে ভ্রমণ কর। **ত্বং জাতঃ বিশ্বতঃ-মুখঃ ভবসি** তুমিই জীবরূপে নানাপ্রকার দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ কর ॥ ৩২৬ ॥

৩২৭। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ১৪ ॥

( এই পরমাত্মা পরমেশ্বরই ) **সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাতৎ পুরুষঃ** অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পদবিশিষ্ট বিরাট পুরুষ, ( যাঁহার দেহে অনন্ত বিশ্বের স্থিতি ৬৩, ৬৫, ২৬৪ ও গীতা ১১ শঃ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। **সঃ ভূমিং বিশ্বতঃ বৃত্বা** সেই পরমেশ্বর বিরাট পুরুষরূপে অনন্ত বিশ্বের আশ্রয় হইয়াও **দশাঙ্গুলং অতি অতিষ্ঠৎ** মানবদেহে নাভির দশ অঙ্গুলী উর্দ্ধে হৃদয়পদ্মে পরমাত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩২৭ ॥

৩২৮। মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ১২ ॥

**এষঃ মহান্ প্রভুঃ বৈ ইমাং সুনির্মলাং প্রাপ্তিং সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ** এই মহান্ সর্বসমর্থ পরমেশ্বরই ( গুরুরূপে ) এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য অন্তঃকরণাদির প্রবর্তক, এবং **ঈশানঃ অব্যয়ঃ জ্যোতিঃ পুরুষঃ**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, অবিনাশী, জ্যোতির্ময়, হৃদয়পুরীতে অবস্থিত পরমাত্মা॥ ৩২৮ ॥

৩২৯। একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেব দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥
শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৫। ৩॥

**এষঃ দেবঃ এক-একং জালং বহুধা বিকুর্বন্** এই দেবতাই বিশ্বে তাঁহার মায়াজালের এক একটি বিভাগকে বহুপ্রকার প্রাকৃত বস্তুরূপে পরিণতি প্রদান করিয়া, **অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরতি** আবার এই সংসারেই সে সমস্ত বস্তু ক্রমে ক্রমে লয় করিয়া থাকেন। **মহাত্মা ঈশঃ ভূয়ঃ পতয়ঃ সৃষ্ট্বা** অদ্ভুত কর্মা সর্বনিয়ন্তা মায়াধীশ পরমেশ্বর পুনরায় হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্যাদি লোকপতি সৃষ্টি করিয়া, **সর্বাধিপত্যং কুরুতে** সকলের উপরেই আধিপত্য করেন ॥ ৩২৯ ॥

৩৩০। যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥
কঠ উঃ। ২। ২। ৭॥

**দেহিনঃ যথা কর্ম যথা শ্রুতম্** মানুষের মধ্যে যাহার যে প্রকার কর্ম ও যে প্রকার কামনামূলক চিন্তা, তদনুযায়ী **অন্যে শরীরত্বায় যোনিং প্রপদ্যন্তে** ভোগের উপযুক্ত দেহলাভের জন্য কতকগুলি জীব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। **অন্যে স্থাণুং অনুসংযন্তি** আবার কর্মানুসারে কতকগুলি জীব বৃক্ষাদি স্থাবরত্বও প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩০ ॥

সমস্ত কর্ম প্রথমে মানসিক ভাবেই কৃত হয়। এই মনের ক্রিয়াই গুরুতর। অশুদ্ধ মনে অসৎ চিন্তা স্থান পায়। শুদ্ধ মনে সৎ চিন্তা সম্ভব হয়। এই মনের শুদ্ধির জন্য আহার শুদ্ধির প্রয়োজন, ২৪৩ শ্রুতি দ্রষ্টব্য। এতদ্‌বিষয়ে আরও কয়েকটি শ্রুতি আলোচনা করা যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩৩১। অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে, তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি, যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ৫। ১॥

**অশিতং অন্নং ত্রেধা বিধীয়তে** ভুক্ত খাদ্য ক্রমানুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত হয়। **তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ** খাদ্যের যেটি স্থূলতম অংশ **তৎ পুরীষং ভবতি** সেটি বিষ্ঠায় পরিণত হয়। **যঃ মধ্যমঃ তৎ মাংসম্** তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর মধ্যম অংশে মাংস উৎপন্ন হয়। **যঃ অণিষ্ঠঃ তৎ মনঃ** খাদ্যের সূক্ষ্মতম অংশে মন বা অন্তঃকরণ গঠিত হয় ॥

**আপঃ পীতাঃ ত্রেধা বিধীয়ন্তে** জলাদি পানীয় দ্রব্য পীত হইয়া ত্রিবিধাকারে পরিণত হয়। **তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ তৎ মূত্রং ভবতি** পানীয় দ্রব্যের যেটি স্থূল উপাদান তাহা মূত্রে পরিণত হয়। **যঃ মধ্যমঃ তৎ লেহিতং** মধ্যম অংশটিতে রক্ত উৎপন্ন হয়। **যঃ অনিষ্ঠঃ সঃ প্রাণঃ** পানীয়ের সূক্ষ্মতম উপাদান প্রাণে পরিণত হয় ॥ ৩৩১ ॥

৩৩২। তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ॥

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ৫। ৩—৪ ॥

**তেজঃ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে** ঘৃত, মাখন প্রভৃতি তৈজস দ্রব্য ভুক্ত হইয়া ত্রিধা রূপান্তর গ্রহণ করে। **তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ তৎ অস্থি ভবতি** উহার স্থূল অংশ অস্থিতে পরিণত হয়। **যঃ মধ্যমঃ সঃ মজ্জা** যেটি মধ্যম অংশ, সেটিতে হয় মজ্জা। **যঃ অনিষ্ঠঃ সা বাক্** যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা বাক্শক্তিতে পরিণত হয় ॥

ঋষি আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন,—**সোম্য, অন্নময়ং হি মনঃ** হে সোম্য, মন হইতেছে অন্নময়। **আপোময়ঃ প্রাণঃ** প্রাণ জলময়। **তেজোময়ী বাক্ ইতি** বাক্শক্তি তেজময় ॥ ৩৩২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্বেতকেতুর মনে সন্দেহ হইল যে, খাদ্য ও পানীয়ের সূক্ষ্মাংশ যত সূক্ষ্মই হউক না কেন, উহা কি প্রকারে নিরবয়ব অন্তঃকরণে পরিণত হইবে, বা পরিপুষ্ট করিবে ? পানীয়ই বা কি করিয়া প্রাণবায়ু হইবে ?

আচার্য আরুণি শিষ্যের সন্দেহ দূর করিবার জন্য পনরো দিন খাদ্য না খাইয়া কেবল জলপান করিয়া থাকিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু আদেশ পালন করিলেন। পনরো দিন পরে দেখা গেল, শ্বেতকেতুর স্মরণশক্তি বা মনন ক্ষমতা প্রায় লোপ পাইয়াছে। তাহারপর খাদ্য গ্রহণ করিয়া সুস্থ হইলে, ক্রমে ক্রমে তাঁহার অধীত-বিদ্যা স্মরণ হইল ॥ ছান্দোগ্য উঃ। ৬। ৭। ১—৪ ॥

তখন আচার্য বুঝাইয়া দিলেন যে, পুরুষ দেহস্থিত অন্তঃকরণ ষোলটি কলা বিশিষ্ট। একদিন অনাহারে থাকিলে একটি কলা বিনাশ হয়। পনরো দিন অনাহারে থাকায় পনরোটি কলা বিনাশ হইয়াছে বলিয়া কিছুই স্মরণ হইল না। যেমন নির্বাপিত অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ অবশিষ্ট থাকিলে, সেইটিতে সমিধ সংযোগ করিয়া পুনরায় প্রবল অগ্নি প্রাপ্তি হয়, সেই প্রকার অন্নময় অন্তঃকরণের যে একটি কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহার সহিত খাদ্য সংযোগে, পুনরায় ষোলটি কলাই পূর্ণতা লাভ করিল। খাদ্য না খাইয়া মানুষ ষোল দিন বাঁচিতে পারে, কিন্তু জলপান না করিলে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। সেই জন্যই আচার্য শ্বেতকেতুকে প্রয়োজন মত জলপান করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন ॥ ছাঃ উঃ। ৬। ৭। ৫—৬ ॥

৩৩৩। * * * আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি * * * ॥

ছান্দোগ্য উঃ। ৭। ২৬। ২ ॥

পূর্ববর্তী শ্রুতি জানাইলেন,—অন্নময় অন্তঃকরণ, জলময় প্রাণ এবং তেজময় বাক্। আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের সূক্ষ্মতম অংশ অন্তকরণ—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, প্রাণ ও বাক্‌শক্তিকে সঞ্জীবিত রাখে।

এই শ্রুতিতে আহার শুদ্ধির কথা বলা হইতেছে। "আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ"—ভোক্তা নিজের ভোগের জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা-গ্রাহ্য যে সমস্ত রূপ রসাদি আহরণ করে, তাহাই ভোক্তার আহার।

**আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ** আহার—অর্থাৎ ভোগ্য-বস্তু শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। **সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ** অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সহকারে পরমার্থ চিন্তা করা সম্ভব হয়, অথবা ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া বুঝিবার মত বিশুদ্ধ নিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ মেধা লাভ হয়। **স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ** বিশুদ্ধ নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও তীক্ষ্ণ মেধা লাভ হইলে সর্ব প্রকার অবিদ্যাবন্ধন দূর হয়। **মৃদিত কষায়ায় তস্মৈ তমসঃ পারং দর্শয়তি** এই প্রকারে অবিদ্যাদোষ যাহার দূর হইয়াছে, তাহাকেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু অজ্ঞানের পরপারে যে তত্ত্ব আছে, তাহা দর্শন করান ॥ ৩৩৩ ॥

জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য আহারই অন্তঃকরণ গুলিকে কিছু না কিছু শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করে। জিহ্বা গ্রাহ্য খাদ্য ও পানীয়ের সহিত অন্তঃকরণ ও প্রাণের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, খাদ্য ও পানীয় অন্তঃকরণের উপরে সর্বাধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

আহারশুদ্ধি বলিতে যদি কেবল মাত্র আহার্য বস্তুগুলির নাম-তালিকা শুদ্ধি হয়, তবে ভুল হইবে। এমন সমস্ত ব্যক্তি আছে, যাহাদের আহার্যগুলি কঠোরভাবে সাত্ত্বিক তালিকাভুক্ত, কিন্তু তাহাদের মনোবৃত্তি ও ব্যবহারিক কার্যকলাপ সৎ নহে।

এই কারণে আহার শুদ্ধি বলিতে কেবল মাত্র সাত্ত্বিক-বস্তু-তালিকাভুক্ত দ্রব্যগুলিই বুঝায় না, ঐগুলি যে উপায়ে আহরণ করা হইয়াছে, সেই উপায়ের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিই প্রধান বিচার্য।

৩০১ শ্রুতিতে দেখা যায়, ঋষি উষস্তি এক হীনজাতি হস্তিপালকের উচ্ছিষ্ট সিদ্ধমাষকলাই খাইয়াও অশুদ্ধ চিত্ত হন নাই। ইহার কারণ—প্রধানত ঐগুলি যে উপায়ে তিনি পাইয়াছিলেন, সেই উপায়ে কোনও দোষ বা অসৎ ভাব নাই।

* * * * *

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আছে,—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৩। ১৪ ॥

অন্ন হইতে জীবদেহ উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি হইতে হয় অন্নের উৎপত্তি। যজ্ঞ হইতে বৃষ্টির অর্থাৎ বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘের উৎপত্তি হয়। এই যজ্ঞ যজমানের কর্ম হইতে উৎপন্ন, এবং কর্মময় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই যজ্ঞের স্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন,—

৩৩৪। অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি

ছাঃ উঃ।৫।৪।১-২॥

**গৌতম, অসৌ বাব লোকঃ অগ্নিঃ** রাজা-প্রবাহন গৌতম গোত্রীয় শ্বেতকেতুকে বলিলেন,—হে গৌতম, ঐ যে পৃথিবীর উর্ধ্বে দ্যুলোক দেখিতেছ, ঐ দ্যুলোক একটি যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি। **আদিত্যঃ এব তস্য সমিৎ** ঐ যজ্ঞকুণ্ডে সূর্য হইতেছেন সমিধ, অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ। **রশ্ময়ঃ ধূমঃ** সূর্যের রশ্মি ঐ যজ্ঞাগ্নির ধূম। **অহঃ অর্চিঃ** দিবাভাগ যজ্ঞাগ্নির শিখা, ( এবং রাত্রির অন্ধকার ভাগকে যজ্ঞের ভস্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে )। **চন্দ্রমাঃ অঙ্গারাঃ** চন্দ্র হইতেছেন ঐ যজ্ঞের জ্বলন্ত অঙ্গার। **নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ** নক্ষত্র সমূহই ঐ যজ্ঞকুণ্ডের বিস্ফুলিঙ্গ ॥

**তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি** উক্ত এই যজ্ঞাগ্নিতে লোকপাল দেবতাগণ ( প্রজাসৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য ) শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করেন। ( শ্রদ্ধা অর্থে ঐকান্তিক কামনা )। **তস্যাঃ আহুতেঃ রাজা সোমঃ সম্ভবতি** সেই সমস্ত আহুতি হইতে পৃথিবীর জোয়ার-ভাটার দেবতা চন্দ্রলোকের অধিপতি সোম জাত হন ॥ ৩৩৪ ॥

৩৩৫। পর্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরের সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্বর্ষং সম্ভবতি ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ॥৫।৫।১-২॥

**গৌতম, পর্জন্যঃ বাব অগ্নিঃ** হে গৌতম, মেঘের দেবতা পর্জন্য হইতেছেন আর একটি যজ্ঞের অগ্নি। ( মেঘলোক হইতেছে এই যজ্ঞের কুণ্ড )। **তস্য বায়ুঃ এব সমিৎ** বায়ু এই যজ্ঞের যজ্ঞকাষ্ঠ। **অভ্রং ধূমঃ** মেঘ ইহার ধূম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বিদ্যুৎ অর্চিঃ** বিদ্যুৎ এই যজ্ঞের অগ্নিশিখা। **অশনিঃ অঙ্গারাঃ** বজ্র হইতেছে অঙ্গার। **হ্রাদনয়ঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ** মেঘগর্জন এই যজ্ঞের বিস্ফুলিঙ্গ (অর্থাৎ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গোদ্গমে শব্দ হয়—তৎ সদৃশ)॥

**তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজনং জুহ্বতি** সেই এই মেঘের দেবতা পর্জন্যরূপ অগ্নিতে লোকপাল প্রজাপতি-দেবতাগণ (পূর্বকথিত যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন) জোয়ার-ভাটার দেবতা সোমরাজকে আহুতি প্রদান করেন। **তস্যাঃ আহুতেঃ বর্ষং সম্ভবতি** সেই সমস্ত আহুতি হইতে বৃষ্টি হয়॥৩৩৫॥

৩৩৬। পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো রাত্রিরর্চির্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি॥

ছান্দোগ্য উঃ।৫।৬।১-২॥

**গৌতম, পৃথিবী বাব অগ্নিঃ** হে গৌতম, এই যে পৃথিবী, ইহাও একটি যজ্ঞকুণ্ড। এই যজ্ঞকুণ্ডে ভূমি হইতেছে অগ্নি। **সংবৎসর এব তস্য সমিধঃ** বৎসরের ছয় ঋতু ইহার সমিধ। **আকাশঃ ধূমঃ** আকাশ ইহার ধূম অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগের আকাশস্থ জলীয় বাষ্পই এই যজ্ঞকুণ্ডের ধূম। **রাত্রিঃ অর্চিঃ** রাত্রি ইহার অগ্নিশিখা। **দিশঃ অঙ্গারাঃ** পূর্বাদি দিক্ সমূহ এই যজ্ঞের অঙ্গার। **অবান্তরদিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ** ঈশানাদি দিক্‌কোণ সমূহ ইহার বিস্ফুলিঙ্গ॥

**তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষং জুহ্বতি** সেই এই পৃথিবী রূপ যজ্ঞকুণ্ডে মৃত্তিকা-অগ্নিতে প্রজাপতি দেবতাগণ বৃষ্টি-আহুতি প্রদান করেন **তস্যা আহুতেঃ অন্নং সম্ভবতি** সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়॥ ৩৩৬॥

৩৩৭। তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি॥

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি॥

ছান্দোগ্য উঃ।৫।১৯।১-২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অন্নের উৎপত্তি পর্যন্ত যে যজ্ঞ চলিতেছে সেই যজ্ঞের কর্মী যজমান লোকপাল দেবতাগণ। অতঃপর যজমান হইতেছে অন্নভোক্তা মানব। সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন,) **তৎ যৎ ভক্তং প্রথমং আগচ্ছেৎ** (যে হেতু জীব যে ভোজন করে উহা, জঠরাগ্নিতে অন্নাহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞ,) সেই হেতু যে ভোজ্য-অন্ন প্রথম উপস্থিত হইবে, **তৎ হোমীয়ং** তাহা জঠরস্থ অগ্নিতে যজ্ঞের আহুতি-দ্রব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। **সঃ যাং প্রথমাং আহুতিং জুহুয়াৎ তাং প্রাণায় স্বাহা ইতি জুহুয়াৎ** অন্নভোক্তা প্রথমে যে অন্নগ্রাস উদরাগ্নিতে আহুতি দিবে, তাহা "প্রাণায় স্বাহা"—এইমন্ত্রে আহুতি দিবে, অর্থাৎ ভোজন করিবে। তাহা হইলে **প্রাণঃ তৃপ্যতি** প্রাণ তৃপ্ত হইবেন।।

**প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি** প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হন। **চক্ষুষি তৃপ্যতি আদিত্যঃ তৃপ্যতি** চক্ষুর তৃপ্তিতে চক্ষুর অধিপতি সূর্যদেব তৃপ্ত হন। **আদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌঃ তৃপ্যতি** সূর্যদেবের তৃপ্তিতে দ্যুলোকের তৃপ্তি হয়। **দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিম্ চ দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ তৎ তৃপ্যতি** দ্যুলোক তৃপ্ত হইলে দ্যুলোক ও আদিত্য লোকের অধীন বা নিম্নে যাহা কিছু আছে তৎ সমস্তই তৃপ্ত হয়। **তস্য তৃপ্তিং অনু তৃপ্যতি** ঐ প্রকার তৃপ্তির ফলে জঠরাগ্নিতে অন্নাহুতি প্রদানকারী যজমান ভোক্তাও তৃপ্ত হন। **প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি** এই প্রকার প্রাণাগ্নিহোত্র-যজ্ঞকারী গৃহস্থ সন্তান সন্ততি, পশু, প্রচুর অন্ন, ভোগ্যপদার্থ, দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া তৃপ্ত হন।। ৩৩৭ ।।

* * * *

প্রশ্নোপনিষৎ শ্রুতি স্বপ্ন রহস্য বলিতেছেন ঃ—

৩৩৮। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশ-দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি। দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চ, অনুভূতং চাননুভূতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্যতি, সর্বঃ পশ্যতি ।।

প্রশ্ন উঃ। ৪। ৫ ।।

**অত্র স্বপ্নে এষঃ দেবঃ মহিমানং অনুভবতি** এই স্বপ্নাবস্থায় মন-দেবতা তাঁহার বিভূতি অনুভব করেন। (স্বপ্ন মনের ধর্ম, আত্মার নহে। আত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া নিজ হইতে পৃথক অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের ধর্মকে আত্মধর্ম মনে করে। গীতা ৩।২৭—২৯॥ মনের মহিমা বা বিভূতি হইতেছে স্বপ্ন।) **যৎ দৃষ্টং** যাহা জাগরিতাবস্থায় দেখা হইয়াছে, **দৃষ্টং অনুপশ্যতি** সেই দেখা বিষয়ই স্বপ্নাবস্থায় দেখা যায়। **শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি** জাগরণ কালে যাহা শ্রুত হইয়া থাকে, স্বপ্নকালে তদনুরূপ বিষয়ই শ্রবণ করা যায়। **দেশ-দিক্-অন্তরৈঃ চ প্রত্যনুভূতম্** জাগরিতাবস্থায় দেশান্তরে ও দিগন্তরে যাহা কিছু বিশেষ মনোযোগ সহকারে অনুভব করা হইয়াছে, স্বপ্নে তাহা **পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি** বারংবার অনুভব করে। **দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ, শ্রুতং চ অশ্রুতং চ, অনুভূতং চ অননুভূতং চ** এই জন্মে দেখা ও জন্মান্তরে দেখা, এই জন্মে শোনা ও জন্মান্তরে শোনা, এই জন্মে অনুভূত ও অন্য জন্মে অনুভূত, **সৎ চ অসৎ চ সর্বং পশ্যতি** সৎ ও অসৎ—সমস্ত ঘটনাই স্বপ্নে দেখিয়া থাকে, এবং **সর্বং পশ্যতি** আত্মা অভিমান করে যে, সে-ই স্বপ্নে সমস্ত দেখে॥ ৩৩৮॥

৩৩৯। * * এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতে অসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি * * *॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৪। ২। ৪॥

**এষঃ আত্মা সঃ** এই প্রত্যগাত্মা (যিনি অজ্ঞানবশতঃ নিজ স্বরূপ হইতে পৃথকধর্মী দেহেন্দ্রিয়ের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ মনে করেন, সেই আত্মা, পরমাত্মার মতই) **অগৃহ্যঃ হি ন গৃহ্যতে** অননুভবনীয়, কারণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। **অশীর্যঃ হি ন শীর্যতে** এই আত্মা অক্ষয়, দেহের শীর্ণতায় তিনি শীর্ণ হন না। **অসঙ্গঃ ন হি সজ্যতে** দেহেন্দ্রিয় নিষ্পন্ন কর্মের সহিত তাঁহার প্রকৃত কোনও সম্বন্ধ নাই, সেই জন্য উক্ত কর্মসমূহও তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। **অসিতঃ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি** তিনি বদ্ধ নহেন, সেই কারণে দেহেন্দ্রিয় নিষ্পন্ন ব্যাপারে স্বরূপত তিনি ব্যথিত হন না, কাহারও দ্বারা বিনষ্টও হন না। (এই জন্যই দেহাভিমানী জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—) **ন ইতি, ন ইতি** ইহা আত্মার স্বরূপ নহে, ইহা আত্মার স্বরূপ নহে॥ ৩৩৯॥

৩৪০। স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৪। ৩। ৮॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সঃ বৈ অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ** সেই মুক্ত আত্মা যখন ঐ প্রকার প্রাকৃত দেহরূপ পুরী অবলম্বনে জন্মাইতে যান, তখন সেই **শরীরং অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সঃ স্বজ্যতে** শরীর সংযোজনা কালে ( ৭৮ শ্রুতি ) পাপসমবায়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হন। **সঃ উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ পাপ্মনঃ বিজহাতি** সেই আত্মা যখন পঞ্চকোশ হইতে বিমুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, তখন সেই মৃত্যুকালে পাপ সমবায়ী ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় দেহ ত্যাগের সাথে সমস্তই ত্যাগ করেন॥ ৩৪০ ॥

সাধারণ মৃত্যুতে অন্নময়-কোশ ও প্রাণময়-কোশ ত্যাগ হয়। অপর তিনটি মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ ও আনন্দময়কোশ থাকিয়া যায়। পুনরায় জন্মগ্রহণ কালে ঐ দুইটি কোশ সংযোজিত হয়। মোক্ষলাভ কালে যে মৃত্যু হয় তাহাতে আত্মা এককালে পাঁচটি কোশ হইতেই উৎক্রান্ত হন।

৩৪১। **তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোক-স্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্বাবতো মাত্রামাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি ॥**

বৃহদারণ্যক উঃ। ৪। ৩। ৯॥

**তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ** উক্ত এই প্রত্যগাত্মার দেহী অবস্থায় দুইটি মাত্র স্থান আছে,—**ইদং চ পরলোকস্থানং চ** ইহলোক ও পরলোক। **তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানঃ সন্ধ্যম্** তৃতীয় স্বপ্নস্থানটি ইহলোক ও পরলোকের সংযোগ স্থলে অবস্থিত বলিয়া উহা পৃথক স্থান নহে। **তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে ইদং চ পরলোকস্থানং চ পশ্যতি** সেই সংযোগস্থলে স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যগাত্মা ইহলোক ও পরলোক—এই উভয় স্থানই দর্শন করেন।

**অথ অয়ং পরলোক স্থানে যথাক্রমং ভবতি তং আক্রমং আক্রম্য পাপ্মনঃ আনন্দান্ চ উভয়ান্ পশ্যতি** অতঃপর এই আত্মা ( এই কর্ম্মক্ষেত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যে প্রকার কর্মে লিপ্ত থাকেন, তদনুযায়ী ) পরলোক স্থানে যে ভোগ তাঁহার জন্য প্রস্তুত হয়, স্বপ্নাবস্থায় সেই ভোগের আভাস অবলম্বনে তিনি পাপফল দুঃখ ও পুণ্যফল আনন্দ, এই উভয়ই ভোগ করেন। **সঃ যত্র প্রস্বপিতি অস্য সর্বাবতঃ লোকস্য মাত্রাং আদায়** এই আত্মা যখন স্বপ্ন দর্শন করেন তখন ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া এই দেহীরূপে কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন, তাহারই ভাব গ্রহণ করিয়া, **স্বয়ং বিহত্য** তৎকালে নিজেই নিজ দেহ ও বহিরিন্দ্রিয় বিষয়ক চেতনা বিনাশ পূর্বক, **স্বয়ং নির্মায়, স্বেন জ্যোতিষা, স্বেন ভাসা প্রস্বপিতি** নিজেই নিজের বাসনানুযায়ী দেহেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহ কল্পনায় নির্মাণ করত নিজ কল্পিত আলোকে নিজেকে ও কল্পিত বিষয় সমূহ স্বপ্নাকারে ভোগ করেন। **অত্র অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ ভবতি** এই স্বপ্নাবস্থায় এই পুরুষ স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হন। ( জাগরিত অবস্থায় জীব নিজদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অপর যাহা কিছু দেখে ও অনুভব করে, তাহা সমস্তই পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থ। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখে, উহা সমস্তই স্বপ্নদ্রষ্টার ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে দৃষ্ট বস্তু ও বিষয়ব্যাপারানুযায়ী চিত্তে আহিত সংস্কারানুরূপ মনঃকল্পনা মাত্র )॥ ৩৪১ ॥

এই শ্রুতি একটি গুরুতর বিষয় বলিলেন, তাহা হইতেছে—মানুষ স্বপ্নে যাহা দেখে, তাহা তাহার পরলোকে যে প্রকার ভোগ প্রাপ্তি হইবে, তাহারই আভাস; এবং বিগত জন্মেও যাহা করিয়াছে, ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে তাহারই স্মৃতি। থিওসোফিষ্ট সম্প্রদায় এ বিষয়ে বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। The Story of Atlantis and Lost Lemuria বইখানা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ইতি—সং।

**৩৪২ক। ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে স হি কর্তা ॥**

বৃহদারণ্যক উঃ। ৪।৩।১০ ॥

**তথা ন রথাঃ, ন রথযোগাঃ** স্বপ্নস্থানে কোনও বাস্তব রথ থাকে না, রথের ঘোড়াও নাই, **ন পন্থানঃ ভবন্তি** রথ চলার পথও নাই। **অথ রথান্**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**রথযোগান্ পথঃ সৃজতে** তথাপি স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁহার সেই স্বপ্নলোকে রথ, রথের ঘোড়া, রথ চলার পথ, সমস্তই সৃষ্টি করেন। **অত্র আনন্দাঃ মুদঃ প্রমুদঃ ন ভবন্তি** সেই স্বপ্নলোকে আনন্দ লাভের জন্য ধন সম্পদ—এই সমস্ত কিছুই নাই। **অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে** তথাপি স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁহার স্বপ্নলোকে নিজেই নানাবিধ ভোগ্য পদার্থ কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ ভোগ করেন। **তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ ন ভবন্তি** সেই স্বপ্নলোকে কোনও বাস্তব বিলাসকুণ্ড, পুষ্করিনী বা নদ-নদী নাই। **অথ বেশান্তান্ পুষ্করিনীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে** তথাপি বিলাসকুণ্ড, পুষ্করিনী, নদ-নদী কল্পনায় সৃষ্ট হয়। (এই সমস্ত কাল্পনিক সৃষ্টির) **সঃ হি কর্তা** স্বপ্নদ্রষ্টাই একমাত্র কর্তা॥ ৩৪২ক।

৩৪২খ। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।
শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ॥

বৃহদারণ্যক উঃ ৪।৩।১১॥

**তৎ এতে শ্লোকাঃ ভবন্তি** এই স্বপ্নস্থান ও স্বপ্নদ্রষ্টা সম্বন্ধে এই কয়েকটি মন্ত্র আছে,—

**হিরণ্ময়ঃ একহংসঃ পুরুষঃ** দোষবর্জিত একাকী সঞ্চারী হংস সদৃশ দেহধারী আত্মা **স্বপ্নেন শারীরং অভিপ্রহত্য অসুপ্তঃ শুক্রং আদায়** স্বপ্নকালে (হেতুতে তৃতীয়া বিভক্তি) অন্নময় ও প্রাণময়কোশ দুইটির আবেশশূন্য হইয়া সচেতন মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময় কোশ সমন্বিত দেহ অবলম্বনে **সুপ্তান্ অভিচাকশীতি** মনোময় কোশের চিত্তে আহিত বিষয়সংস্কারগুলি প্রকাশ করিয়া ভোগ করেন (১৭৪ দ্রষ্টব্য), এবং **পুনঃ স্থানং ঐতি** স্বপ্নান্তে পুনরায় অন্ন ও প্রাণময় কোশ দুইটিতে আবিষ্ট হইয়া জাগরিত হন॥ ৩৪২খ।

৩৪৩। স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষতুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্॥

বৃহদারণ্যক উঃ। ৪।৩।১৩॥

**দেবঃ স্বপ্নান্তে উচ্চ-অবচং ঈয়মানঃ** তেজোময় আত্মা স্বপ্নাবস্থায় কোনও সময়ে দৈবী-ভাব প্রাপ্ত হন, কখনও বা অতি হীন ভাব প্রাপ্ত হন। **উত**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ জক্ষৎ ইব** কখনও বা স্ত্রীগণের সহিত পরমানন্দে আলাপ করেন। **উত অপি ভয়ানি পশ্যন্ ইব** আবার কখনও বা ভয়ঙ্কর কিছু দেখিয়া ভয়ার্তের মত হন। **বহূনি রূপাণি কুরুতে** স্বপ্নাবস্থায় এই প্রকার বহু বিষয় কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া আত্মা ভোগ করেন ॥ ৩৩৩ ॥

৩৪৪। প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়াং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা।
স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংস ॥

বৃহদারণ্যক উঃ ।৪।৩।১২॥

**হিরণ্ময়ঃ অমৃতঃ একহংসঃ পুরুষঃ** তেজোময়, অমর, একাকী ভ্রমণকারী, হংস সদৃশ দেহধারী আত্মা **অবরং কুলায়ং প্রাণেন রক্ষন্** সুষুপ্তাবস্থায় এই দেহরূপ নিকৃষ্ট নীড়টিকে প্রাণবায়ুদ্বারা রক্ষা করিয়া, **কুলায়াৎ বহিঃ চরিত্বা সঃ অমৃতঃ যত্র কামং ঈয়তে** দেহনীড়ের বাহিরেও বিচরণ করিয়া সেই অমর আত্মা যেখানে তাঁহার আনন্দভোগ সম্ভব সেইস্থানেই অবস্থান করেন, ( অর্থাৎ পুনরায় দেহনীড়ে ফিরিয়া আসেন। কারণ সংসারী আত্মা দেহাতিরিক্ত কোনও ভোগক্ষেত্রের সন্ধান নিশ্চিতরূপে জানেন না ) ॥ ৩৪৪ ॥

৩৪৫। সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ ১। ৬॥

**অস্মিন্ হংসঃ আত্মানং প্রেরিতারং চ পৃথক্ মত্বা** এই হংসরূপী জীবাত্মা নিজেকে ও তাঁহার প্রেরক পরমেশ্বরকে পৃথক্ মনে করিয়া ( ৮১ ও ৮২ দ্রষ্টব্য ), **সর্ব-আজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যতে** সর্ববিধ দেহধারী জীবের ভোগক্ষেত্র ও আশ্রয় বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে—যে চক্রে জাগ্রত অবস্থায় কর্মক্ষেত্র, স্বপ্নে কল্পনালোক, পরোলোকে স্বর্গ-নরকাদি বিবিধ ভোগক্ষেত্র আছে—সেই ব্রহ্মচক্রে নানাবিধ মায়িক দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া ভ্রমণ করেন। **তেন জুষ্টঃ ততঃ অমৃতত্বং এতি** যখন জানিতে পারেন যে, তিনি সর্বক্ষণ পরমাত্মা-পরমেশ্বরের সহিত একই স্থানে একত্রে অবস্থান করিতেছেন, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অমৃতত্ব লাভ করেন, (অর্থাৎ তখন সে এই জাগতিক স্বর্গাদি ভোগ-স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখস্থান—ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া আর এই প্রাকৃত ভোগক্ষেত্র দেহাশ্রয়ে আসে না॥ ৩৪৫॥

৩৪৬। ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ১। ১০॥

**প্রধানং ক্ষরং** প্রকৃতি নিত্য, কিন্তু পরিবর্তনশীলা। **হরঃ অমৃত-অক্ষরম্** পরমেশ্বর হরি অবিনাশী ও নিত্য। **একঃ দেবঃ ক্ষর-আত্মানৌ ঈশতে** সেই এক অদ্বিতীয় দেবতা হরি প্রকৃতি ও প্রকৃতি-আশ্রিত পুরুষ-জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। **তস্য ভূয়ঃ অভিধ্যানাৎ চ** সেই হরিকে পুনঃ পুনঃ একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, সেই ধ্যানের ফলে তাঁহার সহিত **যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ** সংযোগ স্থাপিত হয়—অর্থাৎ তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার দর্শন ও তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞান হইলে সাধকের যে ব্রহ্মভাব লাভ হয়, তাহাতেই **অন্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ** শেষে পরাভক্তি বলে সুখ-দুঃখের হেতু বিশ্বমায়া বা অজ্ঞান দূর হয়। ( ১৩৫ শ্রুতি, ও গীতা ১৮। ৫১-৫৫॥, ৪।৯॥ দ্রষ্টব্য )॥ ৩৪৬॥

২৪৭। স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি-
র্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ১৬॥

**যঃ প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ গুণেশঃ সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ** যে পরমেশ্বর প্রকৃতির আশ্রয়, প্রকৃতির কার্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ, এবং প্রকৃতির নিয়ন্তা, তিনিই সত্ত্ব রজঃ তম—এই তিন গুণের অধীশ্বর। তিনিই সংসার-মুক্তির হেতু, তিনিই সংসার স্থিতির হেতু, তিনিই জীবাত্মার সংসারবন্ধনের হেতু। **সঃ বিশ্বকৃৎ, বিশ্ববিৎ, আত্মযোনিঃ, জ্ঞঃ, কালকারঃ, গুণী,**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সর্ববিৎ** সেই পরমেশ্বরই এই বিশ্বনির্মাণের কর্তা। কি প্রকারে বিশ্ব নির্মাণ করিলে ভাল হয়, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁহার জন্মাদি ব্যাপারে কোনও জন্য-জনকত্ব নাই। তিনি জ্ঞানঘন স্বরূপ। তিনি কালেরও স্রষ্টা। সর্ববিধ সদ্গুণ তাঁহাতেই অবস্থিত। এই জগতে কোথায় কি ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে বা ঘটিবে—সে বিষয়ে তিনি সমস্তই জানেন ॥ ৩৪৭ ॥

৩৪৮। সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥

মুণ্ডক উঃ। ৩।২।৫॥

এনং সম্প্রাপ্য তে ধীরাঃ ঋষয়ঃ পরা ভক্তি বলে এই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ( গীতা ১১।৫৩-৫৪॥, ১৮।৫৫॥ ) সেই সমস্ত বিবেকী ঋষিগণ **জ্ঞান-তৃপ্তাঃ কৃতাত্মানঃ** ব্রহ্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থতা লাভ করেন। **বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ যুক্তাত্মানঃ** তখন সেই ভোগাসক্তি বর্জিত প্রশান্ত চিত্ত ঋষিগণ সমাধি যোগে **সর্বতঃ সর্বগং প্রাপ্য** সর্বাবস্থায় সেই সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া **সর্বং এব আবিশন্তি** সর্বস্বরূপ হন। ( ২৪১, ২৪৩ শ্রুতি ॥ ) ॥ ৩৪৮ ॥

৩৪৯। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩।৮॥

( শ্রুতি বলিতেছেন,— ) **আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ এতং মহান্তং পুরুষং অহং বেদ** সূর্যের ন্যায় ভাস্বর স্বপ্রকাশ অজ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুষ পরমেশ্বরকে আমি জানি। **তং এব বিদিত্বা মৃত্যুং অতি এতি** তাঁহাকে জানিতে পারিলে তবে জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। **অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে** পরমার্থলাভের জন্য এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই ॥ ৩৪৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩৫০। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

কঠ উঃ। ১। ৩। ১৪ ॥

(হে মানবগণ, আলস্য, অজ্ঞান ও মনের দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া) **উত্তিষ্ঠত জাগ্রত** উঠ, জাগো। **বরান্ প্রাপ্য নিবোধত** শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নিকটে গমন করত তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া (ও সাধন করিয়া) ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হও। **ক্ষুরস্য নিশিতা ধারা দুরত্যয়া তৎ পথঃ** শানিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুরতিক্রমনীয় ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের পথ, (কারণ ঐ পথের দুই পার্শ্বে অজ্ঞান ও মিথ্যা বিভূতির প্রলোভন আছে। সেই জন্যই) **কবয়ঃ দুর্গং বদন্তি** জ্ঞানীগণ ব্রহ্মজ্ঞানের পথ দুর্গম বলেন ॥ ৩৫০ ॥

৩৫১। বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ২২ ॥

**বেদান্তে পরমং গুহ্যং** বেদের অন্তভাগ—যাহাকে উপনিষৎ বলা হয়, তাহাতে পরমপুরুষার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান,—যাহা অতি গুহ্য তত্ত্ব—তাহাই **পুরাকল্পে প্রচোদিতম্** পূর্বকল্পে বর্ণনা করা হইয়াছে। (ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বরের নিকট হইতে বেদ প্রাপ্ত হন, এবং স্বয়ং পরমেশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদার্থ প্রকাশ করেন। শ্রীভাগবতম্ ১। ১। ১॥)। **অপ্রশান্তায় ন দাতব্যম্** বিষয় ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া যাহার চিত্ত শান্ত হয় নাই, তাহাকে এই গুহ্য ঔপনিষদিক্ ব্রহ্মবিদ্যা দান করিবে না। **পুনঃ অপুত্রায় বা অশিষ্যায় ন** তাহার পর, যে পুত্র বা শিষ্য নহে, তাহাকেও দিবে না ॥ ৩৫১ ॥

৩৫২। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ২৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ** যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্কামভক্তি আছে, এবং **যথা দেবে তথা গুরৌ** যেমন পরমেশ্বরে, তেমনি গুরুদেবের প্রতিও ভক্তি আছে ; **তস্য মহাত্মনঃ হি এতে কথিতাঃ অর্থাঃ প্রকাশন্তে** সেই মহাত্মার সকাশেই এই উপনিষৎ কথিত ব্রহ্মবিজ্ঞানসমূহ প্রকাশিত হন। **প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ** তাঁহার হৃদয়ে শ্রুতির তাৎপর্য উপনিষদ স্বয়ংই প্রকাশ করেন ॥ ৩৫২ ॥

---

## প্রার্থনা ও নমস্কার শ্রুতি।

৩৫৩। ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৪। ১।

**যঃ একঃ অবর্ণঃ** যিনি এক অদ্বিতীয়, যাঁহার কোনও বিশেষ বর্ণ নাই, বা যাঁহার স্বরূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না ( সেই পরমেশ্বর ) **নিহিতার্থঃ বহুধা-শক্তিযোগাৎ অনেকান্ বর্ণান্ আদৌ দধাতি** নিগূঢ় কারণে তাঁহার বিচিত্র শক্তিসমূহ সহায়ে বহুবিধ বর্ণনা যোগ্য বস্তু সৃষ্টিকালে প্রকাশ করিয়াছেন। আবার **অন্তে বিশ্বং চ বি-এতি** অন্তে এই সৃষ্ট বিশ্ব তাঁহাতেই লয় হইবে। **সঃ চ দেবঃ** তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কর্তা ও স্বয়ংসিদ্ধ। **সঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু** সেই পরমেশ্বর আমাদের শুভবুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করুন ॥ ৩৫৩ ॥

৩৫৪। যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৩। ৫ ॥

**রুদ্র গিরিশন্ত, তে যা শিবা অঘোরা অপাপ-কাশিনী তনুঃ** হে রুদ্র, হে দেহে অবস্থান পূর্বক জীবের সুখ বিধানকারী পরমাত্মা-গিরিশন্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আপনার যাহা কিছু মঙ্গলময় অবিদ্যাতীত শুদ্ধ পাপ-বিঘাতক স্বরূপ, **তয়া শন্তময়া তন্বুবা নঃ অভিচাকশীহি** সেই শান্তিপ্রদ স্বরূপের দ্বারা আমাদের দর্শন করুন ॥ ৩৫৪ ॥

৩৫৫। অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব।
ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্।
সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ ॥

তৈত্তিরীয় উঃ। ১। ১০ ॥

**অহং বৃক্ষস্য রেরিবা** আমি এই সংসার বৃক্ষের প্রেরয়িতা। (আমার সন্তান সন্ততি অবলম্বনেই সংসার বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে)। **কীর্তিঃ গিরেঃ পৃষ্ঠং ইব** আমার কীর্তিকলাপ সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গের মত মহান হউক। **ঊর্ধ্ব পবিত্রঃ বাজিনি ইব সু-অমৃতং অস্মি** সূর্য কিরণে যেমন উৎকৃষ্ট অমৃত আছে, আমিও সেই প্রকার সুন্দর অমৃত হইব। (সূর্য কিরণে যে অমৃত আছে, সেই অমৃতের দ্বারাই পৃথিবীতে স্থাবর, জঙ্গম, সমস্ত প্রাণী সঞ্জীবিত থাকে। সেই অমৃত সূর্যদেব অকাতরে সকলকেই বিতরণ করেন। উপনিষদের ঋষিও সেই প্রকারে নিজের সাধনলব্ধ আনন্দ অকাতরে সকলকে বিতরণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছেন।) **দ্রবিণং সবর্চসম্** আমি সৎভাবে উপার্জিত ধন-সম্পদের দ্বারা লোকসমাজে খ্যাতিমান হইব। **সুমেধাঃ অমৃত-উক্ষিতঃ** আমি উত্তম মেধা লাভ করিয়া সদা আনন্দরসে ডুবিয়া থাকিব ॥ ৩৫৫ ॥

৩৫৬। বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেব সূর্যঃ ॥

প্রশ্ন উঃ। ১ ৮ ॥

(শ্রুতি সূর্যদেবের স্তব করিতেছেন—) **বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং** বিশ্বের সমস্ত রূপপ্রকাশক, রশ্মিমান, সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান, অখিল প্রাণের আশ্রয়, **জ্যোতিঃ একং তপন্তম্** সর্বজীবের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্যদেব একাই বিশ্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আলোকিত ও উত্তাপিত করেন। **সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রজানাং প্রাণঃ এষঃ সূর্যঃ উদয়তি** অনন্তকিরণশালা সর্বজীবের প্রাণস্বরূপ এই সূর্যদেব উদিত হইতেছেন॥ ৩৫৬॥

৩৫৭। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

ঈশোপনিষৎ। ১৫॥

**হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য মুখং অপিহিতং** (অতি উজ্জল স্বর্গসুখাদি মায়িক ভোগ্য পদার্থের বর্ণনার দ্বারা বেদে ব্রহ্মানন্দ আবৃত আছেন। সেই জন্য শ্রুতি সর্বপ্রকাশক সূর্যনারায়ণের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন) একটি উজ্জল স্বর্ণপাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে। **পূষন্, ত্বং সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে তৎ অপাবৃণু** হে জগৎ-পরিপোষক বা জগৎ-প্রকাশক (সূর্যনারায়ণ দেব), আপনি সত্যধর্ম জানাইবার জন্য ঐ (বিচিত্র অবিদ্যার) আবরণ উন্মোচন করুন॥ ৩৫৭॥

৩৫৮। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

ঈশোপনিষৎ।১৬॥

**পূষন্, এক-ঋষে,** হে সর্বপরিপোষক বা সর্বপ্রকাশক, হে একাকী বিচরণকারী বা একমাত্র দ্রষ্টা, **যম, সূর্য, প্রজাপত্য,** হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতি তনয় সূর্যদেব, **রশ্মীন্ ব্যূহ** পৃথিবীর রস শোষক প্রচণ্ড রশ্মি সংবরণ করুন, **তেজঃ সমূহ** জীবের চক্ষুপীড়াদায়ক তেজ উপসংহার করুন। **তে যৎ রূপং কল্যাণতমং তৎ পশ্যামি** আপনার যে রূপটি আমাদের সর্বাপেক্ষা কল্যাণপ্রদ, সেই রূপটিই যেন আমরা দেখিতে পাই। **যঃ অসৌ পুরুষঃ** ঐ আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ আছেন, **সঃ অহং অস্মি** আমিও সেই পুরুষ। (এই শ্রুতির "**সোঽহং**" শুক্ল যজুর্বেদীয় 'মহাবাক্য'। এই শ্রুতি দুইটি বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে ৫।১৫।১)॥ ৩৫৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩৫৯। ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ। অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

শুক্লযজুর্বেদ ৬।৮৭।১৩।৫।। বৃহদারণ্যক উঃ ।৬।৩।৬।।

(হে পরমেশ্বর, তোমার কৃপায় আমাদের জন্য) **বাতাঃ মধু ঋতায়তে** বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বায়ু মধুবহন করিয়া প্রবাহিত হয়, এবং **সিন্ধবঃ মধু ক্ষরন্তি** নদ-নদী মধুময় জল বহন করিয়া প্রবাহিত হয়। **নঃ ওষধীঃ মাধ্বীঃ সন্তু** (হে প্রভু, তোমার কৃপায়) আমাদের জন্য ধান্য, যব, প্রভৃতি ওষধী সমূহ মধুময় হউক। **নক্তঃ উত উষসঃ মধু** আমাদের রাত্রিগুলি মধুময় হউক, এবং উষা মধুময়রূপে আবির্ভূত হউক। **পার্থিবং রজঃ মধুমৎ** পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা মধুময় হউক। **নঃ পিতা দৌঃ মধু অস্তু** আমাদের পিতৃপুরুষ—যাঁহারা দ্যুলোকে আছেন, তাঁহাদের জন্য দ্যুলোক মধুময় হউক। **বনস্পতিঃ নঃ মধুমান্** ফলবান্ বৃহৎ বৃক্ষসমূহ বা সোম আমাদের জন্য মধুময় হউক। **সূর্যঃ মধুমান্ অস্তু** সূর্যকিরণ মধুময় হউক। **নঃ গাবঃ মাধ্বীঃ ভবন্তু** আমাদের গাভীগুলি যেন মধুময় দুগ্ধবতী হয়॥ ৩৫৯॥

৩৬০। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ। ৬। ৭॥

**তং ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্** (হে প্রভু,) তুমি ইন্দ্র, যম প্রভৃতি লোক-পালকদিগের নিরঙ্কুশ-নিয়ন্তা মহেশ্বর, **তং দেবতানাং চ পরমং দৈবতং** তুমি দেবতাগণের উপাস্য পরম দেবতা। **পতীনাং পতি চ** প্রজাপতিগণেরও তুমিই একমাত্র অধিপতি। **পরস্তাৎ পরমং ভুবনেশং ঈড্যং দেবং বিদাম**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তুমি অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃতির অতীত জগৎপতি দেবতা—তোমাকে আমরা জানিতে আকাঙ্ক্ষা করি॥

৩৬১। যো ব্রহ্মাণাং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

শ্বেতাশ্বতর উঃ।৬।১৮।

যঃ পূর্বং ব্রহ্মাণং বিদধাতি যে পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, চ যঃ বৈ তস্মৈ বেদান্ প্রহিণোতি এবং যিনি সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে ষড়ঙ্গ সমেত সমস্ত বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন ( শ্রীভাগবতম্ ১।১।১॥ ), আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশং তং দেবং হ অহং মুমুক্ষুঃ বৈ শরণং প্রপদ্যে যে অপ্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্ব-ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধি প্রকাশক দেবতা তুমি। মোক্ষাভিলাষী হইয়া আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি॥ ৩৬১ ॥

৩৬২। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥

ঈশ উঃ। ১৭ ॥

অথ বায়ুঃ অনিলং অমৃতং এক্ষণে মৃত্যুপথযাত্রী আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ু স্বরূপ পরমাত্মায় উপসংহৃত হউক। ইদং শরীরং ভস্মান্তং আমার এই দেহ ভস্মীভূত হউক। ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর হে ওঁ-শব্দপ্রতীক মন-অগ্নি, আপনি আমার মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু স্মরণীয় আছে, তাহাই আমার স্মৃতিতে উদিত করুন। আমি যাহা কিছু সৎকর্ম করিয়াছি, এই অন্তকালে তাহাই স্মরণ হউক। ( কারণ দেহান্তকালে যে প্রকার চিন্তা চিত্তে থাকে, তদনুযায়ী কর্মভোগের জন্য পরবর্তী জন্ম হয়। গীতা ৮।৫-৬॥ ) ক্রতো স্মর কৃতং স্মর দেহান্তকালে যেন আমার কৃত সৎকর্মই স্মরণ হয়॥৩৬২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩৬৩। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

ঈশ উঃ। ১৮॥

**অগ্নে, অস্মান্ রায়ে সুপথা নয়** হে অগ্নিদেব, আমাদিগকে অর্জিত কর্মফল লাভার্থে উত্তম মার্গে—অর্থাৎ ক্রমমুক্তির পথে দেবযান মার্গে লইয়া চলুন। **দেব, বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান্** হে অগ্নিদেব, আপনি বিশ্ববাসী সকলের কর্ম বা জ্ঞান—(কে কিপ্রকার মনোভাব লইয়া কোন কর্ম করিয়াছে, তাহা সমস্তই) অবগত আছেন। **অস্মৎ জুহুরাং এনং যুযোধি** আমাদের কৃত কুটিল পাপ দূর করুন। **তে ভূয়িষ্ঠাং নমঃ উক্তিং বিধেম** আপনাকে বহুতর নমস্কার বাক্যে প্রণাম করিতেছি॥ ৩৬৩॥

৩৬৪। ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ঋগ্‌বেদ॥

**ওঁ** হে পরমেশ্বর, তোমার কৃপায় **মম অঙ্গানি বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং অথো বলং সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি চ আপ্যায়ন্তু** আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাগিন্দ্রিয়, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, শারীরিক বল ও সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ পুষ্টিলাভ করুক। **সর্বং ঔপনিষদং ব্রহ্ম** সমস্তই উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম। **অহং ব্রহ্ম মা নিরাকুর্যাম্** আমি যেন নাস্তিক হইয়া ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি। **ব্রহ্ম মা মা নিরাকরোৎ** ব্রহ্ম যেন আমাকে অস্বীকার না করেন, (আমি যেন পরমেশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই)। **অনিরাকরণং অস্তু,-মে অনিরাকরণং অস্তু** তিনি যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন, আমিও যেন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান না করি, (আমাদের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ হউক)। **উপনিষৎসু যে ধর্মাঃ তে তৎ আত্মনি নিরতে ময়ি সন্তু** উপনিষদ সমূহে যে ধর্মতত্ত্ব কথিত হইয়াছে, সেই ধর্মতত্ত্ব সমূহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পরমাত্মানিষ্ঠ (পরমেশ্বরের ভক্ত) আমাতে কার্যকর রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। **তে ময়ি সন্তু** উপনিষদুক্ত ধর্মসমূহই আমার আচরণীয় ধর্ম হউক।

**ওঁ শান্তিঃ** আমাদের আধিভৌতিক অশান্তির উপশম হউক।

**ওঁ শান্তিঃ** আমাদের আধিদৈবিক অশান্তির শান্তি হউক।

**ওঁ শান্তিঃ** আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখের অবসান হউক॥ ৩৬৪ ॥

৩৬৫। ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥
ওঁ হরিঃ॥

যজুর্বেদ॥

**ওঁ অদঃ পূর্ণম্** (ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও) ঐ শুদ্ধরূপে অবস্থিত পূর্ণ ব্রহ্মই আছেন। **ইদং পূর্ণম্** এই নাম-রূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্মও পূর্ণ। **পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে** জগৎকারণ পূর্ণব্রহ্ম হইতে কার্যজগৎরূপ পূর্ণব্রহ্মের উদ্ভব হইয়াছে। **পূর্ণস্য পূর্ণং আদায়** পূর্ণকারণ-ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ কার্য-ব্রহ্মের উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও **পূর্ণং এব অবশিষ্যতে** কারণ-ব্রহ্ম পূর্ণই আছেন॥

**ওঁ শান্তিঃ** আমাদের অধিভৌতিক দুর্বিপাকের শান্তি হউক।

**ওঁ শান্তিঃ** আমাদের আধিদৈবিক বিঘ্নের শান্তি হউক।

**ওঁ শান্তিঃ** আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখের শান্তি হউক॥

**হরি ওঁ** হরিই ব্রহ্ম, হরিনামই সত্য॥ ৩৬৫ ॥

**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ বিজয়েতাম্॥**

**ওঁ তৎ সৎ॥**

—ঃ০ঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi